INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura Agartala on the 7th October, 19.3, Friday, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair the Deputy Chief Minister, all other Ministers, the Deputy Speaker and 41 (forty one) Members,

QUESTIONS & ANSWER

অধ্যক্ষ মহোদয়—আজকের কার্য্যসূচিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার—স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীবাদল চৌধুরী—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কত পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি আছে ?

২। তার মধ্যে এক ফসলী দো ফসলী এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ কত ; এবং

৩। অনাবাদী ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। আনুমাণিক দুই লক্ষ আটান্ন হাজার একশত হেক্টর।

২। এক ফসলী জমির পরিমাণ আনুমানিক চুরাশি হাজার হেক্টর এবং একাধিক ফসলী জমির পরিমাণ এক লক্ষ উনসত্তর হাজার হেক্টার। তিন ফসলী জমির পরিমাণ ভিন্নভাবে সংগ্রহ করা হয় না।

৩। এইরূপ তথ্য এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রীনকুল দাস ও শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীকেশব মজুমদার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীবাদল চৌধুরী—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতি বন্যায় সারা রাজ্যে কত টাকার ফসল নষ্ট হইয়াছে (বিভাগ বিত্তিক হিসাব)।

২। কত কৃষক পরিবার এই বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে কি কি সাহায্য করা হইয়াছে, এবং

৪। রবি ফসলের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। সম্প্রতি বন্যায় যে পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে টাকার অংকে তার বিভাগ ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

বিভাগ	বিনষ্ট ফসলের আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকার হিসাব)
১। ধর্মনগর	৮৫.৫৪
২। কৈলাশহর	৩৭৭.৯২
৩। কমলপুর	১৪৩.৩৯
৪। খোয়াই	১৭২.৫৮
৫। সদর	১২২.৪৫
৬। সোনামুড়া	১৫৩.১৫
৭। উদয়পুর	২৮২.৭৩
৮। অমরপুর	১৫০.৬৪
৯। বিলোনীয়া	১৯৪.৪৬
১০। সাব্রুম	৪৮.৯৪
মোট	১৭৩১.৮০

২। উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের বিভাগ ভিত্তিক আনুমানিক সংখ্যা এইরূপ :—

বিভাগ	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা।
১। ধর্মনগর	৩৪৫৪
২। কৈলাসহর	৭৯৩৫

৩।	কমলপুর	২৩৮০
৪।	খোয়াই	১১,০৬৫
৫।	সদর	১২,৭৭১
৬।	সোনামুড়া	৬,০০০
৭।	উদয়পুর	২১,৪৯৭
৮।	অমরপুর	৭,৮৭০
৯।	বিলোনীয়া	১৩,৩১২
১০।	সাব্রুম	১,৫০০
	মোট—	৮৭,৭৮৪

৩। আমন ধান চাষের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার পিছু প্রয়োজন অনুসারে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের ১২ কিলো আমন ধান অথবা তত্সম মূল্যের আমন ধানের চারা বিতরণ করা হয়। তদুপরি যে সমস্ত চাষের জমি হইতে বালি সরাইয়া পুনঃ আমন চাষের আওতায় সম্ভব সেই সকল জমি হইতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যতটুকু বালি সম্ভব সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আগামী রবি ফসলের উৎপাদিত বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাহা এইরূপ :—

(ক) লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী রবি ফসলের চাষে কৃষকদের সাহায্যের জন্য চালু সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং কৃষকদের সময়মত প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি যোগাযোগের ব্যবস্থা।

(খ) সময়মত সম্ভবশী সংখ্যক সম্ভব মৌসুমী বাঁধ দ্বারা বিভিন্ন ছড়া ইত্যাদিতে জল সন্চিত করে জলের ব্যবস্থা করা।

(গ) সার ও কীটনাশক ঔষধ সহ বোরো ধানের বীজ, গমবীজ, শীতকালীন শবজী বীজ, আলুর বীজ ইত্যাদির মিনিকিট কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা।

(ঘ) সরকারী খরচে কৃষকদের জমিতে ভাল জাতীয় শস্য, তৈলবীজ, আলু ইক্ষু, ইত্যাদির প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নতপ্রথার চাষে উৎসাহিত করা।

(ঙ) ভর্তুকী মূল্যে কৃষকদের মধ্যে আলুর বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(চ) উপজাতি ও তপশীল শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের বিনা মূল্যে আলুর বীজ, সার ও কীট নাশক বিতরণের ব্যবস্থা।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী, স্যার। বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন ভাবে এবং ব্যাপকভাবে সাহায্য করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি কি জানাবেন যে ধর্মনগরে যে কয়েক হাজার হাজার কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কেন আজ পর্যন্ত তারা একটি পয়সাও সাহায্য

পান নাই এবং বীজ ধান এবং কৃষি জমি যেগুলি বালি পড়ে নষ্ট হয়েছে, তার বালি সরাবার জন্য কেন সাহায্য দেওয়া হয় নি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একজন মাননীয় সদস্য সমীর কুমার নাথ এই ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করেছেন এবং তখন উত্তর জানা যাবে। তবে আমরা যে সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি বালি সরাবার জন্য, এই ব্যাপারে ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে, এছাড়া বীজ ধান কেনার জন্য এখন পর্য্যন্ত ১৫,২৪,০০০ টাকা বিলি করা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন যে, বন্যাতে মানুষের সাহায্য করা হয়েছে কৃষি দপ্তর থেকে, সেটা কৃষিদপ্তরের সামগ্রিক যে প্রোগ্রাম সেই ব্যাপারে করা হয়েছে। এই জন্য বাকী যে সময় আছে কৃষি দপ্তরের সরকার অভাব হবে কিনা এবং সেই অভাব পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—স্পীকার স্যার, অভাব তো নিশ্চয় হবে, কারণ এর আগে বন্যা হয়ে গিয়েছে যার ফলে বরো এবং আউস ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বন্যার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে টাকার অংকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতির পুরোটা পুষিয়ে দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। তবে পুনর্বাসন প্রগ্রাম হিসাবে যে সমস্ত কৃষকের ক্ষতি হয়েছে, তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষি দপ্তর থেকেই ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দাবী রেখেছি। তার মধ্যে রবি ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পরিমাণ ধরা হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং এই টাকাটা কেন্দ্রের কাছে দাবী রাখা হয়েছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৮৭,৭২৪ জন কৃষক বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি জানতে চাইছি এই পর্য্যন্ত মোট কতজন কৃষক পরিবারকে বীজ দিয়ে সরকার থেকে সাহায্য করা হয়েছে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—স্যার, আমরা এখন পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩৪,৫৫৫ জন কৃষককে বীজ ধান দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী—আমরা জানি যে এই বন্যার ফলে আমাদের যারা জুমিয়া কৃষক আছে, তাদের জুমিয়া অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া ব্লকে কাঁকরাচড়া এবং লুনাচড়া অঞ্চলে অনেক জুমিয়া কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। কাজেই এই সব জুমিয়া যাতে সরকারী সাহায্য পেতে পারে, সেজন্য সরকার কোন চিন্তা করেছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—স্যার, এটা ঠিক যে, জুম ফসলেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। কাজেই বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে জুম চাষীরাও যাতে সরকারী সাহায্যের সুযোগ পায়, সেজন্য বিশেষ একটা কর্মসূচী নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন।

শ্রী কেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়; এই অভাবনীয় বন্যার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাদের সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার যে টাকা বরাদ্দ করেছেন, সেই টাকার সবটা খরচ হয়েছে কিনা, বিশেষ করে যে সমস্ত কৃষকের ধানী জমিতে বালি পড়ে ফসল নষ্ট হয়ে, সেই জমি থেকে বালি সরানোর কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা অথবা এই কাজটা সম্পূর্ণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—এটা আপনারা সবাই জানেন যে, বালি পড়ে যে সমস্ত কৃষকের ফসল জমি নষ্ট হয়েছে, সেই সব জমি থেকে জরুরী ভিত্তিতে যাতে বালি সরানো যায়, তার জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এজন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের কাছে আমরা ২০ কোটি দাবী করেছি। এপর্যান্ত আমরা এই বাবতে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। অন্যান্য সময়ে বালি সরানোর কাজটার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হত, এবার ক্ষতির নিরীখ যাচাই করে জরুরী ভিত্তিতে বালি সরানোর কাজটার উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে বালি সরানোর কাজটা একটা কণ্টিনিউইং প্রসেস, একবারে বালি সরানো সম্ভব নয়, পর্যায়ক্রমে ক্ষতি গ্রস্ত জমি থেকে যাতে সম্পূর্ণ বালি সরানো যায়, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে, আমতলী এলাকায় ৫০০ পরিবার এই বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে মাত্র ১৬৫ পরিবারকে ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু মাত্র ২৫ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, বাকী ২৫ টাকা দেওয়া হয়নি। গাঁও প্রধান বলেছেন যে, বাকি ২৫ টাকা কেন্দ্র থেকে টাকা এলে দেওয়া হবে। কিন্তু ১৬৫ পরিবারকে ২৫ টাকা করে দিয়ে বাকী ২৫ টাকা গাঁও প্রধানের নিজের নামে ব্যাংকে জমা রেখেছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—স্যার, এই ধরনের কোন ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যদি লিখিত অভিযোগ করেন, তাহলে আমি সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বনার্তদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত কত টাকা অনুদান দিয়েছেন, জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—আমরা এখন পর্যন্ত কোন অনুদান পাইনি। টোকেন হিসাবে আমরা যতটুকু জানি যে কেন্দ্র ১ কোটি দেওয়ার কথা বলেছেন।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বন্যায় যে পরিমাণ জুমের ফসল নষ্ট হয়েছে তার সমপরিমাণ অনুদান সরকার থেকে দেওয়া হবে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—সরকার এটাকে একটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কেন না, বন্যায় গরীব অংশের মানুষই সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কাজেই আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যাতে ব্যাপক ভাবে এস. আর. ই. পির কাজে এই সমস্ত গরীব অংশের মানুষকে নিযুক্ত রাখা যায়, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যে তালিকা এখানে দিয়েছেন, যেমন কোন মহকুমায় ৭ হাজার, কোন মহকুমায় ৯ হাজার, আবার কোন মহকুমায় আড়াই হাজার, এই যে তালিকাটা করেছেন, এটা কারা তৈরী করছেন এবং কিসের ভিত্তিতে তৈরী করেছেন জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—সরকার একটা নীতি ঘোষণা করেছেন যে সরকারী কর্মিরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে পঞ্চায়েতের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন, তাদের সংগে আলাপ করে এই তালিকা তৈরী করবেন।

জওহর সাহা—সরকারী ঘোষণা ছিল যে পঞ্চায়েত এবং কৃষি দপ্তর এক যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে তদন্ত করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের একটা তালিকা তৈরী করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে এমন কতগুলি তালিকা তৈরী করা হয়েছে, যেগুলিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—এই ধরনের কোন অভিযোগ আমরা কারো কাছ থেকে পাইনি। তবে মাননীয় সদস্য সেই রকম কোন লিখিত অভিযোগ দিলে, আমরা সেটার তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রী সমীর দেব সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত ভয়াবহ বন্যার সময়ে বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলি ওভার ফ্লো একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছে এবং সেই সব নষ্ট হওয়া ওভার-ফ্লোগুলি যাতে সরকার থেকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে আবার সারানো যায়, তার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা মূল প্রশ্নের সংগে রিলেটেড নয়, তাই আমি এর উত্তর দিতে পারছিনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে আমতলী এলাকায় একজন বিশিষ্ট সি. পি. এম. নেতা শ্রী রামধর জমাতিয়া হদ্রাব এ্যাপেক্স থেকে এস, আর ই, পি-তে দেয় ৩০ কুইন্টাল চাউল কালোবাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—এই ধরনের কোন লিখিত অভিযোগ দিলেই আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলী—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, জানাবেন কি, যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের এই পর্যন্ত যা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাদের আরও বেশী পরিমাণে সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে অনুভব করেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বন্যায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যে পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকারের যে সীমিত ক্ষমতা, সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছি। আর সেজন্য যে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এসেছিল, তাদের কাছে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দাবী রেখেছি এবং আশা করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় টাকা পেলেই আমরা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিতে পারব।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে বলছি যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঝড় এবং তুফান ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, পূরণ হিসাবে সাহায্য দেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও সেটা সম্ভব কিনা, আমার জানা নাই। তবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন, তারা যাতে নতুন ভাবে সমাজ জীবনে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তার জন্যই কিছু সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, কোন পরিবারে ৫।৬ ঘর ছিল, সেগুলি তৈরী করতে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ হাজার

টাকার প্রয়োজন কাজেই, তাকে সমস্ত ক্ষতিটা পুষিয়ে দেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব কিনা, তা আমার জানা নাই। আমরা যে সাহায্য করছি, সেটা হচ্ছে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তিনি যাতে নতুন ভাবে পুনর্বাসন পেতে পারেন, তার জন্য কিছুটা সাহায্য করা। অন্তত একটি ঘর করতে পারেন সেই সাহায্য দেওয়া

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজনগর প্রভৃতি ব্লকে দেখা গিয়েছে যে কিছু লোককে ১৫ কে, জি, বীজধান দেওয়া হয়েছে আবার কিছু লোককে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে,—১৫ কে, জি, বীজ ধানের দাম ৫০ টাকায় হয় না। যারা ৫০ টাকা পেয়েছে তাদের ১৫ কে, জি, বীজ ধানের দাম হিসাবে বাকী টাকা সাহায্য দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বন্যা এমন সময়ে হয়েছিল যার ফলে আমাদের একটা ন্যূনতম কর্মসূচী নিতে হয়েছিল—যার ফলে যাদের ৫০ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তারা যদি পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেট সহ সরকারের কাছে আবেদন করেন যে তারা যদি সত্যি সত্যি ধানের চারার মুল্য বাবত আরও সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদের সরকার থেকে সাহায্য করা হবে।

শ্রীরসিক লাল রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ফ্লাডের উপর যে কথা বলেছেন প্রথমে তার উপর দুই একটি কথা বলব তার পর আমি আমার সাপলিমেণ্টারী প্রশ্ন করব। (ভয়েস—না, এটা হয়না, এটা হয় না) মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ফ্লাড হলে যে ক্ষতি হয় তার জন্য সরকার

মিঃ—স্পীকার—মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক সাপ্লিমেণ্টারী করুন।

শ্রীরসিক লাল রায়—ফ্লাডের প্রটেকশন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের সোনামুড়ায় ফ্লাডের আগে আমি চিৎকার করে বলেছিলাম যে, ফ্লাড হবে ফ্লাড হবে তখন আমার কথা শোনা হয় নাই—কেননা আপনাদের সরকারী অফিসারেরা কেউই ষ্টেশানে ছিলেন না। নইলে শুধু ২ হাজার টাকা খরচ করলে (ইণ্টারাপশান) সোনামুড়ায় যে সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা কত এবং কৃষকদের কত বীজ ধান সাহায্য করা হয়েছে?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পঞ্চায়েতের হিসাব অনুযায়ী সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবার সাহায্য পায় নাই এবং দেখা গিয়েছে যে আরও কৃষক পরিবার সাহায্য পাওয়া দরকার বাকী পরিবারগুলি কোন সাহায্য পাবেন জানবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮৭,৭৮৪টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৫ হাজার পরিবারকে সাহায্য করতে পেরেছি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের সাহায্য দেওয়ার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আমরা যাদের আমন ফসলের সময় সাহায্য করতে পারি নাই তাদের আমরা রবি ফসলের সময় সাহায্য করব।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার:—কোয়েশ্চান নং ১৪

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—কোয়েশ্চান নং ১৪

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যায় কয়টি গবাদী পশু মারা গিয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। গবাদি পশু মারা যাওয়ার ফলে যে সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সম্প্রতি রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিম ত্রিপুরায় ৪,০০০ দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩,৪০০ এবং উত্তর ত্রিপুরায় ২,৬০০টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে।

২। প্রতিজন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে সরকার গবাদী পশু কিনিবার জন্য শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে অনূর্ধ ৫০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন। ভর্তুকী আই. আর, ডি, পি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত করা হইবে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জেলা ভিত্তিক হিসাব দিয়েছেন সেগুলির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে মহকুমা ভিত্তিক কোন হিসাব নাই। এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বন্যায় যাদের পশু মারা গিয়েছে তাদের পুনরায় গবাদি পশু কিনার জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে বলা হচ্ছে, যাদের নামে পূর্বে ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের সেই ঋণ পরিশোধ না করলে নূতন করে আবার ঋণ দেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের নূতন করে আবার ঋণ দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের তথ্য আমার জানা নাই, তবে মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য এখানে পেশ করেছেন তা অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৫০ পার্সেন্ট অনূর্ধ ৫০০ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও দেখা গিয়েছে যে কোন কোন পরিবারের দুইটি বলদই মারা গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কি সেই ৫০০ টাকাই দেওয়া হবে, না আরও বেশী টাকা সাহায্য করা হবে ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে সরকার নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক একটি পরিবারে কত ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখে সেই পরিমাণ সাহায্য করা কোন সরকারের পক্ষেই কখনো সম্ভব নয়। তবে কৃষি কাজ করার জন্য ন্যূনতম সুযোগ করে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—দুগ্ধবতী গাভী হালের বলদের জন্য ক্ষতিপূরণ কি একই ভাবে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে চিন্তা করেছেন ? তাছাড়া এ পর্যন্ত কত সাহায্য করা হয়েছে এই তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এখন পর্য্যন্ত সাহায্য কত করা হয়েছে এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কৃষি কাজে ন্যূনতম সুযোগে করে দেওয়ার জন্য এই সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা জানি, বেশ কিছু পরিবারের হালের গরু সবই হারিয়ে গেছে। কাজেই দুটি বলদ কিনতে না পারলে চাষ করবে কি করে। এমতাবস্থায় ১০০৲ টাকা কিংবা ৪০০৲ টাকা সাহায্য দিলেও কিছুই হবে না। কাজেই সরকার থেকে এক জোড়া হালের বলদ দেবার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেই বলা হয়েছে, সরকার নীতিগত ভাবে তা সমর্থন করেছেন। এর বেশী সাহায্য দেওয়া যায় না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, দুগ্ধবতী গাভী কিংবা হালের বলদের জন্য সাহায্য দেওয়ার কথা কি একই ভাবে চিন্তা করা হয়েছে? এছাড়া, অন্যান্য গরীব লোকদের যাদের ছাগল, মোরগ নষ্ট হয়ে গেছে তাদের জন্য কিছু সাহায্য দেবার কথা কি চিন্তা করেছেন সরকার বাহাদুর?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—ছাগল মোরগের সাহায্য দেবার জন্য আমরা চিন্তা করি নাই। তবে, দুগ্ধবতী গাভী কিংবা হালের বলদ কিনবেন কিনা তারাই তা ঠিক করবেন। আমরা নীতিগত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৯।

মিঃ স্পীকার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্য পরিকল্পনাধীন স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্প চালু করেছেন, তাহাতে কর্ম প্রার্থীগণ কি কি সুযোগ পাইবেন?

২। ইহা কি সত্য যে, এই প্রকল্পটি পৌর সভা ও নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

৩। যদি সত্য হয় তবে রাজ্যের পৌর সভা ও নোটিফাইড এলাকার বাইরে যে সমস্ত ব্লক বা থানা এলাকা, বা এ, ডি, সি, এরীয়া আছে, এ গুলি কি ভাবে এই প্রকল্পের সুযোগ পাইবেন?

উত্তর

১। রাজ্য পরিকল্পনাধীন স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে ত্রিপুরার উপযোগী বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্পের উপর অনূর্দ্ধ ২০,০০০৲ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দেওয়া হইবে।

ফিক্সড্ ডিপোজিট-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ২৫ পারসেণ্ট ভর্ত্তুকী ঋণ গ্রহীতার ব্যাংক একাউণ্টে জমা রাখিবে।

নায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ, বিপননের সুযোগ, পরিবহন খরচের উপর ভর্ত্তুকী ইত্যাদি পাইবে।

হ্যাঁ।

৩। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উক্ত প্রকল্প সম্প্রসারনের ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রকল্পের জন্য যে সাহায্য দেওয়া হবে তা শুধু পৌর এলাকা এবং নোটিফাইড এলাকার জন্যই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, বিশালগর, ছাওমনু ব্লকে অনেক গ্রামীণ শিল্পী আছেন তাদের সাহায্যের জন্য সরকার কিছু চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :- এই স্কীমের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা নোটিফাইড এরিয়া, পৌর এলাকা এবং ১০টি সাবডিভিশানে স্ব-নির্ভর শিল্প করার জন্য প্রার্থীরা দরখাস্ত করছে। কাজেই আমাদের যে পরিমাণ টাকা আছে তাকে কেন্দ্র করে প্রথমে আমরা নোটিফাইড এলাকা এবং মিউনিসিপ্যালিটির বেকারদের শিল্প গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করব। গ্রামাঞ্চলে এবং বিভিন্ন ধরনের বাজারের মধ্যে এই ধরনের বেকার এবং শিক্ষিত বেকার আছেন। তাদের জন্য আমরা পরবর্তী পর্যায়ের চিন্তা করব। এই বছরের আমাদের যে কর্মসূচী তাতে এই এলাকাগুলিকে আমরা আগে করব।

শ্রীজওহর সাহা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এ বছর পৌরসভা এবং নোটিফাইড এলাকার মধ্যে এই স্ব-নির্ভর কর্ম সংস্থান প্রকল্প সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্লকগুলিতে পরবর্তী পর্যায়ে নেওয়া হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আগামী আর্থিক বছরে ব্লক, এ, ডি, সি, এবং গ্রামাঞ্চলে এই কর্ম সংস্থান প্রকল্প নেওয়া হবে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :- মি: স্পীকার স্যার, আমি যথারীতি বলেছি, এই বছর এই পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের এ বিষয়ে কিছু করার জন্য চিন্তা আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, স্ব-নির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের মধ্যে কি কি ধরণের প্রকল্প এর আওতায় থাকবে ?

শ্রীঅনিল সরকারঃ- যে সমস্ত শিল্প এর আওতায় আসবে সেগুলি হচ্ছে, গোপালন হাঁস ও মুরগী পালন, কাপড় কাঁচা সাবান তৈয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারীগরি মেরামতি শিল্প, টিন ও শিট মেটালের কাজ, রেডিও তৈয়ারী ও মেরামতি, নাইলন্ দড়ি তৈয়ারী. পোষাক তৈয়ারী, সাইকেল ও রিক্সা মেরামতি, মোমবাতি, বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরী, চুল কাটাই, ট্রাক তৈয়ারী, ইলেকট্রিকের কাজ, তাঁত শিল্প, ব্যাটারী তৈয়ারী ও মেরামতি, কামারশালা. ব্যবহারিক ও বিজ্ঞাপণ শিল্প, ফটোগ্রাফি, গাড়ী মেরামতি, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের কাজ, বই ও খাতা বাঁধাই, স্প্রে পেইন্টিং, গেঞ্জি শিল্প ইত্যাদি।

শ্রীসৈয়দ বাসিদ আলী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে অদ্যাবধি কত বেকার দরখাস্ত করেছেন এবং তার মধ্যে কত ভাগ পেয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকারঃ- স্বনির্ভর কর্ম সংস্থানের সুযোগ এখনো আসে নাই যেহেতু দরখাস্ত আসবে। এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় এনকোয়ারী হবে। তবে গত ২০শে আগষ্ট আগরতলা শহরে যারা স্বনির্ভর কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে চান তাদের দরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ ছিল। মফঃস্বলগুলিতে ছিল গত ৩০শে সেপ্টেম্বর। এখনও সেগুলি এসে পৌঁছায়নি। তবে

আগরতলা শহর থেকে ৬২১টি দরখাস্ত পড়েছে। এর মধ্যে এনকোয়ারী হয়েছে ৩৫০টি দরখাস্তের উপর। বাকীগুলি এখনও এনকোয়ারী পর্য্যায়ে আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তীঃ- এই প্রকল্পের আওতার বাইরে যেসমস্ত কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প আছে, যেমন ট্রাইবেল এলাকায় বেতিও মোমবাতি, সাইকেল মেরামতি করে তারা ব্যক্তিগত ভাবে দরখাস্ত করলে এই কর্মসূচীতে সুযোগ পাওয়ার জন্য সাহায্য পাবে কি ?

শ্রীঅনিল সরকারঃ- এই স্ব-নির্ভর কর্ম সংস্থান ছাড়াও শিল্প দপ্তরের অন্যান্য স্কীম আছে। সেখান থেকে তারা সাহায্য পেতে পারে। এটা শুধু নোটিফাইড এবং আগরতলা শহরের বেকারদের জন্য কর্মসূচী।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকারঃ—কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকারঃ—কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় একটি ঘড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা সংঘটিত হয়েছিল কি,

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ঘড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনের প্রকল্পটি বর্ত্তমানে ভারত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রসঙ্গতঃ আমি এখানে আরেকটু বলছি—ত্রিপুরায় একটি যান্ত্রিক হাতঘড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য কলিকাতার প্রিফেক্ট ওয়াচ কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান একটি প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন সহ প্রকল্পটি ১৯৮১ ইং সনের এপ্রিল মাসে ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে প্রকল্পটি সংশোধন করে ঐ সনেরই সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ভারত সরকারের কাছে এ পর্য্যন্ত বহুবার চিঠি লিখা হয়েছে, কিন্তু অনুমোদন এখন পর্য্যন্ত আসে নাই।

মিঃ স্পীকার স্যারঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৭ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর সরকারী কলেজের নবনির্মিত দালান বাড়ীতে অনেকগুলি ফাটল দেখা দিয়েছে,

২। ঘটনাটি সত্য হইলে তার দ্বারা ভয়ানক কোন ক্ষতির কারণ আছে কি,

৩। যদি থাকে তবে তাহা রোধ করার জন্য এ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ধর্মনগর সরকারী কলেজের নবনির্মিত দালান বাড়ীতে কিছু ফাটল দেখা দিয়েছে।

২। এই ফাটলের জন্য ভয়ানক ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না। এই ফাটলগুলি বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত মেরামতির কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগরের সরকারী মহাবিদ্যালয়ে যে ধরনের বিপদজ্জনক ফাটল দেখা দিয়েছে, এই ফাটলগুলি এত মারাত্মক যে, যে কোন সময়ে এই বিশাল দালান ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার:—স্যার, এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই একটা প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে। ৩ জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি দালানটি পরীক্ষা করবেন এবং অক্টোবর মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দাখিল করবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগরের এই কলেজটি নির্মানের ব্যাপারে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছিল, সেই দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার জন্য স্থানীয় কিছু কর্তৃপক্ষ জড়িত আছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার:—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই ব্যাপারে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তারাই এই বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখবেন।

সৈয়দ বশীত আলী:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ফাটলগুলি মূলত কি কারণে দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য দায়ী কে ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার:—ধর্মনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের দালান নির্মানের কাজ ১৯৮১ সনের ৪ঠা মার্চ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং শেষ হয় ১৯৮২ সনের ১৫ই ডিসেম্বর। নক্সা অনুযায়ী ২ তলার ফাউণ্ডেসন সহ এই কাজ করা হইয়াছে। দালানটি বেশ বড এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছাদ বিছাইয়া ইহা নির্মান করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় জায়গায় নক্সানুযায়ী ছাদে সম্প্রসারিত জয়েণ্ট ব্যাহার করা হইয়াছে। ছাদ ও লিণ্টেলের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে কতগুলি ফাটল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রধানতঃ ছাদে ব্যবহৃত রি ইনফোর্সমেণ্ট ষ্টিলের তাপের তারতম্যের জন্যই ইহা হইয়াছে। আড়াআড়ি ভাবে এই ফাটলের জন্য কোন ভাবেই ইহার কাঠামোগত স্থায়িত্বের তারতম্য হইবেনা। সাধারণ মেরামতির সাহায্যে এইগুলি সারানো হইতেছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দ্বিতলের কাজ শেষ হওয়ার পর যখনই একতলার ছাদে অতিরিক্ত বোঝা চাপিবে তখনই আড়াআড়িভাবে এই ফাটলের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য সরকার একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমে বলেছেন যে, এই ফাটলের ফলে কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাপ্লিমেণ্টারী

প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছেন, তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে কি উনি এটাই স্বীকার, করছেন না যে, দালানটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি দালানটি নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তা অবসানের জন্যই একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত রিপোর্ট যা পাওয়া যাবে তা পরিষ্কার ভাবেই এখানে আমি বলব।

মি: স্পীকার শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :— কোয়েশ্চান নং ৪১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৪১ স্যার।

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর বাজারের সন্নিকটে দেও নদীর উপর নির্মিয়মান ব্রীজের কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি।,

২) ঐ ব্রীজটি নির্মাণের কাজ শেষ হতে আর কত বছর সময় লাগবে, এবং

৩) ব্রীজটির কাজ শেষ করতে সর্বমোট কত লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) দেও নদীর উপর নির্মিয়মান পুলটির কাজ বন্ধ করা হয় নাই।

২) কাজটি ১৯৮৫ সালের শেষ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩) উক্ত পুলের কাজটি শেষ করতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রাথমিক ভাবে ব্রীজের একটা পিলার নির্মাণে কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, কিন্তু তা ভেঙ্গে ফেলায় কত টাকার ক্ষতি হল এবং ব্রীজটির স্থান অন্যত্র সরিয়ে ফেলার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, প্রাথমিক ভাবে এই ব্রীজ তৈরীর জন্য আমরা যে অ্যাসটিমেট করি, অ্যাসটিমেট কষ্ট ছিল ২১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এই পর্যন্ত আমরা ২১.৯৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমাদের অনুমান ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। কারণ দিন দিন জিনিসের দাম বাড়ছে, মজুরীর দাম বাড়ছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :--মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬২

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬২ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লাটিয়াছড়ায় প্রাথমিক পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বিবেচনাধীন আছে।

২) ১নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৯ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৯।

প্রশ্ন

১) অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে দৈনিক কি পরিমাণ দুধ সরবরাহ করা হয়।

২) এই পর্য্যন্ত কত পরিবারে এই প্রকল্পের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে ;

৩) কোন কোন এলাকায় বর্ত্তমানে এই সুযোগ চালু আছে ?

৪) এই প্রকল্প সম্প্সারণের জন্য সরকারের কিরূপ পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে দৈনিক গড়ে ৩২৬১ লিটার দুধ আগতলায় ডায়েরী থেকে সরবরাহ করা হয়।

২। প্রত্যক্ষভাবে ৩ হাজার ৮০টি পরিবার এই প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছে।

৩) আগরতলা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর হাসপাতাল এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়।

৪) উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে এই প্রকল্প সম্প্সারিত করার পরিকল্পনা আছে। কুমারঘাট সংলগ্ন এলাকাও তাতে উপকৃত হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে ৩ হাজার ৮০টি পরিবার ছাড়া আর কোথায় কোথায় দুধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আগরতলা শহরে জি, বি, হাসপাতাল ও ভি, এম, হাসপাতালে এবং উদয়পুরের হাসপাতালে।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্ত্তমানে গ্রামে এবং শহরে দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের জন্য শিশুরা বিভিন্ন অপুষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবং দুধ সংরক্ষন প্রকল্প আরো সম্প্সারণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলি :—স্যার দুগ্ধ প্রকল্প ত শুধু আগরতলা থাকলেই চলবেনা। আমি জানতে চেয়েছি এই প্রকল্প সম্প্সারনের কোন উদ্যোগ আছে কিনা সরকারের ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—প্রয়োজন আছে বলেই কুমারঘাটে সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে যে দুধ সংগ্রহ করা হয় আমরা দেখেছি সেই দুধ উৎপাদকের কাছ থেকে মেপে আনা হয় কিন্তু ডায়েরীতে আনার পর তার পারসেনটিজ কমে যায় বলে ঘোষণা করা হয়। এটা কি অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে কোন দুষ্ট চক্রের প্রভাবে হচ্ছে ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার. মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এইরকম কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে এবং উনি যদি তা উপস্থিত করেন তাহলে নিশ্চই তদন্ত করে দেখা হবে। তবে আমার কাছে এই ধরনের কোন খবর নেই।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অপারেশান ফ্লাড যেটাকে বলা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে যে দুধ সরবরাহ করা হয় তা কি দুগ্ধবতী কোন গাভীর দুধ না কি পাউডার মেশানো দুধ ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার. এই দুগ্ধবতী গাভীর দুধ ও আছে, আবার পাউডার দুধও আছে। সংমিশ্রনের ফলে এই দুধ হয়ে থাকে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে যে দুধ দেওয়া হয় সেটা ভেজাল দুধ ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি হয়ত জানেন না যে এই অপারেশন ফ্লাড—২ই হোক আর ৪ই হোক সমগ্র ভারতবর্ষে এই সিষ্টেমেই দুগ্ধ দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন কিনা যে অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে যে দুধ দেওয়া হয়ে থাকে তা ভেজাল দুধ কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—না, এটা ভেজাল দুধ নয়।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলি :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরায় দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা কত এবং কত পরিমাণ দুধ উৎপন্ন হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য. এই প্রশ্নটি ঐ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৯ (এ) স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৯ (এ)।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট পান চাষীর সংখ্যা কত ?

২। মোট কত একর ভূমিকে পান চাষের আওতায় আনা হয়েছে :

৩। পান চাষের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ১২৮৬ জন।

২। ১৬৪.৮ হেক্টর।

৩। পান চাষের উন্নয়নে সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিয়েছেন :—

ক) সরকারী খরচে উৎসাহী কৃষকদের জমিতে পানের প্রদর্শনী চাষের ব্যবস্থা।

খ) পান চাষের জন্য ঋণের সুযোগ প্রাপ্ত পান চাষীদের আই, আর, ডি, পি নমুনায় ভর্তুকীর ব্যবস্থা।

গ) পান চাষের উপর প্রারম্ভিক পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য একটি প্রকল্প নেওয়া হইয়াছে। পান চাষের ও পান পাতার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সনে পানের মিনিকিট পান চাষীদের মধ্যে বিতরনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ঘ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পান চাষীদের নিয়ে সমিতি গঠন করিয়া ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রতি পান চাষী স্ব-উদ্যোগে তারা পান চাষ করছেন এবং তার একটা বিরাট অংশ এখানে আসে। সম্প্রতি বন্যার ফলে যে সমস্ত পান চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :-- মাননীয় স্পীকার-স্যার, কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা আমি আগেই বলেছি. এর মধ্যে আর একটা যেটা সবচেয়ে বেশী দরকারী সেটা হচ্ছে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় সুপারী ও মশলা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র উপজাতি চাষীদের পান চাষের জন্য যথাক্রমে শতকরা ২৫, ৩৩ এবং ৫০ হারে ভর্তুকী প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভর্তুকীর মোট পরিমাণ একজন চাষীর ক্ষেত্রে ৩০০০ টাকার বেশী হবেনা।

মিঃ স্পীকার :- যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই-গুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE 'A'&'B.)

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।, ১ম সদস্যের নাম শ্রীবিদ্যা দেববর্মা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৮শে জুলাই প্রমোদনগর ক্যাম্পাস লুঠ ও জনৈক মৃৎ শিল্পীর খুন হওয়া সম্পর্কে,,

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী তথা মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আগামী ১০ই অক্টোবর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১০ই অক্টোবর বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরীর নিকট থেকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ১৬ই আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে তাকমাছড়ায় রাবার শ্রমিক প্রভাত দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে,,

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী

নোটিশটির উপর মাননীয় স্বারষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ের উপর আগামী ১০ই অক্টোবর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১০ই অক্টোবর বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র কুমার দেববর্মার নিকট থেকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৯শে আগষ্ট অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়ায় উপজাতি যুব সমিতির আঞ্চলিক সহ-সভাপতি কর্ণ কিশোর রোয়াজাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরবন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকরে স্যার, আমি আগামী ১০ই অক্টোবর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১০ই অক্টোবর বিবৃতি দেবেন।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল বিজনেস এড্ভাইজরী কমিটির রিপোর্ট উথ্থাপন ও গ্রহণ।

বর্তমান অধিবেশনের ৭ই অক্টোবর শুক্রবার, ১৯৮৩ ইং হতে ১১ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এডভাইজরী কমিটির যে সময় নিঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৭ই অক্টোবর থেকে ১১ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এড্ভাবজরী কমিটি যে সময় নিঘণ্ট করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন রিপোর্টটি হাউজের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস এড্ভাইজরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :—বিজনেস এড্‌ভাইজর কমিটির প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

(ভোটে মোশানটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

লেয়িং অব্ রুলস্

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—"Laying of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land) (Secnd Amendment) Rules, 1983, as required under section 196 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস :—Sir, I beg to lay before the House "The Tripurr Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land) (Second Amendment) Rules, 1983 as required under Section 198 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—Laying of the Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1983 as requiced under section 20 of the Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1982."

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস—Hon'ble Speaker sir, 'I beg to lay before the House "The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1982."

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—Laying of a copy of the Nineth Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the year 1980-82 together with a memorandum explaining, as respects the cases where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance, as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

আমি এখন বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব—Hon'ble Speaker sir, "I beg to lay before the House a copy of the Nieth Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the year 1980-81, together with a memorandum explaining, as respects the cases

where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance, as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের সভাতে যে সমস্ত রুলস্, রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস', থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্যে।

মিঃ স্পীকার—সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নলিখিত তিনটি বিলের প্রথমটিতে মননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং অবশিষ্ট দুটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ পর্যায়ক্রমে জানাচ্ছি।

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1. The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1983).	PRESIDENT 18. 8. 1983.
2. The Tripura Appropriation Bill, 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983)	GOVERNOR 14. 8. 1983.
3. The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983.	GOVERNOR 14. 8. 1983.

FINANCIAL BUSINESS

Presentation of the Demands for Excess Grants for the year 1978-1979.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক সনের একসেস গ্র্যাণ্টস্ এর দাবী উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার একসেস গ্র্যাণ্টস এর দাবী সভায় পেশ করবার জন্য।

Shri Dasarath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House the Demands for Excess Grants for the year 1978-79.

Presentation of the Demands for Excess Grants for the year 1979-80.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "১৯৭৯-৮০ আর্থিক সনের এ্যাকসেস গ্র্যাণ্টস্ এর দাবী সভায় উত্থাপন।" এখন আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর একসেস গ্র্যাণ্টস্ এর দাবী সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Dasarath Deb—Mr. Sperker Sir, I beg to lay before the House "The Demands for Excess grants for the year 1979-80.

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি "নোটিশ অফিস থেকে ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক সনের এ্যাকসেস্ গ্র্যান্টস্ এর দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

গভার্ণমেন্ট বিজনেস্ (লেজিসলেসান) সরকারী বিল উত্থাপন।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Panchayats Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য, সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, "The Tripura Panchayats Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) টি এই সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশান হলো "The Tripura Panchayats Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) সভায় উত্থাপন।

(মোশানটি ধ্বনি ভোটে উত্থাপন করার অনুমতি পেল)।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজোলুসান্।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো প্রাইবেট মেম্বারস রিজোলুসান। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিসান আছে। রিজিউলিশান এর প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উত্থাপন করেন মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল, দ্বিতীয়টি করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার, তৃতীয়টি করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিসান সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে রিজিউলিসানটি মোভ করার আগে উহার উপর যাতে আমরা কোন এমেণ্ডমেন্ট আনতে পারি তার জন্য আমাদের কিছু সময় দেওয়া হোক।

শ্রীমানিক সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যাতে এর উত্তর এমেণ্ডমেন্ট আনতে পারি তার জন্য আমাদের অন্তত: ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে। তাহলে এখনকার সভা ১২-৩৫ মিঃ পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

(সভা ১২-২০ মিঃ থেকে ১২-৩৫ মিঃ পর্য্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সভা ছেড়ে চলে যান।)

(After 15 minuites adjournment the House reassembled at 12-35 P. M)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট দুই একটা যা পাওয়া গেছে সেগুলি পরিক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেগুলি সমন্ধে পরে জানাব। এবার মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল তাঁর রিজিলিউশান মুভ করতে পারেন।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশান হলো—"এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ-ভাতার অর্থ জানুয়ারী, ১৯৮৪ থেকে নগদে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক" ।

আমরা দেখছি বহুদিন যাবত আমাদের রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে এবং দেওয়া হচ্ছে এবং এমন কি রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রতি অনুরোধ করেছেন যে তোমাদের মহার্ঘভাতা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে থাকুক। সেটা একসাথে তুলে দেওয়া যাবে। এইভাবে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা ফলপ্রসূ হয় নি। রাজ্য সরকার যদি স্বীকার করে থাকেন তা হলে রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কি অসুবিধা রয়েছে ? কাজেই আমি এই হাউসে রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাতে চাই যে, আগামী ৮৪ ইং সনের জানুযারী মাস থেকে যেন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের নগদে দেওয়া হয়। যদি তারা নগদে না পায় তাহলে কর্মচারী-দের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে পড়বে। ধরুন আজকে যদি এমারজেন্সী কেস হয় তাহলে কর্মচারীদের পক্ষে অনেক অসুবিধা এবং ফিনানসিয়াল প্রোব্লেম হয়ে যাবে। কাজেই কর্মচারীদের প্রাপ্য নগদে না দেওয়ার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শুধু আমরা শুনেই চলেছি যে, রাজ্য সরকার কর্মচারীদের আশ্বাস দিয়ে চলেছেন, তোমাদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কার্যকরী হচ্ছে না। কাজেই রাজ্য কর্মচারীদের নেগলেক্ট করা হচ্ছে। রাজ্য কর্মচারীদের যে সংস্থা আছে তারাই দেশের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখছে। তারা যদি নগদে ডি, এ, না পায় তাহলে কিভাবে তারা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবে ? তাদের খাওয়া দাওয়া যদি ঠিক মত না হয় তাহলে তারা কিভাবে কাজ করবে ? যেভাবে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে সেই ভাবে আগামী জানুয়ারী মাস থেকে যেন রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন করে, ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে যেন সেটা পালন করা হয়। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাখল যে রিজলিউশনটি এখানে এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরা সরকার কর্মচারী-দের ভাঁওতা দিয়ে যে চলে আসছে, সেই ভাঁওতাবাজী সব সময় তাঁরা করেন। কিন্তু কর্মচারী-দের নিয়ে ভাঁওতা বাজী তারা আর সহ্য করতে রাজী নয়। কারণ, কর্মচারীরা যে বেতন পান সেটা মাত্র ১৫ দিন যেতে না যেতেই ফুরিয়ে যায়। আর কর্মচারীদের এই টাকা নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলছেন। নৃপেন বাবু বলেছেন কর্মচারীরাই নাকি সেটা রাখতে চাইছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, প্রায় চার হাজারের মত দরখাস্ত এসেছে। অল্প আয়ের কর্মচারীরা যে টাকা

পাওনা সেই টাকা রাজ্য সরকার দিচ্ছেন না। তাই আমি বলব সেই মহার্ঘভাতা যেন ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী থেকে দেওয়া হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙখল যে প্রস্তাবটা হাউসে পেশ করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই ভাতা কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলেই সরকার মানতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার নানাভাবে কর্মচারীদের এই দাবী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। পে কমিশনও তাদের রিপোর্টে এই দাবী মেনে নিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেজন্য ২০ কোটি টাকার উপর এইজন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মচারীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সমন্বয় কমিটি সৃষ্টি করেছিলেন এবং কর্মচারীদের দাবী চেপে রাখার জন্য তাদের দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠার চেষ্টা করেছেন। সমন্বয় কমিটি সেই চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কিন্তু অপর-দিকে কিছু কর্মচারী তাদের এই ফাঁদে পা দিতে নারাজ। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন যখন গড়ে তুললেন তখন এই দাবী সরকার মেনে নিলেন। কিন্তু তবু এই চক্রান্ত শেষ হয় নি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার দীর্ঘ দিনের কর্মচারীদের এই যে দাবী, সেটা পূরণ করার ইচ্ছা এই বামফ্রন্ট সরকারের নাই। শুধুমাত্র কর্মচারীদের নিয়ে কিভাবে রাজনীতি করা যায়, তার জন্য এই সরকারের একটা চক্রান্ত করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নীতি যদি রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে থাকেন, তাহলে মহার্ঘ ভাতার পুরো টাকাই নগদে কর্মচারীদের মিটিয়ে দেওয়া উচিত, আর তা না হলে কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবী মেনে নেওয়ার কোন স্বার্থ থাকে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমরা সবাই জানি যে, বছরের পর বছর জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের এই দাবী, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের সেই দাবী মেনে নিচ্ছেন না, বরং সেই দাবী পূরণের ক্ষেত্রে নানাভাবে চক্রান্ত করে চলেছেন, যার ফল স্বরূপ সরকার নিজেই যেটা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন, তার থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন। কর্মচারীদের বলা হচ্ছে যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেন না তাই আমরা দিতে পারছি না। কিন্তু বাজারে যে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, সেগুলি কি কর্মচারীরা বেশী দাম দিয়ে কিনছে না, নাকি বেশী দাম দিয়ে জিনিসপত্র কেনার জন্য কর্মচারীদের কাছে কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে? কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের এই অসুবিধার দিকটা দেখেও দেখছে না বা তাদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যে দাবী সেটা পূরণ করছেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা কর্মচারীদের বলছেন যে আপনারা সমন্বয় করুণ, আর যারা সমন্বয় করবে, তাদের কিছু হবে না, তারা ইচ্ছামত অফিসে আসতে পারবেন, তারা ইচ্ছামত স্কুলে যেতে পারবেন, তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এভাবে সরকার সমন্বয়ীদের মাধ্যমে কর্মচারীদের রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলছেন, আর যারা সমন্বয়ী করছেন, তাদের নানারকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাখছেন। তার ফলে হয়তো কিছু সমন্বয়ী নেতার সুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার বাইরে যে বিরাট সংখ্যক কর্মচারী রয়েছেন, তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যাতাকলে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা-কাটি করতে পারছে না। আর অন্য দিকে সরকার তাদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চলছে। তা সত্বেও আজকে লক্ষ্য

করা গেছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার জন্য একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের দাবী যে, রাজ্য সরকার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে যেটুকু মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেছেন, সেটুকু অন্ততঃ তাদের নগদে দেওয়া হউক, যার ফলে তাদের কিছুটা উপকার হয়। আমরা জানি যে, রাজ্যের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা এনেছেন, সরকার ইচ্ছা করলে সেটা নগদে দিতে পারেন, তাতে কোন রকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অন্ততঃ যে টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তা থেকে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে অসুবিধা কোথায়, তা আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার সেটা কর্মচারীদের নগদে দিচ্ছেন না। আমরা দেখছি যে, কর্মচারী-দের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠছে, তাদের সংসার চালাবার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাদের এ্যাক্সেস টাকার দরকার হয়ে পড়ছে, অথচ রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। কাজেই আমরা দাবী জানাচ্ছি যে, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে কর্মচারীদের আশা আকাঙ্খা পূরণের যে দাবী জানানো হয়েছে ; বামফ্রণ্ট সরকার তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী এনেছেন, তার উপর বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী —মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন, তার উপর আমার একটি সংশোধনী রয়েছে। আমার সংশোধনীটা হচ্ছে মূল প্রস্তাবের শেষাংশে যেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হউক' শব্দগুলি আছে, তার পরিবর্তে —'জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন —এই শব্দগুলি সংযোন করতে হবে। আমার সংশোধিত প্রস্তাবটি দাঁড়ালো, "এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার অর্থ জানুয়ারী ১৯৮৪ থেকে নগদে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। আমি আশা করি যে আমার এই সংশোধিত প্রস্তাবটি এই হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ করবেন। স্যার, কেন আমি এই সংশোধনিটি এনেছি, তার কারণ হল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রস্তাবটি নতুন কিছু নয়, অনেক পুরানো। দীর্ঘদীন যাবত, বিগত ৩০ বছর ধরে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েই চলেছে। তখনকার সরকার তা সত্বেও কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা দেন নি। অন্যদিকে দেখা গিয়েছে যে কর্মচারীরা যখন তাদের নায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে বা তাদের সেই সব দাবী আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তখনই এই রাজ্যে যে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা কর্মচারীদের দমন করার জন্য কর্মচারীদের উপর গুলি ছুঁড়েছে, তাদের ছাঁটাই করেছে, এমন কি ৩১১ ধারা প্রয়োগ করে তাদের চাকুরী খতম করে দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য কোন চেষ্টাই তারা করেন নাই।

স্যার, এটা ছিল তখনকার অবস্থা। অন্য দিকে এই রাজ্যে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তারপর থেকেই এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের অনেক পুরানো দাবী, যেগুলি থেকে পূর্বতন কংগ্রেসী সরকার তাদের বঞ্চিত করেছিল, সেই সব দাবী একে একে পূরণ করবার চেষ্টা করে আসছে, শুধু কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতাই নয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে উপরের অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছেন, তাদের প্রত্যেকের ন্যায্য দাবী মিটানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন। আমাদের রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার কথা আপনারা সবাই জানেন, তবু এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্য থেকেও রাজ্যের কর্মচারীরা যাতে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, সেজন্য সরকার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের মধ্যে যারা কৃষক, শ্রমিক রয়েছেন, তারাও তাতে তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, সেজন্য এই সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন, তখনও রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বলে দিয়েছেন যে আমরা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডি, এর যে দাবী, এটাকে অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করি এবং তাদের এই দাবী, পূরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যদি আর্থিক সাহায্য না পাওয়া যায়, তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষে একা এই দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। আজকে এটা ভুলে গেলে চলবে না, ত্রিপুরাতে রেল লাইন নেই, ত্রিপুরাতে এমন কোন ইণ্ডাসট্টি গড়ে উঠেনি, কাজেই ত্রিপুরা সব দিক থেকেই যে পশ্চাদ-পদ, এটা সবার স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে ৮০ হাজারের উপর বেকার রয়েছে, এই বেকার সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে, ত্রিপুরাকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার দিক থেকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে ত্রিপুরার আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়ে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে এই সবের কিছুই করা হয়নি। এত গেল রাজ্য সরকারের কথা, এমন কি জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারও ত্রিপুরাতে এই সবের কিছুই গড়ে তুলেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক এবং কৃষকদের উন্নতির কথা তো অনেক দূরে। কাজেই এই সমস্ত কথা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জানা এবং তারা জানেন বলেই যে সমস্ত বড় বড় শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠণ আছে বা অন্যান্য যে সমস্ত সংগঠন আছে, তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় হারে কর্মচারীদের ডি, এ দেওয়ার যে সিদ্ধান্তের কথা এই বিধান সভায় ঘোষণা করেছিলেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজ্য সরকারের যে সীমিত ক্ষমতা, সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারের এর চেয়ে আর বেশী কিছু করার নেই। কাজেই কর্মচারী সমাজও রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে তাদের সমর্থন জানিয়ে এসেছেন তাই আমি আবেদন করছি, যে আসুন, আমরা এবং আপনারা সবাই মিলে কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি, এর, টাকা ঐ কেন্দ্রের কাছ থেকে নিয়ে আসি। তারা কাজ করে চলছেন আজকে বেশ কিছুদিন হল। এবং এই সব শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। তারা বলছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তোমাকে এর জন্য টাকা বরাদ্দ করতে হবে। স্যার, এখানে এইটথ ফিনান্স কমিশান এসেছিলেন তখন রাজ্য সরকার তাদের কাছে দাবী করেছিলেন যে কর্মচারীদের জন্য আপনারা বরাদ্দ ঠিক করে

দিয়ে যান এটা আপনাদের রিকয়্যাণ্ডেশানে লিখে দিয়ে যান — কর্মচারীরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছিলেন যে, এটা আমাদের ন্যায্য দাবী, এর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হউক। এবং রাজ্য সরকারও বলেছিলেন যে এই দাবী তাদের ন্যায্য দাবী এই দাবীকে আপনারা অবহেলা করবেন না। এই বলে আমার এমেণ্ডমেন্ট সমর্থন করার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয় যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দুই একটি কথা বলছি। স্যার, আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকার সব সময় ত্রিপুরার কর্মচারীদের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন না। আমরা জানি যে, ত্রিপুরার কর্মচারীরা যে বেতন পাচ্ছে আর যে ভাবে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলছে তাতে তারা খুবই অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের সেই পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন। স্যার, তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষকেরা স্কুলে ঠিক মত ক্লাস নিতে পারছে না, — অফিসে অফিসে কর্মচারীরা দেখছি ঠিক ভাবে কাজ করতে পারছে না, এই অবস্থায় রাজ্য সরকার তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা জানি যে সমন্বয় কমিটির কিছু লোককে কিছু পাইয়ে দিয়ে তাদের দিয়ে ত্রিপুরার শিক্ষক কর্মচারীদের বঞ্চিত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এইভাবে তাদের বঞ্চিত রাখলে সরকার অচল হয়ে যাবে। কারণ, কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন এই ভাবে অর্থনৈতিকচাপের ফলে ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি অবার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। সভার কাজ বেলা দুইটা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর (বেলা ২ঘটিকা)

মিঃ স্পীকার :-মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেব নাথ মহাশয়কে তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ শেষ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। মাননীয় সদস্য, আপনি দুই মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :-মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে, ১৯৮১ ইংরাজীতে এই সরকার কর্মচারীদের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২০কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। আমরা জানিনা, রাজ্য সরকার সেই টাকা কোন খাতে ব্যয় করেছেন। আমরা মনে হয় কর্মচারীদেরকে সেই টাকা থেকে বঞ্চিত রেখে তাঁদের ক্যাডার পোষার কাজে ব্যয় করছেন। কেন না, রাজ্য সরকারকে আমরা সব সময় ক্যাডার পোষার চরিত্রেই দেখতে পাই। সেই জন্যই আমরা বলতে পারি, রাজ্য সরকার কর্মচারীদের পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় এখানে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :-মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। মাননীয় সদস্য, আপনি পাচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :-মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয় কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমারা বক্তব্য সুরু করছি। মানদীয় স্পীকার স্যার আমাদের এখানে আজকে যে প্রস্তাবটি এসেছেন তা কোন নতুন প্রস্তাব নয় এটা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ জনসাধারনের দাবী প্রায় লক্ষাধিক কর্মচারীদের দাবী। অর্থাৎ, ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের যে আশা আখাংক্ষা, আর বিশেষ করে যে কর্মচারী সমাজ এই সরকারের কর্ম সূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য মরীয় হয়ে কাজ করছে তাদের বাঁচার দাবী। কিন্তু, মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দাবীকে উপেক্ষা করার জন্য মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর থেকে বিভিন্ন দিক থেকে তালবাহনা শুরু করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কর্মচারী সমাজের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে আমরা দেখেছি, ৭ম ফিন্যাস কমিশন কর্মচারীদের সুযোগের প্রশ্ন নিয়ে যে টাকা দিয়েছিলেন আমরা গত বিধান সভায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয় সরকার এই কর্মচারীদের বঞ্চিত করার জন্য কর্মচারী সমাজের এই দাবীকে অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন হলো, কর্মচারীদের এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে কেন? দেওয়া হচ্ছে এই কারণে, সারা ভারতবর্ষে যেখানে দ্রব মূল্য বেড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই কর্মচারী সমাজ যাতে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুস্থ ভাবে বাঁচতে পাবে তার জন্য বিভিন্ন কিস্তিতে কিস্তিতে এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দাবীকে উপেক্ষা করে, আড়াল করার জন্য তাদের ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কেন্দ্র টাকা দিলে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটা রাজ্য সরকারের আওতা ভুক্ত। কাজেই তা রাজ্য সরকারের দেখা উচিত। কাজে কাজেই রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা তো আগেই দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা কোথায় গেল? আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ ব্যাপারে যখনই আলোচনা হয় তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এবারও তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই জিনিসগুলিও দেখতে হবে যে বিগত দিনগুলিতে রাজ্য সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, মহার্ঘ ভাতা যারা নগদে নিতে চান তারা দরখাস্ত করলে পর তা বিচার বিবেচনা করে দেখার পর তারা পাওয়ার যোগ্য হলে দেওয়া হবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অফিসে অফিসে দরখাস্ত জমা পড়েছে। কিন্তু সে সাথে এও দেখা গেল সেই সব দরখাস্ত কোথাও কোথাও ছিড়ে ফেলা হয়েছে, কোথাও কোথাও আবেদনকারীকে ভয় দেখান হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও দমিয়ে রাখার জন্য দূর দুরাঞ্চলে বদলী করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা দরদের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের ভূমিকা কি? কর্মচারীরা যেখানে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাঁচতে পারছে না, তাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার সুযোগ করে দিতে পারছে না সেখানে

রাজ্য সরকার তাদের টাকা নিয়ে তালবাহনা না করে তাদের হাতে দিয়ে দিন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি আবেদন রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জিনিসগুলি আমাদের আজকে দেখতে হবে যে, আজকে কর্মচারীরা (এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট) আমাকে দুই মিনিট সময় দিতে হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এক মিনিট বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :- কর্মচারীদের আরো কয়েক কিস্তির টাকা পাওনা হয়েছে সে ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া, হাউসরেণ্ট ও মেডিক্যাল এলাউন্স সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্তের কথা সরকার থেকে অদ্যাবধি ঘোষণা করা হচ্ছে না। যারা সরকারের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে সরকার তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন। আমি এই হাউসের কাছে আশা করব, কর্মচারীদের আর্থিক দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় হারে যে মহার্ঘ ভাতা রাজ্য সরকারের কাছে পাওনা হয়েছেন তা যেন আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।' বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন, ১৯৮৪ সনের জন্য তা রেখে দেবার জন্য। এরই ফলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, আজকে কর্মচারীদের বিভিন্ন দিক থেকে শায়েস্তা করার জন্য চেষ্টা চলছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে কোন অবস্থাতেই কর্মচারীদের গনতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে এমন শক্তি নেই। আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে, কর্মচারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ন্যায্য পাওনা আগামী ৮৪ইং সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে নগদে দিয়ে দিন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—সৈয়দ বাসিত আলী। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তি সংগত বলেই আমি এটাকে সমর্থন করছি এবং প্রস্তাবটির স্বপক্ষে দু'-একটি কথা বলছি। স্যার, আজকে ত্রিপুরা বাসী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে অত্যন্ত দৈন্য দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বিগত বন্যার উন্মত্ত তাণ্ডব লীলা ত্রিপুরা বাসীকে নিঃস্ব প্রায় করে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরার কৃষক, কর্মচারী সমাজ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই। অগ্নি মূল্যের যুগে ত্রিপুরার কর্মচারী সমাজ যে সমান্য বেতন ভাতা পাচ্ছেন তা তাদের পরিবার প্রতিপালনে যথেষ্ট নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা ক্ষমতায় যেতে পারলে কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু আজকে

ক্ষমতায় এসে বামফ্রণ্ট সরকার কর্মচারীদের প্রতি কোন নজরই দিচ্ছেন না। সরকার কর্মচারী-দের কে মহার্ঘ ভাতা না দিয়ে তাদেরকে বিপাকে ফেলে রেখেছেন। স্যার, কিছু সরকারী কর্মচারী যারা গ্রামে বাস করেন, তারা আমার কাছে বলেছেন আমরা যে বেতন ভাতা পাচ্ছি তা যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে ব্যাংক থেকে কিছু লোন দেবার ব্যবস্থা করে দিন কিন্তু কর্মচারী-দেরকে ব্যাংক থেকে কোন ঋণ দেওয়া হচ্ছে না স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে মানুষ যে ভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন, তা অবর্ননীয়। এই অবস্থায় মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাবটি এনেছেন তা অত্যন্ত যুক্তি সংগত। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের নায্য দাবী পূরণে, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কল্পে কোন আগ্রহ প্রকাশ করছে না। তাদের দাবী পূরণে রাজ্য সরকারের যথেষ্ট আগ্রহী হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। স্যার, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মানুষ যে ভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় ত্রিপুরার কর্মচারীরাও সেই সন্দেহজনিত ম্যালিরিয়া রোগে ভুগছেন। বামফ্রণ্ট সরকার জরুরী অবস্থার মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের নায্য দাবী দেবার জন্য বাস্তব সমত পদক্ষেপ গ্রহন করবেন বলে আমি আশা করি এবং আমরাও সে কাজে সরকারকে পূর্ন সহযোগিতা করব, এই আশ্বাস দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি এবং এই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধরী মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন' তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ত্রিপুরার কর্মচারীবৃন্দকে বামফ্রন্ট বহু আশা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে করেছেন বঞ্চিত। আজকে যে কয়জন সমন্বয়ী বামফ্রণ্ট সরকারের পকেটে আছেন তাদের চেহারা দেখুন, আর অন্যদের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের চেহরা রুগ্ন শুষ্ক। কিন্তু তাদের চেহারার এই হাল হত কেন ? কারণ তারা খেতে পাচ্ছেন না বলেই। আজকে না খেয়ে তাদেরকে অফিসে আসতে হয়। মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। পভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমা রাখার জন্য নয়। এই ধরণের হয়রানির অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদেরকে বঞ্চনা করা। সমর বাবু যে সংশোধনী এনেছেন তাতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থের দাবী করেছেন। কিন্তু ১৯৮১ইং সনে তো কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ ভাতা দেবার জন্য ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সে টাকা কোথায় ? তার জন্য রাজ্য সরকারকে কর্মচারীদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। গত বিধান সভায় আমাদের এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, যারা দরখাস্ত করবেন, তাদেরকে মহার্ঘ ভাতা দিয়ে দেব। তাহলে সরকারের ফাণ্ডে টাকা আছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্যের অপেক্ষা করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেন নি। কিন্তু আজকে যখন বিধান সভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তখন উনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার না দিলে আমরা দিতে পারব না। রাজ্য সরকার জনগনের সামনে কি ভাবে কথা বলছেন ? ত্রিপুরাবাসীর ঐতিহ্য আমাদের জানা আছে।

হাকিম নড়ে, তবুও হুকুম নড়ে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দরখাস্ত করতে। দরখাস্ত করলে উনি সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেবেন। আমি বলতে চাই, আপনাদের পকেটে সমন্বয়ের যে লোক রেখেছেন, তারা, যারা দরখাস্ত জমা দেবার জন্য ফরম সংগ্রহ করতে এসেছিল তাদের উপর যে অত্যাচার করেছে, তার জবাবদিহি তাদের কাছে আপনাদের দিতে হবে। আমি মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি কর্মচারী ভাই বোনরা তারা তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা আজকে প্রকাশ করতে পারছেনা। তারা আজকে কাজ চায়, খেতে চায়। আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা চাকুরী করে সি, পি, এমের পক্ষ হয়ে আন্দোলন করছেন তাদের বেতন কাটা যাচ্ছেনা, আর যারা এইসব করছেনা তাদের ১দিনের ছুটিও মঞ্জুর হচ্ছেনা। এই ধরনে প্রমান আমার কাছে আছে। আপনারা জানেন অনেক কর্মচারী ভাইয়েরা আজকে না খেয়ে অফিসে আসে, মরিচ পোড়া দিয়ে ভাত খেয়ে আসেন। আমি বলছি তাদেরকে মানুষের মত বাঁচতে দিতে হবে। এটা হাসির কথা হয়। কর্মচারী ভাইদের জীবন মরণ সমস্যা। রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের বাঁচার অধিকার দিতে হবে। তা না হলে তাদেরকে এর জবাবদিহি করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে উদাহরণ দিচ্ছি। যে লোক 'বন্দে মাতরম' বলেছে তাকে এখান থেকে বদলী করে দেওয়া হয়েছে, আবার কিছুদিন পরে তাকে দিয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলিয়ে এখানে আনা হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। অতএব এই কর্মচারী ভাইদের অতি সত্বর তাদের মহার্ঘ ভাতা প্রদান করে তাদের বাঁচতে দিতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদানের ব্যপারে যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে, এই যে সমর চৌধুরী তার উপরে যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী তার উপরে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন এই রাজ্যে আমাদের লোকেরা ওখানে উনারা যখন এইখানে ছিলেন তখন উনারা কি করেছিলেন? উনারা কর্মচারীদের মধ্যে একটা সমন্বয় কমিটি করে বড় বড় লাইন করেছেন, আর বলেছেন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। সেদিন কর্মচারীরা তাদের এই আশ্বাস পেয়ে তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছেন। কিন্তু তারা ক্ষমতায় এসে মইটাকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলেন। যে মই দিয়ে তারা ক্ষমতায় এলেন তারা সেই মইটাকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলেন কিভাবে? ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল তারা আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে পারলেন না। তখন দেখা গেল কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ। যখন তারা ঘোষণা করেছিলেন তখন তারা ভোটের জন্যই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তারা তাদেরকে ভোট দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের ঘোষণা ঘোষণাই রয়ে গেল। কিন্তু টাকাটা কর্মচারীদের পকেটে না গিয়ে তাদের পকেটে

গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মহার্ঘ ভাতা না দেওয়ার ব্যাপারে একটা যুক্তি দেখানো হয়েছে। সেটা হচ্ছে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে প্রয়োজন অনুসারে তারা টাকা পাচ্ছেনা, তাই তারা টাকা দিতে পারছেনা। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কেন্দ্র আর কত দেবে? যখন এই রাজ্যে কংগ্রেস শাসন করত তখন কংগ্রেসের বাজেট ছিল ৮ কোটি থেকে শুরু করে ৫৫ কোটি ছিল। সেদিন কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়েছে, সেদিন ডেভালাপমেণ্ট ওয়ার্ক হয়েছে। আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে চোখে পড়ার মত যা আছে তা সবই কংগ্রেসের আমলের। বামফ্রণ্ট সরকার গত ৫ বৎসরে ইনফ্রেষ্ট্রাক্চা কিছুই করতে পারেনি। আজকে আমরা বিধানসভায় আমরা বাজেট পাশ করেছি ১৮১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। সেখানে রাজ্য সরকার কনট্রিবিউশান কতটুকু? মাত্র ৭ কোটি টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা কি এর জবাব দেবেন আর টাকা কোথা থেকে আসছে বা আসবে? ৯৮ পারসেণ্ট সাবসিডাইজ বাজেট কেন্দ্রিয় সরকারের। তাও আমরা যদি বুঝতাম ত্রিপুরার ডেভালাপমেণ্ট ওয়ার্ক কিছু হচ্ছে, ত্রিপুরার আর্থিক উন্নয়নের জন্য কিছু হচ্ছে তা হলে আমরা মেনে নিতাম, কর্মচারীরা মেনে নিত। তাদের বলা হচ্ছে তোমরা সুদ পাবে। কেন্দ্রিয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। মহার্ঘ ভাতার অর্থটা কি? যখন বর্ত্তমান আয় দিয়ে তাদের খাওয়া পড়া ঠিকমত হয় না, ছেলেমেয়েদের পোষাক ঠিক মত দিতে পারে না, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না তখন এই সব সংকুলানের জন্য মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। আজকে কি হচ্ছে? মাসিক ১০ টাকা হারে সুদ নিয়ে সংসার চালাচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে তোমরা মাসিক ১০ টাকা বা ৯ টাকা হারে সুদ পাবে। এই হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকারের কর্মচারী দরদ। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর দরদ। এই কর্মচারীদেরকে দিয়ে তারা বলিয়েছে যে, আমরা তোমাদের বন্ধু সরকার। আসল কথা হচ্ছে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, উনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ৭ম অর্থ কমিশনের ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা কি করেছে? এই টাকা ত মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল? সেই টাকা কি করেছেন? সেই টাকাটা কেন দেওয়া হল না? উনি তার জবাব দেননি। আমরা জানি এই টাকা দিয়ে কি করেছেন। এই ভাবে কর্মচারীদের টাকা নিয়ে কৃষি উন্নয়নের টাকা নিয়ে রাস্তাঘাট উন্নয়নের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন? কৃষি উন্নয়নের টাকা, স্কুল উন্নয়নের টাকা, রাস্তা উন্নয়নের টাকা সমস্ত টাকাই ডাইভার্ট করে তাদের পার্টি ফাণ্ডে নিয়েছেন। সুতরাং আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আরও অর্থ কি তারা চাইছেন?

মাননীয় স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—আমাকে আর একটু সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আর সময় কি করে পাবেন, ২৮ মিনিট সময় ত হয়ে গেছে। তবে আপনাকে আর ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—৩০ বছরে কংগ্রেস যত পায়নি তার ৪১৫ গুন বেশী টাকা আপনারা পেয়েছেন। যদি সত্যই কর্মচারীদের জন্য, শ্রমিক-মেহনতী মানুষের জন্য আপনারা চিন্তা করছেন এবং তাদের টাকা তাদের জন্য খরচ করতেন তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের

উন্নতি আরও বেশী হত। তাই আমি আপনাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে আপনাদের এ কাজ আর চলবেনা। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে, যে টাকাটা কর্মচারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে সেটা আপনাদের হাতে না রেখে তাদেরকে দিয়ে দিন। আজ কেন্দ্র থেকে যেখানে ৯৮ পার্সেন্ট টাকা দেওয়া হচ্ছে সেখানে আমরাও বলব যে ১০০ পার্সেন্ট দেওয়া হউক। কর্মচারীদের ও সমগ্র মানুষের যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সার্বিক উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই দাবি থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্বিবা চন্দ্র রাংখল কেন্দ্রীয় হারে বেতন দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে বিরোধীতা করে এবং সে প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মহার্ঘ ভাতা কি এবং কেন সেটার উপর অনেক কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য গীতা চৌধুরী। তিনি বলেছেন, শ্রাদ্ধ বা মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি হচ্ছে মহার্ঘ ভাতা। আবার মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, একেবারে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে কর্মচারীরা এই মহার্ঘভাতার জন্য। ওনারা জানেন না যে, কেন মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়। আমি জানি মহার্ঘ ভাতা হচ্ছে মূল্য-সূচক বেড়ে যাওয়ার জন্য কর্মচারীদের আয় কমে যায় আর তা পূরণ করার জন্যই হচ্ছে এই মহার্ঘ ভাতা। কিন্তু ঐ কেন্দ্রীয় সরকার যে সূত্র এর জন্য করছেন তাতে কিন্তু সেটা হয় না। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ত ওনারা কেউই বলতেননা। কারণ থুথু ফেললে ত নিজের গায়ে পড়বে। সুখময়বাবু যখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তুলনা করে ৩০ পয়সার জায়গায় ৫০ পয়সা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এই কেন্দ্রীও হারের মহার্ঘভাতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেদিন ত্রিপুরার কর্মচারীরা তারজন্য অনেক আন্দোলন করেছিল। এই লোভ দেখিয়ে ত্রিপুরার কর্মচারীদেরকে বঞ্চিত করেছিল যারফলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়লেও আর রাজ্য কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়েনা। আবার সেই সুখময়বাবু সবচেয়ে নিম্নমুখী বেতন কাঠামো ত্রিপুরার কর্মচারীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারজন্য কর্মচারীরা লাগাতর ধর্মঘট করেছিল। তাতে প্রায় ৯০ থেকে ৯২ অংশ মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল। ছাত্র, যুবক, কৃষক সবাই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্লাবনের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন ত এই কর্মচারীদের দাবিতে তারা কর্ণপাত করেননি। যারা এই আন্দোলনকে বানচাল করতে চেয়েছিল তারা পরে ভেঙ্গে খান খান হয়েছিল। তাদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি শুরু হয়েছিল। এই লাগাতর ধর্মঘটের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ যেভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল তাতে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের উচ্ছেদ হয়েছিল। কর্মচারীরা এই নিম্নমুখী বেতন কাঠামো নিতে রাজী হয়নি তবুও তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কর্মচারীদেরকে বঞ্চিত করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার চার বছর তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সে বঞ্চনা থেকে কর্মচারীদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। সবটা হয়ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার ৬ বছরের মধ্যে তার সীমিত

ক্ষমতার মধ্যে যেসকল সুযোগ সুবিধা কর্মচারীদেরকে দিয়েছেন যেরকম সুযোগ সুবিধা কোন রাজ্য সরকার দিয়েছেন কি ?

শিক্ষকদের পে ফিক্সশনের ক্ষেত্রে সমন্বয় কমিটি আন্দোলন করেছিলেন তারা আন্দোলন করেছিলেন ন্যাশনেল ফিক্সনের জন্যও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই নেশন্যাল ফিক্সেসন দিয়েছেন। আগে কংগ্রেসের আমলে শিক্ষকদের ট্রেইনিং না নেওয়া পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট হতো না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা তুলে দিয়েছেন। এখন ট্রেইনিং না নিলেও ইনক্রিমেন্ট হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তদানিন্তন সুখময় সেনগুপ্তের আমলের যে নিম্নমুখী বেতন কাঠামো চালু ছিল সেটা তুলে দিয়েছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় বক্তা বলেছেন সদস্য বলেছেন যে সুখময় বাবুর আমলে বেতন কাঠামো নিম্নমুখী ছিল আর বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যে বেতন কাঠামো চালু করেছেন সেটা উর্ধমুখী। মাননীয় সদস্য কি বলবেন যে, এই রেটে কত পারসেণ্ট নিম্নমুখী এবং বর্তমান বেতন হার কত পারসেণ্ট উর্ধমুখী ?

মিঃ স্পীকার : এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না।

শ্রীমতিলাল সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, কর্মচারীদের বোনাস এটা হলো কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা। সারা ভারতবর্ষের ৬০ লক্ষ কর্মচারীদের এই ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যাতে সারা ভারতবর্ষের সকল কর্মচারীরা নূনতম ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস পান। এই জন্য বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সকল কর্মচারীদের এই হারে বোনাস দেওয়া সম্ভব নয় আর্থিক অনটনের জন্য এবং কেন্দ্রিয় সরকারের অনমনীয়তার জন্য তাই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সকল স্তরের কর্মচারীদের এই ৮.৩৩ হারে বোনাসের পরিবর্ত এটা এক্সগ্রেসিয়া দিচ্ছেন-যেটি সারা ভারতবর্ষে আর কোথায় দেওয়া হয়নি।

আজকে সারা ভারতবর্ষের কর্মচারীদের দাবী হলো রাজ্যগুলিকে আরো অধিক ক্ষমতা প্রদান করা। সারা ভারতবর্ষের কর্মচারীদের সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরার কর্মচারী সমন্বয় কমিটিও এই দাবী করে আসছেন।

সারা ভারতবর্ষের কর্মচারীদের আরেকটা দাবী হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা। আমরা দেখছি যে এ, জি, র কর্মচারীরা তাদের ২৬ দফা দাবী নিয়ে অনশন করে যাচ্ছেন। এই ২৬ দফা দাবীর মধ্যে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে কর্মচারীদের বঞ্চনা করছেন।

ত্রিপুরার রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের শুধুমাত্র বেতন কাঠামো পরিবর্তন করেননি সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ কর্মচারী সংস্থাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মচারীদেব সঙ্গে এক সুরে এসমা, ন্যাসা' র বিরোদ্ধে অন্দোলন করছেন। কর্মচারীদের যে প্রমোশনের বাঁধা ছিল সি, সি, আর, । বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সে আইনটিকেও বাতিল করে দিয়েছেন। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার কর্মচারীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার বিরোদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। সুতরাং এই ডি, এ, র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রিয় সরকারকে অভিলম্বে প্রদান করতে হবে। কাজেই, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। আপনি চার মিনিট সময় পাবেন। এই সময়ের মধ্যেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাবে এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। কারণ এই দাবী কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবী, এটার উপর কর্মচারী সমাজের জীবন মরণ নির্ভর করছে। আবার অপর দিকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারিনা। কারণ তিনি যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেটার দ্বারা একটা সরকারের দায়িত্বহীনতা এবং সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাই প্রমাণ করছে। এবং এটা কর্মচারীদের ডি, এ, দেবার পরিবর্তে কুম্ভিরাশ্রু ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণ একটা অনুদান, সেটা দিয়ে আমার সরকার চলতে হবে, সেই চিন্তা করতে পারিনা এবং এই জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতাই থাকবে। তার জন্য আমি আবেদন করেছিলাম সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেটা মানেনি। তাঁরা একটা সার্কুলার দিয়েছিলেন যে, যারা আবেদন করবে, তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু আমি জানি বিলোনীয়া থেকে বহু দুঃস্থ কর্মচারী দরখাস্ত দিয়েছিলেন যে তাদের যেন টাকাটা নগদে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার সেটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে পৌশ অ্যাডভানস্ দিয়ে সাইক্লোন অ্যাডভানস্ ইত্যাদি অ্যাডভানস্ দেওয়া হতো। কিন্তু এতবড় একটা ফ্লাড হয়ে গেল, এই সরকার কোন অনুদান বা অ্যাডভানসের কোন ব্যবস্থা করার ইচ্ছা সরকার প্রকাশ করেন নি। সুতরাং আমি বলতে চাই এই কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া যদি অর্থের অভাবের জন্য হয় তাহলে কর্মচারীদের যে অসন্তোষ সেটা আগেও ছিল, এখনও আছে, কারণ এখন যে বেতন দেওয়া হচ্ছে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সেটা তাঁরা বলছেন কমে গেছে। আবার ফিডার পোষ্ট, কেডার পোষ্টে ১৫ বছর হলে তবে তাদের একটা ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হবে। তাতেও সমস্ত কর্মচারীরা পাননি সেটা এবং তাতে অসন্তোষ আরও দানা বেঁধে উঠেছে। এই যে একটা অসন্তোষ, অজয়বাবু এবং ভুবনবাবুর মধ্যে কানাঘুঁষা চলছে বলে শুনেছি। কাজেই যদি এই আর্থিক অনুদানের উপর চলতে হয় তাতে ত্রিপুরার উন্নতি ব্যহত হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি. বিভিন্ন জায়গায় রেশনের চাল পাওয়া যাচ্ছেনা। এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য কর্মচারীদের অসন্তোষ কাজ করছে। কাজেই এই গরীব কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনাটা দিয়ে দেওয়ার জন্যআমি অনুরোধ করছি। ওদের পেছনে রেখে ছোট্ট ত্রিপুরার অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাদের ন্যায্য দাবী আমাদের সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য দিবা চন্দ্র রাঙখলের প্রস্তাব এবং সমর বাবুর প্রস্তাব দ্বারা ত্রিপুরার আর্থিক উন্নতি হবে বলে আমার মনে হয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরাঙখল যে, প্রস্তাব এনেছেন এবং সেই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সংশোধনী এনেছেন,

আমি সেই সংশোধনীটকে সমর্থন করছি । কারণ, বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের প্রতিটি পদ-ক্ষেপ নিতে হবে। এখানে কোন বিতর্ক উঠতেই পারেনা।

প্রস্তাবে আছে যে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে যাতে অ্যাডিশন্যাল ডিয়ারনেস অ্যালাউনস্, অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা নগদে দেওয়া হয়। সংশোধনীতে বলা হয়েছে ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী থেকেই যাতে কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা যেটা জি, পি, এফ, ফাণ্ডে জমা আছে সেটা নগদ টাকা হিসাবে সরকার যাতে দিতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যেন নগদে টাকা পাওয়া যায়। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারের আর্থিক সংগতির কথা সবারই জানা আছে এবং তার বেশীর ভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমানের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হচ্ছে। কর্মচারীর বেতন থেকে আরম্ভ করে উন্নয়নমুলক কাজ কর্মের সবটাই নির্ভর করে কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর। কাজেই সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুদান যদি ঠিকমত না আসে তা হলে স্বভাবতই এই যে অ্যাডিশন্যাল ডি, এ, দেবার জন্য যতই চিৎকার করুন না কেন, কেন্দ্রে টাকা চাইতে যারা সংকোচ করছেন বা মানসিকতাভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ওরা কর্মচারীদের বন্ধু সাজতে পারেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উল্‌টো কাজ করতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যারা এর বিরোধীতা করেন, তারা আসলে উন্নতি চান না এবং এই টাকা নগদে দেওয়াটাও চান না। ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মুল্যস্থচক হিসাবে যতগুলি কিস্তি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন আাডিশন্যাল ডিয়ারনেস অ্যালাউনস্ হিসাবে, আমরা সবটাই দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই টাকাগুলি ১৯৮৪ সনের ৩১শে মার্চের পর নগদ টাকা দেওয়ার মত অবস্থা আমাদের তহবিলে নেই। কাজেই আমরা জি, পি, ফাণ্ডে জমা দিয়ে রাখছি এবং পরে যাতে অমরা সেটা কর্মচারীদের দিতে পারি। কাজেই কর্মচারীদের বঞ্চনা করার কথা উঠতেই পারে না। এর আগেও একটা সরকার ছিল। সেই সরকার, অ্যাডিশন্যাল ডি, এ, দিতে পারে নি। এই সরকার নগদে দিতে পারেনি। কিন্তু আমরা তাদের দাবী মেনে নিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগটা নিলাম যে, যাতে তাদের টাকাটা আমরা সংগ্রহ করে নিতে পারি এই সময়ের মধ্যে।

কেন এটা ? আমরা তাদের দাবী স্বীকার করে নিলাম এবং সেই সঙ্গে তাদের কাজ থেকে একটু সময়ও চেয়ে নিলাম যাতে ফাণ্ডটা মোবিলাইজ করে বা তহবিলে সংগ্রহ করে নগদে কর্ম-চারীদের হাতে টাকাটা তুলে দেওয়া যায়। আপনারা জানেন যে ৮ম অর্থ কমিশন কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, আমরা তার কাছেও রাজ্যের কর্মচারীদের বিষটয়া তুলে ধরেছি। কাজেই আমরা সরকার থেকে আশা করতে পারি যে ৮ম অর্থ কমিশন ত্রিপুরা কর্মচারীদের বিষয়টা বিচার বিশ্লেষণ করে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন যাতে আমরা তাদের সহযোগিতায় রাজ্যের কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের যে দাবী সেটা নগদে পুরণ করতে পারি। এটা নিশ্চয় আমরা আশা করব। আর অন্য কিছু আমি বলতে চাই না, শুধু এটুকু বলতে চাই যে কিছু বিরোধী সদস্য বলেছেন যে কর্মচারীদের স্বার্থ নিয়ে আমরা নাকি ছিনি-মিনি খেলতে চাইছি, তারা বলেছেন একমাত্র দক্ষিন জেলা থেকে নাকি ১০ হাজার দরখাস্ত পড়েছে ডি, এর টাকা তুলে নেওয়ার জন্য এবং আরও কিছু দরখাস্ত নাকি ছিড়ে ফেলা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কোথায় থেকে এই সব খবর পান, তা আমার জানা নাই। কাজেই আমি

বলব যে বিধান সভায় মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রাখবেন, সেটা যদি দায়িত্ব নিয়ে রাখেন, তাহলে ভাল হয়। সারা ত্রিপুরাতে যে সমস্ত কর্মচারীদের ডি, এ, এবং এ্যাডিশন্যাল ডি, এ, দেওয়া হয়েছে তাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৮৫,১৮৫ জন, তার মধ্যে মাত্র ৭৭৬ জন কর্মচারী ডি এর টাকা তুলে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন। কাজেই একমাত্র দক্ষিন জেলায় ১০ হাজার যখন বললেন, তখন মাননীয় সদস্যদের তথ্য সংগ্রহের যে সোর্স সেই সম্পর্কে একটা গাঁজাখোরি বা আজগুবি বলেই আমার মনে হয়। কোন সদস্যরই এই ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, কোন বক্তব্যই বিধান সভায় রাখা উচিত নয়, বা উচিত হয়নি বলে আমি মনে করি। আমি

এখানে ডিপার্টমেণ্ট ওয়াইজ ফিগার দিতে পারি, যেমন হোমডিপার্টমেণ্টে মাত্র ২৭ জন, হেল্থ এ্যাণ্ড ফেমিলী প্লেনিং এ্যাণ্ড ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট ১২ জন, ষ্টেটেটিকস্ ডিপার্টমেণ্ট মাত্র ১ জন, পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট ১ জন, রুরাল ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট ৭১ জন, রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট ১৮৭ জন, ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপলাই ডিপার্টমেণ্ট ১১ জন, পি, ডাব্লিউ, ডি, ৩৪ জন, এ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রি ডিপার্টমেণ্ট ১, এডুকেশান ডিপর্টমেণ্ট ২৯৩ জন, ইণ্ডাসট্রি ডিপার্টমেণ্ট ২ জন, ল-ডিপার্টমেণ্ট ১ জন, লেবার ডিপার্টমেণ্ট ২ জন, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ৯ জন, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট ৩ জন, সচিবালয় দপ্তর ৯৫ জন, লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট ২০ জন, ইলেকশান ডিপার্টমেণ্ট ৫ জন, প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশানারী ডিপার্টমেণ্ট ১ জন, টোটাল—৭৭৬ জন। নট টেন থাউজেণ্ড। কাজেই এসব কথা যারা বলেছেন যে সরকার কর্মচারীদের নিয়ে চক্রান্ত করেছেন বা ছিনিমিনি খেলছেন, তা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারি যে ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার কর্মচারীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে খুবই সচেতন আর সচেতন বলেই আর্থিক অবস্থার অসঙ্গতি থাকা সত্বেও নীতিগতভাবে আমরা কর্মচারীদের সেণ্ট্রাল হারে ডি. এর দাবী স্বীকার করে নিয়েছি এবং ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত পাওনা স্বীকার করে নিয়ে আমরা তাদের নিজ নিজ জি, পি, এফ, ফাণ্ডে জমা রেখেছি। তারা কিছুদিন পরেই এ টাকাটা পাবেন। নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নিয়ে যদি তখনই টাকাটা এই নগদে কর্মচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হত, তা হলে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার অচল হয়ে পড়তো, ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম হচ্ছে, সেগুলি অচল হয়ে পড়তো। এমন কি সেণ্ট্রাল ডি, এ, যাদের এক দফা দেওয়া হত, তারাও এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হত যে তাদের আসল বেতনটাই আর দেওয়া যেত না। সেই অবস্থায় সরকার যেতে পারে না এবং যেতে পারে না বলেই সরকারকে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এই যে ৮৫.১৮৫ জন কর্মচারী রয়েছে, তাদের একটা বিরাট অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অসুবিধার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারা সরকার চালু রেখে নিজেরাও চালু থাকতে চান এবং ত্রিপুরার যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম আছে, সেগুলিও চালু রাখতে চান। কাজেই তারা সমস্ত জিনিসগুলি চালু রাখতে চান বলে সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং টাকা তুলে নেওয়ার জন্য তারা কোন দরখাস্ত দাখিল করেন নি। ৮৫ হাজার কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র ৭৭৬ জন টাকা তুলে নেবার জন্য দরখাস্ত করেছেন। কাজেই এটাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে নগেনবাবুরা যতই চীৎকার করুন না কেন, যতই বলুন না কেন যে সরকার কর্মচারীদের নিয়ে রাজনীতি করছেন অথবা চক্রান্ত করছেন, কর্মচারীরা কিন্তু ঠিকই তাদের চিনতে

পেরেছেন, তারা চিনতে পেরেছেন কে তাদের বন্ধু আর কে তাদের শত্রু। কারণ শত্রু মিত্র বুঝবার মতো তাদের সচেতনতা আছে, ত্রিপুরার কর্মচারীরা অনেক রাজনৈতিক সচেতন। গণতন্ত্রের প্রতি তাদের একটা শ্রদ্ধা আছে। তাই আজকে ত্রিপুরাতে সেই জিনিসটাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাউজে দাঁড়িয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্য যারা, তাদের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে সমন্বয় কমিটির নামে এলার্জিতে ভোগছে সমন্বয়ের প্রতি গনতন্ত্রের প্রতি একটা অশ্রদ্ধারই নামান্তর। কাজেই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা করাটা বোধ হয় তাদের নিজেরই দুর্বলতা। তারপর বিরোধী পক্ষের মাননীয় আর একজন সদস্য বলেছেন যে সামান্য টাকা, এর, জন্যও কেন্দ্রের কাছে হাত পাততে হবে, বড় লজ্জার কথা। তাদের একথা শুনে আমরা তো অবাক। সামান্য বিষয় বলে কেন্দ্রের কাছে হাত পাতবো না, এ হতে পারে না, এজন্য আমাদের কোন লজ্জা নাই। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ রাজ্য এবং সম্ভবতঃ এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অন্য যে কোন রাজ্য থেকে সবদিক থেকে বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী পশ্চাৎপদ। সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণমূলক কাজ কর্মের জন্য কেন্দ্রের কাছে আমাদের যেতেই হবে, কেন্দ্রেরই এই রাজ্যের জন্য দায়িত্ব আছে। কাজেই কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়ার মধ্যে কোন লজ্জার ব্যাপারে নেই। বরং কেন্দ্র যদি রাজ্যের প্রয়োজন মত টাকা না দেয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের সহযোগীতায় আমাদের সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেতে হবে। যদিও কেন্দ্রের সংগে আমাদের লড়াই বা ঝগরা করার কোন প্রশ্ন নেই, তবুও ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের কল্যানের জন্য কেন্দ্রের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য চাইবার অধিকার আমাদের আছে। সেই অধিকারের কথাই, কেন্দ্রকে আমাদের জানিয়ে দিতে হবে কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের কোন লজ্জা নেই। লজ্জা তাদের থাকতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষ অনাহারে থাকবে, তার জন্য লজ্জা হবে না, শুধু কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইতেই তাদের লজ্জা হবে, এই রকম যুক্তি আমরা মানতে পারি না। কাজেই কর্মচারীদের সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ওদের যখন গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেজন্য ওদের বেতন আমরা বৃদ্ধি করে দিয়েছি, আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে আর্থিক সঙ্গতি এবং সীমিত ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে থেকেই আমরা তাদের জন্য নুতন বেতন হার চালু করেছি আর এটা তুলনামুলক ভাবে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে খারাপ তা আমরা মনে করি না। কাজেই এখানে এ্যাক্সট্রিম পয়েন্টে যে সব কথা বলে গিয়েছেন যে তারা সরকারী কর্মচারীদের জন্য উদ্বিগ্ন আমি বলব আমরা তাদের চেয়েও আরও বেশী উদ্বিগ্ন, কারণ আমরা কর্মচারীদের হাতে সেন্ট্রাল ডি, এর অর্থ যাতে নগতে তুলে দিতে পারি, সেজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু টাকা নেই বলে আমরা এক্ষুনি সেটা দিতে পারছি না। সেজন্যই বলছি যে আসুন, আমরা আপনারা সবাই মিলে টাকার জন্য কেন্দ্রের কাছে যাই, এবং কেন্দ্র টাকা দিলেই আমরা কর্মচারীদের সমস্ত প্রাপ্য টাকা নগদে তাদের হাতে তুলে দেব। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এই প্রস্তাবে উপর যে সংশোধনী এনেছেন, আমি তাঁর সংশোধীত প্রস্তাবকে সমর্থণ করে এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি যে সবাই এই সংশোধিত প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আমি এখন মূল প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনিটা এসেছে, তা ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি কি প্রস্তাব উত্থাপককে তার রাইট অব রিপ্লাই দেওয়ার সুযোগ দেবেন না ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমি যে প্রস্তাব এনেছিলাম এই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব ভিত্তিহীন এবং অবান্তর। বরং বলা যায় যে হাউসকে মিসলিড করেছেন। কারণ এখানে কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনার প্রশ্ন উঠে না। যদি এখানে সংশোধনী প্রস্তাব আনার প্রশ্ন উঠে তাহলে আমি বলব যে রাজ্য সরকার রাজ্যের কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে যে দরখাস্ত আহ্বান করেছিলেন বলা হয়েছিল যে যদি কোন কর্ম্মচারী নগদে ডি. এর টাকা নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে তাহলে তার নগদেই দেওয়া হবে। কিন্তু এখন শুনা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের ফাণ্ড শুন্য যদি রাজ্য সরকারের ফাণ্ড শূন্য হয়ে থাকে তাহলে আগামী ১৯৮৪ইং সালের জানুয়ারী মাস থেকে রাজ্য সরকার ডি. এর টাকা নগদে দিতে পারবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত টাকা দেবে কি দেবে না সেটা প্রশ্ন নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্যের কর্মচারীদের ডি. এর টাকা নগদে দেওয়া হবে কি না। কাজেই আমি বলব আমার প্রস্তাব এই হাউস গ্রহণ করবেন এবং সরকারের নিকট আবেদন রাখছি যে আমামী ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে রাজ্যের কর্মচারীদের ডি. এর টাকা নগদে দেওয়া হউক। কারন রাজ্যের কর্মচারীদের বামফ্রন্ট সরকার আশ্বাস দিয়ে আসছেন যে তারা ডি. এর টাকা চাইলে নগদে দেওয়া হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব রাজ্যের কর্মচারীদের ডি. এর টাকা নিয়ে রাজ্য সরকার যেন আর রাজনীতি না করেন তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত রিজিউলিউশানটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্ব্বশেষে মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—সংশোধনী প্রস্তাবটি হল "Instead of" প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হউক" "in the last sentence the following be included" "কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন ।.'

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হয় ।)

আমি এখন মূল রিজলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজলিউশানটি হল :—"এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীদের

জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার অর্থ জানুয়ারী ১৯৮৪ থেকে নগদে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন।"

(রিজলিউশানটি সংশোধীত আকারে সভায় গৃহীত হয়)।

মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার আপনার প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব হচ্ছে। এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, রাজ্য সরকার বন্যার্তদের পুনর্বাসন ও বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাসমূহে পুণর্গঠনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে খাদ্য ও আর্থিক অনুদান চেয়েছে তাহা অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু ত্রিপুরার মানুষ নয় গোটা ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে গত আগষ্ট মাসের ১ম সপ্তাহে সারা ত্রিপুরায় যে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়েছে যার জন্য সমগ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল বণ্যায় ভেসে গিয়েছে। যার ফলে মানুষের বাড়ী ঘর ভেসে গিয়েছে, নদীর বাঁধ ভেংগেছে, মানুষ মরেছে, প্রচুর গবাদি পশু মারা গিয়েছে। সারা ত্রিপুরার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অতীতে ত্রিপুরার মানুষ অনেক বন্যা দেখেছে কিন্তু এই ধরনের বন্যা ত্রিপুরায় আর দেখা যায় নাই। ত্রিপুরার যারা বয়স্ক লোক তারা বলছেন যে, গত ১০০ বছরে ত্রিপুরায় এই ধরনের বন্যা আর দেখা যায় নাই। স্যার, বন্যা হলে মানুষের ক্ষতি হয় কিন্তু এই ধরনের ক্ষতি আর ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর আগেও ত্রিপুরার ছোট ছোট বন্যা হয়ে গেছে এর ফলে এর আগের দুইটি ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে। এর আগের বন্যাগুলিতে বোরো এবং আউস ফসল নষ্ট হয়েছে। আর এই বন্যায় আমন ফসলের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। স্যার, এই ভাবে গত কয়েক মাসের বন্যায় ত্রিপুরার তিনটি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় ত্রিপুরার কৃষকরা একেবারে দিশাহারা হয়ে পরেছে। এই বন্যায় গোটা ত্রিপুরাকে একটা প্রচণ্ড ঝাকুনী দিয়ে গেছে। এই বন্যায় ত্রিপুরার বহু রাস্তা ঘাট নষ্ট হয়েছে বহু পুল উড়ে গেছে। এর ফলে গোটা ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। এক বিভাগের সঙ্গে আর এক বিভাগের যোগাযোগ নেই, জেলা সদরের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ গুলির যোগাযোগ করা যায় নি। একই বিভাগ বিভাগীয় সদরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, আমি উদয়পুরের বন্যার বিভৎসতা দেখেছি বন্যার কি তাণ্ডব চেহারা। দক্ষিণ ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গার সঙ্গে উদয়পুর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের বাড়ী ঘর ভেসে গিয়েছে, মানুষ শিবিরে অশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের কি ভাবে খাবার পৌছে দেওয়া হয়েছে তা দেখার আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিলনীয়া, সাব্রুমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং অমরপুরে খাবার পৌছে দেবার ব্যবস্থা যে কত কঠিন ছিল তা সকলেই জানেন। এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা গ্রহণ করতে হয়েছে। কৈলাসহর, খোয়াই, উদয়পুর, সোনামুড়ায় বন্যা হয়েছে, জল আটকে দাঁড়িয়েছিল, কমতে চায় না। বিলনীয়ায় হয়েছে, অমরপুরে বন্যা হয়েছে। এক এক জায়গায় বন্যার এক রকম চেহারা। কোথাও দেখেছি নির্দ্দিষ্ট স্পটে সব শেষ করে

দিয়েছে, গরু ছাগল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এই ধরনের প্রলয়ংকরী বন্যা হয়েছে। সারা রাজ্যে ২৯টি অমূল্য প্রাণ এই বন্যায় বলি হয়েছে, কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। ৩টি ফসল নষ্ট হয়েছে। আজকে সকালে প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, গোটা রাজ্যে সাড়ে সাতাশী হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ১৭।১৮ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, স্থায়ী সম্পদ, রাস্তা-ঘাট ব্রীজ সব ভাসিয়ে নিয়েছে। এই গুলি আবার মেরামত করতে হবে, আবার ঠিক করতে হবে। আবার মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ২১ হাজার পরিবার উদয়পুরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই হাজারের উপর ফেমিলি আছে যারা কমপ্লীট ডেমেজ হয়ে গেছে সেই সব ছিন্নমূল পরিবার গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে. তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা তো রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরার মত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজ্য সরকারের পক্ষে যার কোন নিজস্ব আয় নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সবটাই নির্ভর যাকে করতে হয় তার একার পক্ষে কোন মতেই এই দায়িত্ব পূর্ণ কাজ করা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন, এটা নাকি লজ্জার বিষয়, শুধুমাত্র কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকাটা। তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এটা কোন লজ্জার বিষয় হবে? এটা তো কোন মান অভিমানের ব্যাপার নয়। যদি তাই হয়, তাহলে আমি মনোরঞ্জন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারেরও তো নিজস্ব কোন আয় নেই। সব রাজ্যগুলি থেকেই তো কেন্দ্র নিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র বিভিন্ন রাজ্য থেকে কত নিচ্ছে আর কত পাওনা দিচ্ছে তার হিসাব কি তিনি রাখেন? রাজ্য সরকার কি বলছেন, আমরা আমাদের আয় কেন্দ্রীয় সরকারকে দেব না? কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে, বিধান সভার একজন সম্মানিত ও দায়িত্ব সম্পন্ন সদস্য হিসাবে এই জ্ঞানটুকু তার থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। ভারতবর্ষের মত দেশ থেকে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে এ ধরণের কথা তিনি কি ভাবে বলতে পারলেন তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। এটা যে সাংবিধানিক দায়িত্ব এ জ্ঞানটুকু তার থাকা উচিত এবং সেটা জানা থাকারও দরকার আছে বলে আমি মনে করি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই রাজ্য সরকারকে দিতে গেলে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, তা হলে জানা থাকা উচিত, আজকে বোম্বে থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে কেন্দ্র অনেক বেশী নিয়ে যায় যা কেন্দ্র থেকে তারা পায়, পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক বেশী নিয়ে যায় যা কেন্দ্র থেকে তারা পান। এর জন্য কি বোম্বে বলবে, আমরা কেন্দ্রকে চার পয়সাও দেব না, পশ্চিমবাংলা, পাঞ্জাব কি বলবে, আমরা কেন্দ্রকে চার পয়সাও দেব না? না তা বলা যায় না। তাহলে কেন্দ্রের অস্তিত্ব থাকবে না। ভারতের সংহতি থাকবে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র থাকবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে কেন্দ্র সম্পদ এনে জমা করছেন। কাজেই রাজ্যগুলিকে দেবার দায়দায়িত্ব কেন্দ্রের। এবং এই দায় দায়িত্বের কথা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। আপনাদের তো বড় গর্বের বিষয় এই সংবিধান রচনা করেছেন বলে। কাজেই এই সংবিধানের প্রতি যদি আনুগত্য থাকতো তাহলে মনোরঞ্জনবাবু কিংবা আপনারা এ ধরনের কথা বলতে পারতেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রশ্নই আজকে আসছে। গত ৩০ বছর এই রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্ব করে গেছে, আর মাত্র ৫ বছর বামফ্রন্ট রাজত্ব করছেন। কিন্তু কেন আমরা কেন্দ্রের কাছে অনুদান চাইব

তা তো সত্যি কথাই। চাইব' এই কারণে, এই ৩০ বছরে রাজ্যের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য কোন চেষ্টাই কংগ্রেস করে নাই। ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা হয় নি, কোন বেসই তৈরী করা হয় নি। কাজেই, বললে তো চলবে না, রাজ্য কেন কেন্দ্রের কাছে চাইবে ? এই যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা কেন্দ্রকেই পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠা কোন মতেই সম্ভব নয়। আমি বলতে চাই, ঐ মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাদের বাড়ীঘর ভেসে গিয়েছে তা তৈরী করতে হবে। এ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। যারা কৃষকের জমিতে ফসল ফলাতো, ফসল উঠাত সেই সব দিন মজুর, ক্ষেত মজুররা আজকে আর কাজ পাচ্ছেন না। তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যেহেতু রাজ্যে এখন দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে। কাজেই এ ব্যবস্থা করতে হলে কেন্দ্রকে সাহায্য করতেই হবে। কেন্দ্রের এন, আর, ই, পি কাজের নমুনা আমরা দেখেছি। এই এন, আর, ই, পি এর চেহারা আমরা গত বিধানসভায়ও আলোচনা করেছি। একটি গাঁও সভায় বছরে ১০০ মেন ডেজ এই হচ্ছে চেহারা। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর ছবি দেখলে চলবে না, ঐ সুন্দরী মহিলার মুখ দেখলে সাধারণ মানুষ বাঁচবে না। কথার ফুলঝুরি তো বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে অস্থির করে তোলা যায় কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তার জন্য রাজ্য সরকার এস, আর, ই, পি এর কাজ চালু করতে চান। এই এস, আর, ই, পি এর কাজ চালু রাখতে গেলে খাদ্যের প্রশ্ন আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ঘাটতি অঞ্চল। অনুন্নত অঞ্চল বলা যায়। উন্নত প্রদেশগুলিতে যেমন কেরালা, তামিলনাডু, পাঞ্জাব এইসব সারপ্লাস এরিয়াবলা যায়। কিন্তু আসাম, মেঘালয় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে কোন রাজ্যে একথা বলা যাবে না। কেন্দ্র কেন আমাদের খাদ্য দেবে এ কথাটা দায়িত্ব বোধ আছে এমন মানুষ কোনদিনই বলতে পারে না। কাজেই একথা তিনি কি করে বললেন, তা আমি বুঝতে পারছিনা। যেহেতু ত্রিপুরার নিজস্ব কোন উৎপাদন ভিত্তি নেই। কোন রাজ্যকে খাদ্য শষ্য বিলি বণ্টন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বণ্টন পলিসী, কেন্দ্রীয় সরকারই পলিসী ঠিক করেন তারা কি ভাবে বণ্টন করবেন। রাজ্য সরকার চাইলে বা টাকা দিলেও কিনে আনতে পারে না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ব্যাপার রয়েছে। ত্রিপুরায় এমনিতেই খাদ্য ঘাটতি রয়েছে, তার উপর পর পর তিনটি ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নষ্ট হয়েছে। আজকে রেশনিং ব্যবস্থা ঠিক রাখতে গেলে, বাজারকে কনট্রোল করতে হলে এস, আর, ই, পি, তে কাজ করাতে হলে আরও ফুড গ্রেইণ্ট দরকার। আমাদের এই দাবী আজকে বন্যা পরিস্থিতির জন্য নয়, তারও আগের। রাজ্য সরকারের হিসাব মতে আমাদের খাদ্যের দাবী হচ্ছে ১২ হাজার মে, ট, । সে চাউল আমাদের দিতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার না দেন তাহলে ত্রিপুরার লোকগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তার জন্যই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে লড়াই করে যাচ্ছি। এখানে দয়া ভিক্ষার কোন ব্যাপার নয়। এখানে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন। বামফ্রণ্ট কারোর দয়ায় সরকারে আসে নি, এসেছে, ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের সমর্থনে। তাই ত্রিপুরা বাসীর ন্যায্য অধিকারের জন্যই আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। স্যার, আমাদের ফসলই ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৭-১৮ কোটি

টাকার মত, তারপর রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর বিনষ্ট হয়েছে তার ক্ষতির পরিমান হবে প্রায় ৬০-৭০ কোটি টাকার। এই সার্বিক ক্ষতির পূরন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউ একা করতে পারবেন না। রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ কথা বলছেন না যে, এই ৬০-৭০ কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। সে দায়িত্ব বোধ বামফ্রন্ট সরকারের আছে। শুধু মানুষ গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটা সাহায্য দরকার তাই আমরা চাইছি। রাজ্য সরকার যেভাবে পেরেছেন মানুষ গুলিকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন পর্য্যন্ত আমরা চেষ্টা করছি মানুষগুলিকে প্রতিষ্টিত করতে। সামান্যতম ভাবে প্রতিষ্টিত করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা ২০ কোটি টাকা দাবী করেছি। এটা ২০ কোটি টাকা বা ১২ হাজার মেঃ টঃ খাদ্যের ব্যপার নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে ত্রিপুরার অর্থনীতি যে ভাবে ধাক্কা খেয়েছে, সে অর্থনীতির ভিত্তিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, মানুষ গুলিকে বাচিয়ে রাখতে হলে ১২ হাজার মেঃ টঃ চাউল যেমন দরকার, তেমনি ২০ কোটি টাকাও দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন করার জন্য যে সমীক্ষা দল পাঠিয়েছেন, জানিনা তাঁরা কি রিপোর্ট দেবেন, তবে তাঁরা স্বীকার করেছে, এমন একটা ছোট রাজ্য এত বড় বন্যা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার যে এর মোকাবিলা করেছেন সকলের সহযোগিতা নিয়ে তা সত্যিই সংসারপ্র যোগ্য এবং আমিও তাদের প্রসংসা জানাচ্ছি। এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—শ্রী রসিকলাল রায়। মাননীয় সদস্য আপনি ৩ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী রসিকলাল রায়:—মাননীয় ডেপুটি স্পাকার স্যার, মাননীয় শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় যে প্রস্তাবটি হাউসে উত্থাপন করেছেন, এটাকে সমর্থন করতে গিয়ে উনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিপক্ষে কথা বলেছেন। স্যার, ত্রিপুরাতে যে এত বড় বন্যা হয়ে গেছে, সেই বন্যা সম্পর্কে রাজ্য সরকার কতটুকু ওদাসীন ছিলেন তার একটা প্রমান আমি এখানে তুলে ধরছি। ৩ তারিখ রাত্রি থেকে আমার সোনামুড়াতে বন্যার জল বাড়তে থাকে। তখন আমরা দেখেছি মানুষের আর্তনাদ। কিন্তু ৮ তারিখ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর থেকে সোনামুড়াতে যে এতবড় একটা বন্যা হয়েছে তার কোন খবরই প্রচার করে নি। ৮ তারিখ রাত্রি সাড়ে-সাতটার সময় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করি। তখন উনি বললেন যে, সোনামুড়া সম্পর্কে উনি ওয়াকিবহাল নন। তারপর জানলাম যে ৯ তারিখ সকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে উনি দিল্লী যাবেন। তখন আমি বললাম যে, কি হিসাব নিয়ে আপনি যাবেন, যে সর্বনাশা বন্যা ত্রিপুরাতে হয়ে গেলে তার নোট কি আপনার কাছে আছে? "হিসাব কোথায়" এই কথা যখন আমি বললাম, তখন উনি আমাকে বললেন যে, দিল্লী থেকে এসেই তিনি সোনামুড়াতে যাবেন। সোনামুড়াতে কোন বন্যা হয়েছে বলে উনি স্বীকার করেন নি। কিন্তু ১২ তারিখে দিল্লী থেকে এসে ১৬ তারিখ সোনামুড়া গেলেন, গিয়ে উনি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েন বললেন আমার সরকারী রিপোর্টার কোথায়? এত শরনার্থী হয়েছে যে, তাদের জায়গা আমি এক মাসেও করতে পারবনা। তারপর

রিলিফের জন্য উনি প্রথমে দেড় লক্ষ টাকা পাঠালেন। সে দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে এত ছিনি মিনি খেলা হয়েছে এস, ডি, ও বি, ডি, ও পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। আমিও বাধা দিয়েছি। তারপরে ৪৭ লক্ষ টাকা যখন পাঠানো হল তখন আমাদের কংগ্রেসী ছেলেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে বামফ্রন্টের দলীয় সার্থে আর টাকা ব্যয় করতে দেবে না, তখন দেখা গেল যে সরকার ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারেন নি। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন আমি বলতে পারি যে এটা সম্পূর্ন কারচুপির হিসাব। কারণ আমি গত পরশু দিন উদয়পুর সাবডিভিশানের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কত শরনার্থীকে আপনারা রিলিফ দিয়েছেন, কত পরিবার এফেকটেড হয়েছে উনি বললেন আমি এই হিসাব এখনও কালেক্ট করি নি। তাহলে রাজ্য সরকার কি করে সমীক্ষক দলের কাছে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিলেন যে-২০ কোটি টাকার দরকার, যেখানে হিসাব কালেক্ট করা হয় নি ? ১০ কোটি হতে পারে, ৫ কোটি টাকাও তো হতে পারে আবার ২৫ কোটি টাকাও তো হতে পারে। তারপর আপনারা বলেছেন যে চাউল লাগবে ১২ মেঃ টঃ। আমি সোনামুড়াতে বি, ডি, সি, মিটিং এ বি, ডি, ও কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে চাউল আপনারা বিলি বণ্টন করেছেন তার একটা হিসাব দিন। কিন্তু কণ্ট্রোলারের কাছ থেকে এখনও হিসাব পাইনি। কারচুপির হিসাব ঠিক করতে করতে এখন ওনার ঘুম আসে আর যায়। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এনেছেন, সে সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় সদস্য স্বজ্ঞানে এখানে কেন এই প্রস্তাব আনলেন। মাননীয় সদস্যকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হাজার হাজার মানুষ যখন গৃহ হারা হয়েছিল, অন্ন সংস্থানের যখন কোন ব্যবস্থাই তাদের ছিল না, তখন এই সর্বহারাদের জন্য সাহায্যের দাবী প্রথম টি, ইউ, জে.এসই জানিয়েছিল। তেমনি ভাবে কংগ্রেস (আই)-এর পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি টাকা সংগে সংগে সাহায্য হিসাবে রাজ্য সরকারকে দিয়েছিলেন।

তখন তো কোন আপত্তি উঠে নি। কিন্তু আজকে হাউসে এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি মনে করি, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এইটার পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সেই ১ কোটি টাকা নিয়ে কিভাবে দলবাজি করেছেন তা আমরা জানি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ৪ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্য্যন্ত উদয়পুরের আমতলীতে ছিলাম। আমি যখন উনাদের গিয়ে বললাম, আপনারা এসে পড়ুন আমাদের টিলাতে, তখন উনারা বলেছেন যে আমরা নগেন বাবুর কথায় যাব না কেশব বাবু এসে বললে আমরা যাব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন তারা ছাদের উপর গিয়ে ওঠা শুরু করলেন তখন বললেন, আমাদের নিয়ে যান। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৬ তারিখ পর্য্যন্ত টেকাল নেতা যান নি। ৭ তারিখ যখন সেখানে এস, আর, ই, পির টাকা গেল তখন উনারা

১ মাইল সাতার কেটে উপস্থিত। সেখানে তাদের দলের লোকেদের নিয়ে বসলেন। তারা বললেন, তোমরা আমাদেরকে ১ বোতল মদ দাও ১০ টা করে কুপন দেব। এমনি করে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল। যাদের কোন রকম ক্ষতি হয়নি সেই ১ কোটি টাকা তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছে। আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি যে এই ১ কোটি টাকা কোথায় খরচ হয়েছে? এই বিনন্দ জমাতিয়াকে সোয়া লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য? এই টাকা প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্য, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য নয়, রিলিফের জন্য নয়, পুনর্বাসনের জন্য নয়। দলীয় লোকদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে, তাদের গাঁও পঞ্চায়েতের ইলেক্‌শান ফাণ্ডকে ফাঁপিয়ে তুলছেন। তারা বিজয়ের দলকে শক্তিশালী করার জন্য, বিনন্দ জমাতিয়ার দলকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের হাতে বেশী বেশী করে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই প্রস্তাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদি আমরা দেখতাম প্রকৃত পক্ষে রিলিফের জন্য খরচ হচ্ছে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে তাহলে আমরাও দাবী করতাম, কোন এক সময় দাবী করেছি। কিন্তু এখন আমরা নিরাশ হয়ে গেছি। আমতলীতে ৫০০ পরিবার সম্পূর্ন বিধ্বস্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১৬৫টি পরিবার ৫০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে তাদের কাছ থেকে সিগ্‌নেচার নেওয়া হয়েছে। তারপর বলা হল ২৫ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও দেওয়া হল না। কোথায় গেল সেই টাকা? আমরা যদি জিজ্ঞসা করি, তাহলে বলা হয় যে কেন্দ্র থেকে টাকা আসেনি। তাহলে ওদের কাছ থেকে সিগনেচার নেওয়া হল কেন? তারপর এ নিয়ে দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে যখন বলাবলি হয়, তখন বলা হয় এই টাকা দিয়ে পঞ্চায়েতের ইলেক্‌শনের কাজে লাগানো হবে। এইরকম হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তারা এই ভাবে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তা ত্রিপুরার মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনা। আমরা জানি উনারা বিনন্দ জমাতিয়াকে ডেকে এনে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের দলের আরও লোককে ধরে আন তাহলে তোমরা টাকা পাবে। বিনন্দ জমাতিয়া নামের লিষ্ট করে আনছে, আর ৪—৫ হাজার করে টাকা পাচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি, ঐটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কাজেই মাননী সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপাল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহাশয় এইখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, বন্যা বিধ্বস্ত ত্রিপুরার আর্থিক পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে সরবরাহ করতে হবে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত আগষ্ট মাসে এক ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। গত ১০০ বৎসরের ইতিহাসে এই রকম বন্যা আর দেখা যায়নি। এইটা ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন লোক আছেন তাদের অভিমত। এবারের বন্যার ভয়াবহতা তা দাঙ্গার ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। আমরা দেখেছি বন্যায় ত্রিপুরার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ডম্বুর প্রজেক্ট

বিধ্বস্ত হয়েছে। আনকগুলি লিফট্ ইরিগেশন স্কীম ছিল সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। ফসলের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আউস ফসল নষ্ট হয়েছে, ত্রিপুরার যে সম্পদ তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ততা পুরনের জন্য ত্রিপুরার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছু অর্থ দাবী করেছে। এই দাবীর যুক্তিটা কোথায়? কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা সেই ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার যে ক্ষয়ক্ষতি তা অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে সঠিকভাবে পুরণ করা সম্ভব না। নয় বলেই আকস্মিক বন্যার যে ক্ষয়ক্ষতি সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে রাজ্য সরকার দাবী করেছে। সেখানে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখছি বন্যার যে ভয়াবহতা তা ১৯৮০ সনের দাঙ্গার তুলনায় অনেক অনেক গুণ ক্ষতি হয়েছে। অনেক অনেক বেশী সম্পদ নষ্ট হয়েছে। অনেক লোক গৃহ হারা হয়েছে। অনেক বেশী সম্পদ এই বন্যায় ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। জুনের দাঙ্গায় যা ক্ষতি হয়েছিল সেটাকে ও ছাড়িয়ে গেছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে নেই। রাজ্য সরকার তার জন্য ৮৫ কোটি টাকা চেয়ে ছিল কিন্তু দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনা খাতে যে টাকা ধরা হয়েছিল তার বহুলাংশে আজকে পুল ইত্যাদি করতে খরচ হয়ে গেছে। তাই যদি আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ না করা হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আরও দুর্দশার সম্মুখীন হবেন তাই এই অধিক অর্থ বরাদ্দের সংস্থান চাওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে তারা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অধিক অর্থের দাবী করেছেন, কিন্তু বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস বা টি, ইউ, জি, এদের কোন লোক কি গিয়েছেন? আমরা গিয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার গিয়েছেন ঐ দুর্গত মানুষদের রক্ষার জন্য আর তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য করেছেন কেন্দ্রের কাছে আরও অর্থের দাবী। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের কাছে ২০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছেন সেটা লোক দেখান ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজ্যে মন্ত্রী সভা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দিতে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় ওভার।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—কিন্তু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু গরমিল রয়েছে। সেখানে তাদের ৩টি ঘর বিনষ্ট হয়েছে তাদেরকে ১৫০০ টাকা আর যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে ৩০০ টাকা দেওয়া হবে বলে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। তাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনেক অসুবিধা হবে। তাই সরকারের কাছে আবেদন করছি সরকার যেন এই সার্কুলার পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাতে গরীব মানুষেরা কোন প্রকারে বঞ্চিত না হন। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পুরোপুরি সাহায্য করতে পারবেন না। তবুও আবেদন রাখছি যতটা সম্ভব ততটা যাতে গরীব মানুষের পেতে পারে। তাই এই সার্কুলার পরিবর্তন করা হবে বলে আশা রেখে এবং এখানে যে

প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা এই কারণে যে, সেখানে ভালর চাইতে মন্দটাই হচ্ছে সার। কারণ উনি বন্যার কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন, ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধী নাকি খুব সুন্দরী। কোথায় হল বন্যা আর কোথায় হল সুন্দরী। আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, তিনি শুধু ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোকের কাছেই সুন্দরী নন সারা বিশ্বের কাছে তিনি পূর্ণিমার চাঁদের আলো। আমরা জানি ত্রিপুরায় বন্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতি গান্ধী তার কেন্দ্র থেকে ১ কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু সে টাকার হিসাব আপনারা আজও দিতে পারেননি। আমলা জানি বন্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পার্টির কেডাররা তৈরী হয়ে গেছে। কারণ এই সরকারের কেডার পোষার যে নীতি সেটা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ জানে। শুধু বলছেন কেন্দ্র দিচ্ছেন না আচ্ছা আপনারা বলুন ত আপনারা যখন আপনাদের ছেলেকে সো না কেনার জন্য টাকা দেন, কিন্তু ছেলে যদি জুয়া খেলে টাকা খুইয়ে পরে নকল সোনার জিনিষ এনে দেয় তাহলে সেটা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয় ?
Expurged as orderd by Chare

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখানে বামফ্রণ্ট সরকার বিশ্বাসঘাতক কথাটা আন-পার্লামেণ্টারি।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন বন্যায় ক্ষতগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান চেয়ে, সেই অনুদান কোথায় গিয়ে পৌছবে সেটা চিন্তা করে দেখলে বুঝা যাবে যে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —এইখানে মাননীয় সদস্য যে একটা কথা বলেছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার জনতার শত্রু এবং জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন' এই কথাগুলি প্রসিডিংস্ থেকে এক্সপাঞ্জ হবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—আমরা জানি যে, এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারন মানুষের উপকার পরিবর্তে আপনারা নানা প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বামফ্রণ্ট সরকার খাদ্য নিয়ে দুর্নীতি করেছেন। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে, বর্তমান বছরে ত্রিপুরায় যে ভযাবহ বন্যা হয়ে গেলো এই ধরনের বন্যা আমি আমার জীবনেও দেখিনি। এই হাউসে মাননীয় ডেপুটি চিফ্ মিনিষ্টার যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে, এই বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছেন। হাজার হাজার ঘড়বাড়ি ভেসে গেছে, কত গবাদি পশুর জীবন নষ্ট হয়েছে,। নষ্ট

হয়েছে মাঠের ফসল। যে ক্ষতি হয়েছে তার কোন পরিমান হয়না। এই বিপুল পরিমান ক্ষতির জন্য রাজ্য সরকার ২০ কোটি টাকা কেন্দ্রের নিকট চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সে টাকা পাইনি। ঠিক মত খাদ্যও ত্রিপুরায় আছে না। তাই এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া অত্যন্তকষ্টকর হচ্ছে। তবু বামফ্রন্ট সরকার সাধারন মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, এই খাদ্য এবং অর্থ না পাওয়া গেলেও বামফ্রন্ট সরকার এই গুলি চালিয়ে যাবেন। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে যা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার জনতার শত্রু এটা তারা অন্ধ বলেই বলতে পারছেন। আমি তাদের বলব তে তারা যেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখেন যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য কি করেছেন। আর নগেনবাবুদের মত লোক যারা ইলেকশনের টাকা আত্মসাত করতে পারে তাদের পক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বলতে কোন বাধা আসেনা। কারণ তারা নিজেরাই যে চরিত্রের বামফ্রন্ট সরকারকেও সেই চরিত্রে দেখতে চান। কিন্তু এটা তারা কোনদিনই দেখতে পারেননা। কারণ বামফ্রন্ট সরকার মেহনতী মানুষের সরকার। মেহনতী মানুষের কল্যানেই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমার ভাবতেও অবাক লাগে যে, আজকে হাউসে এই প্রস্তাবটিকে কেন আনা হয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যই এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে বলেই আমি মনে করি এবং জনসাধারনের প্রতি যে বামফ্রন্ট সরকারের একটা দায়িত্ব রয়েছে সেটা ঢাকবার জন্যই এটা আনা হয়েছে।

জনসাধারণের প্রতি এই সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এখানে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা কথা বলতে হয় যে ত্রিপুরায় কিছুদিন আগে অগাষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে যে ঘটনা ঘটেছে, সত্যিই সেটা অভূতপূর্ব এবং এই বন্যায় ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে। আশ্রয়ের সন্ধানে তারা হাহাকার করেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি এই সরকার যেখানে ব্যর্থ হয়েছে লোকগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকে বন্যার পর দুমাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও ঠিক করতে পারেনি। ঠিক পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে আগে দরকার ছিল যে বন্যাটা ত্রিপুরার জনসাধাণকে আগামী দিনে যাতে আর গ্রাস না করতে পারে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হতো, আমার মনে হয় সেটা সঠিক হতো। আজকে যে টাকা চাওয়া হয়েছে, সেটা হলো মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, তাদের দলীয় স্বার্থান্বেষী লোক আছে, যারা কিছুদিন আগে উগ্রপন্থী হিসাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য গণমুক্তি পরিষদের কাছে আগামী পঞ্চায়েত ইলেকশনে তারা যাতে সাহায্য করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সেটা চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকিবহাল। আপনারা দেখুন যে উদয়পুরে শ্রমিকেরা অভিযোগ করছেন, ঘেরাও করছেন, বলা হচ্ছে আপনারা বন্যার টাকাটা দিয়ে যেভাবে দলীয়ভাবে ছিনিমিনি

খেলছেন. আপনাদের শ্রমিকেরাও আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। আমরা চাই ত্রিপুরার জনসাধারণ সাহায্য পাক। তার সাথে সাথে যেভাবে এই টাকাটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে সেটাকে প্রতিরোধ করতে হবে। কাজেই আমি এই রাজনৈতিক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবটা সমর্থন করছি এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এতবড় প্রকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব সরকার দিয়েছেন। এই যে ১৭ কোটি টাকার ক্ষতি, এই ক্ষতি কি এই রাজ্য পূরণ করতে পারে ? এই ক্ষতি পূরণ করার কথা সংবিধান বলে কেন্দ্রীয় সরকারের। এবং সেই সংবিধান বলেই কেন্দ্রীয় সরকার আছে। সেজন্য আমরা দাবী করেছি তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য আরও অধিক অর্থ আমাদের হাতে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত, ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজ্য রয়েছে সেখানেও দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কত দিবে। তাতে বুঝা যায় কেন্দ্র একটা জমিদার। কিন্তু তা তো নয়। কেন্দ্রের নামে সকলে তাঁতকে উঠেন। তাঁরা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে পারে না। আবার কর্মচারীরা সেই রাজ্য সরকারেরই বন্ধু। কিন্তু তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা কেন ধমঘট করলেন ? যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের ধর্মঘট সমর্থন করেন তাহলে বুঝা যায় আপনাদের কথায় এবং কাজেই মিল। বিরোধী পক্ষের আলোচনার মধ্যে এইরকম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে যেমন লুঠপাট হচ্ছে এখানে টাকার। দলীয় স্বার্থে বলছেন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের কোন সদস্য কি করেছেন সেটার প্রমাণ আছে। গত ২৬ তারিখে ষ্টিফেন সাহেবের সামনে যা করেছে সেটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ অবগত আছে। এই বক্তব্যে নিজের গুণ প্রকাশ পায়। অতএব মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে গেলেই কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বার বার জনগণের কাছে বলব এবং আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। এটা অগণতান্ত্রিক নয়। এটা ভারতবর্ষের জনগণের সম্পত্তি। সেজন্য আমরা গভর্ণর সাহেবের কাছে বলেছি বন্যার জন্য সাহায্য করতে। এই বলেই আমি মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব বাবু কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত অর্থ ও খাদ্য চেয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা জনিত কারণে যে এ টা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে' আমি তাকে দুই ভাগে ভাগ করতে চাই। তার প্রথমটা হল, এই সরকার বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, আমি এখানে সেটা তুলে ধরতে চাই। আমরা দেখছি যে, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় প্রায় ৬ বৎসর ধরে বসে আছেন এবং ত্রিপুরাতে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় বলা যায় যে প্রতি বছরই যে বন্যা হয়, সেই বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সেই ক্ষতির হাত থেকে

ত্রিপুরার কৃষক তথা ত্রিপুরাবাসীকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপক ভাবে বন্যা প্রতিরোধের জন্য যে সব প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার দরকার ছিল' সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কিছুদিন আগে ত্রিপুরাতে যে বন্যা হয়ে গেছে' তা উত্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরাতে স্বাভাবিক বন্যা হলেও দক্ষিণ ত্রিপুরাতে যে বন্যা হয়ে গেছে, তা একেবারে সরকারের সৃষ্ট বন্যা বলা যেতে পারে। এই বন্যার ফলে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন মহকুমার সহিত সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাগুলি আছে এবং সেইগুলির উপর যে সমস্ত ব্রীজগুলি আছে, সেগুলিকে এই ভয়ঙ্কর বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বন্যার পরে আমরা দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এসে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রেখেছিলাম যে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার বা মেরামতের জন্য সাময়িক ভাবে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হউক, যাতে করে মহকুমা শহরগুলির বিভিন্ন অঞ্চলের পূর্ণসংযোগ রক্ষা করা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। কারণ আমরা দেখেছি, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ব্যাপক বন্যার ফলে রাস্তাঘাটের যে ক্ষতি হয়েছে। তার মোকাবিলা করার জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ফলে ঐ বন্যা ক্লিষ্ট অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে। কাজেই এই ক্ষেত্রেও সরকার যদি সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতেন, তাহলে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি দ্রুত পুনরুদ্ধার করে অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হত। কিন্তু সরকার সেটা করেন নি। ফলে বিভিন্ন মহকুমার সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাগুলি আজও যান-বাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া, আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি' বন্যায় সেখানকার ক্ষয় ক্ষতির কথা আমি লিখিত ভাবে সরকারকে জানিয়েছি, তা সত্ত্বেও সেখানে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের বাদ দিয়ে, যারা আদৌও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন নি, তাদেরকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্যায় যারা সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য সরকার এখন পর্য্যন্ত কিছু করেন নি। কাজেই আজকে এই যে প্রস্তাব যেটা এখানে আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবের মধ্যে নতুন কিছু নেই। অন্য দিকে দেখা গেছে যে যখনই রাজ্যে কোন রকম সমস্যা দেখা দেয়, সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র রাজ্যকে প্রচুর অর্থ দেয়। তাই সরকারের হাতে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও সরকার সেই অর্থ সঠিক ভাবে খরচ করছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের স্মরণ আছে, যে আগে যখন কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ৪ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আসতো, তখন সেই খাদ্য দিয়েই ত্রিপুরার খাদ্য ঘাটতি মিটানো সম্ভব হত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ৪ হাজার মেট্রিক টনের ডাবল অর্থাৎ আট হাজার মেট্রিক টন খাদ্য কেন্দ্র থেকে আসা সত্বেও এই সরকার খাদ্যভাব এর মোকাবিলা করতে পারছেন না, অথচ লোক সংখ্যা সেই তুলনায় এমন কিছু বাড়ে নি। এই বিগত ৫ বছরের মধ্যেই কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র রাজ্যকে দিয়েছে, যার খাদ্যের তো কথাই নাই। তবু তাঁরা কেন্দ্রের কাছে ১২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য চাইছেন, যাতে কালো বাজারীদের বাঁচিয়ে রাখা যায়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে যে অতিরিক্ত খাদ্য চাওয়া হচ্ছে, এটা শুধু বন্যা দুর্গতদের ত্রানের সুবিধার জন্য নয়। এতে বন্যার্থিদের কোন সুবিধা হবে বলেও আমার মনে হয় না। কারন সামনে পঞ্চায়েতের নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য এই

সব খাদ্য এবং অর্থ যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হবে, এই সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে কোন মতেই সমর্থণ করতে পারি না, কারণ এতে ত্রিপুরাবাসীর কোন উপকারই হবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য, কেশব বাবু হাউসের সামনে এই প্রস্তাব এনে বলতে চেয়েছেন, কবি গুরুর ভাষায় বলতে গেলে, সুন্দর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি মাতা, তুমি কন্যা, ওগো বধূ তুমি কত সুন্দর', তিনি কি অর্থে একথাগুলি ব্যবহার করেছেন, তা তিনি জানেন হয়তো এটা উনার ধাঁত আমার এই বিষয়ে কোন এলার্জি নাই। আমি বলতে চাই, এই সরকারের যে রূপ, সেই রূপের বর্ণনা আমি এখানে দিতে পারছি না। পারছি না, এই কারণে যে আমার বিলোনিয়ায় বন্যার যে ধ্বংসলীলা চোখে দেখেছি, মতাই-এ ধ্বস পড়ে দুইজন লোক মারা গিয়েছে, মারা গেছে একজন বৃদ্ধ মাতা, তার দুইটি সন্তান ছিল, জায়গা জমি কিছু ছিল না, সে গরু আনতে গিয়েছিল টিলাতে, কিন্তু ঠিক ঐ মূহুর্ত্তে ধ্বস নেমে সে এবং তার গরুটি মারা গেল। তেমনি লক্ষীছড়াতে আর একটি মেয়ে মারা গেল, সেও গরু আনতে গিয়েছিল, কিন্তু ধ্বস পড়ে সেও মারা গেছে, গরুটিও মারা গেছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের এই সরকার এই সমস্ত দুঃস্থ মানুষদের পরিবারকে দিলেন ৫০০ টাকার অনুদান, আর অন্য দিকে যারা মানুষকে খুন করার জন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত, আজও হাটে-বাজারে সসস্ত্র হামলা চালায়, যারা নাকি উগ্রপন্থী নামে পরিচিত, খুন করা যাদের ব্যবসা, তারা যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অঙ্গিকার নেয়, তাহলে তাদের পুণর্বাসনের জন্য দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকার অনুদান। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হল, যারা খারাপ লোক, তাদের পুনর্বাসন হউক, তাদের মঙ্গল হউক, তারা ভাল হউক, এটা সকলেই চায়। কিন্তু যাদের কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে খুন করা, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ২০ হাজার টাকা? আর যারা সর্বহারা কৃষক, দুঃস্থ যাদের কোন জায়গা জমি নেই, তাদের ত্রানের জন্য দেওয়া হবে মাত্র ৫০০ টাকা। শ্রীমতি গান্ধী তো আপনাদের চাওয়ার অপেক্ষা রাখে নি, আপনারা চাইবার আগেই এক কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন, তাই আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ত্রান তহবিল থেকে কত টাকা দিয়েছেন, কাকে দিয়েছেন? অন্য দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই ভয়ঙ্কর বন্যায় মোকাবিলা করার জন্য কম হউক আর বেশী হউক শ্রীমতি গান্ধী কিছু তো দিয়েছেন, আপনাদের চাওয়ার আগেই। কাজেই আপনারা হচ্ছেন চাতক পাখীর মতো, যেমন মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনারাও তো ত্রাণ তহবিলে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছেন, সেই ফাণ্ড থেকে আপনারা এই সব বন্যা ক্লিষ্ট মানুষদের সাহাযার্থে কত দিয়েছেন, তার তো কোন বিজ্ঞপ্তি আজও আমরা লক্ষ্য করেনি। প্রশ্ন হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর বন্যার অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে, তাতে কারো কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তার আগে আপনাদের কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তার কি কোন সমীক্ষা করা হয়েছে? না তা এখনও আপনারা করে উঠতে পারেন নি, যদি করতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয় সেটা এই সভায় উৎথাপন করতেন। কাজেই আপনাদের এই যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবের পিছনে যে কোন যুক্তি আছে কি নাই, তার সমালোচনা করার যৌক্তিকতা থাকত। এই আট বছর আপনারা শুধু চেয়েছেন—সব সময় চেয়েছেন যে লবণ চাই, চাল চাই। লবণ

এসেছে কিন্তু তাতে মাটি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে চাল এসেছে—আপনারা খারাপ চাল মানুষকে দিচ্ছেন আর ভাল চালগুলি আসাম্যা চাল বলে খোলা বাজারে বিক্রী করাচ্ছেন। কাজেই আমরা এর সমর্থন করতে পারি না তাই আমি এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সমর্থনে দুই একটি কথা বলছি। এই হাউসে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ যে সব আলোচনা করেছেন আমি সেইসব আলোচনার বিস্তৃতভাবে না গিয়ে আমি এটা লক্ষ্য করছি, এটা তাঁরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই রকম ভয়াবহ বন্যা ত্রিপুরার ইতিহাসে দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। এই কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে এই সামান্য ৫০০ টাকা—মানুষের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির তুলনায় এই টাকা অপ্রতুল। কাজেই মাননীয় সদস্য এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে তাঁরা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। তবু তাদের এই হাউসে এইসব কথা বলতে হচ্ছে। কারণ তাঁরা জানেন যে দলের ভিতরে থেকে শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধীতা করা যাবে না। তবু আমরা লক্ষ্য করছি যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন সেইজন্য তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এইভাবে আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে শুধু বামপন্থী দলই নয় শুধু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ই নয় কংগ্রেস (ই) দলের ভিতর বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মীর কাসিম কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি না এই বন্যার ব্যাপকতার কথা তাঁরা স্বীকার করছেন কিন্তু তারজন্য যে ত্রাণের দরকার এটা তাদের ন্যায্য দাবী তাদের সেই বাঁচার জন্য যে সামান্য আর্থিক বরাদ্দ তাকে আদায় করার জন্য প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে কেন যে তাঁরা সমর্থন করতে পারছেন না এটা আমি বুঝতে পারছি না। ত্রিপুরার এই ভয়াবহ বন্যায় ২৯ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে, হাজার হাজার কৃষকের ফসল নস্ট হয়েছে, ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার মানুষের ত্রাণের জন্য যে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই পদক্ষেপের সহযোগিতার জন্য মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ যাতে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান এই আহবান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব মাননীয় সদস্য বক্তব্য রেখেছেন আমি সেই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলছি। এখানে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় কিছু বক্তব্য রেখেছেন এবং আমি যতটুকু জানি মাননীয় সদস্যের রাগ এইখানেই—বন্যা ত্রাণের জন্য সোনামুড়ায় সরকারী উদ্যোগে চাল, চিড়া, গুড় নিয়ে যখন ট্রাক গেল তখন সরকারের সেই উদ্যোগকে বাঁধা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস (ই)র কিছু

লোক সেই গাড়ী লুট করল। তারা ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করল যে, তোমরা কেউ এইসব আনতে যাবে না শ্রীমতী গান্ধী তোমাদের জন্য চাল পাঠাচ্ছেন। আমি নিজে যখন কাকড়াবন গেলাম তখন গিয়ে শুনলাম যে, মানুষকে বুঝান হচ্ছে তোমরা কেউ যাবে না এইসব বামফ্রন্ট সরকার করছেন না—শ্রীমতী গান্ধী তোমাদের জন্য চাল পাঠাচ্ছেন। এইসব বলা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ তাদের সেইসব কাজের জন্য জবাব দিয়েছিলেন। স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, মানুষ যেখানে দুঃখ পাচ্ছে এবং তখন তাদের জন্য কিছু করার চেস্টা করা হয় তখন ওরা সেখানে বাধার সৃষ্টি করছে। আমরা যখন বলছি যে, এইসব মানুষের জন্য সাহায্যের দরকার তাদের জন্য টাকার দরকার ঠিক তখনই তারা বলছেন যে, না এসবের দরকার নাই। স্যার, এরা যে কখন সমর্থন করবেন আর কখন বিরোধীতা করবেন তার কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ আমি মাননীয় সদস্য মজুমদার মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে কেন যে নারীর রূপ এই বর্ণনায় এতমগ্ন হলেন জানিনা। মজুমদার মহাশয় এখানে এখন নাই তবু বলছি যে নারীর রূপ ছাড়া আরও রূপ আছে—মাতা নও কন্যা নও তুমিই রাক্ষসী—এই কথাটা উনার জানা উচিত কাজেই এই অবস্থায় আমি এই কথাই বলতে চাই যে আজকে যখন ত্রিপুরার মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে তখন তাদের জন্য কিছুই করতে গেলে বলা হবে এ ভাবে হবে না তাত হয় না। কাজেই আমি এখানে যে প্রস্তাব এনেছি না হাউস সমর্থন করবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার কর্তৃক আনিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,

"এই বিধানসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, রাজ্য সরকার বন্যার্থদের পুনর্বাসন ও বন্যাবিধস্ত এলাকা সমূহে পুনর্বাসনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে খাদ্য ও আর্থিক অনুদান চেয়েছেন তাহা অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্টের ধ্বনি ভোটে রিজিলিউশানটি পাশ হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনারা রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপিত করার জন্য সে সাথে এও অনুরোধ করছি, আমাদের টাইম খুব সর্ট। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখার দিকে নজর দেবার জন্য যাতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের বক্তব্য শেষ করতে পারি।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে আমার যা প্রস্তাব সেটা হলো, এই বিধানসভায় প্রস্তাব করিতেছি যে, ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখার সার্থে ১৯৮০ ইং সালের দাঙ্গায় জড়িত সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হউক।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, বিগত ৮০ জুনের দাঙ্গায় ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ বছরের ঐক্য সেই ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে এই দাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন

রকম রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দলবাজী হয়েছে। আজকে আমি ১৯৮৩ সালের এই বিধানসভায় যে প্রস্তাব এনেছি তা ৩০ বছরের জাতি-উপজাতি ঐক্য ৮০ সনের জুনে অতি সুকৌশলে দাঙ্গার সৃষ্টি করে দাঙার মধ্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। তার জন্য কিছু কিছু জাতি উপজাতি বিপদগামী হয়। আজকে ৮৩ সালের অকটোবরের এই বিধান সভাতে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, ঐ ৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় যে সকল লোকের নামে, জাতি-উপজাত লোকের নামে মামলা দেওয়া হয়েছিল এই মামলাগুলি যাতে প্রত্যাহার করা হয়। কেন না, এই মামলার ফলে দাঙ্গায় যারা জড়িয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে এই মামলায় জড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের বহু মামলা প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়েছে। গত বিধান সভায় এই ধরনের তথ্য হাউসে দেওয়া হয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বেছে বেছে পুষ্ট, রাজ্য শাসক দলীয় সমর্থকদের, কিংবা যারা দলের হয়ে কাজ করবে বলে মুছলেখা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন মহকুমায় বিশেষ করে দরিদ্র অংশের জাতি-উপজাতি লোকেরা পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, উকিলকে পয়সা দিতে পারে না বলে হাজিরা দিতে পারছে না। দাঙ্গায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। কাজেই আজকে এই সব কারণে মানবিকতার দিক থেকে বিচার করে ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের বেঞ্চের কাছে আবেদন রাখব ঐ সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে জাতি উপজাতির ঐক্য রক্ষা করার জন্য হাউসে এই প্রস্তাব সমর্থন করবে। এই ব্যাপারে যে মামলাগুলি আছে সেগুলির জন্য আজকে আমরা দেখতে পারছি, ওরা খেতে পারছে না, কেসে জড়িয়ে পড়েছে, পুলিশের জন্য লোকালয়ে আসতে পারছে না। কাজেই একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সেই দিক কাটিয়ে উঠার জন্য মামলা-গুলি বিনা শর্তে প্রত্যাহার করার জন্য আমি এখানে যে প্রস্তাব রেখেছি, আমি আশা করব, হাউসের সকল সদস্য তা সমর্থন করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি মুভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের সংশোধনী হচ্ছে, এই প্রস্তাবের শেষ লাইনে যেখানে লেখা আছে, " প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক" এই অংশটি বাদ দিয়ে প্রত্যাহারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক" এই ভাবে সংশোধনী রাখতে চাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ৮০ সনের জুনের দাঙ্গা মর্মান্তিক দাঙ্গা তথ্য বার বার উল্লেখের প্রশ্ন থাকে না। সেই দাঙ্গার ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতাবাদী। ত্রিপুরা রাজ্যকে আরো গ্রাস করার চেষ্টা করেছিল। ত্রিপুরা রাজ্যর গণতান্ত্রিক মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এবং তার সাথে বামফ্রন্ট সরকার সম্মিলিতভাবে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এটাকে স্থিতিশীল রাখতে হবে সেই প্রশ্নে সমস্ত দাঙ্গার পরিস্থিত, দাঙ্গার ফলাফল জনগণ যেমন পর্য্যালোচনা করেছেন ঠিক তেমনি আমাদের বামফ্রন্ট সরকারও পর্য্যালোচনা করেছেন। আমরা গত দুই বছরে দেখেছি, প্রতিটি বিধান সভায় অধিবেশনে প্রশ্ন উঠেছে প্রশ্নোত্তর কালে বা অন্য সময়ে ভিত্তি করে আমরা বক্তব্য

শুনেছি। মামলাগুলি সম্পর্কেও বিবৃতি শুনেছি। কি অবস্থায় রাজ্য সরকার তা মোকাবিলা করেছেন তাও দেখেছি। স্যার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিস্থিতিকে কি ভাবে টেনে আনা হয়েছিল এটাও একটু দেখা দরকার। গনতন্ত্রের উপর মানুষের আস্থা কত বেশী ফিরে এসেছে। আমরা দাঙ্গার সময় কি দেখেছি? সেখানে গনতন্ত্র বিপন্ন, চলছিল অস্ত্রের লড়াই, সমাজ বিরোধীরা নিজের খুশীর রাজত্ব কায়েম করেছিল। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিপন্ন ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বিদেশী হটাও শ্লোগান, আমরা বাঙ্গালীর শ্লোগান, উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থী শ্লোগান, বাইরে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে এসে বাজার আক্রমন করা। ধর্মঘট করা সব মিলিয়ে ছিল এক নৈরাজ্যিক পরিবেশ, আস্তে আস্তে এই পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছিল। যার সুযোগ সমাজ বিরোধীরা গ্রহন করে সাধারন মানুষকে করেছিল বিপন্ন। এই দাঙ্গায় সমস্ত মানুষই কি সমাজ বিরোধী ছিল? না। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কৈলাশহর, ধর্মনগর তথা উত্তর ত্রিপুরা রাজ্যেকে স্পর্শ করতে পারে নি। এই সাম্প্রদায়িক উগ্রতার করাল গ্রাস করেছিল সদর মহকুমাকে, উদয়পুর মহকুমাকে, ও অমরপুর মহকুমাকে। আমরা দেখেছি এই সমস্ত অঞ্চল গুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি তৎপর হয়েছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই সমস্ত অঞ্চল গুলিতে আবার শান্তি ফিরে এসেছিল। বাঙ্গালী—পাহাড়ী হয়েছিল পুনরায় সম্মিলন ফিরে এসেছিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা। আমরা দেখেছি রানীর বাজারের অন্তর্গত চম্পক নগর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিস্মিত করেছিল। চম্পক নগরে চতুপার্শ্ব থেকে পাহাড়ী বাঙ্গালীর অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল। তারা পরস্পর পরস্পরকে বলেছিল আমরা এক সাথে মিলব, এক সাথে থাকব। স্যার, তার পর আবার কি করে ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্ট করা যায় তার জন্য এখনও অনেক সমাজ বিরোধী সচেষ্ট রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা হচ্ছে গনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সকল স্তরের লোকদেরকে সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে গনতন্ত্রের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। আজকে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন। আজকে জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি অনেক বেশী ফিরে এসেছে। আজকে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সঠিক ভাবেই উপস্থিত হয়েছে। আজকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিজনিত যে পরিবেশ, সেই পরিবেশের মধ্যে দাঙ্গা জনিত যে সমস্ত মামলা আছে সেইগুলি বিবেচনা করা দরকার। বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার আছে। স্যার, আমরা দেখেছি যে উগ্রপন্থীরা কাঁধে বন্দুক নিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের ডাক দিয়ে ছিল, আজকে দেখেছি তাদের মধ্যে গনতন্ত্র ফিরে এসেছে, বন জঙ্গলে আত্মগোপন করে যে সমস্ত উগ্রপন্থীরা অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে আক্রমন করে জন জীবন বিপর্যস্ত করে তুলত, আজকে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। বিমল জমাতিয়ার সঙ্গে তার সমর্থক সমস্ত উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। ফলে পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে নিশ্চয়ই দাঙ্গাজনিত যে সমস্ত মামলা আছে সেগুলি সম্পর্কে সরকারের বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। দাঙ্গার মধ্যে বিভ্রান্ত যুবকরা ছিলেন, বিভ্রান্ত লোকেরা ছিলেন। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি দাঙ্গা জনিত মামলাগুলি সম্বন্ধে সরকারে বিবেচনা করার জন্য এই সমস্ত বিভ্রান্ত যুবক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে এবং গণতন্ত্র প্রসারের পথ আরও সুগম হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আমি অনারেবল মিনিষ্টার এবং মেম্বারদের অবগতির জন্য বলছি যে, আমাদের হাতে আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে। কাজেই, সময় বাড়ানোর পক্ষে আমি হাউসের কনসেণ্ট নিতে চাই।

শ্রী দশরথ দেবঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চালানোর জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—আমি হাউসের সেন্স নিয়ে রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিলাম। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মাঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি বিরোধীতা করছি। আমি বিগত ১৯৮০ ইং সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে জাতি-উপজাতি লোকের প্রাণ অকালে ঝরেছে তাঁদের আত্মারসদ্‌গতি আমি কামনা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ দিনের জাতি উপজাতির মিলন ক্ষেত্রকে কলুষিত করেছে তাদেরকে আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত দাঙ্গার পরে ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছে যে দাঙ্গা কি ভয়ানক জিনিষ এবং ত্রিপুরাবাসীর কাছে এটাই পরিস্কার হয়ে গেছে যে ত্রিপুরা হচ্ছে জাতি উপ-জাতির মিলন তীর্থ। এখানে জাতি বিদ্বেষের কোন স্থান নেই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার কেইস প্রত্যাহার করার কথা বলে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ১নম্বর বিনন্দ জমাতিয়া, যিনি, মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী বলেছেন স্বাধীন ত্রিপুরা চেয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তারা বাংলাদেশে ট্রেনিং নিয়েছেন। সেই বিনন্দ বাবুকে দাঙ্গার সময় যিনি খুনের সংগে জড়িত ছিলেন, হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছেন, হাজার হাজার টাকা লুট করেছেন তার বিরুদ্ধে কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তারপর আজকে বিনন্দ জমাতিয়া যে দল গঠন করেছেন, উগ্রপন্থী হিসাবে যারা পরিচিত তাদের বিরুদ্ধে কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আজকে উগ্র পন্থীর মাধ্যমে এক সম্মেলন হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতবর্ষের কোথাও এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইভাবে রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী সম্মেলনের জন্য অনুমতি দেন কিনা আমার জানা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমরা তা দেখেছি। এইখানে আমরা দেখেছি, যাদের সি, পি, এমের খাতায় নাম আছে তাদের বিরুদ্ধে কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মাননীয় সদস্য শ্রী রশিরাম দেববর্মার নামে জিরাণীয়া থানার সাবইন্‌সপেক্টর খুনের কেইসে অভিযুক্ত করেছেন। সরকারের নির্দেশে তার কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তারপর মান্দাইয়ে যেখানকার ঘটনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে, সেখানে বিধায়কের ছেলে মনোরঞ্জন দেববর্ম্মা খুনের কেইসে অভিযুক্ত হয়েও তার নামে

কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তার কারণ তার নাম বামফ্রন্টের খাতায় আছে। তারপর যে বিজয় রাংখল উগ্রপন্থী নামে পরিচিত, সে আজকে সাধু লোক। তার বিরুদ্ধে সমস্ত কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। জানি না উনি সি, পি, এমের খাতায় নাম লিখিয়েছেন কিনা? তারপর আজকে আরও দেখছি দেবব্রত কলুই, ভীষ্ম দেববর্মা, সরলপদ জামাতিয়া যাদের বিরুদ্ধে কন্সপিরেসি কেইস ছিল তাদের কেইসগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তারাও বামফ্রন্টের খাতায় নাম লিখিয়েছে বলে তাদের কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে যাদের সি, পি, এমের খাতায় নাম আছে হাজার হাজার ক্যাডারদের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে নিরীহ লোকের বিরুদ্ধে, যারা এইসব খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলনা তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে কেইস সাজিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী বলেছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাই, জাতি উপজাতির মধ্যে যাতে বিচ্ছেদের সৃষ্টি না হয় তা আমরা চাই। মাননীয় সদস্যের সাথে আমি একমত। কিন্তু আজকে যেখানে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে নতুন কেইস সাজিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাতে আবার দাঙ্গা বাধানোর জন্যই এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যেখানে যারা উগ্রপন্থী তারা আত্মসমর্পণ করছে, সেখানে নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নতুন করে কেইস সাজানোর কোন অর্থ নেই। আমাদের মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার কাকা ৫০ বৎসর বয়স্ক, উনাকে কিল্লা থানার সাব্-ইন্সপেক্টর বলেছেন, জানিনা উনি সরকারের নির্দেশে বলেছেন কিনা, আপনি উগ্রপন্থীর খাতায় নাম লেখান তাহলে আপনি অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন। এইভাবে তারা মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে ভুল পথে চালনার জন্য চেষ্টা করছে। আজকে যারা হাজার মানুষ খুন করেছে, হাজার টাকা লুট করেছে, তাদের নামে কেইস প্রত্যাহার করা চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে জাতি উপাজাতির সম্প্রীতিকে বজায় রাখার জন্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। আজকে তাই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি, আজকে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি যে ১৯৮০ সনের দাঙ্গাকে মানুষ ভুলতে চায়, এই দাঙ্গা ভয়ানক. এইটাকে ভুলার জন্য, পুনর্জীবতি না করে সমগ্র কেইস প্রত্যাহার করে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। এইখানে বিবেচনা এই কথাটা ভিত্তিহীন মনে করি। বিবেচনা কথাটার অর্থ কি? প্রত্যাহার যদি হয়ে যায় তাহলে বিবেচনা কথাটা আসেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং শ্রীজওহর সাহা যে মুল প্রস্তাব এনেছেন তার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয়, সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় এর উপরে যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বাস্তবিক যদি আমরা দেখি, কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব প্রেম অটুট ছিল। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে তা

ত্রিনই হয়ে গেছে জুনের দাঙ্গার তার প্রমাণ। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জানেন, আমরা জানি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার জুনের দাঙ্গা সৃষ্টি করেছেন রাজনৈতিক মুনাফা লুটের উদ্দেশ্যে। আবার তারা সেই দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য তৈরী হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যাদের বিরুদ্ধে কেইস ছিল সেই কেইসগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা সি, পি, আই, (এম) সমর্থিত তাদের কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর যারা বাম বিরোধী দল তাদের বিরুদ্ধে কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়নি। তার মানে আজকে যারা নিরীহ লোক তাদের বিরুদ্ধে কেইস সাজিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু তারা হয়ত বা কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়। আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, আজকে যারা হাউসে উপস্থিত আছেন তারা সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রাখি। আমরা জানি গত ৩০ বৎসর ধরে যে ট্রাইবেলদের ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রেম ছিল তাকে পুনর্জাগরন করার জন্য। যে চেষ্টা চলছে হয়ত তারা তা বিসর্জন দেবেন। কারণ এইভাবে নতুন নতুন মামলা গঠন করে মানুষের মনে একটা বিশৃংখলা, বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হবে। তাতে দাঙ্গা আবার বাঁধতে পারে। কাজেই আর নতুন নতুন মামলা তৈরী না করে সমস্ত মামলাগুলি সরকার প্রত্যাহার করবেন বলে আশা রাখি। আমরা জানি আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী নামে যে দল আছে সেই দল আজকে আত্মসমর্পন করছে। আত্মসমর্পনের কথা রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে, পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছে। আত্মসমর্পনকারীরা রেডিওতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেষে বলেন ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। এই ইনক্লাব জিন্দাবাদ সৃষ্টি নায়ক কারা? আজকে যারা আত্মসমর্পন করছেন তারা আত্মসমর্পন করার পর সরকার থেকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আজকে যারা উগ্রপন্থী নামে যারা পরিচিত ছিল তাদের সৃষ্টি নায়ক কারা তা জনগন আজকে জেনে গেছে। আজকে তাদের পুনর্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। আর যারা নিরীহ ব্যক্তি তাদের নামে নতুন করে কেইস সাজিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের হয়রানী করা হচ্ছে। তাই জওহর সাহা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজাক মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর বাবু মহাশয় যে প্রস্তাব হাউসে উত্থাপন করেছেন দাঙ্গায় অদ্যাবধি যে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়নি, সেই মামলাগুলি প্রত্যাহার করতে হবে। তার উপর সমরবাবু যেকয়টি সংশোধনী এনেছেন। কিভাবে ৮০,র জুনের দাঙ্গা বামফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল, দাঙ্গায় হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে, হাজার হাজার টাকা লুট করা হয়েছে তা সবাই জানে

বামফ্রন্ট সরকার তাদের দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে মামলা ছিল সেগুলি প্রত্যাহার করলেন। এবং তাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেন যেহেতু তারা বামফ্রন্ট দলের সংপৃক্ত বা সমর্থক হবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য হলো যে উদয়পুর সহরকে রক্ষার জন্য যারারা মানুষ প্রানপন চেষ্টা করলেন তাদের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকার মামলা করেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা যে বামফ্রন্ট প্রকৃত আসামীকে ধরতে পেরেছেন

কি না? এবং তাদের শাস্তি দিতে পেরেছেন কি না? উদয়পুরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং এ্যাসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার অত্যাচারিত হয়েছেন। অথচ এই অফিসগুলি ভালভাবে মেইনটেইন করা হয়না। লক্ষ লক্ষ টাকার কারচুপি সেখানে করা হয়েছে।

সুতরাং আমি বলব যে আজকে যে মামলা বামফ্রন্ট সরকার সাধারন নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে করেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তা সত্য নয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনি পাঁচ মিনিট সময় পাবেন। এই সময়ের মধ্যেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর শ্রীসমর চৌধুরী সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ বিগত ৮০ এর জুনে যে দাঙ্গা হয়ে গেল সে দাঙ্গায় যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে সেই সকল আসামীরা যদি বামফ্রন্ট এর দলের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়ে নেয় তবে তাদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এই রকম একটা গোপন শলাপরামর্শ করেই বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই প্রস্তাব এখানে আনার চেষ্টা করছেন। আমরা জানি যে বিগত ১৯৮০ সালের জুনে যে ট্রাইবেল এলাকার বাঙ্গালীরা দাঙ্গা করেছেন এবং বাঙ্গালীদের এলাকায় ট্রাইবেলরা দাঙ্গা করেছেন তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার এবং তাদের সমর্থকরা। সুতরাং তাদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নেবার জন্যই আজকে এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

সেই তৈদু বাজারের ঘটনায় যে নারায়ন কলোই এর বিরুদ্ধে মামলা ছিল সেই নারায়ণ কলোই এর সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এক গোপন চুক্তি হয় এবং এই কলইকে দুইদিন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ীতে করে ঘোরতে দেখা যায়। তার পর তার উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আজকে আমরা দেখেছি যে যারা বিনন্দ জমাতিয়া এবং তার অনুগামীদের যারা আত্মসমর্পন করেছিল তাদের অনেকেই আবার নতুন করে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে এবং জন মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। সুতরাং একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বামফ্রন্ট দল নিজেদের সমর্থকদের উপর থেকে মামলা গুলি প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। সুতরাং আমি বলব যে এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং জন স্বার্থ বিরোধী। সুতরাং আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদারঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটি আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমরা দেখেছি বিগত ৮০ এর জুনের দাঙ্গায় যারা প্রকৃত অপরাধী ছিল তাদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে আর যারা নিরীহ সাধারন মানুষ তাদের উপর মামলাগুলি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের হয়রানি করা হচ্ছে।

যারা আমাদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজখাওা নিয়ে কংগ্রেস(ই) ও উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের খুন করবে তাদের কেইস উঠে যাবে। এই যে একটা অবস্থা এটাকে আমরা শুধু বিরোধীতাই করিনা আমরা এই বলে আখ্যা করছি যে এইটা একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত, ঘৃণ্য পদ্ধতি। ত্রিপুরা রাজ্যের ২টি প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (ই) ও যুব সমিতি তারা জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন করার চেষ্টা করছে। সেটাকে কংগ্রেস(ই) ও উপজাতি যুব সমিতি বলে কিছু ছদ্মবেশী লোক নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা আজকে বলছে কংগ্রেস (ই)র নেতা বদল চাই আবার কালকে বলছে শ্যামাচরণ বাবুর বদল চাই। আমরা সেটা কিছুতেই হতে দেব না। আমরা জানি দলের জন্য, নেতৃত্বের জন্য কারা লড়াই করছে। সেটা বামফ্রণ্টকে চিনিয়ে দিতে হবে না। আমরা জানি কারা জাতি উপজাতির স্বার্থ নিয়ে লড়াই করছে। আমরা দাঙ্গার সময়ে দেখলাম কুখ্যাত নায়ক জয়কুমার সে দাঙ্গার সময়ে ছিল উপজাতি যুব সমিতি আর দাঙ্গার পরে হয়ে গেল সি, পি, এম। তাই তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কেইস ছিল সেগুলি তুলে নেওয়া হল।

শ্রীমাণিক সরকার :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, জয়কুমার দাঙ্গার পরে সি, পি, এম হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যকে প্রমাণ করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—এটা হল উদ্দেশ্য যখন শেষ হয়ে যায়, তখন ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসে। তাই এটাকে আমরা শুধু বিরোধীতাই করি না নিন্দাও করি। খুনী কোনদিন সুস্থ রাজনীতি করতে পারে না। আমাদের দলের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সৃষ্টি করে দমনের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন যে তাতেও আমাদের দলকে সুস্থ রাজনীতি থেকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিবেচনা করা হউক কথার মধ্য দিয়ে একটা কুৎসিত রাজনীতির অভিসন্ধি দেখতে পাচ্ছি। আমি বলতে চাই যে অবিলম্বে মামলাগুলি তুলে নেওয়া হউক। নচেৎ আমরা সারা রাজ্যে গণ আন্দোলন গড়ে তুলব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদেরকে জানাচ্ছি যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে আর কোন নাম আমি পাই নাই। তাই আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় যারা অভিযুক্ত সে সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। সেণ্টিমেণ্ট থাকা ভাল। এটা গুড এক্সপ্রেস। কিন্তু শুধু সেণ্টিমেণ্ট থাকলে হবে না। কতগুলি আইন কানুনের ব্যাপার আছে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী একটা সংশোধনী এনেছেন যে—এই মামলার যাতে প্রত্যাহার করা যায় তারজন্য বিচার বিবেচনা করে দেখা হউক। এখন এ সম্পর্কে অর্থাৎ মামলাগুলি সম্পর্কে একটা ইতিহাস আমি দেব। প্রথমতঃ মামলা যখন চার্জশীট হয়ে কোর্টে রায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকে তখন সে মামলাগুলি প্রত্যাহার করার এক্তিয়ার বা কর্তৃত্ব হচ্ছে আদালতের। বিধানসভায় একটা প্রস্তাব করে আদালতের উপর কোন বাইণ্ডিং দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে জুডিশিয়ারির উপর একটা

ইণ্টারফিয়ারেন্স। তাই সরকার যাতে বিচার বিবেচনা করে মামলাগুলি প্রত্যাহার করার জন্য আদালতের কাছে এপিল রাখতে পারে সেজন্য এই সংশোধনী আনা হয়েছে। টোটেল নাম্বার অব ক্রিমিন্যাল কেইস হচ্ছে ৪৬৫টি। বামফ্রণ্ট সরকার এই মামলায় যারা সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধ তাদের যাতে সত্বর রেহাই দেওয়া যায় তাবজন্য অনেক চেষ্টা করেছে। ২০৫টি কেইসের চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। ১টি মামলা, প্রথম যেটা সেটা ফাইনাল রিপোর্ট হয়ে আদালতে পানিশমেণ্ট হয়ে গেছে। বাকী ২০৩টির মধ্যে ১০৮টির ক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগ আছে। চার্জ অব্ মার্ডার ৯৫টির ক্ষেত্রে যেখানে চার্জ অব্ মার্ডার ইনভলভ না। বাকী ৭৪টি কেইসে—১১৭০জন এক্বিউজড্। তারমধ্যে ৯৩৯ জন ট্রাইবেল আর ২৩১ জন নন-ট্রাইবেল। এরমধ্যে কিছু উইথড্র করার অর্ডার হয়েছে। কিছু উইথড্র হয়ে গেছে। সরকার এটা সব সময়েই জানেন যে দাঙ্গার সময়ে একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ সরকার এটা সব সময়ই বলেছেন হাউসের কাছে এবং বাইরে, দাঙ্গায় সময়ে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, দুইটি জাতি সত্বার লোক, বিশেষ করে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল. তাদের মধ্যে যে মিস্আণ্ডারষ্টেণ্ডিং সৃষ্টি হয়েছিল দাঙ্গার পর সেগুলির উন্নতি হয়েছে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস আজ আরও বেশী যাতে সৃষ্টি করা যায় এবং টেনশানটাকে যাতে ইজ করা যায়, অবস্থা যাতে উন্নত করা যায় সেজন্য চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে তিন হাজার অষ্টাআশী জন লোক জড়িত, তাদের মধ্যে দুই হাজার এর উপর হচ্ছে উপজাতি এবং ৩০৮ জন হচ্ছে অ-উপজাতির লোক এবং এর মধ্যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কোর্টের কাছে আপিল করা হয়েছিল উইথড্র করার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্ট ডিসপোজ করেছে। বাকীগুলি উইড্র করা হয় নাই, যেগুলি হচ্ছে খুবই হমিয়াছ ধরণের, মার্ডার, নরহত্যা মূলক লাইসেন্স বিহীন বন্দুক রাখা, এইগুলি করা যায় নি এখনও। এখন অন্ততঃ পক্ষে সরকার এই কথা বারে বারেই বলেছেন, মাননীয় সদস্য জওহর সাহার প্রস্তাবকে যারা সমর্থন করেছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা, নুতন চিন্তা ওদের মধ্যে এসেছে, কারণ এরাই এক সময় এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। আমরা বলেছিলাম হাজার হাজার মানুষকে ডেকে এনে এই ঘটনাগুলিকে নূতন করে উস্কিয়ে দিলে মানুষকে শান্তির দরজায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে না। এখন তারা নিজেরাই অনুভব করেছেন যে কেসগুলি উইডথ্ করা হোক। ওদের বক্তব্য হচ্ছে বামফ্রণ্টের লোকদের কেস উইথড্র করছেন এবং কিছু লোককে শাস্তি দিতে চায়। এইগুলি বলা হয়েছে হাউসে। সবগুলির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। তবে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জাতি উপজাতির সম্পর্ক কোন কোন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ট হয়েছে এবং যারা উগ্রপন্থী তারা বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাহলে দেখা যায় অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। যদিও এদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা উপজাতি যুবসমিতির এবং কংগ্রেস (আই) এর বন্ধুরা মেনে নিতে পারছেন না। সুতরাং কোথায়ও তাঁদের দুর্বলতা আছে। তা না হলে উপজাতি যুবসমিতির বন্ধুরা চীৎকার করে বলেন কেন বিনন্দ জমাতিয়া, বিজয় রাংখল তাঁদের লোক ছিল না। কিন্তু যেবন্দুত করছই এরা হঠাৎ খুব খারাপ লোক হয়ে গেল। কারণ ওরা তাদের দলের লোক নয়। কারণ তারা উগ্রপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করে না। কাজেই এর একটা সুযোগ গ্রহণ

করেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার। কারণ ষ্টিফেন সাহেব আসা উপলক্ষে ওদের দলে যে একটা নাটক হয়েছিল এবং এই নাটকে এই বামফ্রন্ট সরকার যদি তাদের লোক-দের হাত থেকে আক্রমণের হাত থেকে কং(ই) নেতাদের রক্ষা করবার জন্য পুলিশের হাতে পিস্তল না দিত এবং পুলিশ যদি কর্তব্য না করতেন, হয়তো কং(ই) নেতাদের বাচানো যেত না কারণ ষ্টিফেন সাহেব আসা উপলক্ষে তাদের দলে যে একটা নাটক হয়েছিল এবং এই নাটককে এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের লোকদের হাত থেকে অক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যদি পুলিশী ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ষ্টিফেন সাহেব রক্ষা পেতেন কিনা সন্দেহ। কাজেই বুঝতেই পারেন মানুষের জীবন সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন গণতন্ত্র বাচাবার জন্য কত সক্রিয় যাই হোক, এই মামলাগুলি উইড্ করতে পারলে আমরাই সবচেয়ে খুশী হব। তাঁরা যখন এই দাবী এনেছেন, আমরা খুশী হয়েছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুশী হবে। আমরা যতটুকু করবার ততটুকু করব। তবে টেকনিক্যাল কারণে আমি তাদের অবস্থাটা সরাসরি সমর্থন করতে পারছি না। আমি সমর্থন করতে পারছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর সংশোধনীকে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরাও চান মামলা প্রত্যাহার হোক। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরাও চান মামলা প্রত্যাহার হোক। একটা কনসেসেনয়াস সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমরা চাই না কোর্টের উপর আমরা বাধ্যতামূলক কিছু চাপিয়ে দিই। এইরকম যাতে কোন ভুল ধারণা আদালতে না হয়, সেজন্য মাননীয় সদস্য সমর বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব হচ্ছে বাস্তব সম্মত এবং সেই দিক থেকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট যেটা এনেছেন, আমি সেটা সমর্থন করছি। কাজেই এখানে ডিফারেন্স অব অপিনিয়ন যাতে না হয়, কোর্টের উপর যাতে কোন বাইণ্ডিং না হয় তার জন্য যে সংশোধনীটা যেটা দিয়েছেন সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমাদের বিধানসভার মর্যাদা রক্ষা পাবে। এই আশা আমি করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবে এই সভায় এনেছি, এই ব্যাপারে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি এবং ট্রেজারী বেন্চ থেকে যে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনাতে এটাই বাস্তব, যে আমরা সরকার পক্ষই হোক বা বিরোধী পক্ষই হোক, আমরা সবাই একমত যে আমরা অতীতের বিদ্বেষটাকে আর আমরা জীইয়ে রাখতে চাই না। আরো বেশী শক্তিশালী হয়, আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ হয়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সবাই একমত যে মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হউক। তবে প্রেকটিক্যাল প্রশ্নে সেগুলি কি ভাবে প্রত্যাহার করা হবে, সেই সম্পর্কে যে সংশোধনী আনা হয়েছে আমার প্রস্তাবের উপর, আমি সেই সম্পর্কে বলতে চাই যে এই সংশোধনীটা আনা হয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের কথা চিন্তা করে, তাই আমি মনে করি যে হাউস এটার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেবেন। কারণ আমরা সবাই চাই যে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক এবং এটাই সবার কাম্য। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক আছে, যারা জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে আসুক, এটা চায় না। আজকে এটা সবারই মনে রাখা দরকার যে দাঙ্গায় ত্রিপুরার যে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতির দাগ এখনও সমাজ জীবন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। যারা দাঙ্গায় শিকার হয়েছেন, ওদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যে দু-বেলা

দুটো খেতে দিতে পারছে না, তাদের ছেলে-মেয়েদের উপোস করে থাকতে হচ্ছে, তার উপর যদি দাঙ্গায় মামলায় জড়িত থাকার জন্য কোর্টে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়, তাহলে তো এটা তাদের কাছে একটা অসহ্য অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই আজকে তারাও এমন একটা অসহ্য অবস্থার থেকে মুক্তি পেতে চায়। এবং আমরাও আজকে এই সভায় সবাই মিলে একই দাবী রাখছি। কাজেই আমাদের কারো পক্ষেই এর থেকে পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের সংগে আমি লক্ষ্য করছি যে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়. বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে কংগ্রেস (আই) ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আবার নতুন করে ত্রিপুরাতে একটা দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চান। কাজেই উনার এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা কি লক্ষ্য করি? শাসক গোষ্ঠি কি বিশ্ব দেববর্মা এবং সবলপদ জমাতিয়াকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির থেকে সরিয়ে-নিয়ে গিয়ে আর একটা নতুন দল সৃষ্টি করেন নি? এটা নিশ্চয় আমার থেকে শাসক গোষ্টিই ভাল করে জানেন। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি একটা ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, কিন্তু তার মধ্যেও একটা ভাঙ্গন ধরাবার আর্থিক লোভ দেখিয়ে অথবা অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে সেই সংগঠনকে দ্বিধা বিভক্ত করতে শাসক গোষ্টির অবিরাম চেষ্টার কথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর এখন অজানা কিছু নয়। কাজেই এই হাউসে আমার যে মূল প্রস্তাব ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির ঐক্যবদ্ধ শান্তি সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার যে প্রস্তাব তাকে পুনরায় আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি।

Now, the question before the House is the amendment motion of Shri Samar Chowdhury that "the following words of the last sentence প্রত্যাহার করে নেওয়া হউক, is to be delcted and the following words 'প্রত্যাহারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হউক, is to be inserted (at was put to voice vote and carried)

মিঃ স্পীকার— আমি এখন মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোট দিচ্ছি।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, 'এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে ১৯৮০ ইং সালের দাঙ্গায় জড়িত সমস্ত মামলাগুলি প্রত্যাহারের বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হউক

The motion was put to voice vote and carried.

মিঃ স্পীকার— প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

এই সভা আগামী ১০ই অক্টোবর, সোমবার, ১৯৮৩ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE - "A"

Started Admitted Question· :22. By--:Shri Manik Sarkar.

· Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Deptt. be pleased to state-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কয়টি সিনেমা হল আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২) সিনেমা হলগুলির জন্য কোন কেটাগরি করা আছে কি.;

৩) যদি থাকে তাহলে কোন্ কেটাগরিতে কয়টি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট ৩৮ টি সিনেমা হল আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(ক)	ধর্মনগর মহকুমা	- ৩	টি
(খ)	কমলপুর মহকুমা	- ৩	"
(গ)	কৈলাশহর "	- ৩	"
(ঘ)	উদয়পুর "	- ১	"
(ঙ)	বিলোনীয়া "	- ১	"
(চ)	সাব্রুম মহকুমা	- ২	"
(ছ)	অমরপুর "	- ২	"
(জ)	সদর "	- ১৫	"
(ঝ)	খোয়াই "	- ৫	"
(ঞ)	সোনামুড়া "	- ৩	"

মোট— ৩৮টি

২) হ্যাঁ।

৩) (ক) স্থায়ী - ৯ টি

(খ) অস্থায়ী -২৯ "

মোট ৩৮ টি

Admitted Starred Question No. 29 By -Sri Manik Sarker

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :-

প্রশ্ন

(ক) ১৯৮৩ র আগষ্ট এর বিধ্বংসী বন্যায় সারা রাজ্যে মোট কয়টি সেতু বিনষ্ট হয়েছে।

(খ) মোট কত কিলোমিটার সড়ক বিনষ্ট হয়েছে;

(গ) সেতু এবং সড়ক মিলিয়ে অর্থমূল্যে এ ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

(ক) মোটে -৩৫৪ টি সেতু বিনষ্ট হয়েছে ।

(খ) মোট -৪১৯ কি. মি. সড়ক বিনষ্ট হয়েছে।

(গ) সেতু এবং সড়ক মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ মোট -৩, ২২, ৩২৩.০০ ক্ষতির টাকা। (আনুমানিক)

Admitted Starred Question No. 30
By—Shri Subodh Ch, Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agricioltuie Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে অনাবৃষ্টি ও বন্যায় ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কত হেক্টর জমিতে বোরো ফসল নষ্ট হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক)

২। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আগামী বোরো ফসল করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। ১৯৮২-৮৩ সনে খরায় বোরো ফসল নষ্ট হয় নাই। তবে বন্যায় যে পরিমাণ জমিতে বোরো ফসল (ধান) নষ্ট হইয়াছিল তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

ব্লকের নাম—	বিনষ্ট বোরো জমির পরিমাণ (হেক টর হিসাবে)
১। পানিসাগর	১১২
২। কাঞ্চনপুর	১৩
৩। কুমারঘাট	৪২০
৪। ছামনু	২৪২
৫। সালেমা	১৫৩
৬। খোয়াই	৪২
৭। তেলিয়ামুড়া	১২২
৮। জিরানীয়া	২৫
৯। মোহনপুর	২৬
১০। বিশালগড়	৭২০
১১। মেলাঘর	১,৫০৬

১২। উদয়পুর	২,৬১০
১৩। অমরপুর	৩৮
১৪। গণ্ডাছড়া	৭১
১৫। বগাফা	৯০
১৬। রাজনগর	৯৮
১৭। সাতচান্দ	৪১৫
	মোট ঃ-৬,৭০৩

২। এই বৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বোরো ফসল চাষের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিয়েছেন—

ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বোরো ফসলের চাষে কৃষকদের সাহায্যের জন্য চালু সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং কৃষকদের সময়মত প্রয়োজনীয় বীজ সার কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি যোগানের ব্যবস্থা ;

সময়মত যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মৌসুমী বাঁধ নির্মাণের দ্বারা বিভিন্ন ছড়া ইত্যাদিতে জল সঞ্চিত করে সেচের ব্যবস্থা করা ;

খ) ১০ কেজি বোরো ধান-বীজ ধান, ১৫ কেজি সুফলা এবং পরিমাণ মত কীটনাশক ঔষধের ২৫০০০ মিনিকীট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ ;

গ) কমিউনিটি নার্সারীতে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চারা উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ১৫০০ টাকা হিসাবে ১০০ হেক্টরের জন্য সরকারী অনুদান।

Admitted Starred Question No. 31.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কতগুলি রেশমশিল্প আছে (বলক ভিত্তিক হিসাব) ;

২। ১৯৮৩-৮৪ইং সনের আর্থিক বৎসরে কোন কোন রেশম শিল্প কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কত হেক্টর জমিতে তুঁত চাষ করা হচ্ছে,

৩। ত্রিপুরায় বর্তমানে কোন্ কোন্ রেশম শিল্পের কেন্দ্রের অধীনে কতজন "ডেইলী রেইটেড ওয়ার্কাস" আছেন ;

৪। উক্ত কর্মচারীদের মধ্যে ৩ বৎসর পূর্ণ হয়নি এমন কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা এবং ৫ বৎসরের উর্দ্ধে কর্মরত কর্মচারী সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ২১ টি রেশমশিল্প কেন্দ্র আছে। ব্লক ভিত্তিকে হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-

রেশমশিল্প কেন্দ্রের তালিকা

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত
১।	বিশালগড়	২টি	বিশ্রামগঞ্জ, মধুবন।
২।	মেলাঘর	১টি	কাঁঠালিয়া।
৩।	মোহনপুর	২টি	মোহনপুর, চাঁচু
৪।	খোয়াই	১টি	খোয়াই।
৫।	তেলিয়ামুড়া	১টি	হাওয়াইবাড়ী।
৬।	জিরানীয়া	১টি	চম্পকনগর।

দক্ষিন ত্রিপুরা জিলা

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত
১।	মাতাবাড়ী	১টি	গোকুলপুর।
২।	বগাফা	১টি	বগাফা।
৩।	রাজনগর	১টি	রাধানগর।
৪।	সাঁতচান্দ	১টি	কলাছড়া।
৫।	অমরপুর	১টি	রাংকাং।
৬।	ডম্বুরনগর	১টি	গণ্ডাছড়া।

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

১।	পানিসাগর	২টি	পানিসাগর, হরুয়া।
২।	কাঞ্চনপুর	১টি	কাঞ্চনপুর।
৩।	কুমারঘাট	১টি	কৈলাশহর।
৪।	সালেমা	২টি	হালাহালি, গঙ্গানগর।
৫।	ছৈইলেংটা	১টি	করমছড়া।

২। ১৯৮৩-৮৪ইং সনে রেশম শিল্প কেন্দ্রে তুঁতচাষের আওতায় জমির পরিমাণ মোট ১৬২ একর এবং গ্রামে মোট ৯০২ একর। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

ক্রমিক নং	জায়গার/ফার্মের নাম	তুঁতচাষের অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ	
		শিল্প কেন্দ্র	গ্রামে।
১।	উদয়পুর	২০ একর	৯০ একর
২।	শান্তির বাজার	২০ ,,	৭০ ,,
৩।	রাধানগর	৫ ,,	৪২ ,,
৪।	কালাছড়া	৫ ,,	৪৫ ,,
৫।	অমরপুর	১৪ ,,	৪৯ ,,
৬।	গণ্ডাছড়া	৫ ,,	১০ ,,
৭।	কাঠালিয়া	১০.৫ ,,	৬৪ ,,
৮।	বিশ্রামগঞ্জ	১০ ,,	৬৪ ,,
৯।	মধুবন	৪ ,,	২০ ,,
১০।	মোহনপুর	৫.৫ ,,	৫৪ ,,
১১।	চাঁচু	৩ ,,	৩ ,,
১২।	খোয়াই	৬ ,,	২২ ,,
১৩।	তেলিয়ামুড়া	১ ,,	৩০ ,,
১৪।	চম্পকনগর	৭ ,,	৮৫ ,,
১৫।	হরুয়া	৫ ,,	৪৫ ,,
১৬।	পানিসাগর	৫ ,,	১০ ,,

১৭।	কাঞ্চনপুর	৬ একর	৪৫ একর।
১৮।	কৈলাশহর	৫ ,,	৪২ ,,
১৯।	করমছড়া	১১ ,,	৭৩ ,,
২০।	গঙ্গানগর	৮ ,,	৪ ,,
২১।	হালাহালি	৬ ,,	৩০ ,,
	মোট ঃ—	১৬২ একর	৯০২ একর

(৩) মোট ১৭০ জন কর্মী ডেইলী 'রেইটেড ওয়ার্কার' হিসাবে বর্ত্তমানে বিভিন্ন রেশম শিল্প কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। রেশম শিল্প কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ---

রেশম শিল্প কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মীর হিসাব

১।	বিশ্রামগঞ্জ	১০ জন।
২।	শান্তিরবাজার	১৪ ,,
৩।	চম্পকনগর	৭ ,,
৪।	মধুবন	১২ ,,
৫।	মোহনপুর	৭ ,,
৬।	কাঁঠালিয়া	৯ ,,
৭।	রাধানগর	৬ ,,
৮।	কাঞ্চনপুর	৬ ,,
৯।	অমরপুর	২১ ,,
১০।	গোকুরপুর	২০ ,,
১১।	পানিসাগর	৪ ,,
১২।	কালাছড়া	১০ ,,
১৩।	খোয়াই	৫ ,,
১৪।	হালাহালি	৭ ,,
১৫।	চাচু	১০ ,,
১৬।	হরুয়া	৩ ,,
১৭।	গঙ্গানগর	৫ ,,
১৮।	কৈলাশহর	২ ,,
১৯।	গণ্ডাছড়া	৩ ,,
২০।	করমছড়া	৯ ,,
	মোট ঃ—	১৭০ জন

(৪) ক।	তিন বৎসরের নীচে কর্মচারীর সংখ্যা	৬১ জন।
খ।	তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা	৪৯ ,,
গ।	পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধে কর্মচারীর সংখ্যা	৬০ ,,
	মোট :—	১৭০ জন।

Admitted Starred Question No. 38 By—Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) জলেবাসা হইতে দশদা ভায়া কাঞ্চনপুর রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) অর্থের সংকুলান হইলে কাজটি ১৯৮৬ ইং সনের শেষের দিকে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 51 By—Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা স্কুলের নিকটবর্ত্তী বুড়িমা নদীতে ফুট ব্রীজ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ।

উত্তর

১) বর্ত্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) উল্লিখিত স্থানের কিছু দূরে বুড়িমা নদীর উপর গোপীনগর-কলকলিয়া রাস্তায় একটি কাঠের সেতু ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে কাছাকাছি আর একটি কাঠের সেতু করা এখনই সম্ভব নয়।

Admitted Started Question No 52 By—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ale Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় গোলাঘাটি টাকারজলা রাস্তাটির সলিং ও পিচ করার পরিকল্পনা অছে কি ?

২) থাকলে কবে পর্য্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হবে ?

উত্তর

১) বিশালগড় গোলাঘাটি টাকারজলা রাস্তার সলিং এর কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও পিচ করার পরিকল্পনা আছে।

২) প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান না থাকায়-বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং এবং পিচ করার কাজ এখনও হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 70

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department to pleased to state :

প্রশ্ন

১। পশুপালন ও পশুচিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় মোট কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে; (প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী বিভাগ সহ)

২। পশু চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কত টাকার ঔষধ বর্তমান আর্থিক বৎসরে বরাদ্দ আছে; এবং

৩। উন্নত মানের পশুপাখী সরকারী খামার থেকে জনসাধারণকে সরবরাহ করার কি পদ্ধতি চালু আছে ?

উত্তর

১। পশুপালন ও পশুচিকিৎসার জন্য ত্রিপুরার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা ঃ

১। পশুহাসপাতাল-- ১টি

২। পশুচিকিৎসালয়-- ১৩টি

৩। প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র-- ৫৯টি

৪। স্টকম্যাণ সেন্টার-- ১১টি

৫। স্টকম্যান সাব সেন্টার-- ৪৮টি

৬। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র-- ৫টি

৭। ভেটি ইউনিট-- ৩টি

ভ্রাম্যমান ভেটি ইউনিট-- ১টি

মোট- ১৪১ টি

উত্তর ত্রিপুরা জিলা ঃ--

১। পশু হাসপাতাল-- ১টি

২। পশু চিকিৎসালয়-- ৯টি

৩। প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র-- ৩০টি

৪। স্টকম্যান সেন্টার-- ১৪টি

৫। স্টকম্যান সাব-সেন্টার-- ৩৭টি

৬। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র-- ৫টি

৭। ভেটি ইউনিট-- ২টি

মোট- ৯৮টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ঃ-

১। পশু হাসপাতাল- ১টি

২। পশু চিকিৎসালয়- ১৩টি

৩। ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা কেন্দ্র- ২টি

৪। স্টকম্যান সেন্টার- ১০টি

৫। স্টকম্যান সাব-সেন্টার- ২০টি

৬। ভেটি ইউনিট- ৩টি

৭। প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র- ৩৫টি

মোট- ৮৪টি

২। প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কোনও ওষুধ ক্রয় করিবার বরাদ্দ নাই। তবে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে মোট ১৮,১৪,০০০.০০ টাকার ওষুধ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে।

৩। সরকারী খামার হইতে কোনও গরু, মহিষ জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হয়না তবে শুকর মুরগী, মুরগীর মাংস ও ডিম সরকার নির্ধারিত মুল্যে জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হয়।

Admitted starred question No. 78

By—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকাধীন শিখরিয়া, ফতেঠাকুর পাড়া ও বাখাম মুড়া গ্রামে এবং উদয়পুর মাতাবাড়ী ব্লকাধীন পূর্ব ও পশ্চিম কুপিলং গ্রামে, আঠারো-বোলা বাজার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের পরিকল্পনা আছে ;

২। সত্য হলে সম্প্রসারনের প্রাথমিক কাজ কতটুকু হয়েছে ; এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লকের প্রকল্প অনুসারে শিখরিয়া গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের পরিকল্পনা আছে। মাতাবাড়ী ব্লকাধীন পূর্ব ও পশ্চিম কুপিলং ও আঠারো-বোলা নামে কোন গ্রাম ১৯৭১ সনের আদমসুমারিতে নেই। কুপিলং নামে গ্রাম অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদ্যুতিকরন ও করা হয়েছে। ফতেঠাকুর পাড়া ও বাখামমুড়া গ্রামের নাম আদমসুমারীতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

২। শিখরিয়া গ্রাম বৈদ্যুতিকরনের কাজের অংশ হিসাবে প্রাথমিক জরিপের কাজ হয়েছে।

৩। শিখরিয়ার বৈদ্যুতিকরনের কাজ ১৯৮৪ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 81 By—Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় কুলাই, ঘন্টাছড়া, ধুমাছড়া এবং কাঁঠালছড়া ভেটেরিনারি ডিসপেনসারীগুলি চালু আছে কি ? এবং তথায় যাবতীয় ঔষধপত্র দেওয়া হয় কিনা ; এবং

২। যদি ঔষধ পত্র দেওয়া না হয় তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

হ্যাঁ চালু আছে। সেন্টারগুলির চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তবে ঘন্টাছড়া নামক কোন স্থানে কোন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নাই।

২। কুলাই সেন্টারে আগরতলা কেন্দ্রীয় ষ্টোর থেকে ঔষধ পাঠানো হইয়া থাকে। ১৯৮৩ ইং অদ্যাবধি ধুমাছড়া থেকে কোন ইনডেন্ট না পাওয়ায় ঔষধ পাঠানো হয় নাই। কাঁঠালছড়াতে ৯ই জুন ১৯৮৩ ইং ঔষধ পাঠানো হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 82 By—Shri D. C. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর মহকুমায় কাঁঠালছড়া গাঁওসভায় বৈদ্যুতিক আলো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ সম্প্রসারণের কাজ কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায়?

৩। পরিকল্পনা যদি না থাকে তা হয়ে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই।

২। এক নম্বর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধা।

Admitted Starred Question No. 96 By—Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা জুট মিল-এর কর্মচারীরা অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারী-দের তুলনায় কম বেতন পাচ্ছেন?

২। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। সকল স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বেতন অপেক্ষা জুট মিলের কর্মচারীদের বেতন তুলনামুলকভাবে কম যেহেতু মিলটি এখন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি সয়ম্ভরতা অর্জন করিতে পারে নাই।

Admitted Starred Question No. 105 By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজের ও রাস্তার সংখ্যা কত ?

(খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য মোট কত টাকা দরকার?

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার এখাতে কত টাকা সাহায্য করছেন? এবং

(ঘ) বিগত বন্যায় গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতির পরিমাণ টাকার অংকে কত ?

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রটিকে সারানোর জন্য কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং কবে নাগাদ মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হবে ?

উত্তর

(ক) ২৪৭টি রাস্তা ও ৩৫৪টি ব্রীজ।

(খ) ৩,২২,৩২,৩০০ টাকা।

(গ) বন্যায় বিধস্ত সড়ক এবং সেতু পুনর্নির্মানের বা মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ২৩২ লক্ষ টাকা চাওয়া হইয়াছে। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এখনও কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

(ঘ) আনুমানিক ৭২,০০,০০০, টাকা।

(ঙ) আপাততঃ সাময়িকভাবে সারাই এই কাজ করা হয়েছে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিদ্যুৎ সরাবরাহ করা হচ্ছে।

Admitted starred question No. 107

By—Shri Diba Chandra Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহর মহকুমায় নালকাটা এন. ই. সি স্কীমের ফলের বাগানটির সম্পূর্ন এরিয়া কত একর ;

২। ইহা কি সত্য যে এই ফলের বাগানটির জন্য উক্ত এলাকায় বেশ কয়েক জনের দখলীকৃত জোত জায়গা সরকার অধীগ্রহন করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষতিপুরন দেওয়া হয় নাই।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ ঐ জমির মালিকদের ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষতিপুরণের টাকা না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। ৪০.২০ হেকটর

২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

Admitted Starred Question 109.

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে ১৯৭৮ইং বন্যায় ঘোরাকাম্প্যা হইতে বংকুল রাস্তার মাগ্রু মছড়ার পুলটি ভাসিয়া যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত ঐ পুলটি নির্মান করা হয় নাই।

২। ঐ পুলটি অদ্যবধি নির্মান না করার কারণ কি ?

৩। কবে পর্যন্ত ঐ পুলটি নির্মান কার্য আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। পুলটি ১৯৮২ইং সনের ডিসেম্বর মাসে জনসাধারন চলাচলের জন্য চালু করা হইয়াছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 119

By—Shri Mono Ranjan Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক বন্যা বিদ্ধস্ত জোলাইবাড়ী কাক্‌নিয়া ঘাটের সূর্য্যসেন ব্রিজটির ও সংলগ্ন রাস্তার মেরামর্ত কবে নাগাদ সম্পুর্ণ হবে;

২। বিলোনীয়া বনকর ঘাটের মুহুরী নদীর উপর কাঠের সেতুটী নির্মানের বা মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

৩। বনকর সংলগ্ন স্থায়ী সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

৪। যদি থেকে থাকে তাহলে তবে তদঅনুযায়ী উহার কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ করা হবে ?

উত্তর

১। ৭ই অক্‌টোবর ১৯৮৩ইং নাগাদ মেরামতির কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। হ্যাঁ। ক্ষতিগ্রস্ত সেতুটি পুননির্মানের পরিকল্পনা আছে।

৩। বিলোনীয়া বনকর ঘাট হইতে আনুমানিক দুই কি. মি. উজানে মুহুরী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মানের কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে। বনকর ঘাটে আর একটি স্থায়ী সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 124

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। বর্তমান গাঁওসভাগুলির পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। গাঁওসভা পুনর্গঠনের জন্য জনসাধারন হইতে সরকার কোন প্রস্তাব বা আবেদন পাইয়াছেন কি ?

৩। পাইয়া থাকিলে কতটি এবং কোন কোন গাঁওসভা থেকে, এবং

৪। ঐগুলির মধ্যে কোন গাঁওসভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ। ৪৩টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ৪৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি প্রস্তাব বিভিন্ন ব্লকের বি. ডি. সি সিদ্ধান্ত নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরে পাঠাইয়াছে এবং বাকী ৩২টি প্রস্তাব জনসাধারনের থেকে আসিয়াছে। বি. ডি. সি কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করার জন্য সরকার আইনানুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

Admitted Starred Question No. 131 By—Shri Mono Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় মাটির অবক্ষয় ও টীলার ধ্বসের কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে কি ;

২। না করা হইলে এ ব্যাপারে সরকার কোন ভূ-বিজ্ঞানী সংস্থার পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দী করিতেছেন কি ;

উত্তর

১। না

২। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. *134 By—Smti Gouri Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ বৎসরে কত আনারস উৎপাদকের নিকট থেকে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে কি পরিমান আনারস ক্রয় করেছেন ; এবং

২। গত বৎসরের তুলনায় তার পরিমাণ কত বেশী বা কম ?

উত্তর

১। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। }

Admitted Starred Question No. 135 By — Smti Gouri Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং বর্ষে আলু উৎপাদকের নিকট থেকে কত পরিমান আলু সরকার ক্রয় করেছেন ; এবং

২। ভোক্তাদের সুবিধার্থে সংগৃহীত আলু বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং

৩। প্রতি কে.জি. কত টাকা মূল্যে ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হইতেছে ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। }

Admitted Starred Question No. 137 By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ৬৮৯টি পঞ্চায়েতে মোট কতজন শ্রমিকের নাম নথীভুক্ত রয়েছে ?

উত্তর

১। ১,৯০,২৮৯ জন শ্রমিকের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে?

প্রশ্ন

২। এর মধ্যে কতজনকে শ্রমিক পরিচয় পত্র স্বরূপ কার্ড দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

২। ১,৭৫,২২৮ জনের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। বর্তমান বৎসরে ঐ কার্ডগুলি নবীকরনের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কী?

উত্তর

৩। না।

প্রশ্ন

৪। পূজায় ধুতী শাড়ী ও পাছড়া দেওয়ার প্রকল্পে ঐ সকল শ্রমিকে সামিল করা হয়েছে কি?

উত্তর

৪। হ্যাঁ। কাপড়ের সংখ্যা অনুপাতে সামিল করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 140 By—Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে নূতন কোন কমলা বাগান হইয়াছে কি?

২। হইয়া থাকিলে কোথায় ও কত একর জমিতে হইয়াছে; এবং

৩। উপরোক্ত সময়ে কমলা চাষ করার জন্য কত জনকে কি পরিমান সরকারী অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কৃষি বিভাগ হইতে কমলা চাষের এলাকা সম্প্রসারণের জন্য বিনামূল্যে কমলার চারা বিতরণের মাধ্যমে যে সাহায্য করা হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ—

বৎসর	আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৭৭-৭৮	১.৪২
১৯৭৮-৭৯	০.৯৭
১৯৭৯-৮০	১.২৬
১৯৮০-৮১	৪.৭৪
১৯৮১-৮২	২.৫৩
১৯৮২-৮৩	২.৮৮
১৮৮৩-৮৪	১.৫৭
	১৫.৩৭

Admitted Started Question No. 141 By Smt. Gouri Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত মরশুমে সরকার নির্দ্ধারিত মুল্যে কমলালেবু ক্রয় করার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং

২। সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য কি রূপ ছিল

৩। সামগ্রিক উৎপাদনের কত শতাংশ নির্দ্ধারিত মুল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১।
২।
৩। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Started Question No. 146 By — Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ফটিকরায় - হালাহালি চেবরী রাস্তার ধলাইনদীর উপর স্টীল ট্রাস ব্রীজটির সংলগ্ন রাস্তা ভেঙ্গে গেছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐ রাস্তা নির্মাণ করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আপাততঃ এস, পি, টি, ব্রীজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অংশে গাড়ী চলাচল করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তাটির গতিপথ পরিবর্তনের জন্য পনজরীপের কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 154 By—Sri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া গোমতী নদীর উপরে স্থায়ী সেতু (আর, সি, সি, ব্রীজ) নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত তা রুপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ষ্ট্রেটেজিক রোড প্রোগ্রাম এ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকল্যে সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর স্থায়ী সেতু তৈরী করার একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

২। যেহেতু ভারত সরকারের অনুমোদন এর উপর ইহা নির্ভরশীল অতএব কাজ আরম্ভের প্রকৃত তারিখ জানানো এখনই সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 159 By—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বাজার সংস্কার করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

২। যদি পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন তবে তা কবে রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বাজারের গুরুত্ব ও এলাকা ভিত্তিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া বাজার উন্নয়ন যাতে সীমিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রতিবছর বাজার উন্নয়ন কার্য্য সরকার কর্তৃক পর্য্যায়ক্রমে গৃহীত হয়। সোনামুড়া বাজারকেও পর্য্যায়ক্রমে আরো উন্নয়ন করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 161

By— Smti Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে চটকলের দৈনিক উৎপাদনের পরিমান কত ?

২। ইহা কি সত্য প্রতিবৎসরই চটকলে লোকসান হচ্ছে ?

৩। সত্য হইলে গত আর্থিক বৎসরে লোকসানের পরিমান কত ?

উত্তর

১। ১৯-২০ মেট্রিক টন।

২। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে লোকসানের পরিমান ১৬৫.১৮ লক্ষ টাকা।

৩। গত আর্থিক বৎসরে অর্থ্যাৎ ১৯৮১-৮২ ইং সনে লোকসানের পরিমান ছিল ৬৩.২৪ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 168

By—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কিনা যে, সোনামুড়া নটিফাইড এরিয়ায় এবং নদীর দক্ষিণ পাড়ের সোনামুড়া-নিদয়া বিলোনিয়া রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে আছে।

২। যদি অবগত থাকেন এই রাস্তাগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা।

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাগুলির সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই। বিগত বন্যায় উক্ত রাস্তাগুলি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

২। উপরোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলিতে গাড়ী চলাফেরার জন্য ইতিমাধ্য কিছু মেরামতের কাজ করা হইয়াছে এবং বর্ষার পর মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No.—173.

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় কতজন জুমচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ?

২। তাদের ক্ষতির পরিমান কত এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি পুরনের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। বিগত আগষ্ট মাসের বন্যায় জুমের ক্ষতি হয় নাই। তবে অতিবৃষ্টির ফলে ধ্বস নামায় প্রায় ১৪১ হেক টর জুম এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ফসলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সরকার কোন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকেই ক্ষতিপূরণ করেন নাই।

Admitted Starred Question No. 174.

By—Shri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state ;

প্রশ্ন

১। গত আগষ্টের বন্যায় কত সংখ্যক বারুজীবি ও আঁখ চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ক্ষতির পরিমান কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। গত আগষ্ট মাসের বন্যায় মোট ৮৭৭৮৪ কৃষি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। তার মধ্যে বারুজীবি ও আঁখ চাষীর সংখ্যা পৃথক ভাবে সংগ্রহ করা হয় নাই।

২। বারুজীবি ও আঁখচাষীদের ক্ষতির পরিমান আনুমানিক এইরূপ —

কৃষি মহকুমার নাম	বারুজীবির ক্ষতির পরিমান (লক্ষ টাকায়)	আঁখচাষীর ক্ষতির পরিমান(লক্ষ টাকায়)
১। তেলিয়ামুড়া	০'১৫	০'৪৫
২। জিরানীয়া	১'৩৫	—
৩। মেলাঘর	০'৯০	০'৪৮
৪। রাজনগর	১'৮০	৪'৪৪
৫। মাতারবাড়ী	—	১'০৮

Admitted Starred Question No.. 181 By : Shri Samir kr. Nath.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং সনের আগষ্ট মাসের ত্রিপুরার বন্যায় কৃষকের ফসলের ক্ষতির ফলে হালীচারা ও বীজ ধান ক্রয়, বাবদ যে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল তার মোট পরিমান কত ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৮৩ ইং সনে আগষ্ট মাসে ত্রিপুরার বন্যায় ফসলের ক্ষতির ফলে কৃষকদের হালিচারা ও বীজধান বিতরনের জন্য যে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক হিসাব নিম্নরূপ —

কৃষি মহকুমার নাম —	হালি চারা ও বীজধান বিতরনে ব্যয়িত অর্থের পরিমান (টাকায়)
১। পানিসাগর	পানিসাগর কৃষি মহকুমায় হালি চারা/বীজধান বিতরনের জন্য ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই বরাদ্দ বি. ডি. সি. অত্যন্ত অপ্রতুল মনে করেন এবং এই টাকার

কৃষি মহকুমার নাম	হালিচারা ও বীজধান বিতরনে ব্যয়িত অর্থের পরিমান (টাকায়) যারা কৃষকদের মধ্যে ধানের বীজ/চারা বিতরনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন ।
২। কাঞ্চনপুর	১০,০০০
৩। কুমারঘাট	২,৪৯,০০০
৪। ছামনু	——
৫। সালেমা	৩০,০০০
৬। খোয়াই	৭০,০০০
৭। তেলিয়ামুড়া	৭৭,৪০০
৮। জিরানিয়া	৯,৯৮০
৯। মোহনপুর	৪,২০০
১০। বিশালগড়	২১,৪০০
১১। মেলাঘর	১,৬১,৮১৯৬·০
১২। মাতারবাড়ী	৫,২৫,০০০
১৩। অমরপুর	১,৫০,৭২৪
১৪। গণ্ডাছড়া	৮,১৮৮·৮০
১৫। বগাফা	১,০০,০০০
১৬। রাজনগর	১,২৫,০০০
১৭। সাতচাঁদ	৫০,৯০৩,৬০
মোট	১৫,৯৪,৬১৬

Admitted Starred Question No. 183 By—Shri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারারাজ্যে রেশমশিল্প কেন্দ্রের আওতাভুক্ত কত জমি রেকর্ড ভুক্তি করা আছে। প্রত্যেকটি শিল্পকেন্দ্রের আলাদা হিসাব।

২। ১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৩ ইং সন পর্য্যন্ত উক্ত শিল্প কেন্দ্রগুলি হইতে কি পরিমান অর্থ আয় হইয়াছে (তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

৩। সারা রাজ্যে রেশম শিল্প কেন্দ্রে কোন কোন শ্রেনীর কত জন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন; (তার শ্রেনী ভিত্তিক হিসাব);

৪। সারা রাজ্যের উক্ত শিল্প কেন্দ্রগুলিতে যাহারা ডি. আর. ডব্লিও হিসাবে কাজ করিতেছেন তাহাদিগকে নিয়মিত করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ;

৫। উক্ত রেশমশিল্প কেন্দ্রগুলি হইতে প্রতি বৎসর যে পরিমান রেশম উৎপাদন হইতেছে তার চেয়ে আরো বেশী উৎপাদন করার নূতন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৬। থাকিলে কি কি?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ৭১১'৫ একর জমি রেশম শিল্প কেন্দ্রের আওতাভুক্ত আছে। শিল্প কেন্দ্রভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

(ক)	বিশ্রামগঞ্জ (বিশালগড় ব্লক)	৩৬ একর
(খ)	কাঠালিয়া (মেলাঘর ব্লক)	৩০ ,,
(গ)	মধুবন (বিশালগড় ব্লক)	১০ ,,
(ঘ)	মোহন পুর (মোহন পুর ব্লক)	১৪ ,,
(ঙ)	চাঁচু (মোহন পুর ব্লক)	৪'৫ ,,
(চ)	চম্পক নগর (জিরানীয়া ব্লক)	৩০ ,,
(ছ)	গনকী (খোয়াই ব্লক)	৩০ ,,
(জ)	হাওয়াই বাড়ী (তেলিয়ামুড়া ব্লক)	২ ,,

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা

(ক)	কালাছড়া (সাতচাঁন্দ ব্লক)	২৬ একর
(খ)	শান্তির বাজার (বগাফা ব্লক)	৪৭ ,,
(গ)	রাধানগর (রাধানগর ব্লক)	৩২ ,,
(ঘ)	উদয়পুর (মাতাবাড়ী ব্লক)	৫২ ,,
(ঙ)	রাংকাং (অমরপুর ব্লক)	৩০ ,,
(চ)	গণ্ডাছড়া (ডম্বুর নগর ব্লক)	৩৬ ,,

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

(ক)	হালাহালি (সালেমা ব্লক)	৮ ,,
(খ)	গঙ্গানগর (সালেমা ব্লক)	৫০ ,,
(গ)	করমছড়া (ছৈলেংটা)	১৩০ একর
(ঘ)	কালিশাসন (কুমারঘাট ব্লক)	২০ ,,
(ঙ)	কাঞ্চনপুর (কাঞ্চনপুর ব্লক)	১ ,,
(চ)	পাণিসাগর (পাণিসাগর ব্লক)	১০০ ,,
(ছ)	হরুয়া (পাণিসাগর ব্লক)	১৪ ,,

সবর্বমোট—৭১১·৫ একর।

২। রেশম শিল্পগুলি বানিজ্যিক ভিত্তিক নয়। কেবলমাত্র প্রদর্শনীরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। বিনামূল্যে তুঁতের চারা/ডাল, রেশমপলুর ডিম প্রভৃতি তুঁত চাষীগণকে বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রগুলি হইতে প্রত্যক্ষ কোন আয় হয় না, তবে পরোক্ষভাবে রেশম চাষীরা গুটী উৎপন্ন করিয়া আয় করিয়া থাকেন। গত পাঁচ বছরে মোট মাল বেরী—২২,৩০০ কেজি, এড়ি ১০,৬৫০ কেজি গুটি উৎপাদিত হইয়াছে, যার আনুমানিক মূল্য—টাঃ ৫,৯২,১০০.০০। বছর ভিত্তিক উৎপাদিত গুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

বৎসর	মালবেরীর পরিমান	এড়ির পরিমান
১৯৭৮-৭৯	৩০০০ কেজি	২৬৫০ কেজি
১৯৭৯-৮০	৩২০০ ,,	১৯০০ ,,
১৯৮০-৮১	৪০০০ ,,	২০০০ ,,
১৯৮১-৮২	৫০০০ ,,	২৩০০ ,,
১৯৮২-৮৩	৭১০০ ,,	১৬০০ ,,
মোট	২২,৩০০ কেজি	১০,৬৫০ কেজি

প্রতি কেজি টাঃ ২০'০০ হিসাবে মোট ১০,৬৫০ কেজি এড়িগুটির মূল্য-২,১৩০০০ টাকা এবং প্রতি কেজি টাঃ ১৭,০০ হিমাবে নোট ২২,৩০০ কেজী মালবেরীর মূল্য-৩,৭৯০০০ টাকা

৩) দ্বিতীয় শ্রেণী	১ জন
তৃতীয় শ্রেণী	১১০ ,,
চতুর্থ শ্রেণী	৫৬ ,,
মোট	১৬৭ জন

শ্রেনী ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক। সহশিল্প অধিকর্ত্তা (রেশম)		১ জন	(গেজেটেড
খ। সুপারিনটেনডেন্ট (ঐ)		৫ ,,	(তৃতীয়শ্রেনী)
গ। এক্সটেনশন অফিসার	(ঐ)	১৭ ,,	(ঐ)
ঘ। ফার্মম্যানেজার	(ঐ)	৭ ,,	(ঐ)
ঙ। ইনস্পেকটর	(ঐ)	৬	ঐ
চ। ডেমোনেসট্রেটর	রেশম	৫৭ জন	তৃতীয়শ্রেনী
ছ। অপারেটিভ	রেশম	১৮ ,,	ঐ

ঙ। ফ্লাসকোর	ঐ	৩৪ ,,	ঐ
চ। সার্ভেনার	ঐ	২২ ,,	চতুর্থ শ্রেণী

৪। সারারাজ্যে রেশমশিল্প কেন্দ্রগুলিতে মোট ১৭০ জন কর্মী ডেইলিরেটেড ওয়ার্কার হিসাবে কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাহাদিগকে নিয়মিত করার প্রচেষ্টা সরকার চালাইয়া যাইতেছেন। শিল্প দপ্তর হইতে নিয়মিত করনের নিয়মবিধি রচনা করিয়া অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

৫। হাঁ ;

৬। ক। বিনামূল্যে গ্রামবসীদের মধ্যে তুঁতগাছের চারা, কাটিং, গুটি পোকার ডিম ইত্যাদি বিতরন করা ;

খ। রেশন চাষীদের রেশমশিল্পে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা ;

গ। রেশম পলুপালন-গৃহ নির্মানের জন্য অনুর্দ্ধ ১০০০'০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা ;

ঘ। এক একর জমিতে তুত চাষ করিবার জন্য অনুর্দ্ধ ৫০০,০০ টাকা প্রদান করা ;

ঙ। রেশম পলু পালনের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৩০০,০০ টাকা প্রধান করা

চ। কীটনাশক ও সারের জন্য ২৫০,০০ টাকা প্রধান করা।

Admitted Un-Starred Question No. 5 Shri Subodh Ch, Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৃষি দপ্তরের তত্বাবধানে পরিচালিত ফলের বাগান গুলিতে প্রতি বছর ক্ষতির পরিমান বাড়ছে

২। যদি সত্য হয় তার কারন কি, এবং ক্ষতির পরিমান কত

৩। ১৯৮০-৮১ ইং এবং ১৯৮১-৮২ ইং সনে ত্রিপুরার কোন ফলের বাগানে কত আয় বা ক্ষতি হয়েছে তার বাগান ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে সব ফলের বাগানেরই ক্ষতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। প্রশ্ন উঠে না

৩। পরিশিষ্ট "ক" তে দেওয়া হইল।

"ক" বাগান ভিত্তিক আয় বা ক্ষতির হিসাব

বাগানের নাম ফলোত্থান	বৎসর	কর্মচারীর বেতন বাদে মোট খরচ	উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় মূল্য	(+) (—)	লাভ বা ক্ষতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	
১। বাধার ঘাট P. O	১৯৮০-৮১	৫৮,০৩৫·৫৪	৮৮,৪৪২·৭৪	(+)	৩০,৪০৭·২০	
	১৯৮১-৮২	১,০৯,২৭০·৮১	১,৫৬,৩৭৮·৯২	(+)	৪৭,১০৮·১১	
২। উদয়পুর P. O	১৯৮০-৮১	৪৫,৩৯৮·৯১	১,২১,৬২৭·৩৪	(+)	৭৬,২২৮·৪৩	
	১৯৮১-৮২	৬৯,৯৩২·২৯	২,২২,০৯৮·৮৮		১,৫২,১৬৬·৫৯	
৩। কাটালিয়া ছড়া P. O	১৯৮০-৮১	৭৭,৯৬২·৬৪	৭১,৬৬১·০০	(—)	৬,৩০১·৬৪	
	১৯৮১-৮২	৮১,০৪৩,১৭	১,০১,০৫৮·১৬	(+)	২০,০১৪·৯৯	
৪। দক্ষিণ ইছাছড়া P. O	১৯৮০-৮১	৩৭,১৪৫·৯৮	৪১,৫১৪·৬৩	(+)	৪,৩৬১·৬৫	
	১৯৮১-৮২	৭১,১৫৮·৮০	৬৩,১৭০·০৯	(—)	৭,৯৮৮·৭১	
৫। ব্রাংকাং P. O	১৯৮০-৮১	—	—		—	
	১৯৮১-৮২	৫১,১০৭·৬১	৩৬,৭১০·৩৫	(—)	১৪,৩৯৭·২৬	
৬। পানিসাগর P. O	১৯৮০-৮১	৯৫,৯৫৮·৩০	১,২৪,০৬৭·৯৫	(+)	২৪,১০৯·৬৫	
	১৯৮১-৮২	১,১৫,৬৯০·২০	১,১৩,৩৬৬·৪৫	(—)	২,৩২৩,৭৫	
৭। তুই সামা P. O	১৯৮০-৮১	৫৩,৮৬২.৯৮	৬৮,৮৮২·৬২	(+)	৫২,০১৯,৬৪	
	১৯৮১-৮২	৫৬,৬৩৩,২৫	১,০৮.৯৭৮·৪০	(—)	১৬,৩৪৫·১৫	
৮। সাকো্ষা P. O	১৯৮০-৮১	২৫,৯৭৭·৬২	৬৪,০৭৫·৩৪	(+)	[illegible]	

১	২	৩	৪	৫	৬	
	১৯৮১-৮২	৫২,৫২৬,৯০	১,৪৫,৮০৮·৪৩	(+)	৯৩,২৮৯·৫৩	
৯। ডুনতেল P. O	১৯৮০-৮১	১১,৩৬৬·০৬	৩০,৭১৭·৮০	(+)	১৯,৩৫১·৭৪	
	১৯৮১-৮২	১৫,১০৭·৪৫	৬১,৬০৯·৩০		৪৬,৫০১·৮৫	
১০। নালকাটা P. O	১৯৮০-৮১	১,২৫,৯৭৭·২৬	৫৩,৩৪৩·১৫	(—)	৭২,৬৩৪·১১	
	১৯৮১-৮২	১,২৯,১১৫·৬৭	৪০,৩৭৬·৮০	(—)	৮৮,৭৩৮·৮৭	
১১। কলসী M. O	১৯৮০-৮১	৯,৭০৮.০০	১০,৬০১·৫৭	(+)	৮৯৩.৫৭	
	১৯৮১-৮২	২,৩,০৫৯·০০	১৫,৯১৪.২০	(—)	৭,১৪৪.৮০	
১২। জগবন্ধু পাড়া M. O	১৯৮০-৮১	৭০৭৬·০০	—	(—)	৭০৭৬·০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৭০৭৩·৯০	৩৫০·০০	(—)	৩৬,৭২৩·৯০	
১৩। লাল ছড়া M, O	১৯৮০-৮১	১২,২৩৭·৮৮	৪০৫·০০	(—)	১১,৮৩২·৮৮	
	১৯৮১-৮২	১৭,২৩৬·৫০	৬৬০·০০	(—)	১৬,৫৭৬·৫০	
১৪। নবীন ছড়া	১৯৮০-৮১	৬'৫৮৩·০০	১৯,২৬৫·২১	(+)	১২,৬৮২·১২	
M. O	১৯৮১-৮২	৩১,৯৬১·২৫	৪২,২০৬·৮১	(+)	১০,২৪৫·৫৬	এই বাগান গুলি এখনও পুরো উৎপাদন পর্য্যায়ে আসে নাই।
১৫। বিশ্রামগঞ্জ	১৯৮০-৮১	৩১,৮৪৫·১৬	৩১১,০৪	(—)	৩১,৫৩৪·১২	
TCO	১৯৮১-৮২	১,০৫,৬৭৮·৭৫	১,৯৪৮·০৫	(—)	১,০৩,৭৩০৯০	
১৬। বেলবাড়ী	১৯৮০-৮১	৫২,৩৬৬·৯০ বেতন সহ	৫০·০০	(—)	৫২,৩১৬·৯০	
TCO	১৯৮১-৮২	৪৭,৪৮৪·৮০ বেতন সহ	২৩০১·০০	(—)	৪৫,১৮৩·৮০	
১৭। তৈবান্দল	১৯৮০-৮১	৩৫,০১৩·৬০ বেতন সহ	৩৯৩·৫০	(—)	২৪,৬২০·১০	
TCO	১৯৮১-৮২	৪৪,৫২৪·৮০ বেতন সহ	৩,৪৩৮·০০	(—)	৪১,০৮৬·৮০	

AQ—5

বাগানের নাম	বৎসর	কর্মচারীর বেতন বাদে মোট খরচ	উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় মূল্য	লাভ বা ক্ষতি	মন্তব্য
১৮। মাইক্রোসাপাড়া TCO	১৯৮০-৮১	৫২,৬২৯.২৫ বেতন সহ	৪২.০০	(—) ৫২,৫৮৭.২৫	
	১৯৮১-৮২	১,০৪,৩০৪.০০ বেতন সহ	৬,১৮৮.৫৫	৯,৮১১.৪৫	
১৯। গকুলনগর	১৯৮০-৮১	২৬,২২৭.৪৩	৩০১৯.৩০	(—) ২৩,২০৮.১৩	
(উত্তর) TCO	১৯৮১-৮২	৬৯,৯৯৬.৮৭	৬৩৬৮.৫০	(—) ৬৩,৬২৮.৩৭	
২০। তকছাবা	১৯৮০-৮১	১৮৯০.০০	—	(—) ১৮৯০.০০	
TCO	১৯৮১-৮২	১৫,৮১৭.০০	১৬৮৬.৯৪	(—) ১৪,১৩০.৮৬	
২১। রাযকৃষ্ণপুর	১৯৮০-৮১	৮৮০৬.৫০	৫৪৯২.৭০	(—) ৩৩১৩.৮০	
TCO	১৯৮১-৮২	১৩,৮৭১.১৪	৩৭৬৮.৮০	(—) ১০১০২.৩৪	
২২। ফুলকুমারী	১৯৮০-৮১	১৮,৯৫১.০০	৮১,০০	(—) ১৮,৮৭০.০০	
TCO	১৯৮১-৮২	৪৩,৪৫৮.৩৫	২৪.০০	(—) ৪৩,৪৩৪.৩৫	
২৩। কলসী	১৯৮০-৮১	২২৭৭.০০	—	(—) ২২৭৭.০০	
TCO	১৯৮১-৮২	১৬১০৩.৫০	—	(—) ১৬১০৩.৫০	
২৪। রাধানগর	১৯৮০-৮১	৩২৯৯.৩৯	—	(—) ৩২৯৯.৩৯	
TCO	১৯৮১-৮২	১,০৩,৫৪৯.৮৮	৫১.০০	(—) ১,০৩,৪৯৮.৮৮	

১	২	৩	৪	৫	৬
২৫। কালাডেপা	১৯৮০-৮১	১৮,৬৫০.৫০	—	(—)	১৮৬৫০.৫০
TCO	১৯৮১-৮২	৫০,৬৬৪.১৮	২৫০০.৭০	(—)	৪৮,১৬৩.৪৮
২৬। শিলাছড়ি	১৯৮০-৮১	১৪,০০২,৫০	—	(—)	১৪০০২.৫০
TCO	১৯৮১-৮২	৩১,৪৮৫.৭১	৬৯.০০	(—)	৩১,৪১৬.৭১
২৭। সোনাছড়া	১৯৮০-৮১	৩২৭৮.০০	—	(—)	৩২৭৮.০০
TCO	১৯৮১-৮২	১৮৭৫৩.০০	—	(—)	১৮৭৫৩.০০
২৮। তুইসামা	১৯৮০-৮১	২২,৭০১.৫০	—	(—)	২২,৭০১.৫০
TCO	১৯৮১-৮২	৪১,২২২.২৫	—	(—)	৪১,২২২.২৫
২৯। নবীনছড়া	১৯৮০-৮১	৮৫০২.২১	—	(—)	৮৫০২.২১
TCO	১৯৮১-৮২	৯৫৪৩.৭০	—	(—)	৯৫৪৩.৭০
৩০। মন্দির হাউর	১৯৮০-৮১	২৬৯৫৬.৮৭	১৯২৬.১০	(—)	২৫,০৩০.৭৭
TCO	১৯৮১-৮২	১৯,৮৭৭.২০	২১৯৮,৭০	(—)	১৭,৬৭৮.৫০
৩১। হরিনছড়া	১৯৮০-৮১	১৪,৪৪২.৩২	—	(—)	১৪,৪৪২.৩২
TCO	১৯৮১-৮২	১১,৫০৬.০০	—	(—)	১১,৫০৬.০০
৩২। ছুগ ছড়া	১৯৮০-৮১	৪৫,১০৫.৯৫	৭৭৫.৭০	(—)	৪৪,৩৩০.২৫
TCO	১৯৮১-৮২	৪৯,৫০০.৮২	২৪৯.৪২	(—)	৪৯,২৫১.৪০
৩৩। ভারাবনছড়া	১৯৮০-৮১	১১,৩৮১.৫৫	২২৩২.০০	(—)	৯১৪৯.৫৫
TCO	১৯৮১-৮২	২৯০৫৩.৯৯	৩৫০০.০০	(—)	২৫,৫৫৩.৯৯
৩৪। গুরুপদ কলোনী	১৯৮০-৮১	২৮,২৬৯.০০	বেতন ১৫৩০.০০	(—)	২৬,৭৩৯.০০
SCO	১৯৮১-৮২	৫৪,৬১০.৭৫	সহ ১৭৮৭.৫০	(—)	৫২,৮২৩.২৫

১	২	৩	৪	৫	৬	মন্তব্য
৩৫। রতনপুর SCO	১৯৮০-৮১	৯৪১৬.৫০		— (—)	৯৪১৬.৫০	
	১৯৮১-৮২	৮৪৫২.২৫		— (—)	৮৪৫২.২৫	
৩৬। রাধাকিশোরগঞ্জ	১৯৮০-৮১	১৬৮৫.৫০		— (—)	১৬৮৫.৫০	
SCO	১৯৮১-৮২	৪৯,০৩৯.৩৫		— (—)	৪৯,০৩৯.৩৫	
৩৭। উত্তর বিজয়	১৯৮০-৮১	৫১২৮·৫০		৮০·০০	৫০৪৮·৫০	
নগর SCO	১৯৮১-৮২	২৪,৬৭৩·০০		১০০·০০	২৪,৫৭৩·০০	
৩৮। তৈদু SCO	১৯৮০-৮১	৩১,৮০৫·৭৮		৩২৫৬·৪৫ (—)	২৮,৫৪৯·৩৩	
	১৯৮১-৮২	৩৯,৫৭০·৫৮		৮১০০·০১ (—)	৩১,৪৭০·৫৭	
৩৯। লেবাছড়া	২৯৮১-৮২	১৯,৫৬৬·৬৭		১১৪৬·০০ (—)	১৮,৪২০·৬৭	
SCO	১৯৮১-৮২	৪৪,২৫৭·৯২		১৫৪৬·১০ (—)	৪২,৭১১·৮২	
৪০। চুড়াইবাড়ী	১৯৮০-৮২	৭০২১·২৬		১২৩৬·৮০ (—)	৫৭৮৪·৪৬	
SCO	১৯৮১-৮১	১১,৫০৬·৮৯		৪৩১৯·১৫ (—)	৭১৮৬·৯৪	
৪১। বাগাইছড়া	১৯৮০-৮১	৭৩৮৮·০৪		— (—)	৭৩৮৮·০৪	
SCO	১৯৮১-৮২	৭৯৩৯·৩৯		— (—)	৭৯৩৯.৩৯	
৪২। বঙ্গরাম SCO	১৯৮০-৮১	৩২,৭৩৩·০৬		— (—)	৩২,৭৩৩·০৬	
	১৯৮১-৮২	৪৩,৫১০·৫৫		— (—)	৪৩,৫১০,৫৫	
৪৩। করমছড়া	১৯৮০-৮১	২৫,৭৮৫·৭২		২২,১৩৩·৪৫ (—)	৩৬৫২·২৭	

১	২	৩	৪	৫	৬
SCO	১৯৮১-৮২	৪০,৮৯৪'২৪	২০.৭৬১'২১	(—)	২০,১৩৩'০৩
৪৪। লেম্বুছড়া	১৯৮০-৮১	২,৩৮,৮৬৯'৯৫ বেতন সহ	৮৫,৭৭০.৩২	(—)	১,৫৩,০৯৯'৬৩
GO	১৯৮১-৮২	৩,০৪,১৭৭'৯৩	২,১৯,৭৬৭'৩৯	(—)	৮৪,৩৮০'৫৭
৪৫। পাহারপুর D/F		তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।			
৪৬। জুমের ডেপা GO		তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।			
৪৭। ধনিসাগর D/F	পশু পালন বিভাগেকে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে।				
৪৮। কালাডেপা	১৯৮০-৮১	৬৪৪৫'৬৭	৭৮১৩'৫০	(+)	১৩৬৭'৮৩
MO	১৯৮১-৮২	৮৫৪৭'৯৮	৩৮৩৭'০০	(+)	৪৭১০'৯৮
৪৯। ভুবনগর PC.		তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে			
৫০। জম্পুই SP/C	১৯৮০-৮১	৯৫২০'৫০	৩৫০০'০০	(—)	৬০২০'৫০
	১৯৮১-৮২	৫৭২৪'২৫	—	(—)	৫৭২৪'২৫
৫১। পাবিছড়া DF	১৯৮০-৮১	৮২৪১'২৫	—	(—)	৮২৪১'২৫
	১৯৮১-৮২	১৫,০৬৫'৭৫	—	(—)	১৫,০৬৫'৭৫
৫২। লালছড়া TCO	১৯৮০.৮১	১২,২৩৭'৮৮	৪০৫'০০	(—)	১১,৮৩২'৮৮
	১৯৮১-৮২	১৮,২৩৬'৫০	৬৬০'০০	(—)	১৬,৫৭৬'৫০

Admitted Unstarred Question No. 9

By—Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮২ ইং সন পর্য্যন্ত পূর্ত্ত দপ্তর ধর্মনগর বিভাগে অনেকগুলি রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহন এর প্রস্তাব ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রেরন করেন,

২। সত্য হয়ে থাকলে রাস্তাগুলির নাম কি কি,

৩। এবং এর মধ্যে কোন কোন রাস্তার ভূমি অধিগ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাস্তাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। পানিসাগর হইতে শৈলেনবাড়ী রাস্তা।

২। ধর্মনগর হইতে রাধাপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল হইয়া তিলথৈ রাস্তা এবং কালিকাপুর হইতে ধর্মনগর কৈলাশহর রাস্তা।

৩। উপ্তাখালীর চারুপাশা ডি, টি, রাস্তা হইতে এ, এ, রোড।

৪। এ,এ, রোড হইতে পানিসাগর পশুপালান কেন্দ্র (পি, ডাব্লিউ, ডি, সেকসানেল অফিসারের অফিসের পাশে)

৫। বি, টি, কলেজে এবং কুকিনাল্লা হইয়া পানিসাগর হইতে জলেবাসা রাস্তা।

৬। ধর্মনগর তিলথৈ সংযোগকারী রাস্তা এবং পুরাতন ধর্মনগর তিলথৈ রাস্তা।

৭। পানিসাগর---শৈলেনবাড়ী হইতে বিলথৈ।

৮। টাঙ্গাবাড়ী গ্রামীন রাস্তা (বকড়ীপাড় হইতে শুরু)

৯। পানিসাগর---জলেবাসা রাস্ত।

১০। ধুপীরবন্ধ গ্রাম---সংযোগকারী উস্তাখালি রাস্তাটি লালছড়া হইয়া এ, এ, রাস্তা পর্য্যন্ত এবং লাটুগং রাস্তা এ, এ, রাস্তা হইতে ডি, টি, রোড।

১১। লালছড়া এবং লাটু গাং হইয়া ডি, টি, রোড হইতে এ, এ, রোড।

১২। চন্দ্রপুর হইতে ভাগ্যপুর পুর্বরাগনা রাস্তা।

১৩। জামিররালা হইয়া নোয়াপারা হইতে কলেজটিলা রাস্তা।

১৪। রাজবাড়ী হইয়া ধর্মনগর রেলওয়ে ক্রসিং লেবেল হইতে প্রত্যেকরায় রাস্তা। দিগহালবাগসহ নয়াপাড়া সংযোগকারী রাস্তা।

১৫ সাকাইবাড়ী ব্রীজ হইতে চন্দ্রপুর কলোনী অভিমুখে ধর্মনগর রাগনা রাস্তা (অরুন পুরকাস্থের বাড়ীর নিকট)।

১৬। ধর্মনগর টাউন রোড।

১৭। পুরাতন ধর্মনগর তিলথৈ রোড।

১৮। নয়াপাড়া রাস্তা।

১৯। পদ্মবিল হইয়া জলেবাসা হইতে নয়াগাং।

৩। (ক) উপরিক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং পর্যন্ত নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির ভূমি অধিগ্রহন করা হইয়াছে। কিন্তু তারা পূর্ত্ত দপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই।

১। উপ্তাখালীর চারু বাসা ডি, টি রোড, হইতে এ, এ, রাস্তা।

২। টঙ্গীবাড়ী গ্রামীনরাস্তা (কাকড়ী পাড় হইতে শুরু)।

৩। পুরাতন ধর্মনগর তিলথৈ রাস্তা।

খ) নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির সেপ্টেম্বর ৮৩ ইং পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব দপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহন করা হইয়াছে এবং তাহা পূর্ত্তদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক) পদ্মবিল—হইয়া জলেবাসা হইতে নয়াগাং (জলেবাসায় একটি অংশ বাদে)।

খ) নয়াপাড়া রাস্তা।

গ) জামিরালা হইয়া নয়াপাড়া হইতে কলেজ রোড।

Admitte Unstarred Question No 8

By—Shri Len Prasad Malsai.

Will the Minister-in-charge of the A. H. Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট কতটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে এবং ঐ কেন্দ্রগুলির নাম,

২। তন্মধ্যে কোন্ কোন্ পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্রে চিকিৎসক নাই তার বিবরন,

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট ১২টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, তাহা হইল, (১) কাঞ্চনপুর, (২) দশদা, (৩) আনন্দবাজার, (৪) লালজুরি, (৫) সাতনালা, (৬) ভাংমুন, (৭) খেদাছড়া, (৮) দামছড়া, (৯) পেচারথল, (১০) ধনীছড়া, (১১) মাছমারা, (১২) করঅইছড়া।

২। তন্মধ্যে খেদাছড়া প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসক নাই, তার কারন খেদাছড়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ভি, এফ-এ, সাময়িক বরখাস্ত হওযায় ঐ কেন্দ্রে আপাততঃ কোন চিকিৎসক নাই। যত সীঘ্র সম্ভব ঐ কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক দেওয়া হইবে।

35, Admitted Question No. 12 By—Shri L. P. Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের সাতনালা, আনন্দবাজার, ভাণ্ডারিমা, জম্পুইহিল শিবনগর, উজান মাছমা, লালজুরি, জয়শ্রী, ডাইনছড়া, শুকনাছড়া, গছিরামপাড়া, তৈছামা, রামগুনা পাড়া, কৃষ্ণটিলা বাজার ও খেদাছড়ায় আর কতদিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। বর্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লকের কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে ও কতটিতে এখনও সম্ভব হয়নি (গ্রামগুলির নাম সহ আছে ও নাই) তাহার হিসাব।

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের সাতনালা, লালজুরি, ডাইনছড়া এবং শুকনাছড়া গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আনন্দবাজার, জম্পুইহিল, শিবনগর ও উজানমাছমায় কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৯৮৪ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। গছিরামপাড়া গ্রাম কাঞ্চনপুর ব্লকের বৈদুতিকরণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯৮৪ সাল নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

জয়শ্রী, তৈছামা এবং রামগুনাপাড়া ইত্যাদি নামে কোন গ্রাম ১৯৭১ সনের আদমসুমারীতে নেই।

ভাণ্ডারিমা, খেদাছড়া এবং কৃষ্ণটিলা বাজার আদমসুমারীর অর্ন্তভুক্ত কিন্তু বৈদ্যুতিকরন প্রকল্পভুক্ত নয়।

২। কাঞ্চনপুর ব্লকে ৩৫টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরন করা হয়েছে এবং ১৮৯ টি গ্রামে এখনও সম্ভব হয়নি। গ্রামের তালিকা মন্তব্য সহ সংযোজিত হল।

Admitted Unstarred Question No. 14

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি পরিবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছেন ?

২। ঐ পরিবারগুলির মধ্যে কত মিউনিসিপ্যালিটির, কত নোটিফায়েড এরিয়াগুলির ও কত গ্রামের অধিবাসী ?

৩। সরকারী, আধাসরকারী এবং বিভিন্ন বেসরকারী গ্রাহক হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবত ১৯৮২-৮৩ সনে কত আয় হয়েছে ?

উত্তর

১। মার্চ ১৯৮৩ পর্য্যন্ত মোট বেসরকারী পারিবারিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) (আনুমানিক)।

২। গ্রাহকদের শুধু শ্রেনীভিত্তিক হিসাব রাখা হয়।

৩। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে বৈদ্যুতিক রাজস্ব আদায়ের পরিমান মোট ১৯৩ লক্ষ টাকা। প্রশ্নানুযায়ী ১৯৮২-৮৩ ইং সনে বৈদ্যুতিক রাজস্বের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) সরকারী ও আধা সরকারী---৭৭ লক্ষ

খ) বেসরকারী--- ১১৬ লক্ষ

মোট---১৯৩ লক্ষ

——::——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 10th October, 1983, Monday, at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the chair, the Deputy Chief Minister, 10(ten) Ministers, the Deputy Speaker and 39 (thirtynine) Members.

QUESTIONS. AND ANSWERS

Mr. Speaker—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী ফৈয়জুর রহমান।

শ্রী ফৈয়জুর রহমান—কোয়েশ্চান নং ৩

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশান নং ৩

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কত একর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

২। জলসেচের আওতায় আনার জন্য কত একর জমি এখনও বাকী আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব?

উত্তর

৩০শে জুন ১৯৮৩ সন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় মোট ১২,৩৬১ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক" তে দেওয়া হল।

জলসেচের আওতায় আনার এখনও ২,৪৫,৭৩৯ হেক্টর জমি বাকী [illegible]ভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক" তে দেওয়া হল।

সংযোজনী—ক

বিভাগ	কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	জলসেচের আওতায় যে পরিমাণ জমি আনা হয়েছে (হেক্টর)	বাকী ভূমির পরিমান যাহাতে এখনও সেচ ব্যবস্থা হয় নাই। (হেক্টর)
১। ধর্মনগর	৩১,২৫০	১,২৫০	৩০,০০০
২। কৈলাসহর	২৬,২৫০	১,০১০	২৫,২৪০
৩। কমলপুর	১৩,৭০০	১,৫৪৪	১২,১৫৬
৪। খোয়াই	২৭,৩০০	১,৭৮১	২৫,৫১৯
৫। সদর	৭৪,১০০	২,০৮৫	৭২,০১৫
৬। সোনামুড়া	১৮,৭০০	৮০৮	১৭,৮৯২
৭। উদয়পুর	১৮,৭০০	১,২১১	১৭,৪৮৯
৮। বেলোনীয়া	২২,৪০০	১,১৭০	২১,২৩০
৯। সাব্রুম	১২,৭০০	৬৪১	১২,০৫৯
১০। অমরপুর	১৩,০০০	৮৬১	১২,১৩৯
সর্বমোট :—	২,৫৮,১০০	১২,৩৬১	২,৪৫,৭৩৯

শ্রী ফৈয়জুর রহমান—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য ফসল উৎপাদন হচ্ছে না সেই সব জমিতে যাতে জলসেচের ব্যবস্থা করে ফসল উৎপাদন করা যায় তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করা যায়। এবং অবশিষ্ট যে সব জমি সেচের আওতার বাইরে আছে সেই সব জমি সেচের আওতায় আনতে ক'বছর সময় লাগবে জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই প্রকল্প কোথায় হবে না হবে তা ঠিক করার জন্য আমাদের বিভিন্ন স্তরে কমিটি আছে জেলা ভিত্তিকবা মহকুমা ভিত্তিক এই রকম কমিটি আছে তারাই এগুলি ঠিক করেন।. এবং আমাদের সেই সব কমিটিতে গাঁও-সভার প্রধান এবং প্রগ্রেসিভ কাল্টিভেটাররে নামও ইনক্লুড করা হয়। তারাই এই গুলি ঠিক করেন। আর কত বছর লাগবে জানতে চাওয়া হয়েছে—স্যার, এটা বলা মুশকিল বাকী জমিগুলি জলসেচের আওতায় আনতে গেলে যে পরিমাণ টাকার দরকার আমরা সেই পরিমাণ টাকা পাচ্ছি না। তথাপি চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে বাকী জমিগুলিও জলসেচের আওতায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনা যায়।

শ্রীজওহর [illegible]—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিগত বন্যায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় যে সব পাম্পসেট [illegible] হয়ে গিয়েছে—এইগুলি মেরামত করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তবে এই সম্পর্কে আজ আর একটি প্রশ্ন আছে তখন যদি প্রশ্ন করেন আমি যতটুকু সম্ভব উত্তর দেব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে মহকুমা ভিত্তিক কমিটির কথা জানালেন — ত্রিপুরায় ক'টি এই ধরণের কমিটি আছে এবং আমি যতটুকু জানি এই ধরণের কোন কমিটি নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে খোঁজ করে দেখবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ব্যাপারে খোঁজ করে দেখব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জলসেচের জন্য বিভিন্ন গাঁও সভায় পাম্প-সেট. আছে —আমার যতটুকু জানা আছে অমরপুরে প্রায় সবগুবিই অকেজো হয়ে পরে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারবেন যে কোথাও পাম্পসেট চালু আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মুল প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না, যে বিগত বিধানসভায় আলোচিত হয়েছিল যে বিলোনীয়ার রাজনগর ও বগাফা ব্লকের যে ডিপ টিউবওয়েল, শেলো টিউবওয়েল আছে সেগুলির পার্টস চুরি হয়ে গেছে এবং সেগুলি এখন নন্ ফাংশনিং অবস্থায় আছে। সেগুলি কি এখন রিপেয়ার করা হয়েছে? বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—দপ্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেখাশুনা করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪, ইরিগেশান অ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪।

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি বন্যায় উদয়পুর শহরের বিভিন্ন অংশ গোমতী নদীতে ভেঙ্গে পড়ায় শহর ধ্বংস হওয়ার যে আশংকা দেখা দিয়েছে তা থেকে উদয়পুর শহরকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

প্রশ্ন

২। গ্রহণ করে থাকলে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এই কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

২। উদয়পুর শহরের সবচেয়ে বিপদজনক অঞ্চল ভেজিটেব্যাল মার্কেট কাঁধার হইতে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্য্যন্ত ২৫০ মিটার দীর্ঘ নদীর পারকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি আগামী ২৮শে অক্টোবর ষ্ট্যাট ফ্লাড্ কণ্ট্রোল টেকনিকেল অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিং এ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে। অনুমোদন হওয়ার পর কাজ আরম্ভ করা হইবে। আশা করা যায় ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই কাজ শুরু হইবে। অগ্রিম বন্দোবস্ত হিসাবে ৮,৩২,০০০ টাকা মূল্যে ১৫০০ কিউবিক মিটার আসাম বোলডারের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইয়াছে। শীঘ্রই আসামের বরিংগাজাত হইতে ট্রেন যোগে ও লরিতে এই বোলড্যার আশা শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এবারে বন্যায় উদয়পুর শহর যে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছিল এবং তার হাত থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্য সরকার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন কিন্তু এর পাশাপাশি ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমার শহরগুলির মধ্যে কোন কোন শহরগুলি বন্যার কবলে পড়েছিল এবং সেগুলি রক্ষা করার জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—সবগুলি তথ্য আমার কাছে নাই। তবু আমি বলছি যে, উদয়পুরের মত ধর্মনগরে একটাবড় অংশ বন্যার কবলে পড়েছিল সেটাকে রক্ষা করার জন্য একটা বৃহৎ স্কীম নেওয়া হয়েছে। কৈলাসহর সেটা সব সময়ই জলে ক্ষতি হয় এবং সেটার কাজ চলছে। কমলপুর শহরে আড়াইশো মিটারে শহর সংলগ্নে কাজ চলছে। খোয়াই বাঁধ তৈরী হয়েছে এবং বাকী অংশের কাজও চলছে। সদরে হাওড়া নদীর কিনারে বাঁধ রক্ষা করার কাজ চলছে। সোনামুড়া, সেখানে গত বন্যায় বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। অমরপুর ও বিলোনীয়া শহরকে রক্ষা করার জন্য বাধ দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উদয়পুর শহরে একটা অংশ প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উদয়পুর শহরকে গোমতীর জলে বেশী ক্ষতি করছে কুর্তি থেকে ধুপাইছড়া এলাকা পর্য্যন্ত। এর জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাকী অংশের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গোমতী নদীর বা দিকের পার বরাবর উদয়পুর শহরের পূর্বের সীমানা বানদুয়ার সাবষ্টেশন হইতে পশ্চিমের সীমানা সুভাষ সেতুর দৈর্ঘ্য মোট ৪.৯১৫ অর্থাত্ প্রায় ৫ কিলোমিটার। ইহার পুরো অংশই কোন না কোন বৎসরে বন্যার সময়ে দেখা গিয়াছে ভেজিটেব্যাল মার্কেট হইতে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্য্যন্ত মোট ২৫০ মিটার সবচেয়ে বেশী ভাংগনের মুখে পড়েছে। তাহার পর রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত বিবেক সংঘ পর্য্যন্ত ভাঙ্গনের মুখে পরিয়াছে যাহার দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার। বাকী অংশ অর্থাত বানদুয়ার সাবষ্টেশন হইতে ভেজিটেবল মার্কেট এবং বিবেক সংঘ হইতে সুভাষ সেতু পর্য্যন্ত মোট ৪,৪৬৫ কিলোমিটার স্থানীয় ভাবে অল্প অল্প

ভাংগনের মুখে পড়িয়াছে। প্রাথমিক এসটিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি মিটার লম্বা পার রক্ষা করিতে হইলে ২০ কিউবিক মিটার পাথর নদীর বেডে লাগিবে। সলোপ এবং ব্লক পিচিং মাটি ও পাথর সহ প্রতি মিটারের খরচ পড়িবে সাড়ে আঠারো হাজার টাকা। পুরো শহরটা রক্ষা করিতে হইলে পাঁচ কিলোমিটারের জন্য খরচ পড়িবে প্রায় নয় কোটি টাকা। শুধু সবচেয়ে বিপদজনক অঞ্চল অর্থাত ভেজিটেবল মার্কেট হইতে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত খরচ পড়িবে প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা এবং পরের অংশ আশ্রম হইতে বিবেক সংঘ পর্যন্ত একই ভাবে কাজ করিতে হইলে খরচ পড়িবে প্রায় সাইত্রিশ লক্ষ টাকা। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সরকার উদয়পুর শহরকে নদীর পার রক্ষার জন্য সব সময়ই সচেতন ছিল। তবে আর্থিক সংগতির জন্য স্থায়ী ব্যয় সাধ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। গত ৫ বৎসর ধরে প্রতি বন্যার পার ভাংগণকে রোধ করিবার জন্য অস্থায়ী কাজ করা হইয়াছে এবং তাহাতে আংশিক সুফল পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ বছরের ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলো :—

১৯৭৮—৭৯	১,১৯,০০০ টাকা
১৯৭৯—৮০	৩,১১,৩০০ ,,
১৯৮০—৮১	২,১৩,৩৩৯ ,,
১৯৮১—৮২	২,৯৩,৪০০ ,,
১৯৮২—৮৩	২৬,০০০ ,,
	৯,৫৫,০৩৯ টাকা

এই বৎসর আগষ্ট মাসের বন্যায় খুব বেশী ক্ষতি হওয়াতে ইমার্জেন্সী বেসিসে বিক্স ক্র্যাট ফেলা হইয়াছে। ইহার অনুমানিক ব্যয় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে শহরগুলিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বললেন তাতে তো অনেক টাকার প্রয়োজন। সেই জন্য এই সব পরিকল্পনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে কি ? যদি চাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমরা ক্ষয় ক্ষতির একটি হিসাব দাখিল করেছি। তবে এখনও পুড়াপুরো হিসাব আমরা দাখিল করতে পারি নাই। প্রাথমিক হিসাবে চাওয়া হয়েছে ১৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে সব কিছুই আছে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন এলাকা উন্নয়নের কথা বলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই; অমরপুর এবং তার আশ পাশি এলাকার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং অমরপুরের বন্যার ক্ষয় ক্ষতির কাজ কবে নাগাদ সারাই করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে যে প্রশ্ন করেছেন তা মুল প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেছেন। সেখানে আমি অমরপুরের বিষয়টি জানতে চাইছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আলাদা প্রশ্ন হলে জবাব দেব। মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম, কোথায় কোথায় কাজ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—উদয়পুরে এই বন্যার ফলে যে সমস্ত পরিবার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে সেখান থেকে লোকেরা অন্যত্র সরে গেছে। তাদের ক্ষতি পূরণ দিয়ে পুনর্বাসন করার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ? এই সব ক্ষতির মধ্যে সমন্বয়-এর অফিসও আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, প্রথম দিকের অধিবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকার এই বন্যাক্লিষ্টদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। এই জন্যই আমরা কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নও সংশ্লিষ্ট নয়, তথাপি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর উত্তর দিয়েছেন

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সোনামুড়ার কথা বলেছেন, কিন্তু মেলাঘর ব্লকের কথা বলেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন মেলাঘর ব্লকের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

মিঃ স্পীকার :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি অতি বৃষ্টি জনিত কারনে টিলা ভূমির ধ্বস পরার কারনে কত পরিমাণ জুম ফসল নষ্ট হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। এই সব কারণে কতটি জুমিয়া পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,

৩। ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকলে কি ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। কারণ, ক্ষয় ক্ষতির ব্যাপারে কৃষি দপ্তর থেকে পরিমাণ নির্ণয় করা হচ্ছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আলাদা ভাবে কিছু করছে না। তারা সংগ্রহ করলে পর তাদের থেকে তথ্য এনে ইণ্ডিভিজুয়াল ভাবে জুমিয়াদের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাণিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :- অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার - ২৮।
মিঃ স্পীকার :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২৮।
শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২৮।

প্রশ্ন

১। রাজধানী আগরতলা শহরের যে সকল অঞ্চল স্বল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে সেই অঞ্চলগুলিকে এই দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষাকল্পে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?
২। থাকলে তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। রাজধানী আগরতলার কিছু কিছু নিচু এলাকায়, যেমন টাউন প্রতাপগড ও টাউন বড়দোয়ালী অঞ্চলকে বৃষ্টির জলে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করার নিমিত্ত একটি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং আংশিক কিছু কাজ হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের বাকী কাজ জমি অধিগ্রহন ও জমি হস্তান্তরিত হইলেই জরুরী ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হইবে।

শ্রী মানিক সরকার :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইছি যে, আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থল মধ্যপাড়া.. প্রতাপগড...সেন্ট্রালরোডের বাম দিকে, ইন্দ্রনগরের হরিজন কলোনী, সেখানে নীচু জাইগাগুলিকে এবং চন্দ্রপুর এলাকায় সেখানে বৃষ্টি অল্প হলেই জল মগ্ন হয়ে পড়ে সেই সব এলাকাগুলিতে বর্ষার দিনে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অস্থায়ীভাবে জল পাম্প সেট বসিয়ে জল বের করে দেওয়া হয়। কাজেই সেই সব এলাকাতে স্থায়ীভাবে জলবার করার জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা উদ্যোগ সরকার থেকে গ্রহণ করেছেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমেই বলা দরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের শহরগুলি (শুধু মাত্র আগরতলাই নয় (আন-প্ল্যাণ্ড টাউন) যেখানে বাড়ী তৈরী করার সুযোগ পেয়েছে সেখানেই করেছে। যার ফলে আগরতলা শহরই শুধু মাত্র নয় অন্যান্য শহরের ও একই অবস্থা। এখন আমরা শহরের যে সমস্ত জায়গায় জল আটকিয়ে থাকে সে সমস্ত জায়গার জল বের করে দেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। এই সব পরিকল্পনার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। সেই দিক থেকে সমগ্র আগরতলা শহরের জল নিস্কাশনের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরীর জন্য পৌর সংস্থা থেকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়নে আরো পাঁচ।ছয় বছর সময় লাগবে বলে আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা রচনা করার জন্য সমগ্র পৌর এলাকায় কনটোর সার্ভে পুনরায় করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ক্রমে কলিকাতাস্থ একটি ফার্মকে (শ্রী এ,কে,দে, কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ারিং) পৌর সংস্থা থেকে এই কাজের ঠিকা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ফার্ম কিছুটা কাজ করার পর আর করে নাই। এই অবস্থার পরিপেক্ষিতে এই কাজের ভার কোন অভিজ্ঞ ফার্মকে দেওয়ার ব্যবস্থা পৌর সংস্থা থেকে করা হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তর পুর্বাঞ্চল পরিষদে (এন, ই, সি,) চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরিকল্পনাটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিশিষ্ট না হওয়ায় পরিষদ তাহা গ্রহন করে নাই।

অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে সহকারী নালা ও ব্রিজগুলির প্রৌরসংস্থা থেকে তৈরী করা হচ্ছে এবং বড বড় খালের যথা আখাউড়া খাল, কালাপানিয়া খাল ইত্যাদির সংস্কারও প্রৌরসংস্থা থেকে করা হচ্ছে। তাছাডা টাউন বড়দোয়ালী ও টাউন প্রতাপগড়ের নিম্ন অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ৪৬,০৩,০০০, টাকা। প্রকল্পটি মঞ্জুরী হয়েছে। টাউন বড়দোয়ালী ডেভেলাপমেণ্ট স্কীম/ ইমপ্রুভমেণ্ট অব ড্রেনেজ সিষ্টেম কেইজ এই প্রকল্পের অধীন নিম্নলিখিত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :-

(ক) Development of area for resettlement of evacuated families (Provision made for 28 families)

(খ) Construction of road including said drain from Ramthakur to Forest Office.

(গ) Construction of semi-permanent quarter for residential building for resettlement including sanitary latrine.

(ঘ) Construction of service road for resettlement area.

(ঙ) Construction of necessary Culverts for eross drainage work.

উপরোক্ত কাজের কিছু কিছু কাজ যেমন "ডেভেলামেণ্ট অব্ এরিয়া ফর রিসেটেলমেণ্ট" শেষ হয়েছে এবং রামঠাকুর স্কুল থেকে সাইড ড্রেইন-এর কাজ চলিতেছে। জমি অধিগ্রহন করা সাপেক্ষে উক্ত কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে এবং জমি হস্তান্তরিত হলেই দ্রুত গতিতে কাজটি সম্পূর্ন করা হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাঁধের পার্শে রাস্তা সহ জল নিস্কাশনের নালা তৈরী করার কাজ তিনটি ওয়ার্ক অডারে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময়মত জায়গা না পাওয়ায় দুইটি কনট্রাকট্ চড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জলমগ্ন অবস্থা থেকে এলাকাবাসীকে দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করে তিনটি জায়গায় পাঁচটি পাম্প চালু রেখে বর্ষার জল নিস্কাশন করা হচ্ছে। ঐ পাঁচটি চালু রাখলে ঘণ্টায় ১,৮০,০০০ গ্যালন জল নিষ্কাশন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়া ধলেশ্বর (টাউন ইন্দ্রনগর) এলাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য কাটা খালের সন্নিকটে হরিজন কলোনীর সংলগ্ন একটি পাম্পিং ষ্টেশন ও চালু রাখা হয়েছে। ঐখানে তিনটি পাম্প বসানো হয়েছে যার দ্বারা ঘণ্টায় অন্ততঃ ১,০০,০০০ গ্যালন জল নিকাশন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

স্যার, মাষ্টার প্ল্যান না করা পর্য্যন্ত এ সমস্যার সমাধন করা যাবে না। মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা এবং টাকা পয়সা বেশী খরচ করলেই এগুলি করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ৩৬ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৩৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮২ ইং সন পর্য্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচ বাবদ কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল,

২। পূর্ববর্ত্তী কংগ্রেস সরকার ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত ঐ বাবদ কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন, এবং

৩। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট কত হেক্টর ভূমি স্থায়ী ভাবে জলসেচের আওতায় এসেছে?

উত্তর

১। ১৯৭৮ইং সন ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮২ইং সন ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই চার বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষুদ্র সেচ এবং মাঝারী সেচ মোট সতেরো কোটি পাঁচ লক্ষ এবং দুই হাজার (১৭,০৫,০২,০০০) টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং আঠারো কোটি ষাট লক্ষ, বাইশ হাজার (১৮,৬০,২২,০০০) টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

২। ১৯৬৭ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জল সেচ বাবদ দুইকোটি পয়ত্রিশ লক্ষ পচানব্বই হাজার (২,৩৫,৯৫,০০০) টাকা ব্যায় হইয়াছিল।

৩। ১৯৮২ সনের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০,৩৭৫ হেক্টর ভূমি স্থায়ী ভাবে জলসেচ আওতায় এসেছে এবং আপ টু ডেট হচ্ছে ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১২,১৭৩ হেক্টর।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ১৯৭৮ইং থেকে ১৯৮২ইং পর্য্যন্ত সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার যে টাকা খরচ করেছেন তাতে কত পার্সেণ্টেজ জমি জল সেচের আওতায় এসেছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথম প্রশ্নের জবাবেই বলেছি কত পার্সেণ্ট কাল্টিভেবল ল্যাণ্ড ইরিগেশানের আওতায় এসেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৭৭ইং সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কত জমি স্থায়ী জলসেচের আওতায় এসেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষুনিই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যতদুর মনে পড়ছে আমরা সরকারে আসার আগে ১.৫ পার্সেণ্ট কাল্টিভেবল ল্যাণ্ড সেচের আওতায় ছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অম্পিতে ইরিগেশানের জন্য একটা ডাইভাশন স্কীম আছে, তৈদুতে একটা পাম্পসেট আছে এবং অন্যান্য জায়গাতেও পাম্পসেট আছে। শুখা মরশুমে এগুলি থেকে জল সেচ করার কথা, কিন্তু তখনই এগুলিতে জল থাকে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আক্ষরিক অর্থে স্থায়ী জল সেচের আওতায় কত পার্সেণ্ট সেচের আওতায় এসেছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, স্কীমওয়াইজ প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই :—কোয়েশ্চান নং ৬৮ স্যার:

শ্রীদশরথ দেব :- কোয়েশ্চান নং ৬৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) গত ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতটি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, ব্লক ভিত্তিক হিসাব, এবং

২) ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কোন্ ব্লকে কতটি পরিবারকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হবে, তাহার হিসাব ?

উত্তর

১)	ক) জিরানীয়া ব্লক	১৮ পরিবার
	খ) বিশালগর ব্লক	১৬ ঐ
	গ) মোহনপুর ব্লক	৪৮ ঐ
	ঘ) মেলাঘর ব্লক	১৪ ঐ
	ঙ) খোয়াই ব্লক	৮ ঐ
	চ) তেলিয়ামুড়া ব্লক	১০ ঐ
	ছ) কুমারঘাট ব্লক	১১৭ ঐ
	জ) পানিসাগর ব্লক	৪ ঐ
	ঝ) কাঞ্চনপুর ব্লক	৬ ঐ
	ঞ) সালেমা ব্লক	৯ ঐ
	ট) মাতাবাড়ী ব্লক	৪১ ঐ
	ঠ) বগাফা ব্লক	৪ ঐ
	মোট -	২৯৫ পরিবার

২) ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে ৫০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হবে। তন্মধ্যে ৪৭৫ টি পরিবারকে সাব-প্ল্যান এরিয়া এ, ডি, সির মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাকি ২৫টি পরিবারকে সাব-প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। ব্লক ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা এ, ডি, সির বিবেচনাধীন আছে। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে জেলা পরিষদে কোন পুনর্বাসন আমরা দেই নি। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর থেকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা গ্রহন করেছি এবং পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য জেলা পরিষদকে ৯,৫০ কে টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রী সেন প্রসাদ মালসাই :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাঞ্চনপুর ব্লকেই সবচেয়ে বেশী প্রিমেটিভ গ্রুপের লোক বাস করেন। সুতরাং তাদের জন্য অতিরিক্ত স্কীম করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :- স্যার, প্রিমেটিভ গ্রুপের লোকের জন্য স্কীম আছে। বর্ত্তমানে ফরেষ্ট দপ্তরের মাধ্যমেও এগুলি করা হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেগুলি আর্থিক পুনর্বাসন হয় নি. কারন এ থেকে তাদের অন্ন সংস্থান হয় না। কাজেই এই ত্রুটি দূর হয়েছে কিনা এবং তাদের আর্থিক পুনর্বাসন দেওয়ায় সরকার কতখানি সফল হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :- স্যার, প্রতিটি স্কীম করার আগে রিভিউ করা হয়। রিভিউতে ডিফেক্ট ধরা পড়ে। তারপর রাবার প্ল্যান্টেশান, জুমিয়া পুনর্বাসন এবং এখন পশুপালনও সংযুক্ত হয়েছে, এই গুলির মাধ্যমে আমরা স্কীম করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৩-৮৪ সালে ট্রাইবেল জুমিয়া রিহ্যাবিলিটেশানের যে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তাতে পি্রমেটিভগ্রুপ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা ? যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পি,জি,পিতে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :- স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীতরনীমোহন সিনহা— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে ত্রিপুরা সরকার উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য রাবার প্ল্যানটেশনের মাধ্যমে যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা বন্ধ করার জন্য উপজাতিরা চেষ্টা করেছেন, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা— স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস ।

শ্রীনকুল দাস— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মিঃ স্পীকার স্যার; এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এমন কোন নিয়ম করা হয়েছিল কিনা যে কোন ক্যাইসের জন্য পুলিশকে এক মাসের ভিতর চার্জশীট অথবা ফাইন্যাল রিপোর্ট দিতে হবে,

২। যদি করা হয়ে থাকে তবে তা কার্য্যকর হচ্ছে কি না ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি না, যে এই চার্জশীট দেরী হওয়ার ফলে অনেক কর্মচারী যাদের বিরুদ্ধে কেইস রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তাদের কেইস পেণ্ডিং রয়েছে। এইভাবে বিলম্ব হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বেড়েই চলছে সে দিক থেকে এই চার্জশীট যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়ার হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা সত্য কথা। চার্জশীট দাখিল করতে অনেক বিলম্ব হয়, এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কথা নয় সারা ভারতবর্ষেই হাজার হাজার কেইস অনেক বিলম্বে হয়। আমাদের চেষ্টা করা উচিত বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল কেইসগুলিতে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে চার্জশীট দাখিল করা যায়। মাননীয় সদস্যরা জানেন দাঙ্গা জড়িত হাজার হাজার কেইস হয়েছে হয়তো সে সব কারণেই চার্জশীট দিতে দেরী হয়েছে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্জশীট যাতে দাখিল করা হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় নি, কোন জায়গাতেই এটা দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস, শ্রীভানু লাল সাহা, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীতরনী মোহন সিনহা, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীকেশব দাস, শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী বামফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন,

২। এই আত্মসমর্পণকারীগণ কোন্ কোন্ সংগঠনের কর্মী বা নেতা ছিলেন,

৩। আত্মসমর্পণের পর ত্রিপুরার আইনশৃংখলা পরিস্থিতিতে লক্ষনীয় কিরূপ প্রভাব পড়েছে,

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত মোট ১৯৯ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছেন।

২। এ. টি. পি. এল ও এবং টি. এন. ভি কর্মী ও নেতা ছিলেন।

৩। আত্মসমর্পণের পর উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক ঘটনাসমূহ অনেকখানি কমেছে।

প্রশ্ন

৪। আত্মসমর্পণকারীদের উপর সরকার কিরূপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আরোপ করেছেন ; এবং

৫। তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

৪। কোন রকম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আরোপ করা হয় নি, তদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেওয়া হচ্ছে।

৫। তাদের জন্য প্রাথমিক ভাবে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে, যে-হেতু তারা দীর্ঘদিন বাড়ী ঘর ছাড়া ছিলেন সে-হেতু তাদের বাড়ী-ঘর তৈরীর জন্য দুই কিস্তিতে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এর পর তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা কি ভাবে পুনর্বাসন চান। যারা সরকারী চাকুরী চাইবেন তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী দেওয়া হবে এবং যারা কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র শিল্প, যানবাহন ইত্যাদি করতে চাইবেন সে সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্প রচনা করা হইতেছে, যত তাড়াতাড়ি সে সব ক্ষেত্রে তাদের পুনর্বাসন দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা আত্মসমর্পন করেছে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার ফিরে গেছেন, এমন কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, না এই রকম তথ্য জানা নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার এই আত্মসমর্পনের পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, সারা ভারতবর্ষের খবর জানি না, তবে আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই এই উদ্যোগ নেবার জন্য অভিনন্দিত হয়েছি। এই উদ্যোগ নেবার জন্য শুধু বে-সরকারী স্তরে নয়, সরকারী মহল থেকেও অভিনন্দিত হয়েছি এবং আমি আশা করছি এই উদ্যোগ গ্রহন করার ফলে আমরা আরো সুফল পাব। যারা তথাকথিত উগ্রপন্থী তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এই আশা করবো, কারণ আমি লক্ষ্য করছি কিছু কিছু

সংবাদপত্র তারা অখুসী, তাবা নানান ধরণের খবর প্রকাশ করছেন যাতে এই প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয়, এটা অত্যন্তঃ দুঃখ জনক। আমি আশা করবো এইসব সংবাদ পত্র সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন যাতে বিভ্রান্ত ছেলেরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা দরকার উগ্রপন্থীদের সঙ্গে চোর ডাকাত বা অন্যান্য ধরনেব যারা অপরাধ করছে তাদের সঙ্গে এক করে দেখা এটা ঠিক নয়। প্রায় সব রাজ্যের মধ্যে এখন চোর-ডাকাতের সংখ্যা বাড়ছে। তারা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমস্ত ডাকাতি বা অপরাধ মূলক কাজ করছে না, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সমস্ত কাজ করছে। কাজেই সেগুলিকে উগ্রপন্থীদেব কার্যকলাপ বলা ঠিক হবে না। সে দিক থেকে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে বলা যায় যে, তাদেব আত্মসমর্পনের পব যে সব এলাকা খুবই বিঘ্নিত ছিল সেগুলি অনেকখানি স্বাভাবিক হয়েছে আমবা সবকারেব পক্ষ থেকে যে সমস্ত সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম সেগুলি অনেকখানি শীথিল হয়েছে। আমরা আশা করবো এই কাজ আবও দ্রুত অগ্রসর হবে। মাননীয় সদস্যরাও এই ব্যাপারে এই হাউসে এবং হাউসের বাইরে তাঁরা চেয়েছিলেন এই ধরনেব একটা উদ্যোগ সরকারেব পক্ষ থেকে নেওয়া হউক সেই ক্ষেত্রে আমি আশা করতে পারি উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পন করুন এবং তাদেব স্বাভাবিক জীবনে তারা প্রতিষ্ঠিত হউন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পার্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা আত্ম সমর্পনেব পব বিনন্দ জমাতিয়া এবং তাদের কর্মীরা গণমুক্তি পরিষদেব মেম্বারশীপ চেয়েছেন এবং তারা গণমুক্তি পরিষদের প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা যখন আত্মসমর্পন সম্পর্কে আলোচনা করি তখন তারা কে কোন দলেব অথবা এখন তারা কোন রাজনীতি করছে সে সব প্রশ্ন উঠে না। আমরা পরিষ্কার ভাবে বলেছি এবং এখনও বলতে চাই আত্মসমর্পন করার পর দেশের মধ্যে বহু রাজনৈতিক দল আছে স্বাধীনভাবে সে সব রাজনৈতিক দলে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তারা নিজেরা আন্দোলনের অন্য যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠন করতে পারেন। আজকে ভারতবর্ষে তো বটেই এই ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজনৈতিক কার্যকলাপের অন্য কোন রকমের নিষেধ নেই এবং সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার এই রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার এই রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন স্বাধীনভাবে যদি কেউ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদেব সদস্য হন এতে তাদের কি আতংকের কারন আছে ঠিক বুঝতে পারিনা। উনারা ইচ্ছা করলে টি, ইউ, জে, এস, সদস্য করে নিতে পারেন। আসলে এদের এখন অসুবি-ধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারন এরাই ত বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ট্রেনিং দিয়ে এনেছে। তারা আজকে তাদেব ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই তারা আজকে আত্মসমর্পন করছেন। তারা স্বইচ্ছায় যে দলের ইচ্ছা সেই দলের হয়ে কাজ করতে পাবেন। তাতে তাদের সম্পূর্ন অধিকার রয়ে গেছে।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা :-পার্লিমেণ্টারী স্যার, উগ্রপন্থী বলে যারা আত্মসমর্পন করেছেন তারা উগ্রপন্থী নয়, এরা টি, ইউ, জে, এস-এর লোক বলে টি, ইউ, জে, এস-এর তারা দাবী করেছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ- এইরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বিভিন্ন গ্রান্ট পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুদান চাওয়া হয়। উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হয়, তা সেই টাকার পরিমান কত এবং সেটা কবে চাওয়া হয়েছে এবং সেটা দিয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, উগ্রপন্থীরা যেখানে যেখানে আত্মসমর্পন করেন সেখানে তাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, এটা কোন নতুন জিনিস নয়। আমরাও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে অর্থ দাবী করেছি। মনিপুরেও করেছে। এর আগে আমি যখন কেন্দ্রে যাই তখন মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তাদের কাছে বলেছি এর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা লাগবে। কারন এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি ১৯৯ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন এবং আমরা আশা করছি এই সংখ্যা ২৫০এ গিয়েপৌছুবে। সেটা ধরে নিয়ে বিভিন্ন স্কীমে তাদের জন্য ৫০লক্ষ টাকা লাগবে। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই টাকা খরচ করা হবে। সেই অর্থ পাব কিনা জানিনা। কেন্দ্রিয় সরকার যেহেতু অন্যান্য রাজ্যে এই ধরণের অর্থ বরাদ্দ করেছেন সেই জন্য এই হাউস নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে যাতে ফিরে আসতে পারেন তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন।

শ্রীভানু লাল সাহাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যারা উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন; তাদের উপজাতি যুব সমিতির একটা অংশ পুনরায় বাংলাদেশে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—এইরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিন্দদ জমাতিয়া ও তার সঙ্গী যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাদের যে মুল সংগঠন এ, টি, পি, এ, এল, এ. নাকি এ, টি, পি, এল ও এইটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে কিনা ? যদি ভেঙ্গে দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভেঙ্গে দেবার জন্য বলা হবে কিনা ? যদিও সেটা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়নি, তবুও যারা আত্মসমর্পন করেছেন এই ধরনের এই ব্যানারে আর কাজ করা উচিত নয় এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যেসব শর্তে উনারা আত্মসমর্পন করেছেন সেই সব শর্ত হাউসের বাইরেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই শর্তটি আছে এ, টি, পি, এল ও তারা ভেঙ্গে দেবেন এবং তারা নিজস্ব যেকোন রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহন করতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বললেন ১৯৯জন আত্মসমর্পন করেছেন, এই ১৯৯জনের মধ্যে এমন কোন লোকের নাম আছে কিনা যে লোক গত আইনসভাতে এস, আর, ই, পিতে যে একটা রিক্রুটার করা হয়েছে যেখানে কাজ করেছে, এবং সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করত তা জনসাধারন জানত। পরবর্তী সময়ে যখন অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন আসল উগ্রপন্থীর তালিকায় তারও নাম আছে বলে জানা যায়, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হয়ত জানেনা যারা আত্মগোপন করে থাকে তারা মাটির নীচে থাকেন । উপরেই থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে। পুলিশ তাদের ধরতে পারেনা। আমরা বছরের পর বছর আত্মগোপন করে থেকেছি। আমরা মাটির উপরেই থেকেছি। সেটা কোন প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল সে এ, টি, পি. এল ও, বা টি, এন, ভির সদস্য কিনা। সেই সম্পর্কে পুলিশের কাছে তালিকা রয়েছে। কারন যারা গ্রেপ্তার হয়েছে এইসব বিভিন্ন নাম বিভিন্ন সময়েতে তারা দিয়েছেন। কারা বাংলাদেশে ট্রেনিং নিয়েছে, কারা সন্ত্রাসমূলক কাজ করছেন, সবকিছু মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলি:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ চলাকালীন জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য পুলিশী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং সেই টাকা খরচ করায় স্বাভাবিক জীবনের উপর তার কোন অর্থ নৈতিক প্রভাব পড়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটি বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। কারন উগ্রপন্থীদের জন্য পুলিশী খাতে কত খরচ করা হল, অ-উগ্রপন্থীদের জন্য কত খরচ করা হয়েছে। এখানে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে কত খরচ করা হবে তার জন্য বাজেট ধরা হয়, কিন্তু উগ্রপন্থীদের জন্য কত খরচ করা হবে, অ-উগ্রপন্থীদের কত খরচ করা হবে তা আলাদা আলাদা করে বাজেট করা হয় না। কাজেই মাননীয় সদস্তের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— যে সব তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তরপত্র এবং তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। (ANNEXURE "A"&"B"

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ২টি নোটিশ মাননীয় সদস্যগনের নিকট হইতে তাদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং প্রত্যেক বিষয়-এর পাশে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি।

১ম নোটিশটি হল মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল- "গত ১লা অক্টোবর ১৯৮৩ ইং উদয়পুর টি, আর, টি, সি অফিসের সামনে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা সম্পর্কে"।

২য়টি হল মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারের। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল রাজ্য লটারী হঠাৎ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।

আমি এখন ক্রমান্বয়ে সদস্যদের নাম ডাকিব। যে সদস্যকে আহ্বান করিব তিনি দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল- "গত ১লা অকটোবর ১৯৮৩ ইং উদয়পুর টি. আর. টি. সি. অফিসের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়। আমি শ্রীসরকার মহোদয়কে আহ্বান করছি ওনার নোটিশের বিষয়টি সভায় উপস্থাপিত করার জন্য।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল "রাজ্য লটারি হঠাৎ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১মটির উপর আগামী কালকে একটি বিবৃতি দেব।

মি; স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কতৃক আনীত নোটিশের উপর আগামী কালকে একটি বিবৃতি দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ২য়টির উপর আমি এখনি একটি বিবৃতি দেব।

নীতিগত বিচারে রাজ্য লটারি চালানো উচিত কিনা এ প্রশ্নটি গত ১৬-১-৮৩ ইং তারিখ থেকেই সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে জন-স্বার্থে রাজ্য লটারি আর চালান ঠিক হইবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোল এজেন্ট মেসার্স এস্ পাল এণ্ড কোম্পানীকে তিন মাসের নোটিশ দেওয়া হয়। সোল এজেন্টের সহিত চুক্তি অনুযায়ী তিন মাসের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নোটিশটি ৯ই সেপ্টেম্বর সোল এজেন্টকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোল এজেন্ট প্রথমে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইংতে ১৬৫ তম ড্রটি যেন শেষ ড্র হয়। পরে সোল এজেন্ট জানায় যে, ১৬৬ তম ড্র-এর টিকিট তাহারা বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই কারণে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৩ ইংতে ১৬৬তম ড্রটিই শেষ ড্র হইবে বলিয়া ধার্য্য হয়। ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৩ ইং যে ড্র হইয়া গিয়াছে সেটিই ত্রিপুরা রাজ্যে লটারীর শেষ ড্র। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও এবং সংবাদপত্র মারফত। ত্রিপুরা রাজ্য লটারী সম্পর্কে ভিজিলেন্স তদন্ত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সরকার জানাইতে চান যে গত কয়েক মাস রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি পুরস্কারের জন্য দুইজন করিয়া দাবিদারের কাছ হইতে দাবি পাওয়া গিয়াছে। রাজ্যের পুলিশ দপ্তরকে এই দাবিগুলি তদন্ত করিতে বলা হয়। রাজ্যের পুলিশ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতার পুলিশের সহায়তায় তদন্ত করিয়া প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়াছেন। সেই প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মারফত পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট পাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। জনস্বার্থে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন আলোচনা ঠিক হইবে না। এখানে উল্লেখ্য যে রাজ্য লটারির টিকিট কলিকাতায় একটি বেসরকারী ছাপাখানায় ছাপানো হইত এবং এই টিকিট পরীক্ষার এবং বিক্রয়ের পূর্ব

দ্বারির চুক্তি অনুসারে রাজ্য লটারির সোল এজেণ্ট মেসার্স এস্ প্লান এণ্ড কোম্পানির। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রাজ্য লটারি বন্ধ করায় আর্থিক ক্ষতি ইত্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সরকারী হিসাব রাখা হয়না। কোন কোন পত্র পত্রিকাতে রাজ্য লটারি বন্ধ হওয়ায় কত আর্থিক ক্ষতি হবে জানতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে সরকারী হিসাবে যেখানে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল রাখেন সেখানে কমার্শিয়েল সিসটেমে কোন হিসাব রাখা যায়না। তাই রাজ্য লটারির বার্ষিক লাভ কত রাজ্য সরকারের যে হিসাব একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল রাখেন তাহাতে প্রতিফলিত হয়না। তবে মোটামুটি আয় এবং ব্যায়ের ভিত্তিতে এবং কোন ওভারহেড একসপেন্স না ধরিয়া ১৯৮২ সালে রাজ্য লটারি হইতে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি আয় হইয়াছে। ২৭ লক্ষ টিকিটের লটারি চালাইবার জন্য যে অধিক সংখ্যক অফিসার এবং কর্মচারি দরকার ছিল তাহার খরচা ধরিলে এবং ওভারহেড একসপেন্সেস্ ধরিলে আয়ের অংক আরও কম হবে। রাজ্য লটারি বন্ধ করায় কোন সরকারী কর্মচারির চাকুরী যাইবেনা। তাহাদিগকে অন্য কাজে লাগানো হইবে। রাজ্য লটারি বন্ধ করার বিষয়টি যে শুধু ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তা নয়। সারা ভারতের পত্র পত্রিকায় এর সমালোচনা শুরু হইয়াছে। তারা এর মধ্যে কালো টাকা সাদা করার কৌশলও দেখতে পাচ্ছেন। কয়েকটি রাজ্য ত্রিপুরার আগেই লটারি বন্ধ করে দিয়েছেন। এখনো এ সম্পর্কে অনেক রাজ্যের হাইকোর্টে মামলা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখছেন না বলেও অনেকে সমালোচনা করছেন। আমরা আশা করি যে বামফ্রণ্ট সরকারের এই ঠিক সিদ্ধান্ত শুধু ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতে অভিনন্দিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন সেটা একপেশে হয়েছে এটা সামগ্রিক হয়নি, তাই এই বিষয়ের উপর আলোচনা কি কোন সুযোগ দেবেন ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যদি কিছু জানতে চান তাহলে পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই রাজ্য লটারির ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্ত হয়ে গেছে কিন্তু সেই প্রাথমিক রিপোর্ট জন স্বার্থে উনি বলছেন প্রকাশ করবেন না। আমি মনে করি এটা জন স্বার্থে প্রকাশ করা উচিত। রাজ্য লটারি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এটার উপর ভিত্তি করে যে বহু স্কীম নেওয়া হয়েছিল সেগুলির ব্যাঘাত হবে বলে আমি মনে করি। যেমন আমাদের বিধান সভার নিকটে যে টাউন হল নির্মাণ করা হচ্ছে এরকম বহু টাউন হল নির্মান করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাজ্য লটারি বন্ধ হওয়ার ফলে কণ্ট্রাকটাররা বিল পাচ্ছেন না, তাদের বিল বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া টিকিট বিক্রী করে যারা জীবন যাপন করতেন তারা ত এখন আন্দোলনে নেমে পড়বেন। কাজেই জনস্বার্থের জন্যই যেখানে এই লটারীর চালু করা হয়েছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হয়নি। কারণ এর ফলে অনেক গরীব হকার বা বিক্রেতা রয়েছেন যারা এই লটারীর টিকিট বিক্রি করে নিজেদের পরিবারের ভরনপোষণ চালাতেন। এবং জনগণের কল্যাণের যে সকল

কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। আবার অনেক কনট্রাকটার রয়েছেন যারা কোন কোন প্রকল্পের কাজ অনেকদূর পর্যন্ত করেছেন। এখন লটারী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের এই কাজগুলি আর হবে না এবং তারা তাদের কৃত সম্পন্ন কাজের জন্য কোন বিলের টাকাও রীতিমত পাচ্ছেন না। সুতরাং যারা এই লটারীকে কেন্দ্র করে অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাদের সনাক্ত করে শাস্তি দিলেই, হতো তা হলে আর এতগুলি গরীব লোক বেকার হয়ে পড়ত না। সুতরাং জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে এই লটারী আবার চালু করা হবে কি না, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা এখানে বলেছেন তা ঠিক নয়। যে সব কাজ আমরা শুরু করেছিলাম তা আমরা চালিয়ে যাব এবং রাজ্য সরকার তার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করেছেন। এই জন্য কোন কনট্রাকটারের টাকা আটকাবে না। দ্বিতীয়তঃ যে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন রাজ্যসরকার হবেন তা আমরা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করব।

তৃতীয়তঃ এই আইন অনুযায়ী অসৎ উপায়ে উপার্জন রাজ্য সরকার বন্ধ করেছেন এবং আমি বলব যে, মাননীয় সদস্যদের এই জন্য উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

সর্বশেষে যারা টিকিট বিক্রি করতেন তাদের জন্য আমরা দুঃখিত। এখন তাদেরকে অন্য কাজ করতে হবে। এর জন্য তাদের দুঃখ করার কোন কারণ নেই। কারণ খারাপ কাজ বন্ধ হলে তাদের খুশী হওয়া উচিত। আমি তাদের কাছে এই আবেদন রাখছি।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কিছু লোকের অসৎ কর্মের জন্য এই লটারী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এই অসৎ কার্য্যে যারা লিপ্ত ছিল তাদের সনাক্ত করে শাস্তি দিলেইতো হতো। তার জন্য রাজ্য লটারী বন্ধ করার তো কোন কারণ ছিল না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

দ্বিতীয়তঃ ত্রাণ তহবিলে কেউ এই লটারীর জন্য টাকা দিতে এসেছিল কি না ?

তৃতীয়তঃ উচ্চ স্তরের কর্মচারীদের অর্থাৎ অফিসারদের মধ্যে যারা জড়িত আছে, তাদের শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই যে, এখানে আগেকার কোন কংগ্রেসী সরকার নেই যে, তদন্ত না করেই এবং বিচার না করেই তাদের শাস্তি দিয়ে দিতে হবে। তদন্তে এবং বিচারে যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তবেই সেই প্রশ্ন আসবে।

দ্বিতীয়তঃ গত সেপ্টেম্বর মাসে একজন লোক এসে আমাকে বলল যে, সে নাকি মুখ্য মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কিছু টাকা দিতে চায়। সে টাকার পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা হবে। লোকটির চেহেরা এবং পোষাক দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো যে, এই লোটি এত টাকা দিতে চাইছে কেন ? লোকটি বলল যে সে এস, পালের লোক। এস, পাল কে আমি তখন জানতাম না পরে জানতে পারি যে সে একজন লটারীর টিকিটের এজেন্ট। আমি ঐ ভদ্রলোককে বললাম যে, সে এখন এত টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দিতে চায় কেন। উত্তরে সে কোন

সদুত্তর দিতে পারে নি। আমার কেমন সন্দেহ হলো। আমি লোকটিকে বললাম যে, এইভাবে অসৎভাবে উপার্জ্জিত টাকা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য সংগ্রহ করা হয় না এই বলেই আমি তাকে আমার ঘর থেকে বের করে দিই।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমার প্‌্রশ্ন পরিষ্কার হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—আপনার প্‌্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই লটারী বন্ধ হয়ে গেলে অনেক লোকের রুটি রোজি বন্ধ হয়ে যাবে। এদের কথা চিন্তা করে এটা আবার চালু হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্‌্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে রাজ্য লটারী আবার চালু করা সম্ভব নয়।

কলিং এটেনসন

মিঃ স্পীকার :—আমি একটি কলিং এটেনসন নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় এর নিকট থেকে। উহার বিষয়বস্তু হলো : – "গত ২৯শে সেপ্‌টেম্বর দলপতি পাড়ার নিকট উগ্রপন্থীদের হাতে জনৈক হোমগার্ড নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উহার উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি আজ উহার উপর বিবৃতি দিতে অপারগ হন তবে তিনি আমায় একটি তারিখ জানাবেন সেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্‌্রবর্ত্তী :—স্যার আমি আগামীকাল এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল ১১-১০-৮৩ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যদের নাম শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "গত ১২-৯-৮৩ইং বিলোনীয়া আর্য কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর অমৃত সাহার নৃশংস হত্যা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন ? যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার আগামী ১১ই অক্‌টোবর এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১১ই অক্‌টোর এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয়ের এবং সুনীল চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:—

"২৬শে সেপ্‌টেম্বর এ, আই, সি, সি, সদস্য শ্রী ষ্টিফেনে আয়োজিত জনসভায় শ্রী ষ্টিফেনের

৩।
উপর (শিশু উদ্যানে) আক্রমণ ও পুলিশের আত্মরক্ষার্থে গুলি চালনা সম্পর্কে"। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এবং শুনীল চৌধুরী নিশ্চয়ই উপস্থিত আছেন।। আমি মাননীয় সদস্যগণ মাননীয় দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের উপর সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখনই এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, কংগ্রেস (আই) এর সর্ব ভারতীয় নেতা, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী সি, এম ষ্টিফেন আগরতলা শিশু উদ্যানে একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই জনসভায় আসার আগে থেকে, বলা যেতে পারে, এর রিপোর্ট থেকেই একটা প্রচণ্ড টেনশান বা উত্তেজনা দেখা দেয় কংগ্রেস (আই) এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। এটা পুলিশ আগে থেকে কিছুটা সংবাদ পেয়ে এয়ার পোর্টে কিছুটা ব্যবস্থা রেখেছিল, সার্কিট হাউসেও রেখেছিল এবং জনসভার স্থানেও রেখেছিল। তাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আমরা তাদের দূরে রেখেছিলাম যাতে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না হয় এবং পশ্চিম ত্রিপুরার ডি, এস, পি, (ডি, আই, বি) এর নেতৃত্বে এই কাজ করা হয়েছিল। যখন জনসভা শেষ হয় তখন জনসভা থেকে বেরিয়ে, এটা বিকালে, তখন সময় হবে ৫—১৫মিনিট, তাঁরা যখন গাড়ীতে উঠবেন, শ্রীষ্টিফেন উঠেছেন, শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি ষ্টেট কংগ্রেস (আই) এর প্রেসিডেন্ট, তিনি এখন উঠবেন তখন দেখা গেল একদল লোক তাঁকে বাধা দিচ্ছে এবং তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার উপক্রম করছে, মারধোর করার চেষ্টা করছে। এই যে ঘটনা, এই ঘটনাটি কংগ্রেস (আই) এরই একটি অংশ করেছিল এবং এই সময়ে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার, তিনিও ছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত গাড়ীতে উঠতে সমর্থ হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উদ্যোক্তারা ভাল বাতির ব্যবস্থা করেননি। অন্ধকার ছিল। যখন গাড়ী ষ্টার্ট দিতে যায় সেই সময়ে কংগ্রেস (আই) বলে পরিচিত, গাড়ীটাকে তারা ঘেরাও করে এবং গাড়ীটা যাতে ষ্টার্ট না দিতে পারে তার চেষ্টা করে এবং শ্রীভট্টাচার্য্যকে জোর করে নামাবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সাদা পোশাকের পুলিশ থাকার ফলে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কনষ্টেবল শ্রীধীরেন্দ্র দাস, তিনি শ্রীমজুমদারের সঙ্গে ছিলেন। তাদের রক্ষা করার জন্য, বিশেষ করে অশোক বাবু এবং মজুমদারকে রক্ষা করার জন্য, এবং যারা বিক্ষোভকারী, যারা এই সমস্ত ভাংচুর করেছিল, তাদের সরিয়ে দেয়ার জন্য তিন রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে এবং পরে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং তারা গাড়ী নিয়ে সার্কিট হাউসে চলে যায়। এই ঘটনার খবর অ্যাডিশন্যাল এস, পি (ওয়েষ্ট) এবং অ্যাডিশন্যাল এস, পি, (আরবন) যখন পেলেন, তাঁরা সংগে সংগে ছুটে গেলেন এবং নিরপত্তার ব্যবস্থা নেন যাতে আর কোন ঘটনা না ঘটতে পারে। এই ব্যাপারে শ্রী সুধীর মজুমদার, আমাদের হাউসের সদস্য, তিনি উপস্থিত আছেন এখানে, তিনি একটা কমপ্লেন করেছেন ওয়েষ্ট কোতোয়ালীতে, আগরতলায়। কেস নং ৪৭(৯)৮৩ ইউ/এস

২৪৯/১৩২/৪২৭/৫৫৯/৩০৭ আই, পি, সি, এই কেসটা তিনি দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ অনুসারে এই কেসটা দায়ের করা হয়। শ্রী মজুমদার কয়েকজন আসামীর নাম করেন। তাদের মধ্যে জীবন সাহা, সন্দীপ বর্মন এবং আরও ২০/২৫ জন যাদের নাম তিনি বলতে পারেন নি। পরে রাজ্য কংগ্রেস-এর অন্যতম নেতা ভোলা দেব, তিনি আরও কিছু নাম বলেন। তাদের মধ্যে রয়েছে বীরজিত্ সিং, সুরজিৎ দত্ত, দুলাল দাস, আশুতোষ দাস, পিযুষ বিশ্বাস এবং মানিক চক্রবর্তী। এরা সবাই কংগ্রেস (আই) এর বিভিন্ন শাখার নেতা। এর পরে অ্যাডিশন্যাল সেসন জাজ, আগরতলার কাছ থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর অ্যান্টিসিপেটরী বেল নিয়ে আসেন তাদের মধ্যে আছে শ্রী জীবন সাহা, নারায়ন চক্রবর্তী এবং স্বপন চক্রবর্তী। পরের তিন জনের নাম এফ, আই, আর, এ ছিল না। এফ, আই, আর এ বলা হয়েছে যে এইসব আসামীরা শ্রী মজুমদারকে এবং তার সহকর্মীদের খুন করতে চেষ্টা করেছিল।

শ্রী নকুল দাস :—এই যে সনজীব বর্মা, এটা কি আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী সমীর বর্মনের ছেলে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নকুল দাস—এই শিশু উদ্যানের সমাবেশের মধ্যে একদল জিন্দাবাদ, আর একদল মুর্দাবাদ বলেছিলেন এবং সেই সময়ে অশোক বাবুর সারা গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে ষ্টিফেন সাহেব বলেছিলেন—"কীপ সাইলেন্ট। নো জিন্দাবাদ, নো মুর্দাবাদ। দিস ইজ ডিসিপ্লিন অব দি কংগ্রেস ইজ ইট দি ডিসিপ্লিন অব দি কংগ্রেস ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এসব আমাদের জানার কথা নয়, তবে যে বিষয়টা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি আমার তথ্য জানিয়েছি। মিটিং বা রাস্তায় যে সব লোকজন ছিলেন কে কি শ্লোগান দিয়েছেন, তারা সবই শুনেছেন। অন্য দিকে আমাদের পুলিশ ব্যস্ত ছিল যাতে কোন সংঘর্ষ না হয় বা কোন রকম উত্তেজনা না ছড়ায় এবং যে সব অতিথি এসেছেন তারা যাতে কোনা রকমে নির্য্যাতিত না হন। আমি মনে করি আমাদের পুলিশ, তাদের দায়িত্ব সঠিক মতো পালন করেছেন এবং অতিথিরা কোন ক্রমে নির্য্যাতীত হয় নি।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে সন্দীপ বর্মন বলে একজনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং অনেক সদস্য জানতে চেয়েছেন, সেই সন্দীপ বর্মন সমীর বর্মনের পুত্র কিনা তা মাননীয় কংগ্রেস দলের অনেক সদস্য তো এখানে উপস্থিত আছেন, তারাও তো বলে দিতে পারেন, সেই সন্দীপ বর্মন সমীর বর্মনের পুত্র কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এখানে কোন কিছু ক্লারিফাই করার দায়িত্ব আমাদেরই, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের সেই দায়িত্ব নেই। কাজেই ক্লারিফিকেশানটা মাননীয় সদস্যের আমার কাছেই চাওয়া উচিত ছিল, সদস্যদের কাছে নয়।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাই আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী

নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, গত ২৮শে জুলাই প্রমোদনগর ল্যাম্পস লুট ও জনৈক মৃৎ শিল্পীর খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৮-৭-৮৩ইং শ্রীঅনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে ১৩ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থীর একটি দল বেলা প্রায় ৪টারসময় খোয়াই থানার অন্তর্গত অনাথবন্ধু চৌধুরীপাড়ায় (১) (১) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, (২) শ্রীরামচন্দ্র দেববর্মা এবং (৩) শ্রীরাধাচরণ দেববর্মার বাড়ীতে হানা দিয়ে নগদ টাকা এবং হাত ঘড়ি সমস্ত ১০০০ টাকা মূল্যের সম্পদ লুট করিয়া নিয়ে যায়। উগ্রপন্থীরা শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বাড়ী হইতে ফিরার পথে উত্তর চবরী শ্রীহীরামোহন পাল নামক এক মৃৎ শিল্পীকে ঐ গ্রামের পাশে তলশি কক বাদলাবাড়ী রাস্তার উপর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে।

খোয়াই থানার অন্তর্গত অনাথ চৌধুরী পাড়ায় শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার অভিযোগমূলে খোয়াই থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৬/৩০২, ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ২২ (৭) ৮৩ নং মকোওমা নথিভুক্ত করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার অসৎ উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে বলে পুলিশ সন্দেহ করে।

ঐ দিনই রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সেই উগ্রপন্থী দলটি শ্রীঅনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে প্রমোদনগর বাজার ল্যাম্পস লুট করে কাপড়, সাবান, বিড়ি ও তুব সমস্ত প্রায় ৫১,৯০০ টাকা মূল্যের জিনিস নিয়া যায়।

কল্যানপুর থানায় অন্তর্গত প্রমোদনগর-এর শ্রীকার্ত্তিক ওরাং এর অভিযোগমূলে কল্যানপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ৪ (৭) ৮৩ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত ঘটনায় (১) শ্রীমহেন্দ্র কলই. (২ শ্রীতেলিয়ানা ওরফে পল ডরিলং (৩) শ্রীউমেশ কলই ওরফে লগিয়া এবং (৪) শ্রীআনন্দ রিয়াং নামক চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে তারা প্রত্যেকে জেল হাজতে আছে।

ঘটনা দুইটি তদন্তনাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার, প্রমোদনগর এলাকা সি, পি, এম, অধ্যুষিত, সেখানে অন্য কোন দলের স্থান নেই এবং ঐ এলাকা থেকেই বিগত নির্বাচিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ঐ প্রমোদনগর এলাকায় সি, পি, এম সমর্থিত লোকেরাই এসব দুষ্কর্মের সংগে জড়িত রয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য সমস্ত ঘটনাটাকে উলটো, ডেস্টোর্ড করার চেষ্টা করছেন। এটা সত্যিই বিপদ-জনক ব্যাপার। সেখানে একজন বাঙ্গালীকে খুন করা হয়েছে, অথচ উনারা এটাকে উস্কানি মূলক ভাবে নিচ্ছেন, এটা আদৌ করা তাদের পক্ষে উচিত নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে এসব কথা বলে আবার একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, তাই আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে, এই ধরনকে ঘটনা এখন থেকে বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু সি, পি, এমের একজন সেখানে থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সেহেতু সি, পি, এম, রাই সবকিছু করবে, এ হতে পারে না।

শ্রীকেশব মজুমদার — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রমোদনগর এলাকায় যে সব ঘটনাগুলি ঘটছে, সেগুলির সংগে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা জড়িত রয়েছেন, বিশেষ করে বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পনের পর টি, এন. ভির সহযোগীতায় তারাএসব উগ্রানিমূলক কাজ করে চলেছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা, তা আমি জানতে চাই ? দ্বিতীয়তঃ যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের দোষারুপ করার জন্য টি, এন, ভির সাহায্যে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এসব দুষকর্মগুলি করছেন, এই তথ্য মাননীয় মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, জানতে চাই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথম যে তথ্যটা জানতে চেয়েছেন, সেই ধরনের কোন তথ্য এখুনি আমার কাছে নেই। তবে দ্বিতীয় তথ্য তিনি যেটা চেয়েছেন, সেটার সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার—প্রমোদনগরে ঐ উগ্রপন্থিরা যে দিন ডাকাতি করলেন' সেই দিনই তারা সেখানকার স্থানীয় সি, পি. এম নেতা প্রেম সিং লালকে নাম ধরে খোঁজাখোঁজি করছিল এবং সেই এলাকায় উগ্রপন্থিদের হানা হতে পারে এই আশঙ্কা করে অন্য একজন স্থানীয় সি, পি, এম, নেতা শ্রী রাম বাহাদুর দেববর্মা বেলা ৩টার আগেই পুলিশকে ঐ এলাকায় টহল দেওয়ার জন্য আগাম সংবাদ পাঠিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ আগাম খবর পাওয়া সত্বেও বেলা ৩টার অনেক পরে সেই এলাকায় গিয়েছেন, যার ফলে উগ্রপন্থিরা ডাকাতি করে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার ২/১ দিনের মধ্যে আমি সেই এলাকাতে গিয়েছিলাম। মাননীয় সদস্য যে দুইজনের নাম বলেছেন, প্রেম সিং লাল এবং রাম বাহাদুর দেববর্মা, তারা দুই জনই সেই এলাকার স্থানীয় সি, পি, এম, নেতা, উগ্রপন্থিরা তাদের খোঁজ করেছিল, উগ্রপন্থিরা যদি সত্যি তাদের পেত. তাহলে হয়তো তাদের খুন করত, ভাগ্য ভাল যে তারা এবারের মতো বেঁচে গেছেন। আমি রাম বাহাদুরের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে সে ঘটনা ঘটবার অনেক আগেই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ সময় মতো সেখানে গিয়ে পৌছতে পারেন নি। পুলিশ কেন আগাম খবর পেয়েও সময় মত সেখানে যেতে পারেনি, সেজন্য তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে, এখনও রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে টি. ইউ. জে. এস এবং কংগ্রেস(ই) রাজ্যে অশান্তি আনার জন্য চেষ্টা করছে, এবং আমরা কিছুদিন আগে চিলড্রেন পার্কে সেটা লক্ষ্যও করেছি এই দলীয় কোন্দলকে চাপা দেওয়ার জন্য এই ভাবে রাজ্যে অশান্তি আনার চেষ্টা করছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই সব ব্যাপারে রাজ্য সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সুনীল কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী

নোটিশের উপর জবাব দেওয়ার জন্ত আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল:—"গত ১৬ই আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে তকমাছড়ার রাবার শ্রমিক প্রভাত দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, গত ১৬.৮.৮৩ইং তারিখ বেলা ১১টা ৩০ মিঃ এর সময় তকমাছড়া ফরেষ্ট কর্পোরেশানের গার্ড শ্রী নিখিল দাস অন্যান্ত ৬/৭ জন কর্মী সহ যখন লেবার শেড পরিস্কার করিতেছিল তখন ৫/৬ জন দুষ্কৃকারীর একটি দল ৪টি দেশী বন্দুক নিয়া এই শেডে হামলা চালায়। এই দুষ্কৃতকারীদের দলটিকে দেখিতে পাইয়া রাবার শ্রমিক শ্রী প্রভাত দেববর্মা পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতকারীরা তাহাকে ধরিয়া ঘটনা স্থলে গুলি করে হত্যা করে। তারপর দুষ্কৃতকারীরা শ্রী নিখিল দাসকে পাকড়াও করে ফরেষ্ট কর্পোশানের অফিস যাওয়ার পথে দুষ্কৃতকারীরা শ্রী নিখিল দাস এবং অন্যান্য কর্মচারীদের গৃহে প্রবেশ করিয়া নগদ ৫০০ টাকা ট্রেনজিসটার রেডিও এবং একটি লেডিজ ছাতা ইত্যাদি লুঠ করে নিয়া যায়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাসিন্দা এবং শ্রমিকেরা বাজারে জড় হইলে উগ্রপন্থী দলটি বেলা ১২টার সময় আদিপুর দিকে পলাইয়া যায়।

এই ঘটনায় বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারার এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ১৪ (৮) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত বিলোনীয়া থানার পাতিছড়ি গ্রামের শ্রীরবি জমাতিয়া এবং শ্রী কাঞ্চাকলা মরসুমকে গ্রেপ্তার করেন। তাহারা বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

প্রভাত দেববর্মাকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক যাহারা যেখানে উপস্থিত ছিল তাহাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। শ্রী দেববর্মা শ্রমিক সংগঠন সি, আই, টি, ইউর সদস্য ছিলেন এবং সি, পি, আই. (এম), সমর্থক ছিলেন। বাগান শ্রমিক সংগঠনকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হতে পারে। সমগ্র ব্যাপারটি এখন তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রভাত দেববর্মা মারা যাওয়ার পূর্বে সেই দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে ক টি নাম বলে গিয়েছিলেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না এবং এখানে কোন ক্যাম্প ছিল কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা আমার জানা নাই আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে জানান হচ্ছে যে এখানে একটি ক্যাম্প ছিল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর ক্যাম্পটি তুলে নিয়ে আসা হয়। মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে কোথাও খুন সন্ত্রাস হলে সরকার সেই সব জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসান এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সেই সব তুলে নিয়ে আসা হয়। আমাদের পুলিশের সংখ্যা খুব কম সেজন্য আমরা সব সময়ের জন্ত এই ভাবে ক্যাম্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের যে ষ্ট্রেংথ আছে সি, আর, পি, এফ, ইত্যাদি সহ তাদের নিয়েও এই ভাবে সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্যাম্প রাখতে পারছি না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শ্রীরবি দেববর্মা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী এই তথ্য জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন বক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর জবাব দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তুর "গত ২৯শে আগষ্ট অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়ায় উপজাতি যুব সমিতির আঞ্চলিক সহ-সভাপতি কর্ণ কিশোর রোয়াজাকে গুলি করে হত্যা করা ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, গত ২৯,৮, ৮৩ইং রাত্রি প্রায় ৮।৯ ঘটিকা সময় একদল ডাকাত দেশী বন্ধুক সহ গণ্ডাছড়া থানাধীন কর্ণ কিশোর পাড়ায় শ্রীকর্ণ কিশোর রোয়াজার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া টাকা পয়সা দাবী করে, কিন্তু শ্রীরোয়াজা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে ডাকাত দলটি তাহাকে বাড়ীর ভিতর গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করিয়া গণ্ডাছড়ার দিকে চলিয়া যায়।

এই ঘটনায় গণ্ডাছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারার এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারার মোর্কদ্দমা নং ২(৮)৮৩ নথী ভুক্ত করা হয়।

উক্ত ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

শ্রীকর্ণ কিশোর রোয়াজা পুলিশের একজন বন্ধু ছিলেন। তাহার খবরাখবরের ভিত্তিতে পুলিশ গণ্ডাছড়া থানার কয়েকটি কেইসে ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করেন। শ্রীকর্ণ কিশোর রোয়াজা গত ২০,৭, ৮৫ইং তারিখও পুলিশকে দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে যাহারা এলাকায় ডাকাতি লুটতরাজ করিতেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল তাহাদের সম্বন্ধে খবরাখবর জানায়। এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দুষ্কৃতকারীরা শ্রী রোয়াজার প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ ছিল। ইহাই কর্ণ কিশোর রোয়াজার হত্যার মুল উদ্দেশ্য বলিয়া পুলিশ অনুমান করেন।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কর্ণ কিশোর রোয়াজার হত্যার আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট ৮৩ইং প্রাক্তন এম. এল. এ. পাখী ত্রিপুরার বাড়ীতে শ্রী মলিন ত্রিপুরা, পিতা শ্রী গীবন্ত কুমার ত্রিপুরা, শ্রী নগরমানিক ত্রিপুরা, পিতা শকুনী রোয়াজা, শ্রী সুচন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা শকুনী ত্রিপুরা — এরা সকলে বসে মিটিং করে এই খুনের পরিকল্পনা করে এবং সেই খুনের পরের দিন মৃত কর্ণ কিশোর রোয়াজাকে গণ্ডাছড়া থানায় নিয়ে আসার পর তার ছেলে নরেন্দ্র ত্রিপুরাকে সি. পি. এম পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে হুমকী দেওয়া হয় যে, তুমি কেশ করবে না যদি তুমি কেশ কর তাহলে তোমার অবস্থাও তোমার বাবার মত হবে। এবং যদি তুমি কেশ না কর তাহলে তোমাকে ৫ হাজার টাকা এবং চাকরী দেওয়া হবে। এই কথা শ্রী ত্রিপুরা ওখানকার ও. সি., এস. পি. এবং এস. ডি. ও. কে জানাইয়াছিল, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার. এটা লিষ্টেড রয়েছে যে, এটাকে টি. ইউ জে. এস, তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইছে এবং সি. পি. (এম) -এর বিরুদ্ধে এই সব কুৎসা রটনা করছে : হত্যাকারীদের হত্যাকারী হিসেবেই দেখতে হবে। এই ধরনের ডাকাতি নূতন নয় যদি কোন রাজনৈতিক দল এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে

চান তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। যদি পুলিশের কাছে কোন তথ্য আসে তাহলে পুলিশ নিশ্চয় সেগুলি বিবেচনা করে দেখবেন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, কোন সময় এই ধরনের রাজনৈতিক কুৎসা প্রচার করবেন না, যেগুলি এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ডাকাতির ব্যাপারে প্রথমে নগরমারিক ত্রিপুরার নামে থানায় কেজ দেওয়া হয়েছিল এবং এরেষ্ট করা হয়েছিল। তারপরে নগরমারিক ত্রিপুরাকে গনমুক্তি পরিষদের সদস্যরা পি, এস, থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদেরকে রেকুয়েস্ট করেন এবং এইভাবে সে থানা থেকে ছাড়া পায়। তারপর হত্যার পর মাণিন কুমার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে থানায় কেজ করেছিল এই বলে যে, সে কর্ণ কুমার রোয়াজাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তারপরেও তাকে পুলিশ এরেষ্ট করে নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ সি পি (এম) বা টি. ইউ, জে, এস কোন দলের কথায় এরেষ্ট করবেন না। তথ্যের ভিত্তিতে এরেষ্ট করবে, তথ্য সংগ্রহ করে যারা এই ঘটনার সংঙ্গে যুক্ত তাদেরকে এরেষ্ট করবে।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যরিফিকেশন স্যার, এই কর্ণ কিশোর রোয়াজা বরাবর সরকারের কাজে সহযোগীতা করেছিলেন। এটা আমরা জানি। বিশেষ করে যেখানে ত্রিপুরাতে উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পণ করছে এবং একটা নূতন আবাহাওয়ার সৃষ্টি করছে সেই ব্যাপারে রোওয়াজার সহযোগীতা আছে এই জন্য টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা তাকে হত্যা করেছে এবং প্রচার করছে যে সি, পি, এম তাকে খুন করেছে। এইভাবে তারা ত্রিপুরাতে নূতন করে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা সৃষ্টি করছে এবং এই উদ্দেশ্যই তারা জগবন্ধু পাড়ায় বন্ধ কল করেছিল। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি তো বলেছি যে শ্রীরোয়াজা পুলিশকে সাহায্য করেছিলেন। এইটা তাঁর হত্যার কারণ হতে পারে। মাননীয় সদস্যদেরকে আমি বলতে চাই যে, খুনীকে খুনী হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত, সেখানে কোন দলের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। আমি আর বেশী বলব না, বিষয়টি তদন্তাধীন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে কর্ণ কিশোর ত্রিপুরা তিনি টি. ইউ. জে. এসের আঞ্চলিক সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটাকে এখানে অন্যভাবে সাজানো হচ্ছে। এই ঘটনার সংগে যারা যুক্ত তারা সেখানে নানা রকম চুরি ডাকাতির সংগে যুক্ত ছিল এবং কর্ণ কিশোর রোয়াজাকে হোমকী দেওয়া হয়েছিল এবং এই সমস্ত কাজ সেখানে যারা করতো তারা সি. পি. ইমের সমর্থক। যারা খুন করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেজ করা সত্বেও তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বিভ্রান্তীকর তথ্য পরিবেশন করছেন। তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—রেইং অব রিপলাই টু পোসটপোণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধান সভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়ের

After Recess at 2 P. M.

Voting on the Demands for Excess Grants for the year 1978-1979.

Mr. Speaker :—১৯৭৮-৭৯ সনের অ্যাকসেস্ গ্রান্টের উপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৮-৭৯ সালের আমাদের যে অ্যাকসেস টাকার দরকার পড়েছে সে জন্য আমি কিছু ডিমাণ্ড উপস্থিত করছি। এই অ্যাকসেসের মূল কেন্দ্র হচ্ছে, পাবলিক অ্যাকটিভিটিস। সে দিক থেকে কতগুলি খরচা বাজেট করার সময় অমরা লক্ষ্য করতে পারিনি কিংবা শেষ মুহূর্তে লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই সেগুলির অনুমোদন আমি চাচ্ছি। এই অ্যাকসেস যে সব ডিমাণ্ডে হয়েছে সেইগুলি হচ্ছে, ওয়াটার সাপ্লাই। পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা করেছি। পূর্তদপ্তর দ্রুত এক্সপান্ড করছে। এডুকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করেছি, সেচ প্রকল্প, পাওয়ার প্রজেকট, পাবলিক হেলথ, আমাদের ত্রিপুরার ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন আছে সেগুলির মধ্যে কাজ করা হচ্ছে, হ্যাণ্ডলুম, হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট কর্পোরেশন, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন এবং ইণ্ডাষ্ট্রি গুলিতে খরচা হয়েছে। আমি আশা করব, হাউস এগুলি সমর্থন।

মিঃ স্পীকার :—১৯৭৮-৭৯ সনের অ্যাকসেস ডিমাণ্ডগুলি আমি ভোটে দেব। তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই ডিমাণ্ডগুলি মুভ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,84,94,925/- charged expenditure of Rs. 12,17,029/-be granted on account for or towards defraying eharges for the following servises and purposes in respect of demands, for Exeess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on 31st March, 1979, namely:—

Demand No	Services/Purposes	Sums not exceeding
1	2	3
5.	State Excise	8,565/-
9.	Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hostel etc.	48,030/-
13.	Other Administrative Services (State Lottery)	145/-
13.	Pension and other Retirements Benifits	6,99,519/-
14.	Public Works.	83,22,030/-
14.	Public Health, Sanitation and Water Supply-	88,262/-

14.	Animal Husbandry.	6,373/-
16.	Education	6,60,447/-
19.	Family Welfare.	1,86,654/-
20.	Roads & Bridges.	7,72,043/-
22.	Social Security and Welfare (resettlement of landless of Agri-labouress).	3,54,612/-
28.	Labour and Employment (Training of Craftsman)	46,237/-
30.	Animal Husbandry.	7,85,131/-
33.	Community Development (Water Supply and sanitation)	83,683/-
34.	Special & Backward Areas (N. E. C. schemes for Village and Small Industries).	33,116/-
35.	Minor Irrigation.	32,09,383/-
35.	Power Projects.	12,05,958/-
37.	Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Medical).	1,69,595/-
37.	Investment in General Financial and Training Institutions (Forest).	11,00,000/-
38.	Investment in General Financial and Trading Instructions (Industries).	1,51,000/-
39.	Capital outlay on Housing.	8,58,349/-
41.	Loans for Fisheries.	46,500/-
43.	Capital outlay on Special and Backward Areas (N. E. C. schemes for Power Projects).	2,06,028/-
43.	Capital outlay on Power Projects.	92,95,156/-
45.	Loans for Housing.	2.58,150/-
	GRANT TOTAL.	2,84,94,926/-

Mr. Speaker:—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 2,84, 4,926/- including charged expenditure of Rs. 12,17,029/- be granted on account for on towards defraying charges for the following services and purposes in respect of demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial Year ended on 31st March, 1979, namely:—

Demand No.	Services/purceses	Sums not exceeding
1	2	4
5.	State Excise	Rs. 8,565/-
9.	Other Administrative Services (Guest Houste, Govt. Hostel etc.	48,030/-
13.	Other Administrative Services (State Lottery)	145/-

13.	Pension and other Retirement Benifits.	6,99,519/-
14.	Public Works.	83,22,036/-
14.	Public Health, Sanitation and Water Supply.	88,262/-
14.	Animal Husbandry.	6,373/-
16.	Education.	5,60,447/-
19.	Family Welfare.	1,86,654/-
20.	Roads & Bridges.	7,72,043/-
22.	Social Security and Welfares (Resettlement of landless Agri-labourers).	3,54,612/-
28.	Labour and Employment (Training of Craftsman).	46,237/-
30.	Animal Husbandry.	7,85,131/-
33.	Community Development (Water Supply and Sanitation).	83,683/-
34.	Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for Village and Small Industries).	33,116/-
35.	Minor Irrigation.	32 09,383/-
35.	Power Projects.	12.05,858/-
37.	Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Medical).	1,69,595/-
37.	Investment in general Financial and Trading Institution (Forest).	11,00,000/-
38.	Investment in Geheral Financial and Trading Institutions (Industries).	1,51,000/-
39.	Capital outlay on Housing.	8,58,349/-
41.	Loans for Fisheries.	46,500/-
43.	Capital outlay on Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for Power Projects).	2,06,082/-
43.	Capital outlay on Power Projects.	92,95,156/-
	Loans for Housing.	2,58,150/-
45.	Loans for Housing	2,584,150/-
	GRAND TOTAL—	2,84,94,926/-

(The motion for the Demands for excess grants are put to vocice vote and Passed.)

জেনারেল ডিস্‌কাশন্‌ অন্‌ দি ডিমাণ্ড ফর এ্যাক্‌সেস গ্র্যান্টস্‌
ফর দি ইয়ার ১৯৭৯-৮০।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো—"১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক সনের অ্যাক-সেস্‌ গ্রান্টসের দাবীর উপর সাধারন সমালোচনা"। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনু-রোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা অ্যাকস্‌সেস গ্রান্টের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : ১০, ১০, ৮৩ ইং
রাত্রি ১০ মিঃ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি যে Demand for Excess grant, রানাই, যে, আলোচনা বুরুমানি আং বুচিই মানয়া অবহাই বিধান সভা, বন'সারা রুবই রামাইয়ে বরক আসীক রাং কাঁবাংমা সাবাই মানথা। ইর' বনি নাহামাং অংথা রাজনীতি। যেটা বাজেট অ তংমানি বনি বাইয়েসি। বরুকনি যে বরকরক তংমানি বরকবাই সানজাকওনাই আবন পুরন থাঁলাইনা থাংগাই, বনি বাংসে থরচ মান থাঁলাই অ। যেমন Water Supply এবং Ruler Water Supplies Works আব, আং সাই মান' Work কাঁবাংমা তংগ বতাই রক থাঁসে থাঁলাইজাকয়া আর তাবকসে Water Supply নি থরচ থাঁলাই মা তংগ। Sheduled Work ফাতার বরক থাঁলাইঅ অর্থাৎ বিধান সভা ন ববক ফাতাব নাবাগাই অম হাইথে সামুং তাংগ বরকনি দলন' নারীকনানি। তেই এই যে District council নি ব্যপারে 79 31শে মার্চ পর্যন্ত আর Autonomouse District Council গঠন সে আব খু নিবচিন সি আংয়াখু আরসে পাঁচ লাখ রাং বারা থরচ আং তংথা। অম তামনে আং ? কাজেই, অমপুরাপুরি রাজনীতি থাঁসাইমানিসি। অম Distric council Slcetson জিতিনা থাংগাই বরক থরচ মা থাঁলাই লাহা। District Council ন সামুং ফানাংনানি ককয়া। কারন, Election আংয়া কোন Body কাঁরাই, কোন Member আংয়াখু। তবসে বরক হাই থাঁলাইথা। কা , আর বিসিংগ সামুং তাংগাই অর আইনমতে বিধান সভা সম্মতি নানানি চাপ রমানি। অম চাংগসে না মানয়া।

অমন' চা পুরাপুরি ব্যখা নাইঅ। অম বাং-মন্ত্রীনি থানি চাং সিনা নাইঅ যে Schedulhd of Work, Budgst-নি ফাতাব' বাহাইথে থরচ আং বাহাইথে District Council আংয়া সানি থরচ আং পাঁচ লাখ ? অমন আইনমতে চাংন গসে রীনা নাই তংগ। চায়া ন চাঅ রাং চাং ফাইয়া। অমন জনস্বার্থে প্রতিবাদ থাঁলাই, চায়া হানাই, চাং অমন গসে না মানয়া।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে Demand for Exues Grant বলে যে আলোচনায় বসেছি, আমি বলতে পারিনা এই বিধান সভাকে না বলে কি করে তারা এতো টাকা খরচ করতে পেরেছেন। এখানে এর মুল দৃষ্টি হলো রাজনীতি। তাদের যে সমর্থক রয়েছেন, তাদের চাহিদা পূরন করার জন্যই তাদের এটা করতে হয়েছে। যেমন Water Supply এবং Rural Water Supplies, সেখানে আমি জানি অনেক কাজ রয়েছে যেগুলো মোটেই করা হয়নি সেখানে এখন তাদের সেইসব কাজ করতে হচ্ছে। Scheduled Work এর বাইরে তাদের করতে হচ্ছে, অর্থাৎ বিধানসভাকে বাইরে রেখে এভাবে তারা কাজ করছেন দলকে টিকিয়ে রাখতে। আর এই যে District Council এর বাপারে 79 এর 31শে মার্চ পর্য্যন্ত যখন Autonomoues District Council গঠনই হয়নি নির্বাচনই হয়নি সেখানে তখনই খরচ হয়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এটা কিভাবে হলো ? কাজেই এটা হলো রাজনীতি সেটা District Council নির্বাচনে জেতার জন্য করতে হয়েছে। কারণ, Election হয়নি, কোন Body হয়নি, কোন সদস্য ও হয়নি সেখানে এতো টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই এটা গোপনে কাজ করে এখন বাইরে এসে বিধানসভার সম্মতি নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। এটা আমরা মানতে পারি না। আমরা এটা পুরা ব্যখা চাই। অর্থ মন্ত্রীর কাছে, Work Budget এর বাইরে কি করে কাজ হয়। কি করে Distict

Council হবার আগেই ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা খরচ হয়। এটাকে আইন মোতাবেক আমাদের স্বীকার করতে বলা হচ্ছে। অসত্যকে সত্য বলতে আমরা এখানে আসিনি। এটাকে জনস্বার্থে প্রতিবাদ করে, এটা অবাস্তব বলে, আমরা এটাকে স্বীকার করতে পারি না।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে ডিমাণ্ড ফর এ্যাকসেস গ্র্যাণ্টস-এর উপর ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী পেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য একটা বাজেট তৈরী করা হয় এবং সেই বাজেট অনুসারেই রাজ্যের সারা বৎসরের উন্নয়ন মুলক কাজ কর্ম চলে। কিন্তু আমরা দেখেছি ১৯৭৯-৮০ ইং সনে এ্যাক্সেসগ্রাণ্ট ধরা হয়েছে—ল্যাণ্ড রেভেনিউ, পাবলিক ওয়ার্কস, এডুকেশান, মেডিক্যাল, কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট, মাইনর ইরিগেশান, পাওয়ার প্রজেক্টস ইত্যাদি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ, ডিপার্টমেণ্টের উপর। অথচ আগেই কোন খাতে কত খরচ হবে তার একটা বাজেট তৈরী হয়েছিল এবং বিধানসভায় পাশও হয়েছিল। স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা জানলেন না, অথচ সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে এবং আদৌ সে টাকা রাজ্যের উন্নয়ন মুলক ব্যয়িত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সদস্যরা অবহিত নন। কাজেই আমি আশা করব ভবিষ্যতে যখন বাজেট করা হবে তখন সরকার এই গুরুত্বপূর্ন ডিপার্টমেণ্টগুলির উপর লক্ষ্য রেখেই বাজেট তৈরী করবেন যাতে আর এ্যাকসেস গ্র্যাণ্ট নিতে না হয়। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে ৩ লক্ষ টাকার উপর খরচ করা হয়েছে, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকা এমনিভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ডিপার্টমেণ্টেগুলির উপর এ্যাকসেস টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকাগুলি সত্যিকারে রাজ্যের উন্নয়নমুলক কাজে ব্যয়িত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে বিধানসভা সদস্যদের এবং জনসাধারণের মনে উঠবেই এবং এই টাকাটা সঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা সরকারও হলফ করে বলতে পারবেন না। কাজেই আগামী দিনে বাজেট রচনার সময় যাতে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয় এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৯-৮০ ইং সনের ডিমাণ্ডস ফর এ্যাকসেস গ্র্যাণ্টস হাউসের সামনে পেশ করতে গিয়ে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বর্ত্তমানে যে খরচটা হয়েছে সেটা এ্যাসকালেশান অব প্রাইস ইনডেক্স। এটা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। যে সব জিনিষ পত্র নিয়ে কাজ করতে হয় সেগুলির দাম বৃদ্ধি হয়, কর্মচারীদের ভাতা বাড়ে ইত্যাদি কারণে আমাদের এ্যাকসেস গ্র্যাণ্ট নিতে হয়। মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন এটা খুবই দুঃখজনক যে, তিনি একবারও পড়ে দেখলেন না কি বাবদে আমরা খরচটা করেছি।

পূর্বে যারা সরকারে ছিলেন এই সমস্ত কাজে তাদের কোন বালাই ছিল না, কিন্তু এই সরকার এই সমস্ত কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার মধ্য দিয়েই এইগুলি করতে হয়। যেমন, যারা রিক্সা শ্রমিক কোন দিন হয়তো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছিলেন, সেই ঋণ খুব সামান্যই হয়তো ৮০০, ৯০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন তার সুদ, সুদের সুদ ইত্যাদি করতে করতে অনেক টাকা হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এখানে গত শুক্রবার রিক্সা শ্রমিকদের বিরাট মিছিল হয়েছে, এই মিছিলের একটা মুল দাবী হচ্ছে এই ঋণ থেকে তারা মুক্ত হতে চান। এটা সমস্ত,

এটা কোন অন্যায় দাবী নয়। রিক্সা শ্রমিকরা যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে তপশীলি জাতি ও সিডিউলড কাষ্ট, তারা নিশ্চয়ই এই দাবী করতে পারেন। এই দাবীটা আমি বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখেছি রিক্সা শ্রমিকদের এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্য, শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রস্তাব আমি রেখেছি যে. সমস্ত সুদ আমরা পরিষ্কার করবো এবং এই রিক্সাগুলি তার মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ আমরা তুলেনেব, সরকার কিনে নেবেন তা না হলে আমাদের কাছে বিক্রি করে দিন রিক্সাগুলি, হয়তো এই রিকসাগুলির অনেক পার্টস নষ্ট হয়ে আছে, অনেক রিক্সা হয়তো অচল হয়ে পড়েই আছে সে সব বোঝা থেকে আমরা রিকসা শ্রমিকদের মুক্ত করতে চাই। আমরা এই যে সুদ এটা মুকুব করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই সুদ বাবদে আমাদের কিছু টাকা দিতে হয় সেটা মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। এক লক্ষ, ৪৬ হাজার, ৫ শত, ৮৪ টাকা আমাদের এই বাবদে দিতে হয়েছে। ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের আলোচনা এখনও চলছে, এই রিক্সাগুলি আমরা বোধ হয় কিনে নেব, আমরা কি ভাবে এটা করবো সেটা আমরা পরে আলোচনা করে ঠিক করবো। কিন্তু কোন রিক্সা শ্রমিক আর এই ঋণের বোঝা নিয়ে থাকবেন না তাদের আমরা ঋণ মুক্ত করতে চাই। মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন, আগের চেয়ে জিনিষপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে, আমরা দৈব বিশ্বাস করি না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে হঠাৎ করে স্পেয়ার পার্স নষ্ট হয়ে যায় তখন এমন অবস্থা হয় যেঅনেক রিক্সা শ্রমিক সেইগুলি ঠিক করার সামর্থ থাকেনা।

ম্যাডিকেলে আমরা এত টবকা খরচ করছি, মাননীয় সদস্যদর এইগুলি পড়া উচিত। কিছু দিন আগেও খবরে কাগজে উঠেছে ঔষধের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তার ফলে হাসপতালের সামান্যতম জিনিষ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিনা. আউটডোরে রোগীদের কথা বাদই দিলাম ইনডোরে রোগীদেরও আমরা ঠিক মতো ঔষধ দিতে পারছিনা, এই যে ঔষধ পত্রের দাম বেড়েছে তারই ফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। ওয়াটার সাপ্লাইয়ের স্পেয়ার পার্টসেরও দাম বেড়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এ, ডি, সি, সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন, কেন ভোটার লিষ্ট করা হলো? এতে বুঝা যাচ্ছে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা চেয়েছিলেন ইলেকশ্যান যাতে না হয়, তাঁদের খুসী করার জন্য এ, ডি, সি, পাশ করা হয় নি, আমরা পাশ করেছি ইলেকশ্যান করার জন্য। ভোটার লিষ্ট ছাড়া কোন ইলেকশ্যান হয়? অথচ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, এই টাকাটা বাজে খরচ করা হয়েছে। কেন এত চিৎকার করেছিলে, এত আনন্দ উৎসব করেছিলেন যে এ, ডি, সি, পাশ হয়ে গেছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী কর্মচারীরা কিছু বাড়তি টাকা পেলেও তাদের আপত্তি, এ তো আশ্চর্য দেখছি।এটা খুবই দুঃখজনক।

ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আমরা কিছু বেশী টাকা খরচ করেছি, যে সব খরচ আমরা করেছি এখানে লুকাবার কিছু নেই। আমাদের কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট, ডেভলাপমেন্ট মুভমেন্ট, কর্পোরেশন মুভমেন্ট ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলি করার জন্য আমরা কিছু টাকা খরচ করেছি মাননীয় সদস্যরা জানেন, এটা কতখানি আমাদের রাজ্যের

পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়েছে। স্থানীয় সদস্যরা যদি সেখানে যান তাহলে দেখতে পাবেন নূতন নূতন ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে হচ্ছে এবং আগামী দিনে আরও বেশী ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে হবে, রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি হবার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে, গ্যাস আমরা পেয়েছি আগামী দিনে আমরা এই গ্যাস ব্যবহার করতে পারবো। কাজেই এই যে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার বলে এই ইনফ্রাষ্ট্রাকচারটা তৈরী করার জন্য ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন আমরা করবো। এটা আশ্চর্য্যের কথা ডেভলাপমেণ্টের কাজ করা হয়েছে সেগুলি আগামী দিনের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ হবে সে সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি বিরোধীরা বাধা দিচ্ছেন? এটা খুবই দুঃভাগ্যজনক, আমি আশা করবো বিরোধী সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করবেন। জুট মিলকে আমরা কিছু টাকা দিচ্ছি, জুট মিলের চেহারা আগে কি ছিল, আর এখন কি চেহারা হয়েছে? জুট মিল এখন দৈনিক ২৫ টন উৎপাদন করছে এবং আশা করছি, আগামী ৬ মাসের মধ্যে ওরা ৩০ টন উৎপাদন করতে পারবে, তাহলে পর তাদের যে লোকসান ছিল সেই লোকসানের বোঝা অনেকখানি কমে যাবে। এইসব কাজ আমাদের অগ্রগতির জন্য সহায়ক সেগুলি করার জন্য এই অর্থ আমাদের খরচ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রাখছি।

VOTING OF THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR THE YEAR—1979-1980.

Mr. Speaker :—Now the business before the House is voting on Demands for excess Grants for the year 1979-80. I would now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for voting on Demands for excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on the 31st March, 1980.

Chief Minister :—Mr. Speaker Sir.

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,96,50,802/- excluding charged expenditure of Rs. 2,32,432/- be granted on account for of towards defraying charges for the following services and purposes in respect of Demands for excess Grants for the expend ture incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1980, namely :—

Demand No	Services and purposes	Sums not exceeding
1.	Social security & Welfare	79,494
4.	Land Revenue	3,00,608
6.	Taxes on Vehicles.	11,958
9.	Other Social and Community Services (Celebration of Re-public Day)	1,46,584
11.	Fire Protection and Control	1,341

11.	Other Trensport and Communication Srrvices (Wireless Planning and Co-ordination)	3,26,824
13.	Other Administrative Services	1,24,056
13.	Pensions and Other Retirement Benefits	3,92,431
14.	Public Works	19,54,547
14.	Education	62,994
14.	Public Health, Sanitation and Water Supply.	17,74,664
15,	Urban Development (Assistance to Municipality, Corporation etc.)	36,536
15.	Labour and Employment	8,069
16.	Education	79,63,322
18.	Medical	37,92,632
18.	Public Health, Sanitation and Water Supply	6.78,525
21.	Information and Publicity	1,24,343
22.	Other Administrative Services	11,936
22,	Other General Economic Services (Improvement of important markets)	2,19,409
23.	Social Security and Welfare (Autonomous District Council)	5,31,708
26.	Relief on Account of Natural Calamities.	16,45,160
27,	Community Development (Panchayet)	1,85,724
29.	Minor Irrigation (Agriculture)	70,079
29.	Fisheries	10,07,164
30.	Special and Backward Areas (N. E. C. Scheme) for Animal Husbandry and Dairy Development)	3,03.667
35.	Minor Irrigation	8.06,137
35.	Irrigation, Navigation, Drainge ann Flood Control Projects	5,964
35.	Power Projects	17.98,595
36.	Capital outlay on Education Art and Culture	3,68,095
36.	Capital outlay on Public Works	13,47,802
37.	Capital outlay on Public Health Sanitaion and Water Supply	5,45,590

37.	Capital outlay on Dairy Development	4,45,300
40.	Capital outlay on Cooperation	11,20,000
43.	Capital outlay on Irrigation, Navigation Drainage and Flood Control Projects	8,90,885
44.	Capital outlay on Consumers, Industries	1,00,000
44,	Investment in industrial Financial Institutions	4,00,000
45.	Loans for Community Development (Community Development Scheme)	68,650
	GRAND TOTAL :	2,96,50,892

Mr. Speaker :—Now the question before the House is tho motion moved by the Hon'bie Chief Minister that sum not exceeding Rs. 2,66,50.892/- excluding charged expenditure of Rs. 2,32,432/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and pnrpnse in respect of Demands for excess Grants for the expenditure incurved in relation to the State of Tripura for the financial year ended on 31st March. 1980, namely :

Demand No.	Servicrs & Purposes	Sums not exceeding
1.	ocial Security and Welfare	79,494
4.	Land Revenue	3,00,608
6.	Taxes on Vehicles	11,958
9.	Other Social/Community Services (Celebration of Re-public. Day)	1,46,584
11.	Fire Protection and Control	1,341
11.	Other Transport aud Communication Services (Wireless Planning and Coordination)	3,26,824
13.	Other Administrative Services	1,24,056
13.	pensions and Other Retirement Benefits	3,92.431
14.	Public Works	19.54,547
14.	Education	62,994
14.	Public Health, Sanitation and Water Supply	17,74,664
15.	Urban Development (Assistance to Municipality, Corporation etc.)	36,535
15.	Labour and Employmeni	8,069
16.	Education	79,63.322
18.	Medical	37.92.632

18.	Public Health, Sanitation and Water Supply	6,78,525
21.	Information and Publicity	1,24,343
22.	Other Administrative Services	11.936
22.	Other Gene-al Economic Servicer (Inıprovem ənt of important markets)	2,19,409
23.	Social Security and Welfare (Autonomous District Council)	5,31,708
26,	Releif on Account of Natural Calamittes	16,45,160
27.	Community Development (Panchayat)	1,85,724
29.	Minor Irrigation (Agriculture)	70,079
28.	Fisheaies	10,07,164
30.	Special and Bachward Areas (N. E. C, Scheme) for Animal Husbondry and Da ry Devrlopmeut	3,03,667
35.	Mi ıor Irrigation	8,06,137
85.	Po ver Projects	17,98,695
36.	Ca¸ital Outlay on Education Art and Culture	3,68,095
36.	Capital Outlay on Public Works	13,47,802
37,	Capital Outlay on Public Health Sanitation and Water Supply	5,45,590
37.	Capital Outlay on Dairy Development	4,45,300
40.	Capital Outlay on Cooperation	11,20,000
43.	Capital Outlay on Irrigation Navitation, Drainage and Flood Control Projects	8,90,885
44.	Capital Outlay on Consumers Industries	1,00,000
44.	Investment in Industrial Financial Institutions	4,00,000
45.	Loans for Community Development (Community Development Scheme)	68,650
	GRANT TOTAL	2,96,50,892

(The motion for Demands for excess Grants was put to vote and Passed)

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983).

উত্থাপন এই সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে অমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—Mr. Speaker, Sir, "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983)"

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—ভোটে এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হল।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল :—"The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—Mr. Speaker, Sir, I bag to move "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983) বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির উপর আলোচনা। আলোচনায় কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না বলে আমি ইহা এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—The Tripura Approprsation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983). বিবেচনা করা হউক।

ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার : —আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং ও ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে ধারাগুলি গৃহীত হল।)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডুল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিড্যুল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Tripura Appropriation (No.4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983).

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983)"

পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা। আলোচনায় কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না বলে আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

"The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1983)"

পাশ করা হউক।

(ভোটে বিলটি গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল :—"The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)",

আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—Mr. Speaker Sir. "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)"

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :—"The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)'.

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

ভোটে সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হল।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিতে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—Mr. Speaker, Sir, I bag to move "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)'.

বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি উপর আলোচনা। আলোচনায় কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না বলে আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :— "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)". বিবেচনা করা হউক।

(ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলে - বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :- " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)".

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- Mr. Sperker sir, I beg to move that " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1683 (Trlpura Bill, No. 11 of 1983)" পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :- " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 11 of 1983)" পাশ করা হউক।

(ভোটে বিলটা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :- " The Tripura Panchayats Bill, 1983 Tripura Bill No. 12 of 1983) ".

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় —I beg to move that "The Tripura Panchayats Bill 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— বিলটি আলোচনা করা হউক।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৩) হাউসের) সামনে উত্থাপন করেছি। তাই সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি হাউজের সামনে রাখব।

ঐ ত্রিপুরা রাজ্যে সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সাল থেকে উত্তর প্রদেশ পঞ্চায়েত আইনের অনুকরনে পঞ্চায়েত আইন চালু হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক চিন্তা ভাবনা করে এই আইনকে সংশোধন করে সংশোধীত আকারে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতির পর্ব শুরু করা হয়। হাউসের সদস্যরা এটা জানেন যে এক সময় এই উত্তর প্রদেশ নির্বাচন আইনে হাত তুলে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচন করা হতো। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন তাদের মনোনিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারতেন না। অনেক সময় দেখা গিয়েছিল যে গ্রামের মহাজন এবং জোতদারেরা বল পূর্বক এই নির্বাচনে জয়লাভ করত। এই সকল জোতদার এবং মহাজনরা কখনই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারেনি। এই পঞ্চায়েতের কোন ক্ষমতাও ছিলনা। ক্ষমতার ছিল বি, ডি, ও এর। এর পর পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরে সকল সদস্যদের পদ বাতিল করে শুধু পঞ্চায়েতের পদটিকে বহাল রাখা হতো। এতে করে আরো বেশী করে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হতো। এই উত্তর প্রদেশ আইনকে আমরা সংশোধন করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নির্বাচন আইন তৈরী করেছি। এই সংশোধীত আইনে ত্রিপুরার সাধারন মানুষ তাদের মনোনিত প্রার্থীকে গোপন ভোটে মাধ্যমে নির্বাচিত করতে পারবেন। ইউ, পি, আইনকে অনুসরন করতে গিয়ে আমাদের বিগত পাঁচ বৎসর অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইউ, পি, র যে ভোগলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ আকাশ পাতাল তফাৎ। ত্রিপুরায় রয়েছে নদী নালা, পাহাড়, সমতল ভূমি। ত্রিপুরার মানুষের জীবন ধারা ইউ, পি, র মানুষের জীবন ধারা হতে অনেক পৃথক। কাজেই সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই আমরা এই আইনটি তৈরী করেছি।

আমাদের এই আইনে আমরা ভোটাধিকারের বয়স ২১ বৎসর থেকে কমিয়ে ১৮ বৎসর করেছি। এই আইনের ধারা সাধারন মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরন করতে পারবে। গণতন্ত্রকে করবে আরো সম্প্রসারিত।

কিন্তু এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার যে, ১৮ বৎসরে কোন লোক ভোটাধিকার পেলেও ২১ বৎসরের কম হলে সে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

আমরা এখানে এগ্জিস্টিং গাঁও সভার নাম পরিবর্তন করে কনস্টিটিউএন্সি নাম রেখেছি। কারণ বিধান সভায় বা পার্লামেন্টের যেখানে কনস্টিটিউএন্সি রয়েছে সেখানে একটি গাঁও সভার একটি কনস্টিটিউএন্সি হিসেবে ধরা হবে।

আগে গাঁও সভায় কোন মিটিং বৎসরে একটা হতো কি না সন্দেহ। এখন আমরা আইন করেছি যে বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি মিটিং করতে হবে। এই মিটিং এ আলোচনা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর ফলে গ্রামের কি কি অসুবিধা রয়েছে সেটা সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েত রিকুইজিশান নিতে পারবে। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত সঠিকভাবে তাদের কাজ কর্ম করতে পারবে।

বা:ফ্রন্ট সরকার সর্বদা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশাসনকে নিয়ে যেতে চান। জনস্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমরা এই আইন করেছি। সুতরাং আমি সকল সদস্যদের নিকট আবেদন রাখব যে তাঁরা যেন এই বিলটিকে সমর্থন করেন।

এখানে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং আমাদের এই পঞ্চায়েতের মধ্যে কি সম্পর্ক। স্বশাসিত জেলা পরিষদের এরিয়া রয়ে গেছে। তাতে আমাদের কিছু কিছু গাঁও সভা এবং পঞ্চায়েত সেই এলাকার ভিতরে পড়ে গেছে এবং কিছু বাইরে আছে। তাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিতরে পঞ্চায়েতগুলির কাজ কর্ম করতে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দেবে। এতে পৃথক পৃথক প্রশাসনিক জটিলতা আছে। যদিও দুটোই একইভাবে একই নীতির উপর কাজ করছে। সেজন্য এই বিলের মাধ্যমে সেই অসুবিধা দূর করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আর একটা প্রশ্ন আছে, যে গাঁওসভার পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা কনটেষ্ট করবেন সেখানে তপশীল উপজাতি এবং অন্যান্য জাতির লোক থাকবেন। তাদের জন্য আমরা পৃথক পৃথক রিজার্ভেশন রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানের পদে এই ধরণের কোন রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। সেটা সদস্যদের মধ্য থেকেই কনটেষ্ট করা হবে। কাজেই এই বিধানগুলি আমরা রেখেছি। এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের কি রাজ্য সরকার, কি স্বশাসিত জেলা পরিষদ, কি পঞ্চায়েত, তাদের আয় সীমিত। কিন্তু আমাদের জনগণের জীবন জীবিকার উন্নতি করতে হলে টাকা পয়সার দরকার। শুধু সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকা চলে না। সেজন্য পঞ্চায়েত নিজের দায়িত্বে কোন সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারবেন বা টাকা লগ্নী করতে পারবেন, যাতে তারা জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারেন।

কাজেই পঞ্চায়েতের হাতে আরও কি কি ক্ষমতা আমরা দিতে পারি এই গ্রামস্তরের প্রশাসনকে সেটা আমরা এই বিলের রেখেছি। যাতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় সেজন্য গাঁও সভাকে আরও বেশী কাজ করার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ক্লজ বাই ক্লজ পড়তে গেলে সময় লাগবে। কাজেই কতগুলি স্যালিয়েন্ট পয়েন্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। সেগুলি আমি হাউসের কাছে উপস্থিত করছি।

একটা ন্যায় পঞ্চায়েত ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য এর বা সরপঞ্চায়েতের জন্য কোন আলাদা নির্বাচন হত না। সদস্যদের মধ্য থেকে আলাদা করে মেম্বার নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত করা হত যাদের হাতে আমরা বিচারের ক্ষমতা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা এটা এখানে রাখিনি। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হবে। যখন এই সদস্যরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন তখন গাঁও সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে বা সরপঞ্চায়েত হিসাবে নির্বাচিত হন নি। এই জন্য রাজ্য সরকার আরও চিন্তা ভাবনা করে কি ভাবে ন্যায় পঞ্চায়েত হবে, সেটা চিন্তা করবেন।

এই যে বর্তমান পঞ্চায়েত আছে, আগামি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কি ধরণের পঞ্চায়েত হবে, তা নিয়ে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আমরা বলেছি

যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আগামি নির্বাচন না হচ্ছে এই আইনের মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পঞ্চায়েতের আয়ু থাকবে। এটাকে সাসপেনস্ করা হবে না। যখন নির্বাচন হবে যখন এর আয়ু শেষ হয়ে যাবে। (এ ভয়েস- তাহলে নির্বাচন কবে হবে?) যখন নির্বাচন হবার তখনই হবে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে, দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৩), সেটা আমি হাউসের কনসিডা রেশনের জন্য এখানে উপস্থিত করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বিলটা উত্থাপন করেছেন, এই সম্পর্কে একটা সংশোধনী আনতে চাই এবং সেই সংশোধনীটার অংশ হিসাবে আমি মুভ করতে চাই

Under Rule 116 read with Rules 260(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I beg to move an amendment to motion for consideration that the Select Committee on the Tripura Panchayat Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) be constituted with the following members and the said bill be refered to the Select Committee so contituted :-

1. Shri Dinesh Deb Barma, Minister-in-charge of the Bill, Chairman.
2. Shri Abhiram Deb Barma, Minister.
3. Shri Subodh Das, Member
4. Shri Sunil Chowdhory, Member
5. Shri Nakul Das, Member
6. Shri Samir Deb Sarkar, Member
7. Shri Gopal Das, Member
8. Shri Samar Chowdury, Member
9. Shri Monoranjan Majumder, Member
10. Shri Shyama Charan Tripura, Member
11. Shri Sudhir Ranjan Majumder, Member.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করতে চাইছি, কারণ এই পঞ্চায়েত বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমরা দেখছি, আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর আমাদের যে একটা স্বপ্ন ছিল, অন্তত মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় আমরা পাব, আজকে স্বাধীনতা লাভের সায়াত্রিশ বছর পরেও আমরা দেখছি যে, আমাদের সেই স্বপ্নই শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে, বাস্তবের সঙ্গে সেই স্বপনের কোন মিল নেই। এর অবস্থার মধ্যেও আমরা দেখলাম যে ত্রিপুরাতে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাবার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত ৫ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একটা নতুন কর্ম— উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত ১৯৭২ সালের বিধান সভার নির্বাচনেও বামফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইস্তাহারের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণকে আবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমরা যদি আবারও সরকারে আসতে পারি, তাহলে পঞ্চায়েতের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা ও অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করব যাতে গ্রামের জনগণ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের নিজেদের ভাগ্য রচনা করার সুযোগ পান। আর এই বিলটাই হচ্ছে বামফ্রন্টের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রধান পদক্ষেপ। কাজেই এই পঞ্চায়েত বিলটার উপর সামগ্রিক চিন্তা ভাবনা করে আমি এখানে এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে চাইছি। অবশ্য এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি তাঁর সেই ব্যাখ্যার সংগে দ্বিমত নই। কিন্তু তাসত্ত্বেও এই বিলটার সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ যেটা আছে, তার কাজ কর্মের সংগে পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম জড়িত রয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য যে সব নারী যেগুলি রয়েছে, অথবা আইন ঘটিত ব্যাপার যেগুলি রয়েছে, সেগুলির সংগে এই বিলের কোন কনট্রাডিকশন আছে কিনা, তা আবারও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দিয়ে দেই, তাহলে আমরা যেমন বিধান সভার সদস্য হিসাবে, অথবা অন্যান্য সব নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে, আমাদের চিন্তা করার যে অধিকার আছে অথবা মতামত দেওয়ার অধিকার আছে তা সর্বাগ্রে এসে যায়। আজকে যদিও দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক সচেতন, যেমন গ্রাম প্রধান হউক আর বি, ডি, সির চেয়ারম্যান অথবা সদস্য যাই হউক না কেন, কাজ করার মধ্যে যে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই অভিজ্ঞতার নীরিখে তাদের থেকে মতামত গ্রহণ করা উচিৎ। কাজেই এই রকম একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা যদি আকাঙ্খিত কল্যাণ লাভে অগ্রসর হই, তাহলে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বেশী কল্যাণ সাধন করতে পারব, এই বিষয়ে নিশ্চয় কারো সন্দেহ নেই। তাই আমি এই বিলটিকে একটি সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে আরও বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য আমার প্রস্তাবে এই হাউসের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। এই বিলটা আনার পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা হল এখন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে, সেটা হচ্ছে ইউ, পির পঞ্চায়েত এ্যাকট অনুযায়ী। কিন্তু ইউ, পির যে কণ্ডিশান আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে কণ্ডিশান, তা কোন মতেই এক রকম হতে পারে না। এই দুই রাজ্যের মধ্যে নানা দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই আমরা চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামগুলির যাতে সত্যিকারের কল্যাণ হয়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রুপায়ণের ক্ষেত্রে, একটা সমন্বয় ঘটে তার প্রতিও আমাদের বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। আজকে সারা ভারতের মধ্যে ক্ষমতার বিষয়ে যে এক কেন্দ্রিক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় রাজ্যের অনেক ক্ষমতা কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে ভোটাধিকার বয়স ২১ বৎসর থেকে ১৮ বৎসর করতে চাইছি, সেখানে লক্ষ্য করছি যে, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা তারও বিরোধীতা করছেন। কিন্তু অন্য দিকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তথা সারা ভারতের বুদ্ধিজীবি মানুষ যারা বিরোধী পক্ষে রয়েছেন, তারা গণতন্ত্রকে প্রসারের জন্য এই ভোটাধিকারের বয়স ২১ থেকে ১৮ করতে চেয়েছেন। আর সেজন্যই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে শ্রীনগরে ১৭টি

বিরোধী দলের নেতারা একত্রিত হয়েছেন কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক বিচার বিবেচনা ও গণতন্ত্রকে সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রাচষ্টায়। কিন্তু বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এমন যে একটা সুন্দর আক্ষেপ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মনোপূত হয় নি, তিনি এমন একটা মন্তব্য করে বসলেন, যার থেকে বুঝা যায়, সারা ভারতে দিনের পর দিন যে সব সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে তার কোন মাথা ব্যথা নাই। তাই এ থেকে এই জিনিসটা সবাইকে বুঝতে হবে যে আজকে দেশের প্রত্যেকটি জায়গাতে যে সমস্যা বা সংকট দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের জন্য প্রত্যেকেরই একটা মিলিত প্রচেষ্টা নেওয়ার দরকার আছে এবং এই দিকটা চিন্তা ভাবনা করেই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই সংকট বা সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, শ্রীনগর বৈঠক তারই একটি অঙ্গ। কাজেই এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে দেশের বিভিন্ন সংকট বা সমস্যা সমাধানের জন্য বিরোধী দলগুলিই সব চাইতে বেশী সচেষ্ট। এবং এই যুদ্ধ যদি প্রশমিত করতে হয় তাহলে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোদ্ধে ব্যাপক লড়াই করতে হবে। কারণ এই ধনতান্ত্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাজেই সে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিবোধ করার জন্য যে গণতান্ত্রিক বাতাবরন তৈরী করা উচিত—তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য এই বিলকে আরও ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে এটাকে বিবেচনা করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—কনসিডারেশান মোশন আসার পর এমেণ্ডমেণ্ট হিসাবে যা এসেছে—যাঁরা আলোচনা করতে চান তাঁরা দুটোই এক সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন এবং আমি সময় সম্পর্কেও জানিয়ে দিচ্ছি কার কতটুকু সময়, নির্দল ৩ জন সদস্যের জন্য ১৭ মিনিট রুলিং পার্টির সদস্যদের জন্য ১৫০ মিনিট, কংগ্রেস (ই)র জন্য ২০ মিনিট এবং উপজাতি যুব সমিতির জন্য ২৩ মিনিট। এটা বি, এ,সি,তে ঠিক করা হয়েছে। সুতরাং মাননীয় সদস্যগণ আপনারা সময় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। শ্রীমতিলাল সরকার মাননীয় সদস্য ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আজকে এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল উত্থাপন করেছেন সেই বিলের মূল বিষয়টি আমি সমর্থন করছি। এবং সেই বিলকে আরো পর্যালোচনা করার জন্য সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর জন্য মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকেও সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়েত গ্রামের জনগণের জন্য কি কাজ করতে পারে বামফ্রন্ট আসার আগে গ্রামের গরিব অংশের মানুষ বুঝতে পারত না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর গনতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ হিসাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন এবং আগে যে হাত তুলে ভোট দেওয়ার রীতি ছিল সেই রীতিকে বাতিল করে সেখানে গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করার প্রথার প্রচলন করেন। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ

মানুষ, ক্ষেত মজুর গ্রামের সাধারণ মেহনতী মানুষ যারা গনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে—যারা আগে কংগ্রেসী আমলে কায়েমী স্বার্থের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না, যারা কংগ্রেসী আমলে সেই কায়েমী স্বার্থের রক্ত চক্ষুর সামনে দাঁড়াতে পারত না, তাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারত না, আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ফলে তারা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সেই পিছিয়ে পরা মানুষ পঞ্চায়েতের মধ্যে এলেন। এবং গ্রামের কায়েমী স্বার্থকে এই ভাবে তারা পঞ্চায়েত থেকে বিদায় করলেন। শুধু তায় নয়, আগে পঞ্চায়েত একটা নাম মাত্র সংস্থা হিসাবে ছিল, তাকে কাজ করার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে এই পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে সারা ত্রিপুরাকে পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়েছেন। আজকে পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের উন্নয়নের কাজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের হাতে খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, পঞ্চায়েতের হাতে পানীয় জলের ব্যবস্থাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেক বেশী পানীয় জলের ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারছে। এই ভাবে বামফ্রন্ট পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে গ্রামের কায়েমী স্বার্থকে সংকুচিত করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলের মধ্যে আমরা দেখছি গ্রামের ১৮ বছর-এর যুবকদের ভোটের অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে যে যুব শক্তিকে গনতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে মিলে যাওয়ার একটা সুযোগ করে দেওয়া, এটা শুধু বামফ্রন্ট সরকার বলেই ভাবতে পেরেছে. বামফ্রন্ট ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্য এটা ভাবতে পারে বলে আমার জানা নাই। এই ভাবে যুব শক্তিকে গ্রামের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার কার তারা অপসংস্কৃতির শিকার যাতে না হয়ে পড়ে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যুব শক্তিকে গ্রামের উন্নতির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। স্যার, রামরা অতীতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে এটা লক্ষ্য করেছি যে, এই ভাবে যুব শক্তিকে নির্বাচনে সুযোগ দেওয়ার ফলে সেখান থেকেও ঐ কায়েমী স্বার্থকে বিদায় নিতে হয়েছে। এবং আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, পঞ্চায়েতের প্রার্থী হিসাবে আগে যেখানে বয়স সীমা ছিল ২৫ বছর আজ সেটাকে পরিবর্তন করে সেখানে করা হয়েছে ২১ বছর। আগে প্রধান নির্বাচিত হতেন ভোটারদের সাধারন ভোটের মাধ্যমে। এর ফলে পঞ্চায়েতগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রীক হয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। সেই সুযোগের অবসান ঘটিয়ে সদস্যদের দ্বারা পঞ্চায়েতকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। গাঁও প্রধান নির্বাচিত হবেন এবং পঞ্চায়েতের কাজের জন্য তাকে পঞ্চায়েতের মেম্বারদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। পঞ্চায়েত যাতে সুষ্ঠভাবে গণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা এই বিলে রাখা হয়েছে। আগে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারত না। সেই ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এইবিলে পঞ্চায়েত যাতে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে এই বিলের মধ্যে সেই সুযোগ রাখা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন এই বিল হাউসে উত্থাপিত করছিলেন তখন লক্ষ্য করেছি, এখানে কেউ কেউ বলছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে হবে। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন হওয়ার আগেও তারা বলেছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন কবে হবে, কিন্তু যখন ইলেকশন হল তখন আগরতলার মানুষ জানতে পারল না যে ত্রিপুরায় উপজাতী যুব সমিতি বলে কোন

দল আছে কি না। এই পঞ্চায়েত ইলেকশন নিশ্চয়ই হবে এবং ত্রিপুরার মানুষ এই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে যথোচিত জবাব দিবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন বলছি যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও তাহলেই শক্তিশালী কেন্দ্র গঠিত হবে সেই দাবীর সংগে সংগতি রেখেই এই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে অধিক ক্ষমতা দিয়ে রাজ্য-সরকারকে শক্তিশালী করছেন। গ্রামের শতকরা ৯০ পার্সেন্ট লোক যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছেন, যেমনতি মানুষ, তারা এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাবেন। কাজেই এই বিলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, যে এই বিলটাকে সিলেকট কমিটিতে পাঠাতে হবে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন তার উপর বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় সদস্য নকুল দাস এই বিলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে বিরোধী সদস্যরা আতংকগ্রস্ত। আমরা কেন আতংকগ্রস্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত পাঁচ বছরে এই বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে। এই সরকার ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্টিত করেছে, তারা পুনর্জিবীত করেছে। কিন্তু কংগ্রেস আমলেও গণতন্ত্র ছিল। সেই সময় কোন দুর্নীতি ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, এই সরকারের আমলে শতকরা ৯০ জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ আসছে। আমরা জানি বি, ডি, সির মিটিং এ প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আজকে প্রধানরা বেশীর ভাগই দলীয় স্বার্থে কাজ করছে যেটা কংগ্রেস আমলে ছিল না। গত ৩০ বছর কংগ্রেসী সরকার পার্টি বেসিসে পঞ্চায়েতকে পরিচালিত করেন নি, সকলের স্বার্থে সকলের জন্যই করেছে। এন, আর, ই, পি এবং এস,আর, ই, পির কাজের টাকা ঐ গাঁও প্রধানরা চুরি করছে। ওয়ার্ক অডার আত্মসাত করছে। এই ধরণের অভিযোগ আসছে। এর কারণ কি? তারা পঞ্চায়েত ইলেকশনকে পাঁচ বছরের পরিবর্তে বছরে ছয় করছেন এবং এর দ্বারা গাঁও প্রধান ও মেম্বারদেরকে এন, আর, ই, পি ও এস, আর, ই. পির টাকা আত্মসাত করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, তাদের দলের শক্তিকে বৃদ্ধি করা আমাদের এক মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার এখানে বলেছেন, পঞ্চায়েত নাকি অনেক টিউবওয়েল করেছে। আমার মনে হয়, শতকরা ৮০ জনের মধ্যেই কোন টিউবওয়েল নেই। এবং যাও আছে তার মধ্যেও আবার শতকরা ৯০ ভাগ অকেজো। কাজেই কাজ যে কতটুকু পঞ্চায়েতে হচ্ছে তা আমরা জানি। আমার মোহনপুর ব্লকে সরকারী কর্মচারীরা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করছেন। সেখানে তারা টিউবওয়েল তুলে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছেন। থানায় কেস্ দায়ের হয়েছে। কর্মচারী-দের কোর্টেও হাজিরা দিতে হচ্ছে। প্রধানের সহায়তায় অনেক কাজই তারা করছেন। আমি জানি, বামফ্রন্ট না পারেন এমন কোন কাজ নেই। আজকে যদি গ্রামে যান, তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে আপনাদের কাছে ভুরি ভুরি কমপ্লাইন আসবে এন আর. ই. পি. ও এস. আর ই. পি. কাজ পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। পঞ্চায়েত খুবই ভাল জিনিস। এ জিনিস ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন কিছু নয়। কংগ্রেস সরকারই পঞ্চায়েত গঠন করেছিলেন। হ্যাঁ, আপনারা

সবই করেছেন। কিন্তু আমরা এও জানি, চুরির বিদ্যার কৌশলটা কি করে করা যায় তাই এই বামফ্রন্ট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনে শিখিয়েছেন। যদি তা নাই থাকত, তা হলে সময় মত নির্বাচন দিলেন না কেন ? দিলেন না এই কারণে, আপনাদের ভিতরে ভয় আছে বলেই। আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকারের কোন মন্ত্রীর যখন মিটিং থাকে, তখন বিনা পয়সায় কুপন বিলি করা হয় মিটিংয়ে হাজিরা দেবার জন্য। যা কংগ্রেস আমলে ছিল না কিংবা আমরা তা দেখিও নি। কাজেই আমি বলতে চাই, আজকে এখানে যে বিল এসেছে তা পঞ্চায়েত গঠনে খুবই সুন্দর হবে। কিন্তু কতটুকু সুন্দর হবে সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। মাননীয় সদস্য নকুল বাবু বলেছেন, আমরা নাকি ভয় পাচ্ছি এই বিল দেখে। হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বৈকি। ভয় পাচ্ছি এই কারণেই, আপনারা চুরি বিদ্যায় আরো সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হবেন না এই ব্যাপারে নিশ্চিয়তা পাচ্ছি না বলেই সারা ভারতবর্ষেই পঞ্চায়েত আছে। শুধু যে ত্রিপুরায় আছে তা নয়। আমরা জানি, পঞ্চায়েত দ্বারা গ্রামে শান্তি আসে, গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখা গেল, বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচন করতে ভয় পান। যদি ভয়েই না পেতেন তাহলে কেন এক বছর আগে নির্ব্বাচন করলেন না ? কাজেই আমি আশা করব, এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় যে বিল উত্থাপন করেছেন সে বিল যাতে কাজে লাগে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীসৈয়দ বসিত আলী।

সৈয়দ বসিদ আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী আজকে এই বিধান সভায় যে বিল উত্থাপন করেছেন সে বিল ত্রিপুরার সাধরণ মানুষের স্বার্থ পূরণের লক্ষ্য সামনে রেখেই আনা হয়েছে বলে মনে করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা জানি, ত্রিপুরা বাসী খুবই দারিদ্র্যতার মধ্যে আছে। এই দারিদ্র্যতা দূর করতে হলে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু সে ক্ষমতা যে বামফ্রন্ট কেন দেবে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিলও যে কতটুকু কাজ করতে পারবে তা বুঝতে পারছি না। কেন না, এখানে যেসব পঞ্চায়েত প্রধান ছিলো তারা পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিলেন এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছেন তা বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, বিগত পাঁচ বছর আগে যে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল তা কংগ্রেসী আমলে এবং রাজ্য জনগণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সেইসব ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। জনগণের স্বার্থ তাদের দ্বারা হয়নি। বরং বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই, আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে আমরা উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন এই কারণে, আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরাবাসী সমস্যায় জর্জ্জরিততাতে প্রধানরা খুবই অনেক গরীব। তাদের যে ভাতা দেওয়া হয় তা খুবই নগণ্য। এই নগণ্য ভাতা দিয়ে তারা তাদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব মেটাতে পারে না, জনসাধারণের পরিবারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাদের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। আমি সেই সাথে আরো মনে করি, এখানে যে বিল আনা হয়েছে এবং এই বিলে সদস্যদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে বাধ্যবাধকতার কোন উল্লেখ না থাকায় ওরাও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে বা পরিবারের স্বার্থ

রক্ষার স্বার্থে কাজ করবে। জনগণের স্বার্থে তাদের কাছ থেকে কাজ পাবার আশা করা যায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, গত পাঁচ বছর আগে যাদের কিছুই ছিল না, তারা আজকে প্রধান হবার পরে গাড়ী-বাড়ী অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি, জানি না, খবরটা সত্য কিনা। খবরটা সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহোদয়কে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়টি হচ্ছে, আমার কাঞ্চনপুর গাঁওসভার প্রধান ১৮,০০০ টাকা গায়েব করেছেন লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলী এখানে কাঞ্চনপুর সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করছেন তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ, এই সংবাদ অসত্য।

সৈয়দ বাসিত আলী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো আগেই বলেছি, মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহোদয় যেন বিষয়টির তদন্ত করে দেখেন। এবং আমি আশা করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা করবেন। আমরা এও দেখতে পাচ্ছি, নিজস্ব লক্ষ্য পূরণের জন্য নূতন নূতন অনেক সদস্য হয়েছেন যারা এখন রীতিমত ধনবান। অথচ তাদের আগে কিছুই ছিল না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রধানরা নিজের স্বার্থ পূরণে মগ্ন, জনসাধারণের স্বার্থ পূরণ হচ্ছে না। এই জন্যই এখানে এই বিল আনা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই বিষয়ে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আপনারা এতদিন উদাসীন ছিলেন ? কার স্বার্থে ছিলেম ? কেন পঞ্চায়েত প্রধানদের এ ব্যাপারে তখনকোন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই। ত্রিপুরার জনগণ বিগত পাঁচ বৎসর ধরে চীৎকার করে আসছেন যে পঞ্চায়েত প্রধানগণ দুর্নীতি কাজে লিপ্ত রয়েছেন, কিন্তু রাজ্য সরকারের সেদিক টনকই নড়ে না। স্যার, আজকে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী হাউসের সামনে যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন তা দিয়ে জনসাধারণের সত্যিকারে কোন উন্নতি হবে কিনা সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করছি। কারণ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পঞ্চায়েত সদস্যগণ বিগত পাঁচ বৎসরে যে অর্থ লুঠ করেছেন ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় এবারও তাই করবেন। ফলে গ্রামের উন্নতি তো হবেই না, বরং একটা বিশৃংখলা দেখা দিবে। স্যার, গ্রামাঞ্চলে আজকে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্য থেকেই হিংসার সৃষ্টি হয়। শোষণ থেকেই দারিদ্র্য, দারিদ্র্য থেকেই হিংসার উৎপত্তি হয়। বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বৎসরে শোষণ ব্যবস্থারই কায়েম করেছেন যার ফলে আজকে হিংসার উৎপত্তি। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে. ত্রিপুরাবাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এবং তা বিশেষতঃ পঞ্চায়েত প্রধানদের দুর্নীতির জন্যই। কারণ তাদের হাতে যে অর্থ রাজ্য সরকার দিয়েছেন তা শুধু লুঠই হয়েছে, গ্রামের উন্নতিকল্পে তা ব্যয়িত হয় নি। এই বিধানসভায়ও একটা গাঁওসভা সম্পর্কে একটা অভিযোগ এনেছিলাম যে গাঁওসভার অধীন একটা পতিত জমি চাষযোগ্য করার জন্য সরকার গাঁওসভাকে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকার ৭০ শতাংশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রধানগণ আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন

ছিলেন। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে, সরকারী অর্থ নিয়ে প্রধানগণ দলবাজী করে চলেছেন, দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে টাকা ব্যয় করছেন। উনার বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কেন না, তার অনেক প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে অনেক পেয়েছি। অর্থ বা খাদ্য বন্টন নিয়ে যদি কারচুপি চলে তাহলে ত্রিপুরার সার্বিক মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে না, এবং তা সত্যিই হয় নি। আজকে সরকার পঞ্চায়েতের হাতে যে আরও ক্ষমতা দিতে যাচ্ছেন, তারা কতটুকু সজাগ দৃষ্টি নিয়ে এ ব্যবস্থাটি চালু করতে যাচ্ছেন ত্রিপুরাতে? এটা অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যাপার। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে, উত্তরপ্রদেশের অনুকরণে ত্রিপুরাতেও এই পঞ্চায়েত সিষ্টেমটি চালু করতে যাচ্ছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের প্রকৃতিগত অবস্থা আর ত্রিপুরার প্রকৃতিগত অবস্থাতো এক নয়। ভিন্নতর। অর্থনৈতিক দিক থেকেও উত্তরপ্রদেশবাসী ত্রিপুরাবাসী থেকে অনেক সচ্ছল। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। বিগত কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরার প্রায় ৬৫ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করত। আর বামফ্রন্ট রাজত্বে সেই সীমা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৮৫ শতাংশ। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শোষণ ব্যবস্থা। ত্রিপুরার বাসীর দরিদ্র্যতা দূরীকরণের কাজে রাজ্য সরকার অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং জনগণের কল্যাণ সাধনে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন সরকারের প্রতি আমি, এই আবেদন জানাচ্ছি। স্যার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে চালু হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অনেক ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকারও অনেক ক্ষমতা জনসাধারণের স্বার্থে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতা বাস্তবে রূপায়িত না হওয়ায় জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে অনেক পঞ্চায়েত প্রধান নিজের স্বার্থ সিদ্ধি বা দুর্নীতির কাজে লিপ্ত রয়েছে। এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত প্রধানগণ ক্ষমতাসীন দলেরই লোক এবং তাদের ছত্রছায়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছেন। আমি দেখেছি, অনেক পঞ্চায়েত প্রধান আর্থিক দিক থেকে অনেক দুর্বল ছিলেন। কিন্তু আজকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কি করে? জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েই তারা এই সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কিছু দিন কৈলাশহরের মহকুমা শাসক বীজ ধান ক্রয় করার ১৭ হাজার টাকা টিলা গাঁও পঞ্চায়েতকে দিয়েছিলেন জনগণের মধ্যে বিলির জন্য। কিন্তু গাঁও প্রধান এবং তার সদস্য বৃন্দ সে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু জনগণ সেটা জানতে পারেনি। আমি যখন জানতে পারলাম যে গাঁও প্রধান এবং সদস্যরা মিলে সে টাকা আত্মসাৎ করেছে তখন তিন মাস পার হয়ে গেছে। তখন আমি মহকুমা শাসককে বিষয়টি জ্ঞাত করি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি এবং গরীব জনসাধারণকে ৫ ম্যানডেইজ করে চাউল দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তখন মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে এ্যাকশান নিলে যারা ঐ টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছিল তারা নিজেদের গোলা থেকে এবং বাজার থেকে উচ্চ দামে ধান খরিদ করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। আজকে এইভাবে জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা আরও দেখছি, গরীব কৃষকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না করে নিজেদের লোকদের মধ্যে বিতরণ করছেন তার ফলে সার্বিকভাবে উন্নতি না হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতি

হিসাবে আজকে ত্রিপুরাবাসী অধিকাংশ দারিদ্র্যের সীমার নীচে বাস করছেন। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে জনগণের স্বার্থ আরও বিঘ্নিত হবে এবং ত্রিপুরাবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য দিনের পর দিন বেড়েই যাবে এই আশংকা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৭. ১০. ৮৩ইং তারিখে বিধান সভায় যে পঞ্চায়েত বিল পেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি এখানে কয়েকটি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি এবং তাতে নকুল বাবু খুব রুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি বলছেন, আমি নাকি প্রথম থেকেই পঞ্চায়েত বিলের বিরোধীতা করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে এর বিরোধীতা করা হচ্ছে। আসলে আদৌ তা নয়। ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত আইন এই প্রথম হলো। কারণ প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব আইন থাকা দরকার। ইউনাটেড প্রভিন্স এ্যাকট্ ১৯৪৭ সাল থেকে এবং ত্রিপুরাতে ১৯৫৯ সাল থেকে কার্য্যকরী আছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের যে চাহিদা বা প্রয়োজন তা মেটাতে পারে না। এটা স্বাভাবিক কথা এর প্রয়োজন এখানে পঞ্চায়েত আইন প্রয়োজন ছিল এবং সেটা করেছেন সেটা ভালই হয়েছে। সেটা করা উচিত, কিন্তু কথা হলো যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেটা যদি ভাল উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে তাকে আরও গণমুখী, বহুমুখী এবং এফেকটিভ করতে হলে তার যে সমস্ত ডিফেকট আছে সেগুলি রিমুভ করা উচিত এবং তা সম্ভব হবে সিলেকট্ কমিটিতে আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে, বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সেই কারণেই আমি বিলের কয়েকটি ধারার উপর সংশোধনী এনেছিলাম জন স্বার্থে, সেটা কোন বিরোধীতা করার জন্য নয়। যাতে বিলটি আরও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়, আরও বাস্তব হয় সেই কারণেই আমি এই সমস্ত সংশোধনী এনেছি। যেমন এখানে এই বিলে ৩৩ ধারা ৬ উপধারা যেটাতে এখানে বলা হয়েছে নূতন প্রধান নির্বাচিত হবার পরই তাঁর কার্য্যক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, পুরান প্রধানকে কত দিনে হস্তান্তর করতে হবে বলা হয় নি। এরপর এখনও হতে পারে পুরান প্রধান ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না, আইনের সাহার্য্য নিলেন, সেটা যাতে না হতে পারে সেই কারণেই একটা পিরিয়ড থাকা দরকার যে এত দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তাহলে বোধ হয় আরও ভাল হবে সে জন্যই আমি ডিমাণ্ড এনেছি। ৫৯ (১) সেকশান যেটা সেইটা ৫৯ (২) সেকশানে আছে প্রধান যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন তাহলে পঞ্চায়েত ডিরেক্টর অর্ডার ইস্যু করতে পারেন যাতে পুরান প্রধান নূতন প্রধানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সে ক্ষেত্রেও কোন একটা সময় সীমা নেই যে এই কয় দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সেটা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয় নি। সেইজন্য আমি এখানে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি যে পঞ্চায়েত আইন এমন করে অর্ডার ইস্যু করবেন যাতে করে সাত দিনের মধ্যে পুরান প্রধান নূতন প্রধানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ৩৩ ধারার ৬ উপধারাতে প্রধানের যদি মৃত্যু হয় বা পদত্যাগ করেন অর্থাৎ যদি কোন কারণে ভ্যাকেন্ট হয়ে যায় তখন নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে যে অথরিটি বা প্রেসক্রাইভ অথরিটি বা পঞ্চায়েত অফিসার হবেন, তিনি একজন ইলেকটেড মেম্বারকে এই সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধান-ইন-চার্জ বা উপ-প্রধান ইন-চার্জ বানাবেন, ইলেকশ্যান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এই পিরিয়ডটা কত দিন, তিনি কি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটা লোককে দায়িত্ব দিতে পারবেন?

(ভয়েসেস ফ্রম দি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ-তিন মাস পর্য্যন্ত থাকতে পারবেন)।
যাতে এই পিরিয়ডটা আরও একটু কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা আরও ভাল হবে। ৬১ ধারাতে প্রধানের বেতন বাড়ানোর প্রশ্ন আসে, এখন প্রধানের বেতন ভাতা ইত্যাদি আছে। এটা ঠিকই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই তাঁদের বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মেম্বারদের না দেওয়ার ফলে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যেমন কোন মিটিং হলে তাদের আসতে হয়, আবার কোথাও যদি কোন কাজ হয় তাহলেও তাদের আসতে হয়, সে কি করে সুপারভাইজ করবে? কারণ অফিসিয়্যালি তাদের জন্য কিছু নেই, তখন প্রধান বাবুই বাধ্য হয়ে বলেন তুমি দুই, তিনটা কুপন নাও, এটা হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। প্রধানরা বেতন পান কিন্তু মেম্বাররা কিছুই পান না। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তাদের একটা এলাউন্স দিলে ভাল হয় সেটা ১০ টাকাও হতে পারে, ২০ টাকাও হতে পারে।

আপনারা ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন, আমার মনে হয় এইটা একটা সহজ পদক্ষেপ হতে পারে। তার পরে আর একটা হল আমি একটা নতুন ধারা সংযোজন করতে চাই। ৩৫ (এ) নামে একটা ধারা সংযোজিত করতে চাই। তাহলে দলত্যাগ রোধ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি যে পার্টির সিম্বল নিয়ে দাঁড়াবে সেই পার্টিরই থাকতে হবে। এই পার্টির প্রতি আস্থাশীল হয়েই মানুষ তাকে ভোট দেয়। আর সে যদি দল পরিবর্তন করে তাকে আবার জনমত যাচাই করতে হবে। সুতরাং সে যাতে দলত্যাগ না করতে পারে। তার জন্য তার মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে যাবে। আপনারা হয়তো বলতে পারেন বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে হয়ত বলবেন দিল্লীতে ইন্দীরা গান্দীর সরকার এইরকম কোন আইন করেনি। সুতরাং আমরা করব কি করে? এইটা রেলিভেণ্ট হতে পারে না। আমি অ্যাডভান্স বলে ফেললাম। আপনারা এই কথা বলতে পারেন। কিন্তু আপনারা যে পঞ্চায়েত আইন করেছেন তা সংবিধানের একটা নির্দিষ্ট ৭ম তপশীলের ৫ ধারার ২লিষ্ট অনুসারে আপনারা করেছেন। এই ক্ষমতাবলে এইটাও করতে পারেন। ইন্দীরা গান্ধী না করুক অপনারা করতে পারেন। মতিবাবু বললেন, আমরা ডিস্‌সেন্ট্রালাইজেসান অফ পাওয়ার করব। গ্রাম লেবেল পর্য্যন্তকিভাবে করেছেন তার প্রমাণ হল এই বিল। আরও বেশী ডেমোক্রেটি, কআরও বেশী অ্যাট্রাকৃটিভ করার জন্য, গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য এইরকম যদি একটা আইন করেন তহলে পরে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ষ্টেম্পইন হয়ে থাকবে। উত্তরপ্রদেশে হয়না, তার জন্য ত্রিপুরাতে হতে পারেনা, এইটা কোন কথা নয়। আপনারা নিজেদের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে থাকেন, এই আইনটা প্রয়োগ করলে তা আরও প্রমাণ করতে পারবেন। এইটা নিয়ে এখন ডাইরেক্ট প্রধান না করে তাকে মেম্বার করা হয়। তারপর ইলেকশানে দাঁড় করানো হয়। কারণ তারা জানেন যারা একবার প্রধান হতে পারেন তারা যে রকম দুর্নীতিপরায়ণ হন, তা একবার ভোটে নামলে হয়ত পরাস্ত হতে পারেন। তাই পরোক্ষভাবে নির্বাচন করার জন্য এইটা করা হচ্ছে। এইটার যেমন একদিকে একেবারে মিথ্যাও নয় আর একদিকে অন সাইড ও আছে। আমরা দেখেছি তৈদুতে পূর্ব তৈছসং গাঁওসভায় অক্রিয় মলছুং ইনি ছিলেন সি.পি, এমের সদস্য। ইনি ছিলেন সি,পি এমের প্রার্থী, আর আমাদের টি ইউ, জে, এস, এর ছিল ১১ জন মেম্বার। কাজে কাজেই যে একজন সি'পি. এমের প্রর্থী ছিলেন তিনি এসে টি, ইউ, জে, এসে যোগ দিলেন। আবার

বিপরীত দিকে বিলোনীয়া মহকুমায় তাকুমা গাঁওসভায় আমাদের ৭ জন মেম্বার আর সি, পি, এমের ছিল ৪ জন মেম্বার। কিন্তু সি, পি. এমের প্রার্থী প্রধান হিসাবে জিতে গেল। তখন আমাদের টি, ইউ, জে, এসের মেম্বারদের মনোবল ভেঙ্গে গেল এবং সি, পি, এমে এসে যোগ দিল। এইটা আমি মনে করি ভাল নয়। এইটাকে প্রতিরোধ করার জন, যাতে মেম্বাররা দলত্যাগ না করতে পারে তার জন্য একটা আইন করা দরকার বলে আমি মনে করি। তা না হলে মেম্বারদের কেনা বেচার সুযোগ রয়ে গেল। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। সবাই যে মরেল হয় তা নয়। এটাও ঠিক সি, পি, আই এমের যেমন ত্রিপুরাতে একটা শক্তিশালী সংগঠন রয়ে গেছে অন্যান্য দলের ততটা নাই। বা অতটা ডেডিকেইটও নয়। সার্বিক ভাবে আমি মনে করি, এর মধ্যে অনেক কষ্ট বিচ্যুতি রয়ে গেছে। প্রিন্টিং মিসটেক রয়ে গেছে। এটা হতে পারে। কারণ এত তাড়াতাড়ির মধ্যে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তা ছাড়া এগুলি যারা করেছেন অর্থাৎ অফিসাররা আমরা যাদের আমরা বলি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ভাবে মাটির মানুষরে সঙ্গে নাও মিশতে পারে। এটাকে বিচার বিবেচনা করে, আরও বিশ্লেষণ করে সকলেরস্বার্থে যাতে প্রযোজ্য হয় এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

কক্ বরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অর যে পঞ্চায়েৎ Bill তুবু জাকমানি আব ত্রুটিপূর্ণ। আং আবন' খা বাই কোন মতে সমর্থণ খীলাই মানয়া। আবনি বাগীই মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যেসব সংশোধনী প্রস্তাব তুবুমানি, তাই মাননীয়ও সদস্য জহর সাহা, মনোরঞ্জন মজুমদার বরকনি Amendment ন খা বাই সমর্থন খীলাই আর আনি বক্তব্য নাবীকনা নাইঅ। অর চীং নুগ' যে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েৎ উন্নতি খীলাই জাগা জাগা পঞ্চায়েৎ নি নক তাংগীই রীখা, সারা মাসে পঞ্চায়েৎ নি কোন মিটিং খীলাই জাকয়া। আবদা আইন ? তিনি Bill তুবুখা একটাই আইন খীলাইখা আববাই সিমি ত ওীংয়া আবন' কার্য্যকরী খীলাইনানি ব্যবস্থা মা নানাই। চীং নুগ প্রত্যেকটা পঞ্চায়েৎ অফিস বীসকাংগ জাবরা আচাই তংবাইখা। যে পঞ্চায়েৎ Bill তুবুই অর কক্ কাহাম সানা নাইখা—চীং নুগ পঞ্চায়েৎ পুইলা থাইচুয়াক তংমানি, আ থাইচুয়াক বিথি বীখে হামখাম্ কিন্তু তিনি তাম নকুজাকখা আব বারিঅই ক্যান্সার ওীংখা। এই বামফ্রন্ট সরকার নি নীতি। দুর্নীতি বাই বনি ক্যান্সার পর্য্যন্ত ওীংখা। চীং সাই মান' ক্যান্সার নি থাংনাঃদায় বামফ্রন্ট সরকার তিনি পঞ্চায়েৎ নীতি খীলাই জনসাধারণ থীইনানি বীখাক তীলাং তংখা। কারণ বরক নি আইন ন জনসাধারণ ঠিকমতে পালন খীলাই মানলিয়া। চীঙ নুগ' প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত নি বাগীই, অরনি মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার সাম্মলি যে গণতন্ত্র চীং তিনি সানামি কীলাইঅ ১১ বছর বয়সনি অর্দ্ধেক রেশন মান ১২ বছর যে Full রেশন মান। হীনখে বার বছর সিমিম খীলাইদি।

১১ বছর বিনি আধা বহক তাই বার বছর খে Full। ১৮ বছর ন তো ১২ বছর খীলাই মান বীজে। তাই ব গণতন্ত্র পরিস্ফুট খীলাই মান। Member থেকে প্রধান গণতান্ত্রিক অধিকার ইয়াকারজাক উন্নতি আঁংখা, ঠিকন উন্নতি ব আঁংখা C.P.M. নি সমর্থক যারা বরকনি সিমি উন্নতি আঁংখা। মেইন রোড থেকে পায়খানা লামা পর্য্যন্ত খীলাই রীজাকখা, কিন্তু এমন তংগ যারা কংগ্রেস নি এলাকা যারা যুব-সমিতি খীলাই নাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাম এমন তংগ একটা সামুং ক্ষান মানয়া, খীলাই জাকয়া, একটা রিং কূয়া কীরীই তীই নীংনানি কোন ব্যবস্থা কীরীই কোন SREP, NREP নি সামুং খীলাইজাকয়া, সারা ত্রিপুরা রাজ্য হাজার হাজার ভুরি ভুরি চীং আবহাই নুক তংগ। তারপর বরকনি মাননীয় বিধায়ক মতিলাল সরকার সাখা সারা ত্রিপুরা রাজ্য চীং তীই নি সুবিধা খীলাই রীখা চীং নুগ C,P,M, নি প্রধান M,L,A, হীনীখে নগ কন কংনীয়, কংথাম কাই-লাই খা। কিন্তু যারা কংগ্রেস কিংবা বিরোধী দলনি বরুকন খে? বরক ব তীই নীংনা নাংগ আ কক বামফ্রন্ট সরকার বুচিই নাইয়া। আং তিনি সানা নাইঅ তিনি যার। বিরোধী সদস্য বরকনি বহক কীবীইদের, বরক বা তীই নীংনা নারয়া দে, বীরকনি বাগীই ব কিসা সুযোগ খীলাইনানি আঁংথীং।

তিনি তেইব Control সুদৃঢ় খীলাই না বাগীই অ Bill ন ইয়াকার রীখা। আর' চী তিনি বরকন সীংনা মুচুংগু যে গণতন্ত্রনি কক্-বরক সাকা, যে গণতন্ত্র এক প্রধান। একজন জন-প্রতিনিধি নি দায়িত্ব তংগ কিন্তু চীং তিনি তাম নুক, গত কয়েকদিন আগে অম্পি এলাকায় আর গাও সভানি জনপদ কলই ন C,P,M, রগ থাং বুখা। হরনি রিহি-নীই তুবুই বু অই লেংরীঅই লামা খিকীলাই কীলাং থাংখা। তারপর এই যে মাননীয় বিধায়ক রতি মোহন জমাতিয়া, দাঙ্গা সময়' ব কোন জাগা খারীই থাংয়া, শান্তি কমিটি নি নামে বন' বমীই তুবুই। ব খারীই থাংখে বন বুনানি কক, তকনানি কক, বন' বুফাংনি রাইদাং সীবাইয়ীই বুখা। ব একজন জন-প্রতিনিধি, অ ব আঁংখা বামফ্রন্ট সরকারনি গণ-তন্ত্রনি নমুনা। একজন জন-গণনি প্রতিনিধি যদি হাইখে বুজাকখে, সারা ত্রিপুরা রাজ্য নি সাধারণ বরকরক বুজাকয়া আব তাম বিচিত্র তং? আবদে গনতন্ত্র নি নিয়ম? তিনি পঞ্চায়েৎ নি দুর্নীতি নি কক-সাংখে হা যে সীক তর' পাই গীলাক, কারণ এমন অবস্থা সারা ত্রিপুরা তৈরী আঁংখা, 'আরে এটারে কইয়া কি করবো'। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েৎ দুর্নীতি সম্পর্কে জনসাধারন তাই সানা মুচুংজাকলিয়া আসীক আঁংনাহা। তিনি তাম নুক? প্রত্যেক জাগা জাগা কোন সামুং আঁংখে বরক কেডার সিমি বাগলাই নাজ। প্রধান গাড়ী পাইমানি পরিকল্পনা আবতীই রকসি পরিকল্পনা। তিনি বিনি অ জন দরদী বক-নসীংনা নাইঅ, আর আচুক তংনাই রক ন সীংনা নাই অ নরক জন-সাধারন' যে সব প্রতিশ্রুতি রীমানি, যে সব উন্নতিনি প্রতিশ্রুতি রীমানি, অম চীং নির্বাচনী ইস্তাহার' মতীই

খাইনা সামানি আবন' [কিসা উত্তর রীনা মুচুংগু। আব জনসাধারণ ন চুকা রীমানি ছাড়া কিছুয়া। তিনি মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, বীসকাংগ পঞ্চায়েৎ নির্বাচন' একমাত্র অ Bill নি কারণ তিনি মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সামানি যে ১০ জন গ্রাম প্রধান আবরগ ১০০% দুর্নীতি গ্রস্ত। যার ফলে তিনি চীং নুগ' আগামী নির্বাচন' এই প্রধানরগ নমিনেশান মানলিয়া নরকনি দুর্নীতিগ্রস্ত C,P,M, নি প্রধানরগন জনসাধারণ সিনি লাহা। যার ফলে নির্বাচন ন কিরিজাগ'। মাননীয় নকুল দাস সামানি নরক তামসীক কিরিজাগ। চীং কিরিজাগ কারন হাজার হাজার কোটি কোটি রাং জনসাধারণ নি সামুংগ নাংয়া, বেবাগ নরকনি বহগ' হাবীই থাংগ। আবনি বাগীই চীং কিরিঅ। লাখ লাখ রাং জনসাধারণ নি সামুংগ ফীনাংয়া অই আ রাং বাই জুয়া থীংলাই আ। আবনি বাগীই গণ্ডাছড়া নি প্রধান নি বিরুদ্ধে Police Case সে তংগ। বিভিন্ন জাগানি প্রধান রগ দুর্নীতিনি বাগীই প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে হীনীই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মা সাঅ। সানা নাংখা (গণ্ডগোল) চিনি প্রধান য়া নরকনি প্রধান সে (গণ্ডগোল) আর অমরপুর' ২২টা গাঁওসভা, আর C,P,M, নি প্রধান মাংসে নরক সিয়া দে? বুমুং হামরা খীনাখে বুইন সিললাই অ। চিনি প্রধান হীনীই গসেনানি লাদে লাচি?

তামানি আসীক লাচিবা, হাঁ? লাচি খে মীখাং থললবীই তংদি। তিনি তেইব সানা মুচুংগু, তিনি গণ্ডাছড়ানি প্রধান বৃন্দাবন দাস Police case বাই জড়িত। নরক মীসা বুকুর চুমুই থরাং কতর কতরখে আর থাং তা সিকিরইদি। আং সাঅ, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, চীং তিনি অর যে Bill তুবমানি আব জনসাধারণ পর্যন্ত থাং সদে সগীইন চীং সন্দিহান। এবং অর যারা আচুক তংনাইরগ এই দুর্নীতি তন্ত্র ন পরিস্কার চিনি লামা রমদি। নরক ন তিনি লামা কতর কতর কানীই 'গঙ্গাজলে তুলসী পাতায় ধুয়া আমরা বামফ্রন্ট সরকার হীনমানি আব জন সাধারণ বুচিলাহা। আ ককবাই বুই তাই বিশ্বাস চালিয়া। সারা ত্রিপুরানি বরক সিলাহা যার ফলে নরক পঞ্চায়েৎ নির্বাচন তাই এক বছর পিছুক মা রীঅ। নরক তিনি বীখা তংখে ঘোষণা খীলাই দি নির্বাচন নি ঘোষণা, চীং তাই বিশ্বাস খীলাইলিয়া। আবনি সৎ সাহস নরকনি কীরীই। সারাকল্লা নরক। তাম খীলাইনাই কেন্দ্রনি তেইব রাংদা ফাইন' আবন চাঅই তেইব বহক তরীই আব চাবাই পাইখে সে নরক খীলাইনাই। আবসি নরকনি Policy। কিন্তু বীসকাংগ জনসাধারণ নরকন ভোট রীয়া। যার ফলে চীং ব নুগ' যে বীসকাংগ চীং মা বাচালিয়া। তাবুক যে রাং ফাইমানি চাসে চাদি, চাসে চাদি। তাই কোন কক্ কীরীই। C,P,M, নি প্রধানরগ যত Election ফাইরীক ফাইয়ীক তত চারীক চারীক। চীং নুগ যেখানে খাদ্যাভাব তংগ, আং নিজে খাদ্যমন্ত্রীবাই মালাই সাকা জায়গা জায়গা খাদ্যাভাব তংগ আর একটা ব্যবস্থা খীলাইদি SREP, NREP নি ব্যবস্থা খীলাইদি তাবুক পর্যন্ত

খীলাই জাকয়া। Block অ থাংগীই খোজ খীলাই নাইখা কাজ সগীইখা ঠিক ন কিন্তু চাই পাইবাইখা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আবতীই চলিই তংগ। আবনি বাগীই চীং অর সংশোধনী তুবুনা নাংখা যে বরকনি অ Bill বিসিং অনেক ত্রুটি তংখ, নরক আবন' সংশোধন খীলাই তেইব বখরক ঠিক খীলাই, কীচাং কীচাং খে বুদ্ধি বিবেচনা খীলাই বুইনি বুদ্ধি ব কিসা নাঅই সামুং তাংনা বাগীই কবগ। তিনি গণতন্ত্র রক্ষা খীলাইনা বাগীই যুব-সমিতি, কংগ্রেস আই প্রতিশ্রুতি বদ্ধ, সারা ত্রিপুরা রাজ্য এই বামফ্রন্ট সরকারনি প্রধানরগ নি বিরুদ্ধে দরকার নাংখে রুখি বাচানাই, আন্দোলন খীলাই নাই। তিনি অর বিধান সভা বিসিংগ এবং ফাতার' চীং ঘোষণা রীঅ এবং অর তিনি আচুক তংনাইরক বরকনি থানি শিক্ষা নাঅই গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠা খীলাইনা বাগীই নরকন কবগীই আং আনি কক অরন' পাইরীখা।

ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে পঞ্চায়েত বিল আনা হয়েছে সেটা ত্রুটী পূর্ণ। আমি এটাকে কোন প্রকারেই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারিনা। এরজন্য মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে সব সংশোধনী এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য জহর সাহা, মনোরঞ্জন মজুমদার যে সব সংশোধনী এনেছেন সেগুলোকে মনে প্রাণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমরা দেখি যে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের উন্নতি করার নামে জায়গায় জায়গায় পঞ্চায়েত ঘর তৈরী করে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে মাসে একবারও মিটিং হয় না, এটা কি একটা আইন? আজকে বিল আনলেই সব কাজ হলো না সেটা কার্য্যকরী করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক পঞ্চায়েত ঘরের সামনে আগাছা গজিয়েছে। যে পঞ্চায়েত বিল-এর জন্য এখানে ভালো ভালো কথা বলা হচ্ছে---সেই পঞ্চায়েতকে আমরা দেখি একটা দাদ, চর্মরোগগ্রস্ত। সময়ে ঔষধ প্রয়োগ করলে ভালো হতো, কিন্তু এটা এখন কেন্সারে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি কেন্সার হলে বাঁচা দায়। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত আইন করে জনসাধারণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা দেখি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতের জন্য মাননীয় মতিলাল সরকার বলেছেন, আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি। এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে ১১ বছর বয়স হলে অর্দ্ধেক রেশন দেওয়া হয়, আবার ১২ বছর হলে পূর্ণ রেশন পায়--তাহলে ১২ বছর করলেই হয়। ১১ বছর হলে কি তার পেটের ক্ষুধা অর্ধেক থাকে? তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আঠার বছর বয়েস থেকে কমিয়ে বারো বছর বয়সে ভোটাধিকার দিলেই হয়। গণতন্ত্র আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মেম্বার থেকে শুরু করে প্রধান পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়া হয়েছে। ঠিকই উন্নতি হয়েছে। তবে শুধুমাত্র যারা সি, পি, এম,-এর সমর্থক তাদের উন্নতি হয়েছে। মেইন রোড থেকে থায়খানা.

পর্য্যন্ত রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমনও আছে যারা কংগ্রেসের সমর্থক, যারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এলাকা সেখানে কোন কাজই হয়নি। সারা ত্রিপুরায় এমন গ্রাম আছে যেখানে কোন কাজই হয়নি, একটা রিং কুয়া নেই, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি,-র কাজ নেই সারা রাজ্যে এ ধরনের হাজার হাজার ভুরি ভুরি আমরা দেখতে পাই। তারপর মাননীয় বিধায়ক মতিলাল সরকার বলেছেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, সেখানে আমরা দেখি সি, পি, এম,-এর প্রধান এম, এল, এ,-দের হলে দু-তিনটে জলের কল আবার কংগ্রেস কিংবা বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ? বিরোধী দলের লোকদেরও জল খেতে হয় এটা বামফ্রন্ট সরকার বুঝতে চান না। আজ আমি বলতে চাই যারা বিরোধী দলের তাদের কি পেট নেই, তাদের কি জলের দরকার নেই, তাঁদের জন্যেও সামান্যতম সুযোগ সুবিধান ব্যবস্থা করা হোক। আজকে আরো কন্ট্রোল সুদৃঢ় করার জন্যে এই বিল আমাদের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই যে গণতন্ত্রের কথা তারা বলেছেন সে গণতন্ত্রে একজন প্রধান একজন জনপ্রতিনিধির একটা দায়িত্ব আছে অথচ আমরা দেখতে পাই, কিছুদিন আগে অম্পিতে সেখানকার গাঁওসভার জনপদ কলইকে সি-পি, এম, সমর্থকরা প্রহার করেছে। রাতে ঘর থেকে ডেকে এনে মেরে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে। তারপর এই যে মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়াকে দাঙ্গার সময়ে তিনি তো পালিয়ে যাননি। পালিয়ে গেলে মারধোর করার কথা আসতে পারে, শান্তি কমিটির নাম করে ডেকে এনে যাচ্ছেতাই প্রহার করা হয়েছে। কাঠের রোল টুকরো করে তাঁকে মারধোর করা হয়েছে। তিনি একজন সম্মানীয় জনপ্রতিনিধি। তাঁর বেলাতেই যদি এমন হয় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ মার খাবে এতে আর বিচিত্র কি। এটাই কি গণতন্ত্রের নিয়ম ? আজকে পঞ্চায়েত-এর দুর্নীতি এতো ব্যাপক হয়েছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। এটা এমন হয়েছে 'এটারে কইয়া কি করবো।' ,সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত দুর্নীতি সম্পর্কে মানুষের অনীহা এসে গেছে--এতো ব্যাপক হয়েছে। আমরা দেখি, সারা রাজ্যে কাজ হলে সেটা কেডারদের ভাগাভাগিতে হয়। প্রধানের গাড়ী কেনার পরিকল্পনা রচিত হয়। আজকে এই জনদরদীদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এখানে যারা বসে আছেন তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা জন সাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে কথা নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন, এ করবো, সে করবো বলেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সেটা জনসাধারণকে ধুকা দেয়া ছাড়া আর কিছু না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সামনে পঞ্চায়েত' নির্বাচনই একমাত্র এই বিল এর কারণ। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন ১০ জন গাঁও প্রধান আছেন যারা ১০০%

দুর্নীতিগ্রস্ত। যার ফলে আমরা দেখি আগামী নির্বাচনে এই প্রধানগণ আর নমিনেশান পাবেন না। আপনাদের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানদের জনগণ চিনেছেন। যারফলে নির্বাচনকে আপনারা ভয় পান। মাননীয় সদস্য নকুল দাস বলেছেন, আমরা কেন এতো ভয় পাই, আমরা ভয় পাই হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের কাজে লাগে না। সবই আপনাদের পেটে যায়; এর জন্য আমরা ভয় পাই। লাখ লাখ টাকা জনগণের কাজে খরচ না করে সে টাকায় জুয়া খেলা হয়। সে জন্যেই গণ্ডাছড়ায় প্রধানের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস রয়েছে। এইসব প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও স্বীকার করতে হয়েছে। বলতে হয়েছে (গণ্ডগোল) আমাদের প্রধান নয় আপনাদের প্রধান। অমরপুরে ২২টা গাঁও সভার মধ্যে সবটিতেই আপনাদের প্রধানগণ রয়েছেন সেটা আপনারা কি জানেন না? বদনাম হলে অন্যের ঘাড়ে চাপান। নিজেদের প্রধান বলে স্বীকার করতে কি লজ্জা হয়? কেন এতো লজ্জা হয়? লজ্জা পেলে মুখ লুকিয়ে রাখুন। আরো বলতে চাই, গণ্ডাছড়ার প্রধান বৃন্দাবন দাস পুলিশ কেস-এর সঙ্গে জড়িত। আপনারা বাঘের ছাল গায়ে দিয়ে সেখানে গিয়ে আওয়াজ বড়ো করে আর ভয় দেখাবেন না। আমি বলি আজকে এখানে যে বিল এসেছে সেটা জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছুবে কিনা আমাদের সন্দেহ রয়েছে এবং আজ এখানে যারা বসে আছেন তারা দুর্নীতিতন্ত্র ত্যাগ করে আমাদের পথ ধরুন। আপনারা গলায় বড়ো বড়ো মালা ঝুলিয়ে তুলসী পাতা গঙ্গা জলে ধুয়া আমরা বামফ্রন্ট সরকার একথা এখন জনসাধারণ বুঝে নিয়েছে যার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আরো এক বছর পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সে সব কথায় এখন আর বিশ্বাস নেই। আপনাদের যদি সেই উদ্দেশ্য থাকে তাহলে নির্বাচনের ঘোষণা করুন, কিন্তু আপনাদের সেই সাহস নেই। আপনারা বলতে পারেন না। কি করে কেন্দ্র থেকে আরো টাকা আনা যায় এবং তা এনে নিজেদের পেট ভরানো যায় সে চিন্তায় আপনারা আছেন। সে খাওয়া হয়ে গেলে পরে ঘোষণা করবেন এটা আপনাদের পলিসি। কিন্তু জনসাধারণ সামনে আপনাদের ভোট দেবে না। যার ফলে আমরা দেখি এখন যে টাকা আসছে সেটা সময় থাকতে খেয়ে নাও। সি, পি, এম-এর প্রধানগণ যত নির্বাচন আসছে ততই টাকা খাচ্ছেন। আমরা দেখি যেখানে খাদ্যাভাব আছে, নিজে খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছি জায়গায় জায়গায় খাদ্যাভাব রয়েছে। এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, চালু করার দরকার। কিছুই হয়নি। ব্লকগুলোতে গিয়ে খোঁজ করে দেখা গেলো কাজ এসেছিলো ঠিকই কিন্তু খেয়ে ফেলেছি সব। এসব চলছে। এর জন্যই এখানে যে বিল এসেছে তা ত্রুটিপূর্ণ আপনারা আবার মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি দিয়ে, অন্যের বুদ্ধিও নিয়ে আবার এটাকে সংশোধন করুন। আজকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কংগ্রেস (আই) যুব সমিতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দরকার হলে বামফ্রন্ট সরকারের প্রধানদের বিরুদ্ধে

আন্দোলন করবে, রুখে দাঁড়াবে। আজকে আমরা ঘোষণা করি এখানে যারা বসে আছেন এবং বাইরে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত আইন বিল পেশ করেছেন আমি সেটিকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই আইন দ্বারা ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মানুষের আশা আকাংক্ষাকে কখনও পূরণ করতে পারবেনা। আবার এই বিলের উপর বিভিন্ন জায়গায় মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যে সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন সে সংশোধিত আকারে বিলকে আমি সমর্থন করি।

বামফ্রন্ট সরকারের গ্রাম প্রধানরা বিগত পাঁচ বৎসর ধরে যে দুনীতির আশ্রয় নিয়েছেন সেটাকে আড়াল করবার জন্যেই এবং তাদের দুনীর্তিকে আরো বেশী করে সম্প্রসারিত করবার জন্যেই এই আইন আনা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বলেছিলেন যে তাদের দুটি পা রয়েছে---সেগুলি হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতি। এই দুটি পায়ে এখন দুর্নীতির ঘুণে ধরেছে, পায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে পচতে শুরু করেছে। এখন এই পচা গলা পাকে আবার খাড়া করবার জন্যেই এই আইন তৈরী করা হয়েছে। এটা পরিস্কার যে, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করেই নিজেদের দলের কর্মীদের কথা চিন্তা করেই, দলের লোকেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি যে, অমরপুর এর একটি গাঁওসভার প্রধানের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তারই নির্দ্দেশক্রমে সেখানকার একটি রাস্তা একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ কর্মচারী এর প্রতিবাদ করলে তাকে সেখান থেকে বিলোনিয়া বদলী করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েত গরীবদের স্বার্থ রক্ষা করবে কোথায়, সেখানে গরীবের উপর খাড়ার আঘাত করছে। প্রতিবাদ করলেই তার মুখ বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রের কথা বলছেন মুখে কিন্তু কাজে তারা ঠিক তার উল্টা কাজ করছেন। কাজেই এই দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্যে যেখানে এই আইন আনা হয়েছে আমরা সে আইনকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। যে দল থেকে সে নির্বাচিত হবে সেই দল থেকে সদস্যপদ ত্যাগ করে যদি অন্য কোন দলে যায় সাথে সাথে তার সদস্যপদ খারিজ করা হবে। (গোলমাল) তবে এই যে আপনাদের একটা কৌশলের নীতি এটা পরিত্যাগ করে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করুন। আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলছেন। আপনাদের গণতন্ত্রের একটা নমুনা দিচ্ছি। কিছুদিন আগে একজন গাঁওসভার প্রধানের উপর পুলিশ কিভাবে জুলুম অত্যাচার করেছে।

তারা অফিস থেকে সুরু করে হেছুড়িয়া পর্যন্ত বন্ধ হরতাল পালন করেছে। ফলে আমরা চাইছি যে পঞ্চায়েতের এই দুরবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন রাখব যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে একদিকে দলত্যাগ বিরোধী বিল আনতে হবে এবং আমাদের সদস্যরা, যাঁরা কাজকর্ম করবেন, আমি নিজে পঞ্চায়েতে কাজ করেছি, তাঁরা সবাই খুশীমত কাজ করতে পারে না। ফলে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এইটুকু চাই যে পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত হবেন তাঁরা যাতে গ্রামে গঞ্জে কাজ করতে পারেন। তাদের জন্য একটা ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যই এই ভাতার প্রয়োজন। আর একটা জিনিষ আমার সংশোধনীর মধ্যে এনেছি। সেটা হলো লেভি ট্যাক্স। একদিকে যেমন গ্রামের মানুষগুলি পঞ্চায়েতকে ট্যাক্স দিচ্ছে, আবার হয়ত জেলা পরিষদকেও ট্যাক্স দিচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে আমার আবেদন থাকবে এই বিলে যে সংশোধনী আছে সেটা যাতে প্রত্যাহার করা হয়।

অডিটের প্রশ্ন নিয়ে বলতে হয়, এখানে বলা হয়েছে একজন মনোনীত সদস্য দিয়ে হিসাব পরীক্ষা করা হবে। কিন্তু আমি বলছি, এ, জি, মারফত যেন অডিট করা হয়। কারণ এই সরকার বলেছিলেন এই বিধানসভায় যে ৪৮ গাঁওসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, আজকে পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করলেন না যে একটা প্রধানের বিরুদ্ধে চুরির জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী আজকে যে বিলটি এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেই বিলটি আমি সমর্থন করি। এটা কিসের জন্য আনা হয়েছে এবং কেন এল ? পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত নিয়মবিধি সংশোধন করেছে সেটা উত্তর প্রদেশের আইনটাকে সংশোধন করে এখানে চালু হয়েছে। সেই অনুসারে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন। সেই অনুসারে গ্রামের গরীব মানুষের দুই একটা কথা বলার গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। সেজন্য সরকারকে ধন্যবাদ। বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের রাজত্বে পঞ্চায়েতের ভোটটা ছিল হাত তুলে। সেখানে যে সমস্ত টাউট বাঁটপাড় ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তারা হাত তুলতেন। তা না হলে তাদের পিঠের চামড়া থাকবে না। সেই অধিকার তারা পেয়েছে। কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা কিছু কিছু পেয়েছে। কিন্তু যারা বিরোধী দল হিসাবে আছে তারা আজকে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা হিসাবে থাকছেন। তারা বামফ্রন্টের কাজকে সহ্য করতে পারছেন না। তারা আবার সেই দিনটাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। তাঁদের যে সমস্ত কাজকর্মের দ্বারা মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আজকে সেটা তারা

করতে পারছেন না। সেই কারণেই আমরা বিগত বিধান সভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখলাম যে, তাদের বংশে বাতি দেওয়ার জন্য কেউ ছিল না। আজকে তাঁরা হয়ত কিছু কিছু মিথ্যা ভাওতা দিয়ে সদস্য হয়ে এসেছেন। আজকে দেখা যায় তাঁদের প্রধানেরাই চুরি এবং বাঁটপাড়ি করছেন, মোটর সাইকেল কিনছেন। কাজেই যে সমস্ত জিনিষ বিলে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে তারা যে সমস্ত সুবিধাগুলি পাচ্ছেন না, সেগুলিতে তাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিগত দিনে যে সমস্ত জিনিষগুলি ছিল, যেমন লেভি আদায় করা হত, তার মধ্যে অনেক দুর্নীতি ছিল। তখন রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রামে গ্রামে গিয়ে লেভি আদায় করা হত এবং লেভি আদায় করতে গিয়ে গ্রামের কৃষকদের উপর জুলুম করা হত, সেদিনকার জুলুমের কথা মানুষ আজও ভুলতে পারে নি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা সেই দিন সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছিল, তারজন্য তারা আজও দুঃখ প্রকাশ করেন নি। কাজেই তারা যে ত্রিপুরা রাজ্যে আবার ক্ষমতায় আসবেন বলে বুক বেঁধে আশা করছেন, সেটা বোধ করি সম্ভব হবে না, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেই দিনকার তাদের অত্যাচারের কথা ভুলে গিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবেন, এই বিশ্বাস আমার অন্ততঃ নাই। অন্য দিকে মানুষ আজকে বামফ্রন্টের আমলে নির্ধিদায় নিজেদের সুখ দুঃখের কথা খোলে বলতে পারছেন না, নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারছেন, যে যে সুখ ঐ কংগ্রেস আমলে ছিল না। কাজেই মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা এখানে উত্থাপন করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসে উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে এও আশা করছি সে বিরোধী দলের সদস্যরাও সেটাকে সমর্থন করবেন। কারণ এই পঞ্চায়েত বিল পাশ হলে আপনারাও গ্রামের মানুষের স্বার্থে কাজকর্ম করতে পারবেন এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে আবার মেলামেশা করার সুযোগ পাবেন। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

লেন প্রসাদ মালসাই ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকর স্যার, তিনি চিনি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী অর যে পঞ্চায়েত বিল পেশ খেইম' আবন' আং সমর্থন খেইহা। তেই সমর্থন খেই আনি বক্তব্য নাবীক নাইহাঁ। আং সিঅ যে বিগত কংগ্রেস নি আমল যে পঞ্চায়েত আইন ভংম' আব' নির্বাচন' শুধু ইয়াক তিসাই' ভোট রীমা সিমিয়া আব দুর্নীতি নি ব একটা জাগা। আবনি পরিষ্কার প্রমাণ যে, যে ব্র' তিন কানি অর্থাৎ মাত্র তিন কানি সে বনি জমি। আব সেই ধর্মনগর' আবন তিন কানি সিমি ক্ষের লোন গেইমাসে। কাজেই, আর ওয়াইহাঁ আং বাংলা নি কজেরা হীনমানি রাই মানজাগীই আং নিজে অনুরোধ

খেইয়া, আবন পর্যন্ত হাসপাতাল তুবুয়া। কাজেই চিনি প্রধান' আং নিজে সাগ আবতাই আঁংখে নিজে মা থাংনাই লগে। কাজেই, নেমন লেভী শুধু লেভী সিমিয়া পঞ্চায়েত নি অন্যান্য যে কাজ-কর্ম নিজেনি ক্ষমতা বাই পঞ্চায়েত সামুঙ তাং মানয়া। কাজ খাইনা নাইখে ব আরনি যে আমলা তংনাইরক বরং নি খুশীমতে মা আঁংনাইয়াখে কোন উন্নয়ন-মূলক সামুঙ আংখা। কাজেই বলক-রগ' আবতাই অবস্থা আং নিজে ভুগি ফাইখা। কাজেই তিনি সেই কংগ্রেস নি আইন নি জাগাঅ নতুনভাবে সংশোধননি যে প্রস্তাব অর পেশ খেইজাকমা বন আং সমর্থন খেইহঁা। মাননীয় বিধায়ক নকুল দাস যে কক সাম' আং সমর্থন তংগ। মাননীয় বিরোধী দলরগ পুরাপরি সমর্থন খাইয়া। বরক ন সমর্থন খেইনা বাং আং আহবান নারীকগ। পঞ্চায়েতনি দুর্নীতি সম্পর্কে বরক কিসা সাকা। উপজাতি যুব সমিতিনি প্রধান ব একবার গদা বালয়াখে মাইসে মাচায়া, বনি নগসে তাবুক পরিষ্কার আঁংখা নির্বাচননি পরে নি' সিমি প্রায় ৫০ হাজার রাঙ আংখা। কাজেই এই Lamps নি রাঙ নিসে ব ৪০ (চল্লিশ) হাজার ব্যাঙ্কঅ জমা তন'। কাজেই সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরী খেইনা বাং অ বিল ন আং সমর্থন নেথই আনি বক্তব্য পাইরীহঁা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই ঃ — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েৎ বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন জানিয়েই আমার বক্তব্য রাখছি। আমি জানি যে, বিগত কংগ্রেস শাসনের আমলে যে পঞ্চায়েত আইন ছিল সেটা শুধু হাত তুলে নির্বাচন হয়েছিল, এবং দুর্নীতিও হয়েছিল। তার পরিস্কার প্রমান হল যে, কংগ্রেসের অপশাসনে ধর্মনগরে এক প্রধানের মাত্র ৩ (তিন) কানি জমি ছিল। পরে প্রধান হয়ে তিনি ১৩ (তের) দ্রোন জমি করেছেন। এই হচ্ছে কংগ্রেস আমলের নমুনা। তারপর একবার ধর্মনগর এলাকায় কলেরা রোগ দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময়ে আমি স্বয়ং অনুরোধ করেছিলাম যাতে সুষ্ঠুভাবে হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা হয়। কিন্তু পরে হাসপাতালে রোগীদেরকে চিকিৎসা করা হল না। এ সমস্ত হলে আমাদের প্রধানদেরকে আমি বলে দিয়েছি সব সময় সঙ্গে থাকার জন্য। এ সমস্ত হলে নিজে সঙ্গে যেতে হবে। যেমন---লেভী, শুধু লেভী নয়, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম এবং যে কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে গেলেও সেখানের যে আমলারা রয়েছেন তাদের খুশীমতে কাজ না করলে উন্নয়ন মূলক কোন কাজই সম্ভব ছিল না। কাজেই আজকে সেই অপশাসনের যে আইন ছিল সেটাকে এখন নতুনভাবে সংশোধনের প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যা বলেছেন সেটাকেও আমি সমর্থন করি। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা এটাকে মেনে নিচ্ছেন না। তাদেরকে সমর্থন জানাবার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েতের দুর্নীতির জন্য তারা সমালোচনা করেছেন। তারপর আমি বলব—যারা উপজাতি যুব সমিতির প্রধান রয়েছেন—তাদেরও প্রধান না হওয়ার আগে খোরাক এর ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এখন তারা প্রধান হয়ে ৫০ হাজার টাকার মত ব্যাংকে জমা দিচ্ছেন। এখন এত টাকা কোথা থেকে এল ? Lamps এর টাকাও উপজাতি যুব সমিতির প্রধানরা এখন ব্যাংকে ৪০ হাজার টাকা রাখছে। কাজেই বিরোধী দলের সদস্যদেরকে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য যে বিল এই হাউসে আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন জানাবার জন্য অনুরোধ জানাই এবং এই বলেই আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্যগণ, এই সভা আগামী ১১ই অক্টোবর, ১৯৮৩ইং মঙ্গলবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question NO.—35 By—Shri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কাকড়ী নদীর বন্যার কবল থেকে কাকড়ীর পার, টঙ্গীবাড়ী, বটরশি, কামেশ্বর গাঁও, হুরুয়া, জামিরালা, রাজবাড়ী ও ধর্মনগর শহর রক্ষার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

২। যদি কোন পরিকল্পনা হাতে নিয়ে থাকেন তবে তাহা কতদিনের মধ্যে শুরু হবে, আর

৩। না নিয়ে থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। উল্লিখিত এলাকাগুলি বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য কাকড়ীর উভয় তীরে বাঁধ নির্ম্মাণের একটি সুবৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ চলছে।

২। উপরোক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পটি N. F. Railway এর সেতু ও রেল লাইনের নিরাপত্তা জড়িত থাকায় রেলপথের কারিগড়ী শাখা পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করছে। রেলের অনুমোদন পেলে ইহা State Technical Advisory Committee তে পেশ করা হবে। কমিটির অনুমোদন হলে যথা সময়ে কাজ আরম্ভ হবে।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রক্ষিতে ৩নং প্রশ্ন আসে না।

By—Shri Matilal Sarkar. Admitted Starred Question NO. 75

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের অনেক গভীর নলকূপ সেচের জন্য নিয়মিত জল পাওয়া যাচ্ছে না।

২। সত্য হইলে যে সমস্ত নলকূপ থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না ঐ নলকূপগুলো চালু রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। একটি গভীর নলকূপ থেকে গড়ে দৈনিক কত ঘণ্টা জল পাওয়া যায় ?

উত্তর

১। বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ হইলে এবং পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিকল হলে সাময়িক ভাবে জল সরবরাহ বন্ধ হয়।

২। নলকূপগুলি উপরোক্ত কারণে অচালু হলে তৎক্ষনাৎ মেরামত করবার আয়োজন করা হয়। ইহা ব্যাতীত যদি কোন চালু নলকূপ পুরাতন হওয়ার জন্য বিকল হয় তবে সেখানে সাধারণত নূতন নলকূপ খনন করা অথবা বিকল্প পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

৩। জলের প্রয়োজন থাকলে একটি গভীর নলকূপ সাধারণতঃ আট ঘণ্টা চালু রাখা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে গড়ে একটি নলকূপ বৎসরে ১২২ দিন চলে এবং মোট ৪২৫ ঘণ্টা চলে। তাহাতে চালু দিনে গড় দৈনিক ৩'৫ ঘণ্টা চলে।

STARRED QUESTION NO. 170 (ADMITTED NO. 97)

By—Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কতজন আসামীকে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজন পলাতক রয়েছে ?

খ) এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে সরকার কি সি-বি-আইর সাহায্য চেয়েছিলেন ;

গ) এবং চেয়ে থাক্‌লে সি-বি-আই আসেনি কেন ?

ঘ) নিহত বিধায়ক ব্লক অফিসে যাওয়ার ব্যাপারে সিকিউরিটি চাওয়া সত্ত্বেও না দেওয়ায় ঐ পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

উত্তর

ক) এই ঘটনায় পুলিশ ৯ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন এবং ১৭ জন পলাতক আসামীদের মধ্যে পরে ১৬ জন আদালতে আত্মসমর্পন করে। একজন আসামী বর্তমানে পলাতক আছে

খ) রাজ্য সরকার সি-বি-আই এর উপদেশ এবং সাহার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

গ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সি-বি-আই না পাঠানোর কারণ জানা যায়নি।

ঘ) এই ব্যাপারে নিরাপত্তারক্ষী কনেষ্টবলকে চার্জশীট দেওয়া হইয়াছে এবং বিশালগড় থানার প্রাক্তন ও সি কে বিশালগড় থানা হইতে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Starred Question No. 98
By—Shri Matilal Sarker

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক বন্যায় সারা ত্রিপুরায় কয়টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের ক্ষতি হয়েছে?

২। এই ক্ষতির পরিমাণ কত?

৩। এই বাধগুলি নষ্ট হওয়ার ফলে অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির কি কি ক্ষতি হয়েছে?

উত্তর

১। সাম্প্রতিক বন্যায় সারা ত্রিপুরায় ৩৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের মধ্যে ১১টি বাধের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

২। এই ক্ষতি মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় আনতে ২৮ লক্ষ টাকা লাগবে।

৩। এই বাধগুলি ভাঙ্গা হওয়াতে মোট ৫৫৯১ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

শুধু এই বাধগুলির ক্ষতির ফলে অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ আলাদা ভাবে তথ্য নাই। তবে এই বন্যার ফলে সারা ত্রিপুরায় বিষয় সম্পত্তির অর্থাৎ ফসল, মৎস্য, বাড়ীঘর, গবাদিপশু, রাস্তা, সেত, বাধ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অন্যান্য সরকারী সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতির আনুমানিক মূল্য প্রাথমিক তদন্তে ২৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

Admitted Question No. 102
By—Shri Rati Mohan Jamatia.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় মহারানী ব্যারেজ করিতে গিয়ে এখন পর্য্যন্ত কয়টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে? এবং আরও কয়টি পরিবার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

২। উচ্ছেদকৃত পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ হিসাবে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। ৭৪টি পরিবার। ব্যারেজ নির্মাণ করতে আর কোন পরিবারের স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আপাততঃ নাই।

২। স্থানান্তরিত ৩০ (ত্রিশ) টি পরিবারকে জমির মূল্য এবং বাস্তুভিটা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৮,৯০,৮৪৪·৬৯ টাকা দেওয়া হয়েছে। খাস জমিতে বসবাস-কারী ত্রিশটি পরিবারকে মোট ৬৭,৪২০·০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

পরিবার পিছু ৭৪০৲ টাকা হইতে ৫,৩৩০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। উক্ত ব্যারেজের খাল খননের পরিপ্রেক্ষিতে কয়টি পরিবারের কত একর জমি ব্যারেজের আওতাধীন আনা হয়েছে, এবং

৪। একর প্রতি কত টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ?

উত্তর

৩। খাল খননের জন্য এখনও কোন জমি ব্যারেজের আওতায় আনা হয়নি। উক্ত ব্যারেজের খাল খনন করার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলিতেছে এই কাজ সম্পূর্ণ হলে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে।

৪। খাল খননের জমি অধিগ্রহণের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। জমির মূল্য নির্দ্ধারণের কাজ প্রচলিত আইন অনুসারে ল্যাণ্ড একুইজিশন কালেক্‌টার স্থির করবেন।

STARKED QUESTION NO. 140 (ADMITTED NO. 103)

By—Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট কয়টি Missionary Church কর্ম্মরত রয়েছে।

২। কোন চার্চ কোন কোন বহিঃরাষ্ট্র থেকে কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পায় তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ;

৩। বহিঃরাষ্ট্র থেকে আসা এসব অনুদান ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আসে কি না এবং ঐসব অনুদানের হিসাব ও অডিট সরকারীভাবে রাখা হয় কিনা ;

৪। T.B.C.U. এর General Secretary আমেরিকার Taxces থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন তার কোন হিসাব রাখা হয় না ; ইহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি না ;

৬। কোন চার্চ কর্তৃক কোন রাজনৈতিক দল বা নেতাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি না রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

উত্তর

১। মোট ৬টি।

২। হ্যাঁ।

৩। নথিপত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারীর সদর কার্যালয় থেকে T.B.C.U. এর নামে চেক্ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে আসে। ১৯৭৬ সালের Foreign Contribution (Regulation) আইন অনুসারে T.B.C.U ভারত সরকারকে নিউজিল্যাণ্ড হেড কোয়ার্টার হইতে তাহাদের নামে পাঠানো টাকার হিসাব পাঠায় বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত সরকার এই ব্যাপারে অডিট করায় কি না জানা নাই।

৪। T.B.C.U নামক সংস্থার General Secretary প্রতি বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনোইস (Illinois) নামক সংস্থার জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রায় ৩৩,০০০ টাকা পান বলিয়া জানা যায়। এই টাকার সংরক্ষিত কোন হিসাব ত্রিপুরা সরকারের নিকট জানা নাই।

৫। যেহেতু বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখছেন, তাই এই সম্পর্কে কোন সংবাদ রাজ্য সরকারের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 113.
By---Shri Tarini Mohan Sinha

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে ক্ষমতায় আসার পর সেচের জন্যে এখন পর্যন্ত কয়টি শেলো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য অনেক শেলো টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে?

৩। যদি হ্যাঁ হয় তবে তার সংখ্যা কত? এবং

৪। এইগুলো মেরামতের জন্যে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে ক্ষমতায় আসার পর সেচের জন্যে ১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমান সনের ৩১শে মে পর্যন্ত ৩৫৪টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১। ধর্মনগর—৩টি ২। কৈলাশহর—১৯টি ৩। কমলপুর—১১টি ৪। খোয়াই—১০টি ৫। সদর—১৮৫টি ৬। সোনামুড়া—৪৫টি ৭। উদয়পুর—১৩টি ৮। বিলোনীয়া—৪৭টি ৯। সাব্রুম—২১টি ১০। অমরপুর— টি
মোট ৩৫৪টি

২। হ্যাঁ

৩। অকেজো অগভীর নলকূপের সংখ্যা—১৬১টি।

৪। শেলো টিউবওয়েলগুলো সরকারী তত্ত্বাবধানে ও সম্পূর্ণ ব্যয়ে তৈরী হবার পর Lamps এবং Pacs সংস্থার কাছে চালু অবস্থায় হস্তান্তরিত করা হয়েছে। হস্তান্তরিত করবার সময়ে এই সর্ত ছিলো যে Lamps এবং pacs তাহাদের ব্যয় এবং পরিচালনায় এইগুলি চালু রাখিবে। সর্বভারতীয় মানে শেলো টিউবওয়েলকে Private well বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং চালু অবস্থায় হস্তান্তরিত হবার পর ইহার মেরামতের পূর্ণ দায়িত্ব Lamps এবং Pacs এর নিতে হবে এত ছোটো প্রকল্প সরকারী ব্যবস্থা চালানো পাহারা দেওয়া এবং মেরামত সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No.—118
By—Shri Mono Ranjan Majumder.

প্রশ্ন

১। উত্তর বিলোনীয়া নদীর বাঁধে ভাঙ্গনের ফলে যে ভয়াবহ পরিনতি হইয়াছে উহা নিরসনের জন্য পুনরায় ঐ বাঁধ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছে কি ?

২। গ্রহণ করা হইলে পরিকল্পনাটা কি এবং কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। পরিকল্পনাটা হলো যেটুকু বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উহা পুনরায় নির্মাণ করা এবং বন্যামুখা ছড়াটি পুনরায় বন্ধ করিয়া দেওয়া। ছড়ার মুখ সহ বাঁধটি repairingএর কাজ অকটোবর মাস হইতে শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Starred Question No 120 (Admitted No. 120)
By—Shri Subodh Ch. Das,

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৩ ইং সনের ৯ই সেপ্টেম্বর আনুমানিক রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পেচারথলের সন্নিকটে শেরমুন টিলায় এক সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয় ;

২। সত্য হইলে ডাকাত দলের আক্রমনে যারা আহত বা ক্ষতিগ্রস্থ হন তাদের নাম ও ঠিকানা আছে কি ?

৩। এবং ডাকাত সন্দেহে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নাম কি এবং এদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। হ্যাঁ।
৩। হ্যাঁ।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to stath—

Admitted Starred Question No 171. by : Shri Tarani Mohan Singha.

প্রশ্ন

১। গত ১৪ই জুলাই ১৯৮৩ইং ফটিকরায় থানার অন্তর্গত নদীয়া বাজারে উগ্রপন্থী-দের আক্রমণে আহত কত, নিহতদের সংখ্যা কত ও কয়টি ঘরবাড়ী পুড়া গিয়াছে এবং এতে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২। উক্ত ঘটনায় আহত নিহতের পরিবার ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থদের কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

৩। ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। চার ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন, আহতের মধ্যে এক ব্যক্তি পরে মারা যান। ৪টি দোকান সমেত মোট ৮টি বাড়ী পোঁড়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০,০০০ টাকা।

২। ১০টি পরিবারকে নিম্নলিখিত ভাবে ১,৫৫০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

ক) ৭টি পরিবারকে—প্রতি পরিবার ২০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। এবং

খ) ৩টি পরিবারকে—পরিবার পিছু ৫০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

৩। ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারি করা হয়েছিল।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

Admitted Starred Question No. 194.

by : Shri Monoranjan Majumder, M.L.A.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত সংঘটিত খুনের সংখ্যা কত ; এবং

২। এর মধ্যে রাজনৈতিক খুন বলিয়া কতটি চিহ্নিত হইয়াছে ;

৩। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কতগুলি খুন হইয়াছিল (রাজনৈতিক খুনের পৃথক হিসাব সহ) ?

উত্তর

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর— ৯১টি, এর মধ্যে ১৬টি রাজনৈতিক ধরণের।

৩। ৭৮টি এবং এর মধ্যে ১২টি রাজনৈতিক ধরণের।

Admitted Starred Question No. 145. by : Shri Jawhar Saha.

প্রশ্ন

ক) চেলাগাং (অমরপুর) থেকে সোনামুড়া মহকুমা পর্য্যন্ত গত বন্যায় (৩রা আগষ্ট ১৯৮৩ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত) কতগুলি বাড়ী ও গ্রাম গোমতীর গর্ভে বিলিন হয়েছে ?

খ) ঐ ভাঙ্গা রোধের জন্য নদীর উভয় তীরে বাঁধ ও হানা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

গ) বন্যা প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ? তার বিবরণ।

উত্তর

ক) তথ্য নাই।

খ) ভাঙ্গা রোধের জন্য উদয়পুর শহরে এবং সোনামুড়া বাঁধের দুইটি বিপদজনক স্থানে বোল্ডার রিভেটম্যান্ট করিবার পরিকল্পনা আছে। ইহা ব্যাতীত কোন কোন স্থানে হাদ্রা শিলাঘাটি বাঁধের তে গোমতী নদীর Main current আসাতে হানা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

গ) গোমতী নদীর বন্যা হতে প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নলিখিত পরিকল্পনার কথা ভাবছেন।

১। উদয়পুরের সুভাষ সেতু হতে হাদ্রা শিলাঘাটি পর্য্যন্ত নূতন বাঁধ।

২। সুভাষ সেতু হতে পালাটানা বাজার পর্য্যন্ত নূতন বাঁধ।

৩। মহারাণী ছড়ার বাম তীর বরাবর পি ডব্লিউ ডি পুল হতে ব্যারেজ পর্য্যন্ত নূতন বাঁধ।

৪। গোমতীর বাম তীরে অমরপুর শহরের বাঁধ।

৫। হাদ্রা শিলাঘাটি বাঁধের উচ্চতাকরণ।

৬। পালাটানা লুলুঙ্গা বাঁধের উচ্চতাকরণ।

৭। ডাকমা জলা বাঁধের উচ্চতাকরণ।

৮। পদ্মধেপা বাঁধের উচ্চতাকরণ।

৯। সোনামুড়া বাঁধের উচ্চতাকরণ।

রাজ্যের সীমিত আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

Admitted Starred Question No. 143. Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'blc Miniiter-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকার জুমিয়াদের জুম চাষের জন্য যে জুম ধানের বীজ বণ্টন করে থাকেন তাহা বপন করার উপযুক্ত সময়ে দেওয়া হয় না,

২। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে সময় মত জুম বীজ তাদের বণ্টন না করার কারন কি,

৩। জুম বীজ সংগ্রহ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন তার বিবরন ?

উত্তর

১। না, মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। জুম বীজ যাতে সময় মতো সংগ্রহ করে জুমিয়াদের মধ্যে বিতরন করা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বি, ডি, ও, দের নিকট যথা সম্ভব অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। বি, ডি ও গন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বীজ সংগ্রহ করে জুমিয়াদের মধ্যে বিতরন করেছেন। সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষি বিভাগের মাধ্যমেও বিডিও জুম বীজ সংগ্রহ করেন।

Admitted Starred Question No. 165 , Shri Rabindra Deb Borma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৩ইং সনে জুলাই মাসে অমরপুর মহকুমার তীর্থমুখ ও রইস্যাবাড়ী দিয়ে বাংলাদেশীরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন ?

২। সত্য হইলে, কতগুলি পরিবার প্রবেশ করেছিল ;

৩। প্রবেশ করার কারন ;

৪। ইহা ও কি সত্য যে বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশীদের পুনরায় ফেরৎ পাঠান হয়েছে ?

৫। সত্য হলে তার কারণ ;

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৬৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। জানা যায় যে, বাংলাদেশের সেন'বাহিনীর অত্যাচারে এই বাংলাদেশী নাগরিকগণ ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিল।

৪। হাঁ।

৫। তারা পাসপোর্ট ভিসা ও Restricted area Permit ব্যতীত ত্রিপুরায় প্রবেশ করায় বি, এস, এফ্ তাদের সীমান্তের অপর পারে ফেরৎ পাঠায়।

Admitted started Question No 167.

Name of the Member :- Shri Diba Chandra Hrankhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বড়ুয়া সম্প্রদায় কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত?

২। বিগত ১৯৭৭ সাল হইতে বড়ুয়া সম্প্রদায়ের সিডুল ট্রাইব সার্টিফিকেট রাজ্য সরকার দিয়েছেন কিনা,

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে উপরোক্ত সময়ে কত জনকে দেওয়া হয়েছে,

৪। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে তার কারন?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বড়ুয়ারা প্রধানতঃ সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু মগ সম্প্রদায়ের কিছু লোক বড়ুয়া পদবীধারী হওয়াতে তপশিলী উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

২। হ্যাঁ, মহাশয়।

৩। ২৭ জনকে এস, টি, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 245

(Admitted No. 171)

By :- Smti Gita Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত বিধান সভার অধিবেশণে হরুয়া তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করায় পূর্বে ফাঁস হয়ে যাপয়ার ঘটনা সরকার তদন্ত করেছেন কি?

২। করে থাকলে, তদন্তের ফলাফল কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কোন প্রকার ত্রুটির জন্য কাহাকেও দায়ী সাব্যস্ত করা যায় নাই।

Starred Question No. 256 (Admitted No. 172)

By :- Smti. Gita Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত বিগত ৫ বৎসরে রাজনৈতিক কারণে খুনের সংখ্যা কত:

২। এই রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। ৩৫টি।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 170

By—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নে ডম্বুরনগর হইতে সর্বমোট কত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল?

এবং

২। উচ্ছেদকৃত পরিবারের মধ্যে ১৯৭১ ইং হইতে ১৯৮৩ ইং ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ১৩১২টি উপজাতি পরিবারকে।

২। ১১৫৮টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

ANNEXURE—B

Un-Starred Question No. 102. (Admitted No. 22)

By—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩ ইং সনের আর্থিক বৎসরে এবং ১৯৮৩ ইং সনের ৩১শে আগস্ট পর্য্যন্ত পুলিশ বাজেট থেকে গাড়ী ভাড়া বাবদ কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

২। এর মধ্যে কত টাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এবং কত টাকা নির্বাচনের (ইলেকশন) কাজে গাড়ী ব্যবহারের জন্য খরচ করা হইয়াছে ?

৩। উক্ত ব্যয়িত সমস্ত টাকাই পুলিশ বাজেটে ধরা ছিল কি ?

৪। উপরিউক্ত আর্থিক বৎসরগুলিতে পুলিশ বিভাগের জন্য নূতন গাড়ী কেনার পরিকল্পনা সরকারের ছিল কি ?

৬। পরিকল্পনা থাকিলে কতটা গাড়ী কেনা হইয়াছিল ? এবং

৬। উক্ত গাড়ীগুলি কি কি কাজে ব্যবহার করা হইয়াছিল ?

প্রশ্ন

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর	আর্থিক বৎসর	আইন শৃঙ্খলার জন্য	নির্বাচনের জন্য	মোট ব্যয়
	১৯৮০-৮১	৪১,৫৪,৮২০'৭৯	—	৪১,৫৪,৮২০'৭৯
	১৯৮১-৮২	৪,০৮,২৬৩'২৯	১০,২৫২'৩২	৪,১৮,৫১৫'৬১
	১৯৮২-৮৩	২৯,৪০,২৮৪'৯৪	৯,৩৯,৮৭২'১৯	৩৮,৮০,১৫৭'১৩
	১৯৮৩-৮৪ এর ৩১শে	৫৫,৪৫৪,২৬	৭,৫২,১৯২'৬৭	৮,০৭,৬৪৬'৯৩
	আগস্ট পর্য্যন্ত	৭৫,৫৮,৮২৩'২৮	১৭,০২,৩১৭'১৮	৯২,৬১,১৪০'৪৬

৩। হ্যাঁ।

৪। হ্যাঁ।

৫। ৪৪টি।

৬। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশের চলাচলের জন্য এই গাড়ীগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

Starred Question No. 195. (Admitted Unstated Qesution No. 26)

Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকের সংখ্যা কত ?

২। জুন দাঙ্গার প্রাক্কালে সরকারী নির্দেশে কত সংখ্যক বন্দুক জমা পড়িয়াছে ?

৩। বর্তমানে ধৃত বা আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর কাছে লাইসেন্স সহ বন্দুক পাওয়া গিয়াছে কি ?

৪। পাইলে তাহার সংখ্যা কত ?

৫। সরকারী নির্দেশে বা অনুমতিতে বর্তমানে কাহারও কাছে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক আছে কি ?

৬। কত জনের নিকট আছে (তাদের নাম সহ ঠিকানা)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ANNEXURE—"C"

Unstarred Question No. 52 (Postponed)

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) উদয়পুর মহকুমায় কয়টি রাইস মিল (চাউলের) কল আছে এবং তা কোথায় কোথায় ;

(খ) বিগত ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত রাইস মিলের জন্য কয়টি দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন (তাদের নাম সহ ঠিকানা) ;

(গ) কিসের উপর ভিত্তি করিয়া রাইস মিল এর লাইসেন্স দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। (ক) ১৬টি চাউলের কল আছে। বিস্তারিত তালিকা সঙ্গীয় কাগজ 'ক' তে দেওয়া হইল।

(খ) ৩৯৮টি দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন। তন্মধ্যে ৩৪টি দরখাস্ত উদয়পুর মহকুমার। মহকুমা ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা সহ তালিকা সঙ্গীয় কাগজ 'খ' তে দেওয়া হইল।

(গ) ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট হইতে লাইসেন্স পাওয়ার পর শিল্প দপ্তরে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়।

Name and address of Registered Rice Mill under Udaipur Sab-Division.

1. M/S. Chitta Ranjan Saha Wheat Crushing Mill
   Central Road, Udaipur.
2. M/S. Krishna Flour Mill
   Central Road Udaipur.
3. M/S. Ajit Saha, Flower Mill
   Central Road, Udnipur.
4. M/S. Anandamayee Ata Mill
   P. O. & Village—Kakraban, South Tripura.
5. M/S. Takur Wheat Crushing Mill.
   Village—Pabitrarambari, Udaipur.
6. M/S. Tripureswari Flour Mill
   P. O. Village—Palatana Bazar.
7. M/S. Ram Takur Flour Mill Ichacherra, Hospital Road,
   Kakraban, South Tripura.
8. M/S. Bijoy Ata Mill Shilghati, P. O. Kishoregong
   Udaipur, South Tripura.
9. M/S. Janata Rice & Wheat Mill
   Central Road, Udaipur.
10. M/S. Anil Chandra Saha Wheat Crushing Mill
    Udaipur, N. T. Road.
11. M/S. Sangha Devi Rice & Wheat Crushing Mill, Kaipengbulai,
    P. O. Killa Bazar, Udaipur.
12. M/S. Kalika Flour & Spices Mill
    Central Road, Udaipur.
13. M/S. Jougury Rice & Wheat Crushing Mill
    Central Road, Udaipur.
14. M/S. Shailya Ricc & Flour Mill
    Ceutral Road, Udaipur.
15. M/S. Guptasoshi Flour & Spices Mill
    Badarmokam, Udaipur.
16. M/S. Shibnath Rice Mill,
    P. O. & Village—Mirza, Udaipur.

List of applications for Rice Mill

DHARMANAGAR SUB-DIVISION :

1. Sudhangshu Kumar Chanda,
Vill—Sanichara.
2. Ratan Kumar Deb,
Vill—Deocherra.
3. Hara Krishna Roy,
Vill—Dasda.
4. Dwijendra Chandra Nath,
Vill & Po.—Shakaibari.
5. Niresh Nath,
Vill & Po.—Dewanpassa.
6. Sindhujit Raj Kumar,
Vill & Po.—Dewanpassa.
7. Latthan Zami,
Vill & Po.—Thangsang, Jampui.
8. Supriti Nath,
Vill—Suknacherra Bazar,
9. Kripamoy Dey,
Vill—Bishnupur.
10. Birendra Kumar Deb,
Vill—Anandabazar.
11. Nripendra Ch. Nath,
Vill—Padmabill.
12. Promode Ranjan Debnath,
Vill—Kherangjuri.
13. Nitai Chandra Sutradhar,
Vill—East Kameswar.
14. Ralthanchwngi,
Vill—Tlaksih, Po. Hmunpui.
15. Nanda Lal Dey,
Vill—D ghalbak.
16 Md. Aktar Uzzaman,
Vill—Latugaon, Po. Lalcherra.
17. Sabuj Rani Nath,
Vill—Sarajpur.
18. Gobinda Narayan Das,
Vill & Po.—Padmabill.
19. Kamini Sarkar,
Vill—Ramgunapara.
20. Sudharsan Chandra Nath,
Vill—Maheshpur (Rakhalganj).
21. H. Thankhuma,
Vill—Sabual, Jampui.
22. Dilip Kr. Nath,
Vill—Santipur.
23. Manomohan Das,
Vill & Po. Panisagar.
24. Chandan Bhowmik,
D.N.V. Road.
25. Parbati Charan Ghosh,
Vill—Nadiapur.
26. Hrishikesh Das,
Vill—Barnadi.
27. Pijush Kanti Nath,
Vill—Suknacherra,
Po. Kanchanpur.
28. Ranadhir Paul,
Vill & Po.—Radhapur.
29. Mohanlal Kapali,
Vill—Sachindranagar Bazar.
30. Rabindra Kr. Paul,
Vill—West Chandrapur,
Po.—Raghna.
31. Harekrishna Debnath,
Vill—Dasda.
32. Anil Ch. Nath,
Vill—Dasda.
33. Bindu Bhusan Deb,
Po. & Vill—Kanchanpur.
34. Nirmal Kanti Das,
Po. & Vill—Nayapara.
35. Rashamay Tripura,
Vill & Po. Damcharra.
36. Dinesh Ch. Paul,
Vill—Lalcharra.
37. Niladhawaj Sinha,
Vill—Gobindapur,
38. Binode Behari Das,
Vill—Brajendranagar.
39. Dhrubajyoti Majumder,
Vill—Chandrapur.
40. Narendra Ch. Nath,
Vill—Padmapur.
41. Nirmal Kanti Sharma,
Vill—Rakhalganj.

42. Sukumar Das,
Vill—Satnafa (Kanchanpur).
43. Nalini Kanta Das,
Vill—North Padmabill.
44. Bidyut Chanda,
Vill—Hurua.
45. Nabin Ch. Paul
Vill & Po. Choraibari.
46. Ranjit Kumar Nandi,
Vill. Kakrirpar.
47. Chinmoy Paul Majumder,
Post Office Rd.
48. Parimal Ch. Nath,
Vill. Dainichara.
49. Kandarpa Kr. Dhar,
Vill. Lalchara.
50. Biresh Ch. Deb Roy,
Vill. Kurti.
51. Md. Sams Uddin,
Vill. Mangalkhali.
52. Abdul Hamid Chowdhury,
Vill. Ichai Sonapur.
53. Kishore Kr. Nath,
Vill. Sonarerbassa
Po. Ichai Sonapur.
54. Jogesh Ch. Nath,
Vill. Radhapur.

KAILASHAHAR SUB-DIVISION—30 NOS.

55. Aurobind Bhattacherjee,
Vill. Kaulikura,
Po. Kailashahar.
56. Mayur Chan Sinha,
Vill. Durgapur, Dalagaon.
57. Ananta Kr. Kalai,
Vill. Jamirchara,
Po. Manu crossing.
58. Sunil Kanti Rudrapal,
Vill. & Po. Mainama,
59. Parimal Barua,
Vill. & Po. Chawmanu.
60. Akbar Ali,
Vill. Sikarbari, Po Nurpur.
61. Gani Chandra Deb Barma,
Vill. Nepaltilla,
Kailashahar.
62. Ajit Kr. Das,
Vill. Pabiachara, Po. Kumarghat.
63. Madhusudan Paul,
Vill. Assambasti.
64. Abdul Rouf,
Vill. Irani.
65. Satyendra Deb Roy,
Vill. Bilashpur.
66. Pulin Ch. Deb,
Vill. Durganagar.
67. Santosh Deb Roy,
Vill. Samrurpar.
68. Kala Chand Deb,
Vill. Jamirchara (Manu).
69. Bhupendralal Baidya,
Vill. Jalai, Po. Bolahar,
70. Nani Gopal Malakar,
Vill. East Kanchanbari,
Po. Kanchanbari.
71. Bibhu Bhusan Sen,
Vill. Saibarpar,
Po. Gakulnagar.
72. Subhas Ranjan Dey,
Vill. & Po. Fatikroy.
73. Jamsed Ali,
Vill. & Po. Samrurpar.
74. Md. Samsul Alam,
Vill. Fulbari Kanti.
75. Goura Chand Dutta,
Vill. Maslichara.
76. Srinibash Dey,
Vill. Jalai, Po. Balchar.
77. Arun Kr. Sinha,
Vill. Fultali, Po. Fultali.
78. Haktma Darlong,
Vill. Po. Dewrachara.
79. Ashis Paul,
Vill. & Po. Chailengta.
80. Subhash Ch. Roy,
Vill. & Po. Fatikroy.
81. Harendra Ch. Dey,
Vill. Pabiachara,
Po. Kumarghat.
82. Kamini Sarkar,
Vill. & Po. Ramganapara
83. M. A. Gaffur,
Vill. Kubjar, Po. Kubjar.
8 . Bidya Bhusan Sinha,
Vill. & Po. Moshanli

KAMALPUR SUB-DIVISION.

85. Sajal Kanti Ghosh
Manik Bhandar.

86. Pradip Kr. Chakraborty,
Vill : Dalubari.

87. Partha Sarathi Chakraborty,
Vill : Manik Bhander.

88. Dhan Singha,
Vill : Kuchainalia.

89. Subul Ranjan Deb,
Vill : Nalichara.

90. Badal Ch. Dutta,
Vill : Nakful.

91. Rajendra Goswami,
Vill : Kanchanpur.

92. Bijoy Kr. Harankhal
Vill : Kamalachara.

93. Benode Singha,
Vill : Abhanagar.

94. Gour Nitai Singha,
Vill : Mohanpur.

95. Satish Ch. Das,
Vill : Bhatikhawi.

96. Joykumar Das,
Vill : Abhangar.

97. Hemkumar Sinha,
Vill—Debichera.

98. Kreleendra Debbarma,
Vill—Kamranga.

99. President, Harerkhola Dhamkuta
Samiti Ltd. Harerkhola.

100. Hazi Hafiazar Rahama,
Abhanga.

KHOWAI SUB-DIVISION—32.

101. Sukha Bala Biswas,
Vill—Purba Singichara.

102. Gouranga Rudra Paul,
Vill—Tuichindrai.

103. M/s, A. C E. Enterprise,
Vill—Khowai.

104. Bimal Ch. Rudra Paul,
Villl—North Chebri.

105. Nabin Kanta Debnath,
Vill—Samrucharra.

106. Sudha Sindhu Das Chowdhury,
Vill—Kalyanpur.

107. Subhash Ch. Debbarma,
Vill—Khowai.

108. Mangal Ch. Debbarma.
Vill—Choulkhlo.

109. Paresh Ch. Sarker,
Dwarikapur,

110. Hari Bandhu Nath Sarma,
Batekha, Khowai.

111. Janardhan Paul,
Chebri.

112. Madan Mohan Giri,
Durgapur.

113. Kalidas Banerjee,
Gouranganagar.

114. Dilip Rag,
Chebri.

115. Sobodh Ch. Sarkar,
Chandraghat.

116. Lalit Mohan Debbarma,
Bharat Sards.

117. Sankar Bhattacherjee,
Office Tilla.

118. Anima Salema,
Kunhaban.

119. Abinash Ch. Das,
Rangama.

120. Rabilal Rankhal,
Rangma.

121. Narayan Ch. Paul,
Ghilatali.

122. Karnasingh Jamatia,
Telimura.

123. Anil Ch. Das,
Telimura.

124. Surendra Ch. Sukladas,
Khowai.

125. Haridas Dutta, Kalyanpur.

126. Sudam Debnath, Kalyanpur.

127. Umech Debbarma, Kamalghat.

128. Birendra Ch. Roy, Kamalranga.

129. Sunil Ch. Das, West Karangi charra. Asharambari.

130. Prantosh Bir, Vill—Dwanikapur.

131. Prafulla Ch. Paul, Ghilatali.

132. Promode Ch. Bhowmik, Mohancharra.

SADAR SUB-DIVISION

133. Narayan Bhowmik, Vill—Bijoynagar.

134. Anil Ch. Debnath, Vill—Bishramganj-Bazar.

135. Somesh Ch. Bhowmik, Chesrimal.

136. Sindhu Raskhit, Vill—Madhya Laxmibill.

137. Subhadra Singha, Vill—Fultali.

138. Ramendra Nath Dalal, Vill—Pratapgarh.

139. Pradip Ch. Basak, Vill—Town Pratapgarh.

140. Prantosh Das, Vill—Debinagar (Jirania)

141. Grihalaxmi Sarkar (Chowdhury) W/O. Ahindra Ch. Choudhury, Vill—Jabtalinnder.

142. Depak Krishna Ray, Vill—Bishramganj (Bishalgarh)

143. Santi Ranjan Dutta, Vill—Berimura.

144. Sudhan Ch. Saha, Vill—Nehal Chandranagar.

145. Nani Gopal Banik, Vill—Mohanpur (Sidhai)

146. Akhil Ch. Debnath, Vill—Mohanpur (Sidhai)

147. Subal Ch. Das, Vill—Nehal Chandranagar.

148. Cauri Rani Sarma (Debnath) W/O Arun Kr. Debnath, Nutannagar.

149. Narayan Ch. Das, Pathaliabari.

150. Haripada Adhikari, Vill—North Charibari.

151. Tulsi Das Saha, Vill—Purb Laxmibil (Bishalgarh),

152. Siddigur Rahaman, Vill - Pathaliabari.

153. Gouranga Ch. Debnath, Vill—Charilam.

154. Satirani Deb Barma, Vill—Hezamura.

155. Beoy Ch. Deb, Vill—Golaghatia.

156. Rati Ranjan Deb Barma, Vill—Barkathal.

157. Narayan Das, Vill—Raghunath Pkg.

158. Sachindra Ch. Saha, Vill—Mantala Colony.

159. Haripada Debnath, Vill—Charilam.

160. Madhu Sundar Ghose, Vill—Champamura.

161. Depak Ch. Dcb Barma. Vill—Jangalia. (Bishalgarh)

162. Nanda Kr. Das, Vill—Anandanagar.

163. Krishnadhan Paul. Vill—Santipara.

164. Amullya Kr. Ban Vill—Champamu...

165. Manindra Kr. Debnath,
Vill—Amtalibazar.

166. Nibash Ch. Podder,
Vill—Bishalgarh,

167. Paritosh Ch. Saha,
Vill—Jirania.

168. Samir Choudhury,
Vill—K. K. Nagar (Bishalgarh)

169. Mantu Sanka Banik,
Vill—Anandanagar,

170. Upendra Ch. Debnath,
Vill—Majlishpur (Jirania).

171. Laxmi Nag,
Vill—Jail Road, Agartala.

172. Jatindra Deb Barma,
Vill—Hejamala.

173. Nani Gopal Saha,
Vill—Mandai.

174. Chhaya Rani Debnath,
Vill—Kadamtali,
P. O. Brajapur (Bishalgarh)

175. Jamuna Bala Das,
Vill—Nutannagar.

176. Rakhal Ch. Roy,
Vill—Ballabpur (Bishalgnrh).

177. Rabi Charan Deb Barma,
Vill—Barkathal.

178. Subhash Ch. Choudhury,
Kalkalia.

179. Sumkumar Sarkar,
South Badharghat.

180. Biswanath Ray,
Vill—Chandrapur.

181. Saraswati Saha,
Vill—Ranirbazar.

182. Chhaya Rani Deb Nath,
Kadamtali.

183. Swadesh Shyam Ray,
Vill—Barjala.

184. Gopal Ch. Deb Nath,
Vill—Sirjyamaninagar (Bishalgarh)

185. Prayna Pramit Aditya,
Vill—Gandhigram.

185. Basanta Kr. chakraborty,
Vill—Madhya Bhuban ban.

187. Jogesh Ch. Das,
Vill—Noabadi.

188. Naresh Ch. Shill,
Vill—Harikhala.

189. Birendra Ch. Ghose,
Vill—Harinakhala.

190. Hirala Saha,
Vill—Jampaijala.

191. Paresh Ch. Deb Nath,
Vill—Kalikapur.

192. Dasarath Deb Nath,
Vill—Champaknagar,

193. Anil Ch. Deb,
Vill—Lambucherra.

194. Sadhan Ch. Rudrapaul,
Uttar Pathalia.

195. Paresh Ch. Shil,
Vill—Anandanagar.

186. Subhash Ch. Saha,
Vill—Takarjala.

197. Dhirendra Ch. Das,
Pandabpur.

198. Shasanka Deb Nath,
Matinagar

199. Ashil Chakraborty,
Vjll—Sachindranagar (Jirania)

200. Kamini Kr. Saha,
Vill—Raghunathpur (Bishalgarh)

201. Depak Kr. Sarkar,
Vill—Charilam.

202. Aputba Kanchan Halder,
Vill—Shalbagan.

203. Kamaljit Chakraborty,
Vill—Gangagatipur.

204. Amalendu Bhowmik,
Vll—Debinagar.

205. Ashutosh Bhowmik,
Vill—Kobrakhamer.

206. Ramendra Kr. Das,
Vill—Pandabpur.

207. Chandan Dey,
Vill—Radhakishorepur,

208. Renu Bala Deb Nath,
Vill—Ranirbazar.

SONAMURA SUB-DIVISION—38

209. Gopendra Ch. Dey,
Vill—Sundar Tilla.

210. Sudhir Ch. Deb Nath,
Vill—Ranirgaon.

211. Amrita Lal Gupta,
Vill—Madhupur Bazar.

212. Aiyet Ali,
Vill—Madhupur Bazar

213. Sudhangshu Deb Barma,
Vill—Patinpara.

214. Krishna Deb Barma,
Vill—Asrai, P. O. Chadhu.

215. Sukumari Deb Barma,
Vill—Asrampara.

216. Pradip Kr. Deb Barma.
Vill—Saranjoypara,
P, O. Jampaijala.

217. Ramani Mohan Banik,
Vill—Dharriacherra,
P. O. Gabardi.

218. Haribal Deb,
Vill—Central Road, Extension,
Agartala.

219. Ratan Ch. Dutta,
Vill—Saldubia.

220. Sankar Saha.
Vill—Old College Road,
P. O. Agartala.

221. Paresh Ch. Paul,
Vill—Jangalia,
P. S. Bishalgarh.

222. Jiban Chandra Dey,
Vill—Matinagar.

223. Parimal Saha,
Vill—Jumerdhepa.

224. Sultan Ahamad,
Vill—Sunamura.

225. Samarendra Dey,
Vill—Mahanbag.

226. Ranjit Kr. Banerjee,
Vill—Rabindranagar.

227. Bidhan Ch. Saha,
Vill

228. Dhemu Dutta,
Vill—Koaattalia Bazar.

229. Abdul Matia Rasid,
Vill—Dhalia

230. Harendra Ch. Karmaker,
Vill—Majundee.

231. Sudhangshu Ch. Majumder,
Vill—Majudea,

232. Sunil Ch. Debnath,
Vill—East Chowmohonibazar.

233. Parameswar Das,
Vill—Letumurra.

234. Md. Sajahan,
Boxngar..

235. Kamal Ch. Saha,
Vill—Boxnagar.

236. Md. Chayed Ali Bhanya,
Melaghar.

237. Benu Madhab Saha,
Srimantapur.

238. Ahid Mia Chowdhury,
Vill—Sonamura.

239. Chanamohan Das,
Vill—East Nalchar.

240. Dilip Kr. Lodh,
East Nalchar,

241. Bidhan Ranjan Paul
Jagat rampur.

242. Sanjay Debnath,
Vill—Nalchar.

243. Dulal Ch. Debnath,
Vill—Chandhigarh.

244. Manabendra Roy.
Vill—Kalanucharra.

245. Naresh Ch. Das,
Vill—Urmai.

246. Gouranga Ch. Debnath,
Vill—Kumaria Kucha.

247. Manindra Ch. Das,
Kaluacherra.

248, Manindra Ch. Das,
Vill—East Chowmohani.

249. Swapan Ch. Das,
Vill—Kamalghat.

250. Sunil Ch. Debnath,
Vill—Mohanpur.

251. Pradip Ch. Sarkar,
Vill—Rabindranagar.

252. Subhas Ch. Debnath,
Vill—Basnagar.

253. Narayan Ch. Das,
Vill—Nalchar.

254. Dilip Ch. Dey,
Kamalnagar.

255. Santi Ranjan Das.
Vill—Nidya.

256. Usha Ranjan Das.
Vill—Rudijala.

257. Sunil Ch. Debnath,
Vill—Paharpur.

Udaipur Sub-Division. 34 Nos.

258. Chakradhar Reang.
Vill—Jolaibari.

259. Kaji Golam Hossian,
Vill—Khilpara.

260. Nirmal Dutta,
Vill—Khilpara.

261. Nakul Ch. Biswas,
Vill—Mirza Upendranagar.

262. Monoranjan Kar,
Udaipur.

263. Samiran Roy,
Bhangarpar.

264. Amulya Ch. Dey,
Bagma.

265. Manindra Ch. Debnath,
Bagpassa.

266. Rebati Mohan Das,
Fulkumari.

267. Gianta Reang,
Dataram.

268. Sachindra Ch. Debnath,
Garjanmura.

269. Gobinda Baishnab,
Gokulpur.

270. Dinabandhu Debnath,
Garjanmura.

271. Surja Kanta Sarkar,
Chanban.

272. Ramani Das,
Vill—Samukcherra.

273. Badal Kanti Roy,
Vill—Hirapur.

274. Pravat Chakraborty,
Vill—Tulamura.

275. Narayan Dhar,
Vill—Tulamura.

276. Snehangshu Yor,
Vill—Khilpar,

277. Namijagna Jamatia,
Vill—Kaipongbari, Killa.

278. Ruhini Kr. Shil,
Vill—Salghar.

279. Bikash Ch. Das,
Tepania.

280. Bichitra Mohan Jamatia,
Kaipengbari.

281. Satish Ch. Paul,
Bagapassa.

282. Pulin Behari Dey,
Fulkumari.

283. Nakul Ch. Paul,
South Chandrapara.

284. Haripada Biswas,
Garji.

285. Kazi Golam Hossian,
Khilpara.

286. Gopal Ch. Deb,
Jamjuri.

287. Sanjit Karmakar,
Photamati.

288. Sahajan Ullah,
Rajchandranagar.

289. Haradhan Ch. Dey,
Chanban.

290. Sachi Ranjan Dey,
Khilpar.

291. Manoranjan Chakraborty,
Palatana.

AMARPUR SUB-DIVISION.

292. Jatindra Ch. Das,
Dalak.

293. Jitendra Ch. Das,
Chellagonj.

294. Santa Rani Reang,
Dulma bari.

295. Priyalal Saha,
Ampinagar.

296. Narayan Ch. Nag,
Rangamati.

297. Amritalal Saha,
Amarpur.

298. Satish Ch. Paul,
Rangamati.

299. Hirendra Ch. Deb,
Karbook.

300. Uma Rani Paul,
Vill—Malbassa.

301. Manindra Ch. Saha,
Rangamati.

302. Manindra Deb Barma,
Karbook.

303. Nepal Ch. Paul,
Malbassa.

304. Jatindra Ch. Das,
Jatanbari.

305. Badal Saha,
Nidya.

BELONIA SUB-DIVISION.

306. Narayan Ch. Biswas,
Vill—West Pillak.

307. Dayal Sen,
Ramraibari.

308. Benoy Bn. Nandi,
West Pillak.

309. Sunirmal Bose,
Thakurcherra.

310. Natabar Deb Nath,
West Pillak.

311. Jharna Bhowmik,
Vill—Santirbazar.

312. Ashish Kr. Bhowmick,
Sarasona.

313. Nakul Ch. Baidya,
Kashari.

314. Sukhen Ch. Paul,
Abhoynagar.

315. Sunirmal Bose,
Jatanbari.

316. Krishna Kr. Nama,
West Charakbari.

317. Dulal Ch. Bhowmick,
Ramraibari.

318. Dwijendra Ch. Majumder,
Santirbazar.

319. Sashi Mohan Tripura,
Ratanpur.

320. Ranjit Debnath,
Rajnagar.

321. Makhan lal Sen,
Debdaru.

322. Brajendra Kr. Majumder,
Natai.

323. Benode Behari Debnath,
Narua.

324. Dhananjoy Reang,
East Bagafa.

325. Basanti Dutta,
West Pillak.

326. Nakul Ch. Baidya,
Kashari.

327. Benoy Kumar Roy,
Betaga.

328. Kantilal Debnath,
Birchandranagar.

329. Sital Ch. Paul,
Goyaria.

330. Jagadish Debnath,
Haripur.

331. Narayan Ch. Das,
Low..nj.

332. Kahitish Ch. Paul, Durganagar.
333. Naresh Ch. Debnath, Benolia Villa.
334. Tikka mani Tripura, Belonia.
335. Dayalhari Debnath, Belonia.
336. Bhabatosh Paul, Belonia.
337. Ratan Ch. Biswas, Belonia.
338. Manindra Kr. Saha, Belonia.
339. Suchitra Ranjan Majumder, West Pillak.
340. Makhanlal Debnath, Jolaya.
341. Milan Ch. Kar. Debdaru.
342. Brajendra Ch. Debnath, Birendranagar.
343. Sukhen Ch. Banik, Ishanchandranagar.
344. Sajal Kr. Roy, Niharnagar.
345. Bimal Ch. Majumder, Debipur.
346. Sankar Sarkar, Manumukh.
347. Surendranagar, Goliraibari.
348. Adhir Ch. Chakraborty, Motai.
349. Babul Ch. Paul, Paikhola.
350. Jibankrishna Majumder, Lowgonj.
351. Amal Ch. Sarkar, West Chakrabari.
352. Nirmal Chandra Mala, Vill. East Pillak.
353. Matilal Das, Vill. Gabtali.
354. Belarani Haldar, Vill. Manurmukh.
355. Neoal Chandra Roy, Vill. West Patikcherra.
356. Sudhangshu Debnath, Vill. Patikchari.
357. Chitta Ranjan Majumder, Kalabarai.
358. Swadesh Ranjan Dey, Vill. Birchandra.
359. Krishna Kumar Patwari, Vill. Manpathar.
360. Usha Ranian Saha, Vill. Belonia,
361. Manik Majumder, Vill. Belonia.
362. Gobardhan Saha, Vill. Belonia.
363. Gopal Ch- Shil, Vill. Rajnagar.
364. Nikojan Behari Das, Vill. East Bagafa.
365. Joydeb Baishnab, Bagafa.
366. Subir Majumder, Vill. Madhyapillak.
367. Dwijendra Majumder, Vill. Santirbazar.
368. Babul Baishnab, Vill. Rayapur.
369. Sautindra Kumar Dey, Vill. Matai.
370. Nirmal Ch. Majumder, Vill. Krishnanagar.
371. Haradhan Bhowmik, Krishnanagar.
372. Bhagirat Rean, East Bagafa.
373. Sukhadeb Mallak, Vill. Krishnanagar.
374. Parikhit Sarkar, Magurcharri.
375. Manik Patari, Vill. Manubazar.
376. Rabindra Ch. Debnath, Vill. Goachand.

377. Niranjan Ch. Malabya.
Vill. South Manubazar.

378. Lal Mohan Podder,
Vill. Madhabnagar.

379. Khokan Deb,
Vill. Satchand.

380. Amal Kanti Chowdhury,
Satchand.

381. Ratan Majumder,
Sanicherra.

382. Arun Kr. Some,
Chatakcharra.

383. Sankar Dutta,
Vill. Krishnanagar.

384. Bishnuprasad Nandi,
Vill. Bijoypur.

385. Satendra Kr. Mitra,
Vill. Rajnagar.

386. Umatara Mang,
Vill. Sonia Cherra.

387. Jarna Majumder,
Vill. Satchand.

388. Benode Behari Debnath,
West Jalata.

389. Azari Mang,
Vill. Manukul.

390. Sankar Roy,
Vill. Damdamia.

391. Indu Bh. Sen,
Vill. Harina.

392. Hari Mohan Debnath,
Vill. Kalaeharra.

393. Swapan Ch. Biswas,
Vill. Magucharra.

394. Sadhan Ch. Dey,
Vill. Satchand.

395. Santosh Majumder,
Vill. Krishnanagar.

396. Manik Ch. Nath,
Vill. Doulbari.

397. Satish Ch. Chakma,
Vill. Silacharra.

398. Kantilal Das,
Vill. West Ludhua.

—:—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUNION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 11th October, 1983, Tuesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Minister, the Deputy Speaker and 39 (thirtynine) members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭, সোসিয়েল এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭।

প্রশ্ন

১). ত্রিপুরা রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রর সংখ্যা কত ?

২). প্রতি বৎসর কতজন বয়স্ক নরনারী, এই কেন্দ্রগুলি থেকে অক্ষর জ্ঞান লাভ করে অন্ততঃ নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছেন ?

উত্তর

১). ২৬১০টি।

২). নিম্নরূপ :—১৯৭৮—৭৯, ১৩,০১০ জন ১৯৭৯—৮০, ১৮, ৯২৫ "১৯৮০—৮১, ১৭,৪৫০ জন, ১৯৮১—৮২, ১৩, ৯১ জন ১৯৮২—৮৩, ৯, ৫৬৩ জন। মোট :—৭২,৬৩৯ জন।

প্রশ্ন

৩). উক্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা সরকার হইতে পেয়ে থাকেন ?

উত্তর

৩). বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য সরকারী পরিচালনায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বই, খাতা এবং স্লেট সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন

৪). বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়োজিত শিক্ষকগণের ভাতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলির উন্নতি সাধনে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

৪), যেহেতু বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী সর্বভারতীয় কার্যসূচী রূপে পরিচালিত সেই জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে বার বার অনুরোধ জানানো হইয়া ছিল এবং ইহার প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে সমগ্র বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্ত্তনের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে তাহা সমস্ত রাজ্য সরকারকে জানানো হইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য পরিবেশন করলেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা জানি যারা পড়াশুনা করে তারা নিয়মিত বই শ্লেট ইত্যাদি পায় না এবং স্কুল ঘর নির্মাণের কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি চিন্তা করছেন সেটা জানার জন্য রাজ্য সরকার কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবেন কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা বাড়াবার জন্য বলেছি, কিন্তু উত্তরে তারা শুধু বলছেন যে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বর্ত্তমান পরিকল্পনায় আরও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং থাকলে সেটা কোন মহকুমায় কতটা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—পরিকল্পনা আছে, টাকা নাই।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে সেখানে বহু কেন্দ্রই স্থানাভাবে শিক্ষা দিতে পারছেন না এবং শিক্ষার্থীরাও সেখানে যেতে পারছেন না। স্কুল ঘরের কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীদশরথ দেব :—এই স্কীমে সরকারের কোন বাজেট নেই। গ্রামের লোকেরা নিজেরা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াতে হলে কি গাঁও প্রধানদের রিকমেণ্ডেশান লাগে ?

শ্রীদশরথ দেব :—প্রধানদের কোন রিকমোণ্ডশান লাগে না, তবে আমরা গাঁও সভা থেকে রিকমেণ্ডেশান পেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি। ৬৮২টি শিক্ষা কেন্দ্র এখন বন্ধ আছে। যারা শিক্ষা দিতেন তারা বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী পেয়ে চলে গেছেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—স্যাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত ৫ বৎসরে যে সব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে বামফ্রণ্টের সমর্থকরা চাকুরী পেয়েছেন তারা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা না দিয়ে রাজনীতি করছেন, বামফ্রণ্ট সরকারের পার্টির কাজ করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীমানিক সরকার :—অ্যাডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২০।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০। স্যার ২০ নাম্বার এবং ২৩ নাম্বার এই প্রশ্ন দু'টি একই ধরণের। কাজেই আমি কি এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে দিতে পারি ?

মিঃ স্পীকার :—দিতে পারিবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—আমি এখানে ২০ এবং ২৩ এর প্রশ্নের জবাব একই সঙ্গে দিয়ে নিচ্ছি।

প্রশ্ন

১। অরুন্ধুতি নগরে নির্মীয়মান স্টেডিয়ামটির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে,

২। এর জন্য আনুমানিক মোট ব্যয় কত হবে ?

উত্তর

১। স্টেডিয়ামটির প্রথম পর্য্যায়ের মাটি কাটার কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য কাজের বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

২। স্টেডিয়ামটি নির্মাণের জন্য মোট ২৫,৯৯,৩০০ টাকার এষ্টিমেট করা হয়েছে। বর্ধিত দর পত্রের জন্য প্রকৃত ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে রিলেটেড আছে আর একটি প্রশ্ন। সেটা হলো :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সুইমিং পুল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে তবে তা কোথায় স্থাপিত হবে, এবং

৩। কবে নাগাদ কাজ শুরু ও শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্যে সুইমিং পুল স্থাপন করার স্কীম আমাদের আছে। তবে এটা ভারত সরকারের টাকা পাওয়ার সাপেক্ষে আছে। সুইমিং পুল করার জন্য আমাদের লাগবে ২১ লক্ষ টাকা। এই ২১ লক্ষ টাকা যদি সুইমিং পুলের জন্য খরচ করতে পারি, তাহলে পুল ভাল ভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাজেটে মঞ্জুরী ছিল, ২,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু সে টাকাটাও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও দিচ্ছে না। যার ফলে আমরা কাজ করতে পারছি না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আমরা

না পেয়লও অল্প খরচে এই সুইমিং পুলগুলি করব। তবে তা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী হবে না। কিছু দিন আগে আমি যখন দিল্লীতে গিয়েছিলাম তখন ভারত সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীবুটা সিংয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। তাঁর কাছে এই ব্যাপারে বাজেটে টাকা চেয়েছি, ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। শুধু এখানেই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ৩টি ডিষ্ট্রিক্টে ষ্টেডিয়াম এবং সুইমিং পুল যাতে করতে পারি তার জন্যই এই টাকা চেয়েছি। শ্রীবুটা সিং আমাদের আশ্বাস দিলেও আজ পর্য্যন্ত সেই টাকা পাওয়া যায় নি। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করতে পারছি না। এই বছর বাধারঘাটে মাটি কাটার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা অন্য কাজ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—অনুপস্থিত।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই।

(অনুপস্থিত।)

মিঃ স্পীকার--: এর পরের প্রশ্নও শ্রীলেন্ প্রসাদ মালসই এবং শ্রীসুবোধ দাসের। কাজেই তাঁরা অনুপস্থিত থাকায় আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে উনার প্রশ্নের নাম্বার বলতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

মিঃ স্পীকার :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :- অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোশ্চোয়ন নাম্বার ৬০।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তগত সিপাইজলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেনীতে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে আগামী শিক্ষা বর্ষে উন্নীত করা হবে কি, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। এখনই কিছু বলা যায় না। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

ককবরক

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :- Supplementary Sir, আর তাই গানাগিনি Twelve Class স্কুলে তদে তং ?

শ্রীদশরথ দেব :—আর তাই গানাগিনি স্কুল কাইসা আংখা চড়িলাম তাই কাইসা আংখা বিশালগড়।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :- স্যার, এই এলাকাজ ২০/২৫ হাজার লোক সংখ্যা, গানাগানি স্কুল ব কাঁরাই। কাজেই অব বাহাইখে আংমাই কাজেই সাথে সাথে ১ কিঃ মিঃ দেড় কিঃ মিঃ মধ্যে সিপাইজলা, গোলাঘাটি গানাব স্কুল কাঁরাই আবন বিবেচনা খাইনাইদে খাইয়া আং মন্ত্রী বাহাদুরনি দৃষ্টি আকর্ষন খালাইজ।

শ্রীদশরথ দেব :- স্কুল তংগ অনেক হাচাল হাচাল। আর সাঁকাংন সানা যে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। তাবুক ফান ঠিক আঁংয়াখু। আব শান্তিনগর গ্রাম দে থাংনাই আব নরকব চিন্তা থাইদি।

বাঙ্গানুবাদ

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :- Supplimentary Sar, সেখানে কাছে- কিনারে আর কোন Twleve ক্লাশ স্কুল আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :- সেখানে কাছে কিনারে স্কুল নেই তবে একটা চড়িলাম আর একটা বিশালগড়ে আছে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :- স্যার, এই এলাকায় ২০/২৫ হাজার লোক সংখ্যাএ কাছে কিনারে স্কুলও নেই। কাজেই এটা কি করে হবে যে এক দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আর স্কুল নেই, সিপাহীজলা ও গোলাঘাটিতে। এটাকে বিবেচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্যন করছি।

শ্রীদশরথ দেব :- স্কুল আছে অনেক দূরে দূরে। আমি আগেই বলেছি, বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। এখনো ঠিক হয়নি সেখানে শান্তি নগরে হবে কিনা না সেখানেই হবে এটা আপনারাও চিন্তা করে দেখবেন।

শ্রী জওহর সাহাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোথায় কোথায় বর্ত্তমান বছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে দ্বাদশ শ্রেনীতে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

প্রশ্ন

১। আগরতলা পি, জি, সেণ্টারে কি কি বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে,

২। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে গৃহ নির্মানের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। বাংলা, সংস্কৃত, অর্থ বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, রসায়ন বিদ্যা ও জীব বিজ্ঞান।

২। তা এখনই বলা যায় না তবে লেটেষ্ট পজিশান হচ্ছে, আগরতলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা চালু আছে। এম. বি. বি. কলেজে তা পড়ানো হয়। সেই কলেজে জায়গা কম। তার জন্য সূর্য্য মনি নগরে ১০০.৬৬ একর জমি অধি গ্রহনের চেষ্টা চলছে। ইতি মধ্যে ৫৭.৩০ একর জমি পাওরা গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরএকটি ভিজিটিং টীম জায়গাটি পরিদর্শন করে গেছেন, তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় আগরতলায় পি. জি. সেণ্টারের

জন্য ৪৪ লক্ষ •৫ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে রাসায়নিক ও জীব বিজ্ঞানের জন্য ১৫ লাখ টাকা নির্দিষ্ট করা আছে। এই হচ্ছে, লেটেষ্ট পজিশন। ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালায় রূপান্তরিত করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সূর্য্য মনি নগরে যেখানে ইউনিভার্সিটি হওয়ার কথা সেই জায়গাটা কি শিক্ষা দপ্তরের নামে কিংবা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

শ্রী দশরথ দেব :—এটা ফাইন্যালি কিছু হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পি, জি, সেণ্টারে অথবা অন্য কোথাও আইন কলেজ খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এখানে পি, জি, ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে, আইন কলেজের ব্যাপারে নয়।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে যে পি, জি, সেণ্টার আছে তাতে পলিটিক্যাল সাইন্স বা কমার্স ক্লাস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? কারন এই দুইটা বিষয় নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতে পারছেন না।

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, জায়গার অভাবে নূতন সাবজেকট খোলা এখন সম্ভব নয়।

শ্রী মতী গীতা চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, শিক্ষকদের পড়ান কোন সুযোগ সুবিধা পি, জি.সেণ্টারে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—আছে, ত্রিপুরা সরকার কিছু সরকারী শিক্ষককে ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে এম, এ, পড়ার সুযোগ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন সেই ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তাতে স্কুলগুলি সাফার করে। এডমিসিবল লীভ নিয়ে শিক্ষকরা পড়তে পারেন। ষ্টাইপেণ্ড এখন আর দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জায়গার অভাবে পি, জি, সেণ্টারে কমার্স বা অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই বিষয়গুলি নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক, ত্রিপুরার বাইরে গিয়ে তাদের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। তাই সরকার তাদের কথা চিন্তা করে কবে নাগাদ স্থান সংকুলান করতে পারবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এই সব বিবেচনা করেই সূর্য্য মনি নগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, স্থান সংকুলানের জন্য বাড়ী তৈরী করছেন। কিন্তু এটা তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই এই ব্যবস্থা করার আগে সাময়িক ভাবে আলাদা জায়গায় তাদের জন্য পড়ার সুযোগের ব্যবস্থা করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ :—স্যার, এটা করা সম্ভব নয়। কারণ জায়গা নেই।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পি, জি, সেণ্টারে যারা পড়তে যান তারা একটা পার্সেণ্টেজ নাম্বার পেলেই এ্যাডমিশান নিতে পারেন। এটা কি এস, টি, এবং এস, সি, দের বেলায় প্রজোয্য কিনা এবং তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, আসন সংরক্ষণ সব জায়গাতেই আছে। আসলে কেন্দ্র থেকেই আসছে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—কোয়েশ্চান নং ৭২ (এ) স্যার।

শ্রী দশরথ :—কোয়েশ্চান নং ৭২ (এ) স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় মোট কয়টি স্কুল ঘর নষ্ট হয়েছে এবং আসবাব পত্র সহ অন্যান্য জিনিষের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে,

২) উক্ত স্কুল ঘরগুলির মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কয়টিকে মেরামত করা হয়েছে এবং কতটি মেরামত করার বাকী আছে,

৩) শিক্ষা দপ্তরের বন্যায় সর্ব্ব মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। মোট ৩৬৫টি স্কুল ঘর নষ্ট হয়েছে। ক্ষতির পরিমান ২৯, ১৪, ০০০ টাকা (ঘর বাবদ ১৭, ৪৫, ০০০ টাকা, আসবাব পত্র ৭, ০৭, ০০০ টাকা এবং বই ও অন্যান্য জিনিষ ৪, ২৬, ০০০ টাকা)।

২। প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে এবং ঘর মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের উত্তর জেলাতে ডেপুটি ডাইরেকটরের যে আঞ্চলিক অফিস আছে তাতে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এই বাবদ। দক্ষিন ত্রিপুরা জুনাল অফিসকে দেওয় হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম ত্রপুরা জুনাল অফিসকে দেওয়া হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা। মোট ১০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া নির্মান বাবদ আমাদের প্ল্যান বাজেট থেকে আরও ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। নন্-প্ল্যান বাজেট থেকে ফারনিচার কিনবার জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। টোটাল ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ তার এলাকায় স্কুল ঘর ইত্যাদি নির্মান বাবদ আরও ১২ লক্ষ বি, ডি, ওদের হাতে দিয়েছে।

৩। ২৯, ১৪, ০০০ টাকা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে স্কুলঘর মেরামতির জন্য বি, ডি, ওদের হাতে টাকা দেওয়া হয়েছে। ইহা কি সত্য ওভারসীয়ারের অভাব আছে বলে বি, ডি, ওরা বহু স্কুল ঘর নির্মানের কাজ করছেন না ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, বি, ডি, ওদের হাতে অনেক কাজ আছে। আর সব টাকাই বি, ডি, ওদের হাতে দেওয়া হয় নি। কিছু জুনাল অফিসেও দেওয়া হয়েছে। বি, ডি, ও, দের হাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাতে ওভারসীয়ার অনেক কম থাকায় কাজ কিছু হ্যাম্পার হতে পারে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাতাছড়া হাইস্কুলের তিনটি ঘর মাটিতে পড়ে যাছে। আমি ডাইরেক্টর এবং বি, ডি, ও, কে নিয়ে দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলা যে ঘরের জিনিষপত্র গুলি গুছিয়ে রাখুন। কিন্তু উনারা রাখেন নি। স্কুলের জিনিষগুলি মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রচুর সংখ্যক স্কুল আছে যেমন অমরপুর শহরে গার্লস স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, এই স্কুল গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা বসতে পারেন না, এমন কি মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয় মাষ্টার মশাইদের চেয়ার টেবিলও ভাঙ্গা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ফারনিচার দেবার কথা বলেছেন সেই ফারনিচার এই স্কুল গুলিতে দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, আমরা ফারনিচারের ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রের কাছে ২ কোটি টাকা চেয়েছি। কিন্তু তার জবাব আমরা এখনও পাইনি এফেকটেড এরিয়াগুলিতে ফারনিচারের জন্য আমরা ২ লক্ষ টাকা দিয়েছি। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ফারনিচারের যে অভাব আছে তাতে সব ফারনিচার যদি তৈরী করতে হয় তাহলে বাজেটের টাকাও কুলাবে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্কুল ঘর নির্মানের ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া ব্লকে উনারা বললেন যে এষ্টিমেট করার সুযোগ নেই। তাই কিছু টাকা উনারা প্রধান শিক্ষকের হাতে দিয়ে দেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক নিজের ইচ্ছামত সে টাকা নিয়ে কারচুপি করছে। যেমন কুঞ্জবন হাইস্কুল নদীয়া হাইস্কুল। এই স্কুলগুলি যে অব্যবস্থা চলেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় সদস্য যদি লিখিত ভাবে আমাকে জানান তাহলে উনার তথ্যগুলি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুই মাস আগে সিধাই মোহনপুর ইনসপেকটর অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা পুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল, জগৎপুর, নোয়াগাঁও প্রাইমারী স্কুলে অদ্যাবধি কোন ঘর নেই এবং স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৫০ জন। ব্যাপারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানানো সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত কোন সুরাহা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই জায়গাগুলিতে স্কুল ঘর তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, সরকারের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু টাকার সঙ্গে সম্পর্ক।

শ্রীজওহর সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, স্কুলগুলিতে যে বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের অর্থাৎ সেগুলি অত্যন্ত খারাপ কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এটা জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আজকে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে, এখন যদি সভাই ৩।৪ টা করে সাপ্লিমেণ্টারী করেন তাহলে তো সমস্ত প্রশ্ন আলোচনা করা সম্ভব হবেনা। তাই আমি বলছি স্যার, সবাইকে একটা করে সাপ্লিমেণ্টারীর সুযোগ দিলে ভাল হবে।

শ্রীসৈয়দবসিত আলি—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহর মহকুমায় বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে রিপেয়ারিং এর জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট না হলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া হবে কি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, টোটাল স্কুল হচ্ছে ১৬৫টি তবে কোন মহকুমায় কয়টি স্কুল সেটা আমার জানা নেই, তবে নর্থ স্কুলগুলিতে আমরা আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছি, এইটাকা কৈলাশহর কমলপুর হয়ে ধর্মনগর যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই বন্যার সময় যে সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল সেই বন্ধের দিনেও মিড-ডে মিলের টাকা দেওয়া হয়েছে এবং অমরপুরে কয়েকটি স্কুলে ছাত্রদের পড়ানো হয় না, কারণ সেখানে মাষ্টার মহাশয়রা যান না সেগুলি তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং দোষীদের শাস্তি দেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এটা সংশ্লিষ্ট নয়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজের কল্যাণ মন্ত্রক রাজ্যের সমাজ কল্যাণ পর্ষদের কর্মীদের পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,

২। যদি সত্য হয় তবে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্য সমাজ কল্যান পর্ষদের চেয়ারম্যানের নিকট কর্মীদের পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের সিদ্ধান্তে ও কথা লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন ৫০ পারসেণ্ট দেবেন তাতে আমরা রাজী হয়েছি। এটা করতে হলে অনেক সময় নেবে তাই হাউসে এটা প্লেস করে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক কখন, কবে রাজ্য সরকারকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রককে জানিয়েছি ১৯. ৭. ৮৫ তারিখ, তবে কেন্দ্র কখন জানিয়েছেন সে তারিখটা আমাদের হাতে আপাততঃ নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার কাঠালিয়াছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন না, এ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন বিদ্যালয়টি সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন,

৩। প্রধান শিক্ষক কোন ধরনের ছুটিতে রয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ তিনি অনেক সময় ছুটিতে থাকেন বলে জানা আছে।

২। প্রধান শিক্ষকের অনিয়মিত উপস্থিতির কারনে স্কুলের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যাঘাত ঘটছে বলে সরকার এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

৩। তিনি কোন মাসে ক্যাজুয়েল লিভ এবং কোন মাসে সবেতন ছুটি নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কাঠালিয়া ছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, যে অনিয়মিত স্কুল করেন এটা কবে নাগাদ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং ব্যবস্থা কবে নেওয়া হবে ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, শীঘ্রই ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী- মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৭ এবং ৮৩ হাউসে উঠলনা কেন ?

মিঃ স্পীকার—তা বুলেটিন দেওয়া হয়েছে। বুলেটিনটা দেখে নিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিনহা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৮।

শ্রীদশরথ দেব—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১ কাঞ্চন বাড়ী ১২ (দ্বাদশ) শ্রেনী বিদ্যালয়ের পাকা ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি ?

২। উক্ত ছাত্রাবাস নির্ম্মানের কার্য্য সম্পন্ন হইতে আর কত বছর লাগবে ?

উত্তর

১। আমাদের কাছে আজ পর্য্যন্ত এ ধরনের কোন খবর নেই। তবে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

২। এখন ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কাঞ্চনবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ২ বৎসর ধরে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় আছে; সেই ছাত্রাবাস কেন এতদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল তার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বড় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—আমাদের কাছে এই তথ্য নাই। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। সংগ্রহ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৩ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যার কোন সমীক্ষা করা হইয়াছে কি ?

২। করা হইলে ঐ সকল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ;

৪। করা হইলে উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার জন্য পাঠ্য পুস্তক উক্ত ছাত্রছাত্রীদের সরবারহ করা শুরু হয়েছে কি ?

উত্তর

১। শিক্ষা বিভাগ হইতে করা হয় না। এইটা অ্যাগ্রিকালচার দপ্তর থেকে সমীক্ষা করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। আছে, তবে সেটা রিলিফ থেকে দেওয়া হবে। শিক্ষা দপ্তর থেকে নয়।

৪। এইটা এখন জানা নাই। তবে যারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত বলে প্রমানিত হবে, তাদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে ১৫০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এং সাম্প্রতিক বন্যায় যেসব বাড়ী ঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অর্থাৎ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ছাত্র ছাত্রীদের বই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের স্থানে স্থানে প্রশ্ন উঠেছে যে এই শিক্ষা বর্ষ চলাকালীন তাদের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না বইয়ের অভাবে। তারপর যেসব স্কুল ঘর নষ্ট হয়ে গেছে, বইপত্র বিনষ্ট হয়েছে, তা তাড়াতাড়ির মধ্যে না করলে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় বসতে অসুবিধায় সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং এইসব ব্যাপার মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করবেন কিনা জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি আশা করছি ইতিমধ্যে ১৫০ টাকা করে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যাদের বাড়ীঘর জলে ভেসে নিয়ে গেছে তাদের এই সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র সরবরাহ করা হবে জেলা পরিষদ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এইটা কি ত্রিপুরার সব জায়গাযই কার্যকরী হবে, নাকি শুধু মাত্র এ, ডি, সি এডিযাতে ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, স্বশাসিত জেলা পরিষদের টাকাটা স্বশাসিত জেলা পরিষদেই খরচ করা হবে। অন্য জাযগায় নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

গৌরী ভট্টাচার্য্য :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৮ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৮।

স্যার এইটা ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে অ্যামপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কে এইটা ১৩৯ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করলে ভাল হয়। যেমন প্রশ্নগুলি হল :—

১। গ্রাম ও শহরের অল্প শিক্ষিত ও বেকার নারীদের স্বনির্ভরতার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে, তাহলে সেগুলি কি কি ?

উত্তর

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—বেকার নারীদের ও অর্ধশিক্ষিত নারীদের জন্য আলাদা করে কোন কর্মসংস্থানের কর্মসূচী নাই। সমগ্র কর্মসংস্থানের কর্মসূচীর মধ্যে যা ব্যবস্থা আছে আমি তার তথ্য দিতে পারি। শহর সম্পর্কে বিশেষ করে :—

অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৯ এর উত্তর একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। প্রশ্নগুলি হচ্ছে :—

১। শহরের বেকার যুবকদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ;

২। আগরতলা পৌরসভা ও বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির উদ্যোগে কোন প্রকল্প এ পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে কি না ?

উত্তর

১। শিল্প দপ্তরের অধীনে শহরের বেকার যুবকদের জন্য নিম্নলিখিত ২৭টি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১) কাপড় কাঁচা সাবান তৈয়ারী
(২) ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারীগরী মেরামতি শিল্প
(৩) টিন ও নিট মেটালের কাজ
(৪) গোপালন
(৫) হাঁস ও মুরগী পালন
(৬) বেডি তৈরী ও মেরামতি
(৭) নাইলন দড়ি তৈরী
(৮) পোষাক তৈরী
(৯) সাইকেল ও রিক্সা মেরামতি
(১০) মোমবাতি তৈরী
(১১) চুল কাটাই
(১২) ট্রাংক তৈয়ারী

(১৩) ইলেকট্রিকের কাজ
(১৪) ওয়েল্ডিং কাজ
(১৫) তাঁত শিল্প
(১৬) ব্যাটারী তৈয়ারী ও মেরামতি
(১৭) কামার শালা
(১৮) ব্যবহারিক ও বিজ্ঞাপন শিল্প
(১৯) ফটোগ্রাফি
(২০) গাড়ী মেরামতি
(২১) বাঁশ ও বেত শিল্প
(২২) কাঠের কাজ
(২৩) বই ও খাতা বাঁধাই
(২৪) স্প্রে পেইন্টিং
(২৫) গেঞ্জি শিল্প

তাছাড়া আগরতলা কর্মনিয়োগ কেন্দ্রে যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প নিয়োজিত হইতে চায় তাহাদিগকে প্রয়োজনায় তথ্য সরাবরাহ ও নির্দেশ প্রদানের জন্য গত ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং হইতে একটি বিশেষ শাখা খোলা হইয়াছে। শহরের বেকার যুবকদের ব্যবসা করার জন্য সরকারী খরচে দোকান ঘর তৈয়ারী করিয়া সেইগুলি স্বল্পমুল্যে ভাড়া দেওয়া হয়।

তাহদের নাম গ্রহণ করিতে পারে। শিল্প প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিবিধ রকমের অনুদান এবং আনুসাঙ্গিক শিল্প প্রসারে বিভিন্ন ইনসেনটিভ প্রোগ্রাম রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বেকার যুবকদের পরিবহন সমবায়, সব্জি ব্যবসায় সমবায় এবং সমবায় গঠনে সাহায্য করা হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ছাড়া গ্রামীণ লোকদের জন্য গ্রামীণ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ বেকার যারা লেখাপড়া জানেনা তাদের জন্য এস, আর, পি, এবং এন, আর, ই, পি, কাজ চালু হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ২টি স্কীম দিয়েছেন গ্রামীণ বেকারদের জন্য ও শহরের বেকারদের জন্য সে স্কীমগুলি রাজ্য সরকার কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

২। হাঁ।

শ্রীভানুলাল সাহাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শহরে ঘর তৈরী করে ভাড়া দেওয়ার প্রকল্প আছে গ্রামাঞ্চলে এই প্রকল্প সম্প্রসারিত হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলের জন্য মার্কেট শেড ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে এবং এ ব্যপারে আমরা ত্রিপুরা মার্কেট এক্টস্ পাশ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন এখনো পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে ব্যঙ্কের টাকা এর সঙ্গে যুক্ত করে যাতে গ্রামঞ্চলের এই সমস্ত বাজারগুলির উন্নয়ন করা যায় তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা·—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সূর্য্যমনি বাজারে এ ধরণের প্রকল্প নেওয়া সত্বেও কেন হয়নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি এখন বলতে পারছিনা।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেতে গেলে ভাইয়েবিলিটির প্রশ্নে ব্যাঙ্ক থেকে কোন সুযোগ বেনিফিশিয়ারি যারা তারা নিতে পারছেন না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ব্যপারে আমরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনেকবার বসেছি যাতে যারা সাহায্য বা ঋণ পেতে পারেন। ব্যাঙ্ক থেকে যাতে সহজভাবে ঋণ পাওয়া যায় তারজন্য সরকার থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

মি: স্পীকার:—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

শ্রীদশরথ দেব:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্র ও ছাত্রীবাস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকরের আছে কি ?

২। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে দুইটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রদের জন্য ছাত্রবাস নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে অর্থাভাব হেতু দুইটির অধিক দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। তার সাথে গণ্ডাছড়া ও অমরপুর এটাচড্ থাকছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখনও যারা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস বা ছাত্রীবাসে থাকেনা তারা কি ১২০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব:—মাননীয় স্পীকার স্যার সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে তারা মেস করে থাকতে পারবে। কেউ কেউ টাকা পেয়ে গেছে যদি কেউ না পেয়ে থাকে তাহলে এপ্লাই করবেন আমরা দেখব।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

মি: স্পীকার:—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের "ডিফিকালটি এরিয়া এলাউন্স" দেওয়া হয়ে থাকে।

২। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহর মহকুমা অন্তর্গত সিন্ধুকুমার, ধুমাছড়া, ডেমছড়া, কাঁঠালছড়া, সাইদছড়া, ডেমডুম, রাজকান্দি, গোলকপুর, প্রভৃতি উপজাতি দুর্গম অঞ্চলগুলিতে কর্মচারিদের ডিফিকালটি এরিয়া এলাউন্স দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরি হবে ?

৪। যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। কোন্ কোন্ জায়গায় ডিফিকালটি এলাউন্স দেওয়া হয় তার একটা লিস্ট আমি এখানে দিচ্ছি :—

ধর্মনগর মহকুমা

১। রাছুম ছড়া, ২। দামছড়া, ৩। পিপলছড়া, ৪। নরেন্দ্রনগর, ৫। কাচারিছড়া, ৬। দামছড়া, ৭। জনতাইপাড়া, ৮। লালজুরী, ৯। উত্তর মাছমারা রিজার্ভ ফরেষ্ট, ১০। খেদাছড়া, ১১। শিবনগর, ১২। জুরি রিজার্ভ ফরেষ্ট (আংশিক) ১৩। বীরচন্দ্র নগর (আংশিক), ১৪। করাইছড়া, ১৫। বাগাইছড়া, ১৬। বংগুল, ১৭। নালকাটা, ১৮। ধনীছড়া (আংশিক) ১৯। উত্তর মাছমারা, ২০। দেওরিজার্ভ ফরেষ্ট (আংশিক) ২১। দেওয়ান বাড়ী, ২২। দক্ষিণ মাছমারা, ২৩। রবিরাই পাড়া, ২৪। শান্তিপুর, ২৫। কামরাংপাড়া, ২৬। পূর্ব মনপুই, ২৭। কলাগাং, ২৮। পশ্চিম মনপুই, ২৯। দাল্ফ্সি, ৩০। কাঞ্চনপুর, ৩১। চন্ডাইপুর, ৩২। কাঞ্চনছড়া, ৩৩। মতনালা, ৩৪। মনু ছৈলেংটা রিজার্ভ ফরেষ্ট, ৩৫। দলমানপাড়া, ৩৬। কানারমারা, ৩৭। দলদা লক্ষ্মীপুর, ৩৮। বেলিয়ানচিপ, ৩৯। ভাংমুন, ৪০। শিমলং।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি সংক্ষেপে মহকুমার নাম বলুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—কৈলাসহর মহকুমা, কমলপুর মহকুমা, অমরপুর মহকুমা, বিলোনিয়া মহকুমা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেসব এলাকায় কথা জানতে চেয়েছেন এইগুলি অন্তর্ভুক্ত নেই। তার মধ্যে তারা পড়েনা। তাই যেসব এলাকা এখনও ডিফিকালটি তালিকায় নাই সেসব এলাকায় এই এলাউন্স দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখন কোন চিন্তা করেন নাই।

৩ নং ও ৪ নং আর ওঠে না।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE "A" & "B"

:: রেফারেন্স পিরিয়ড ::

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হইল :—

"গত ৫.১০.৮৩ ইং তারিখে বীরগঞ্জ থানার থালছড়া বাজারে শসস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে।"

নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২.১০.৮৩ ইং তারিখে রাত প্রায় একটার সময় প্রায় ২০-২৫ জন দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হয়ে দেশী বন্দুক, ভোজালি ইত্যাদি নিয়ে খালছড়া বাজারে হামলা চালায়। সেখানে তারা শ্রীমুকুল চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত পূর্ণ চন্দ্র সাহা, (২) শ্রীঅজিত দাস, পিতা শ্রীহরিমোহন দাস, (৩) বলাই চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত বৈষ্ণব চন্দ্র সাহা (৪) উপানন্দ জমাতিয়া, পিতা সুখহরি জমাতিয়া. এদের দোকানে হামলা চালায়। তারা যেসব জিনিস নিয়ে গেছে তারমধ্যে রয়েছে ৫০০ টাকা মূল্যের রেডিও, কিছু বিড়ি, সাবান, বেটারী ইত্যাদি এবং নগদ ১৭০০ টাকা। অবশ্য তারা উপানন্দ জমাতিয়ার দোকান থেকে কিছুই নেয়নি। ডাকাত দল ডাকাতি করার পর উদয়পুর যতনবাড়ী রাস্তা দিয়ে চলে যায়। এই সম্পর্কে বীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেস্ নম্বার-২(১০)৮৩ আণ্ডার সেকশান ৩৯৫ আই, পি, সি. এ্যাণ্ড ২৫(এ) আর্মস্ এ্যাক্ট। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করছে। কাউকে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। হামলার সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা দুষ্কৃতকারীদের কাউকে চিনতে পারেননি।

শ্রীমানিক সরকার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, যারা এই ডাকাতি করেছে তারা কোন রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশের ধারনা যে এরা হয়তো কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? গত কয়েক মাসে যে সকল উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে এসেছেন তাদের এই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাকে কোন কোন রাজনৈতিক দল খুব একটা খুসী মনে গ্রহণ করে নি ? ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে অমরপুর মহকুমায় সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে পুলিশের ধারনা যে, গত কয়েক মাস আগে কিছু উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আত্মসমর্পন করেছিলেন এতে কোন কোন রাজনৈতিক দল সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের সন্ত্রাসমূলক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এর আগেও আমরা দেখেছি সেখানকার গ্রাম প্রধান অভয় কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বাধীন কিছু যুবক এই সকল সন্ত্রাসমূলক কাজ করছে, অথচ পুলিশ তাদেরকে ধরছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী - স্যার, এটা তো আমার জানা নেই যে সব ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য বলছেন। কিন্তু পুলিশের ধারণা যে রাজনৈতিক বিরোধী দলের সমর্থকের এর পেছনে হাত আছে।

মিঃ স্পীকার- আমি গতকল্য, রেফারেন্‌স পিরিয়ডের জন্য, একটি নোটিশ মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হচ্ছে—

"গত ১লা অক্টোবর, ১৯৮৩ইং উদয়পুর টি, আর, টি, সি, অফিসের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১লা অক্টোবর ১৯৮৩ইং সকালে রাধাকিশোরপুর থানাধীন বদর মোকামের জনৈক পঙ্কজ সাহা উদয়পুর টি, আর, টি, সি, এর বুকিং অফিসে আসিয়া বুকিং ক্লার্ককে অমরপুর হইতে উদয়পুর হইয়া যে টি, আর, টি. সি, বাসটি বিকালের দিকে আগরতলায় আসে তাহাতে তাহার জন্য একটি আসন সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে বলে। অমরপুরের বাসটি যাহার গন্তব্যস্থল আগরতলা পর্যন্ত সেইটি মহারানীতে সম্পূর্ণ যাত্রী বোঝাই হইয়া উদয়পুরে পৌছায়। সেই জন্য বুকিং ক্লার্ক শ্রীপঙ্কজ সাহার জন্য কোন বসার জায়গার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তখন শ্রীপঙ্কজ সাহা তাহার জন্য বাসের কোন বসার জায়গার ব্যবস্থা না হওয়ায় বাসের চলাচলে বাধা দিলে উদয়পুর শহরের শ্রীজয় পাল সাহা নামে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে প্রতিহত করেন। তারপর বাসটি আগরতলার উদ্দেশ্যে চলিয়া আসে। ঐ দিনই সন্ধ্যা ৫—৩০ মিঃ এর সময় বদর মোকামের শ্রীপঙ্কজ সাহা, শ্রীইন্দ্রজিত মণ্ডল এবং শ্রীসমেরেন্দ্র ওরফে আবু রায় উদয়পুরের মটরষ্ট্যাণ্ড সুভাষ রোডের শ্রীজয়পাল সাহার উপর আক্রমণ করে এবং তিনটি বোমা ফাটায়। এই ঘটনাটি ঐদিন সকালের টি, আর, টি, সি, বাসে টিকিট নিয়া গোলযোগের ফল স্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে নিয়া আসেন। এই ব্যাপারে রাধাকিশোরপুর থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০/১৪৯/৪২৭/৩০৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(১০)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। টি, আর, টি, সি, অফিসের সামনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনোর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২-১০-৮৩ ইং তারিখ টি, আর, টি, সি, এর কোন কর্মী অফিসে উপস্থিত হন নাই এবং কোন বাস উদয়পুর হইতে মহারানী পর্যন্ত যাতায়াত করে নাই। গত ৩।১০।৮৩ ইং তারিখ কর্মীরা বুকিং অফিসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের অফিস তাহাদের নিজস্ব স্থায়ী জায়গা রাজার বাগ, উদয়পুর সরাইয়া নিতে দাবী জানায়। এই দিনও কোন বাস উদয়পুর মহারাণী পথে যাতায়াত করে নাই। বিকালে নোটীফায়েড এরিয়ার অথরিটির অফিসে টি, আর, টি. সি, এর ডেপুট জেনারেল ম্যানাজার. আগরতলা অফিসের কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক কর্মী, উদয়পুরের এস, ডি, পি, ও, এবং স্থানীয় টি,আর, টি, সি. এর কর্মীদের মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, টি, আর, টি, সি, অফিস রাজার বাগে সরাইয়া নেওয়া হইবে. যাহারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাহা দিগকে তদন্ত কালীন গ্রেপ্তার করা হইবে। টি, আর, টি, সি, এর স্থানীয় কর্মীরা উদয়পুরের বর্তমান জায়গা তেই কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থন হইয়াছেন। এই সভায় স্থানীয় এম, এল. এ, শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার এবং উদয়পুরের গণতান্ত্রীক যুব ফেডারেশনের কর্মী

শ্রীমাধব সাহা উপস্থিত ছিলেন। গত ৪-১০-৮৩ ইং তারিখ টি, আর, টি, সি,- এর কর্মীরা তাহাদের উদয়পুর মটরষ্ট্যাণ্ড অফিসে কাজে যোগদান করেন এবং বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনার উপর পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই ঘটনার পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যেখানে যানবাহনের মত ইমপোরটেন ব্যাপারকে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং বোমা মেরে জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করেছে. তা সত্বেও ক্ষমতাসীন দলের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলেই কি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — আমি আগেই বলেছি পুলিশ মামলা দায়ের করেছে।

মিঃ স্পীকার -- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু :—

"গত ২৯শে সেপ্টেম্বর দলপতি পাড়ার নিকট উগ্রপন্থীদের হাতে জনৈক হোমগার্ড নিহত হওয়া সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, আমি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিচ্ছি। গত ২৯-৯-৮৩ ইং তারিখ সকাল ৮টার সময় বি, এস, এফ, এর হাভিলদার কেদার নাথ যাদব একটি ষ্টেনগান, কনেষ্টবল অশোক সিং একটি এস, এল, আর এবং গার্ডস্ম্যান প্রলয় কান্তি গোস্বামী একটি ৩০০ রাইফেল সহকারে কিছু কেনাকটার উদ্দেশ্যে দলপতি পাড়া প্লেটুন পোস্ট ত্যাগ করিয়া গণ্ডাছড়ায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যান এবং তাহারা গণ্ডাছড়ায় বেলা ১১টার সময় পৌছেন। ঐ দিনটি ছিল গণ্ডাছড়ায় বাজারের দিন।

তাহারা গণ্ডাছড়ায় তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করে বেলা ২টা ২০মিঃ এর সময় গণ্ডাছড়া হইতে দলপতি পাড়ায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিকাল ৫টা ৩০মিঃ এর সময় তাহারা যখন দলপতিপাড়া পোস্ট হইতে প্রায় সাড়ে তিন কিঃ মিঃ আগে তখন হঠাৎ তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়। গাড'সম্যান প্রলয় কান্তি গোস্বামী আঘাত পাইয়া মাটিতে লুটইয়া পড়িয়া গেলে লুকায়িত দুষ্কৃতকারীর দলটি তাহাকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করে। বি, এস, এফ. এর দুই ব্যক্তি যথা হাভিলদার কেদার নাথ যাদব এবং কনেষ্টবল আশোক সিং এই ঘটনাটি দেখিতে পাইয়া প্রলয় কান্তি গোস্বামীর মৃতদেহটিকে ফেলিয়া রাখিয়া ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়া যায়। দুষ্কৃতকারীরা মৃত হোমগার্ডের ৩০৩ রাইফেলটি ৫০ রাউণ্ড গোলাবারুদ সহ অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়া যায়।

৭১ বি, এস, এফ, এর বি এর কমাণ্ডার ইনস্পেক্টার কর্ত্তার সিং এর অভিযোগমূলে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গণ্ডাছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/৩৭৯ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারার মোকদ্দমা নং ২(৯) ৩৮ নাথ ভুক্ত করা হয়।

প্রলয় কান্তি গোস্বামীর মৃতদেহটিকে পোস্ট মর্টেম করার পর দেখা যায় গুলির আঘাত

তাহার শরীরের সামনের দিকে তিনটি এবং শরীরের পেছনের দিকে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার শরীরের পেছনে বেয়নেটের আঘাতের ক্ষতও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সিনিয়র পুলিশ অফিসারেরা ঘটনা স্থলটি পরিদর্শন করেন। দুষ্কৃতকারীদের প্রতিহত করার জন্য ব্যাপক তল্লাসী চালানো হইতেছে। মৃত গার্ডসম্যান প্রলয় কান্তি গোস্বামীর পরিবারকে সাহার্য্যস্বরুপ মং ১০,০০০ টাকা মঞ্জুরী করা হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত কার্য অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীনকুল দাস — এই ঘটনাটি যখন ঘটলো তখন আরও দুইজন ছিল। তাদের কাছেও অস্ত্র ছিল। কিন্তু তারা সেখানে কি ভূমিকা নিয়েছে? তারা প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, সব ব্যাপারটা তদন্ত হচ্ছে এবং আমি সম্প্রতি যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তখন ঘটনাটি লিখিতভাবে দিয়ে আমার বক্তব্য রেখেছি। মাননীয় সদস্য জানেন, বি, এস, এফ, আমাদের পরিচালনাধীনে থাকলেও এটা কেন্দ্রের একটা সশস্ত্র বাহিনী এবং এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সেজন্য যেসমস্ত প্রশ্ন জনগণের মনে উঠছে, রাজ্যে সরকারের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে সেগুলি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

শ্রীনকুল দাস :—উনি হোমগার্ডের লোক রাজ্য সরকারকে সাহার্য্য করার জন্য বি, এস, এফ, কে দেওয়া হয়। তিনি নিহত হওয়ার কতদিন পরে রাজ্য সরকারকে খবর দিয়েছিলেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—ঘটনা সম্পর্কে খবর দিয়েছি। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ পেতে রাজ্য সরকারের যথেষ্ট দেরী হয়েছে এবং রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে শ্রীগোস্বামী একজন বর্ডার হোমগার্ড। দেখা যাচ্ছে বাজারে জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর জন্য কোন লোক নিধারিত ছিল কিনা, এসব তথ্য আমাদের কাছে আসে নি। যখন দেখা যাচ্ছে বাজারের জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছে তখন আর একজন লোক জিনিষপত্র নেবে এটাই আশা করা যায়। কারণ বি, এস, এফ, কে সাহায্য করার জন্য সে যায় এবং আমরা কিছু কিছু রিপোর্ট পেয়েছি যে তাদের দিয়ে এইসব কাজ করানো হয় যেগুলি তাদের করা উচিত নয়। এই সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যেগুলি অত্যন্ত দুঃখজনক। সম্মান মর্য্যদা যাতে তারা পায় সেই দিকে বি, এস, এফ, এর দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীজওহর সাহা :—অন এ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। গণ্ডাছড়াতে একজন হোমগার্ড নিহত হওয়ার ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনায় যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা দেশী অথবা বিদেশী বা উন্নতমানের কিনা, কারণ, এটা ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ার কথা, জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পোষ্ট মর্টাম রিপোর্ট এখনও আমার কাছে এসে পৌছায় নি, তাই আমি বিস্তৃত তথ্য এই হাউসের সামনে দিতে পারছি না।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কি, যে রাজ্য সরকারের পুলিশ সেখানকার বি, এস, এফ, কর্তৃপক্ষকে অনেক আগে থেকেই তথ্য দিয়েছিলেন

যে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ ঐ এলাকায় যে কোন সময়ে হামলা চালাতে পারে, কাজেই সময় মতো সেখানে যাতে প্রয়োজনীয় প্রটেক্শান দেওয়া হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—হাঁা, এই তথ্য আমরা বি, এস, এফ, কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলাম।

শ্রীনকুল দাস :—বি, এস, এফকে আগে থেকেই এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে বলে আগাম জানানো সত্ত্বেও বি, এস, এফ, থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমার কাছে এই সব তথ্য নাই। তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মাত্র তিন জন লোক একাকী দীর্ঘ পথ হেঁটে একটা দুর্গম অঞ্চলে বাজার করতে যাচ্ছিলেন। সেই জায়গাটা বাংলাদেশের বর্ডারে, সেখানে হাইগুেসিক প্রেস রয়েছে সেখানে উগ্রপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই এমতাবস্থাই সেই অঞ্চলে কারোরই একাকী ঘুরাফেরা করা উচিত হয়নি এবং অভিষ্যতে এই রকম ঘুরাফেরা করা উচিত হবে না। এসব অবস্থা বি, এস, এফ, কর্তৃপক্ষের জানা থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করে ঐ তিনজন লোককে একাকী দুর্গম অঞ্চলের বাজারে পাঠানোটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মিঃ স্পীকার —আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল —"গত ১২-৯-৮২ ইং বিলোনীয়া আর্য্য কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র অমৃত সাহার নৃশংস হত্যা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১২-৯-৮৩ ইং সকাল ৯টা ৩০ মিঃ এ বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত বৈদ্যটিলার পুকুরের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় একটি মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যকলোনী নিবাসী শ্রীহরি ভূষণ সাহার স্ত্রী শ্রীমতী ফুলরাণী সাহা মৃতদেহটি তাহার ১৪ বছরের ছেলে আর্য্য কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅমৃত সাহার বলিয়া সনাক্ত করেন। মৃতদেহে কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে ইহাকে আঘাতে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়।

বিলোনীয়া থানার মৃত ব্যক্তির মায়ের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারামূলে মকোদ্দমা নং ৯(৯) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় বিলোনীয়ার আর্য্যকলোনীর (১) শ্রীনারায়ণ নন্দী, পিতা শ্রীবিপিন নন্দী এবং (২) শ্রীশংকর নন্দী, পিতা শ্রীনারায়ণ নন্দী নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আদালত হইতে জামিনে খালাস পায় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

হত্যার উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেচে। সি, আই, ডি পুলিশের হাতে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। এই বাচ্চা ছেলেটির দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড বিলোনীয়া শহরের প্রত্যেকটি লোককে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। এই

ছোট ছেলেটি ঘটনার দিন সকালেও স্কুলে গিয়েছিল, তার কাছে বইও ছিল, সে বাড়ীতে আসার পরবর্ত্তী সময়ে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার দেহে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন ছিল, এমন কি তার দেহে এ্যাসিড নিক্ষেপ করে তার দেহটিকে বিকৃত করার প্রচেষ্টাও ছিল। এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের শিশু হত্যার ঘটনায় বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের মা-বাপেরা অত্যন্ত আতঙ্কিত, সেই ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত এমন কিছু বেরিয়ে আসে নি, যাতে ঐ এলাকার লোকেরা আশ্বস্ত হতে পারে। অবশ্য এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সি, আই, ডি এর তদন্ত করছে। আমি জানি না, সি, আই, ডির তদন্তে কি রিপোর্ট বেরিয়ে আসবে। তবু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে, এই ধরনের শিশু হত্যা যাতে আর কখনও সংগঠিত হতে না পারে, সেজন্য যেন যথেষ্ট সচেতন অবলম্বন করা হয়। কারণ আমরা যারা স্থানীয় লোক এই ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্ত।

তৃতীয়তঃ যে শিশুটিকে হত্যা করা হল, তার মা বাবা খুবই গরীব। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তাঁদের যেন সরকার থেকে কিছু সাহয্য করা যায় কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় সদস্য এখানে যে সব কথা বলেছেন, তার থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা খুবই দুঃখজনক। সরকার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে সি,আই,ডির উপর তদন্তের ভার দিয়েছেন, তদন্ত অনুযায়ী প্রকৃত দোষীকে খোঁজে বের কের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। আর তার পিতার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেই সম্পর্কেও সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এবং তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে কি করা যায়, সরকার তাও চিন্তা করে দেখবেন।

লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ অব দি পোস্টপন্ড কোয়েশ্চান।

("ANNEXURE") "C"

মিঃ স্পীকার :— এই সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, লেয়িং অব রিপ্লাইজ টু পোস্টপন্ড কোয়েশ্চানস্। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, কাশীরাম রিয়াং এবং মানিক সরকার মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬ এবং মাননীয় সদস্য জওহর সাহা মহোদয়ের আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০ এবং গত বিধান সভা অধিবেশনের পরবর্তী অধিবেশনে প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহা মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ১৬, ১০১ এবং আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩০ এর উত্তর পত্রগুলি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পোস্টপন্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬, ১০১ এবং আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০ এর উত্তরগুলি সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার —সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—লেয়িং অব রিপ্লাইজ টু পোস্টপন্ড কোয়েশ্চান। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৭ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৭ এর উত্তরগুলি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব :—মি: স্পীকার, স্যার, আই ব্যাগ টু লে অন দি টেবিল অব দি হাউস দি রিপ্লাইজ টু দি পোস্টপন্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৭।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—লেয়িং অব রিপ্লাইজ টু পোস্টপন্ড কোয়েশ্চান। গত বিধান সভার অধিবেশনের মাননীয় সদস্য শ্রী মতি গীতা চৌধুরী মহোদয়ার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৩ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৩ এর উত্তরগুলি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পোস্টপন্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৩ এর উত্তর পত্রগুলি এই সভায় পেশ করছি।

প্রেজেন্টেশান অব দি রিপোর্টস অব দি কমিটিস্

মিঃ স্পীকারঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ কমিটির পঞ্চম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে উনার প্রতিবেদনটি সভার সামান পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মিঃ স্পীকার, স্যার, আই ব্যাগ টু প্রেজেন্ট বিফোর দি হাউস দি ফিফ্থ রিপোর্ট অব দি ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ কমিটি।

মিঃ স্পীকারঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, গভার্ণমেণ্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির চতুর্দশ প্রতিবেদনটি সভার সামনে উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী—মিঃ স্পীকার, স্যার, আই ব্যাগ টু প্রেজেন্ট বিফোর দি হাউজ দি ফোরটিনথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন গভার্ণমেণ্ট এ্যাসুরেন্স।

মিঃ স্পীকার —সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল,—পিটিশান কমিটির দ্বাদশ প্রতিবেদনটি সভায় সামনে উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হা মহোদয়কে তাঁর প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী তরণী মোহন সিন্হা—মিঃ স্পীকার, স্যার, আই ব্যাগ টু প্রেজেন্ট বিফোর দি হাউজ দি টুয়েলথ রিপোর্ট অব দি পিটিশান কমিটি।

মিঃ স্পীকার :—এবার কনসিডারেশন অ্যাণ্ড পাসিং অব দি মোশন অন দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল, ১৯৮৩। এটা হাউসের বিবেচনাধীন আছে। মাননীয় সদস্য নকুল দাস গতকল্য

এই বিলের উপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা অসমাপ্ত ছিল। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তীকে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য আপনারা দশ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এখানে পেশ করেছেন এবং মাননীয় সদস্য নকুল চন্দ্র দাস যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত অভিযোগ আনছেন এই আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত বিল যেটা উত্তর প্রদেশ থেকে ত্রিপুরায় এনে ১৯৬৪ সালে চালু করা হয়েছিল। সেইসময় থেকেই ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত আইন চালু করা হয়। এই আইনে হাত তোলা ভোটে সদস্য নির্ব্বাচন. করা হত। এই প্রথাটা কতটা অগণতান্ত্রিক ছিল তা আমরা দেখতে পেরেছি। আমরা নির্বাচনী এলাকা কল্যাণপুরে দেখেছি যে সেখানে বড বড জোতদার জমিদাররা নিজেদের লোক দাঁড করিয়ে প্রশাসনিক চক্রান্তে হাত তুলে তাদের প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে নিত। এই যে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল তার ইতিহাস গরীব মানুষের হাতে আছে। কংগ্রেসী আমলের পঞ্চায়েত প্রধানদের অত্যাচার সেই জরুরী অবস্থার সময় তাদের যে অত্যাচার সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলবে না। সেই জন্য ১৯৭৭ নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ তার সমোচিত জবাব দিয়েছে। বামফ্রন্ট মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে গণতন্ত্রকে পুন প্রতিষ্টিত করবে, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করবে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এই নির্বাচনেই প্রথম গোপণ ভোটেয় মাধ্যমে পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন আমরা বুঝেছি এবং ত্রিপুরার মানুষও বুঝেছে যে একটা ভোটের দাম কত। যখন দেখা যায় একটা বা দুইটা ভোটের জন্য একজন প্রার্থী হেরে যাচ্ছে তখন অনেকে দুঃখ করেছেন যে কেন বাড়ীর সকলের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম না। এই বামফ্রন্টই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে গণতন্ত্রের স্বাদ কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিয়েছে। গত বিধানসভার নির্বাচনে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ আরও বিপুল ভোটে এই বামফ্রন্ট সরকারকে জয়ী করে এই বিধান সভায় পাঠিয়েছে। আবার এই গতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য গত সাত তারিখে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই বিলটা এনেছেন। ১৮ বছর বয়স হলে একটা লোক সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারে, ১৫/১৬ বছর বয়স হলে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে তাদের ভোটে যে দাম, তাদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার এই বামফ্রন্ট সরকার এই বিলে দিয়েছে। আজকের প্রচলিত আইনে নির্বাচিত গাঁও প্রধানদের মধ্যে যারা কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি তাদের বিরোদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেই জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আইনের ফেকরা আছে।

সেই টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে, সাধারণ এলাকার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই সব প্রধান অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্থ প্রধানদের শায়েস্তা করার জন্য অনেক দিন থেকেই আমরা ভাবছিলাম, তাদের কি করে সরানো যায়। সে জন্যই আজকে মেম্বার আগে নির্বাচিত হবেন এবং মেম্বারদের থেকে প্রধান নির্বাচিত করা হবে। প্রধান যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে সদস্যদের ভোটের প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া যাবে এবং প্রধান সরে যেতে বাধ্য হবেন। এতে গণতন্ত্র আরো সুরক্ষিত হবে। গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন তার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হচ্ছে এই পঞ্চায়েত বিল। আজকে এখানে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রে(আই)এর মুখে দুর্নীতি কথা শুনে মনে হচ্ছে, 'ভূতের মুখে রাম নাম' শুনছি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য গরীব মানুষকে রক্ষা করার জন্য. সৈরতন্ত্রকে রুখবার জন্য, সাম্প্রদায়িক তাকে রুখবার জন্য তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান জানিয়ে এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে যে বিল এনেছেন সেই বিলের সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় যদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, নির্দ্দল সদস্যের জন্য এই বিলের উপর আলোচনায় ১৭ মিনিট নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার মাধ্য ১২ মিনিট গতকালই বলা হয়ে গেছে। কাজেই আপনাকে পাচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল যে বিল এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার জন্য নিজস্ব ভাবে আনা হচ্ছে সেই বিল সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্য আমি অনুরোধ রাখছি, আমাকে আরো কিছু হোক সময় দেবার জন্য। যাই হোক, প্রথম কথা হচ্ছে এক একটা এনভারামেণ্ট এক কি রমক। আমাদের ত্রিপুরারতে গ্রামীণ চিত্র এবং অন্য দেশের যে গ্রামীণ চিত্র তার মধ্যে বিরাট ফারাকে। কাজেই এই বিল পর্য্যালোচনা করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। এত তাড়াহুড়া করে মাত্র দু'দিনের অধিবেশনে আনাটা ঠিক হয় নি বলেই আমি মনে করছি। কেন না, এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর জন্য জন মতের প্রয়োজন ছিল, পাবলিসিটির প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল গ্রংমে গঞ্জের মানুষের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা, তাদের জনমত সংগ্রহ করা, এবং বিভিন্ন আইনজ্ঞদের কাছে পাঠান উচিত ছিল বলেও আমি মনে করি। এই যে আইন এই বিধানসভায় আনা হয়েছে তা জনস্বার্থ রক্ষিত হবে কিনা, না পরিপন্থী হবে তারও পর্য্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই প্রথম বিল আনা হচ্ছে। কিন্তু ছাপায় প্রচুর ভুল রয়েছে। পেইজ নাম্বার ১২এ এ রকম ভুল আছে। আমার মনে হয়, সেটা হয়ত ন্যায় পঞ্চায়েত হবে। ঠিক তেমনি পেইজ নাম্বাথ ৭এ যেখানে রিজার্ভ ফর "ম্যানার" লেখা আছে সেখানে হয়ত মেম্বার হবে। এবং আমার মনে হয়, মেম্বার হলেই ঠিক হবে। এই ধরণের অসংখ্য ভুল দেখা যায়। তাছাড়া, এই বিলটি কক্-বরক এবং বাংলা ভাষায়ও ছাপানো হলে ভাল হত। কেন না, তাহলে সবার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হতো। যেহেতু এই বিলের উপর জনসাধারণের জীবন যাত্রা নির্ভর করছে। কাজেই এই বিল কেন কক্-বরক এবং বাংলা ভাষায় ছাপানো হবে না? এর কি যুক্তি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। এবং এও বুঝতে পারছি না, এত স্বল্প সময়ের অধিবেশনে, মাত্র দু'দিনের অধিবেশনে এত তাড়াহুড়া করে এই বিল আনার কি মানে হয়। এখানে কতগুলি ধারা আছে যেমন ১১৬তে আছে, 'বার টু ইণ্টারফিয়ারেন্স বাই কোর্টেস ইন ইলেকশন মেটারস'। এর কি যুক্তি থাকতে পারে, একজন পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা মেম্বার যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি যে তা নন তা প্রমাণ করতে তিনি কোর্টে যেতে পারবেন না। কি অদ্ভুত যুক্তি। দেখা যাচ্ছে, এই বিলের বলে মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট এই বিধানসভা কেড়ে নিয়েছে কিম্বা নিতে পারবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাসেম্বলীর এই ক্ষমতা আছে কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। এই পদ্ধতি কি গণতন্ত্রের বিরোধী নয়? তাহলে কি করেই বা গণতন্ত্র রক্ষাহবে? আর

একটা হচ্ছে ১৭ (বি)। এই ১৭ (বি) এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা সুস্পষ্ট নয়। ১৮ এরও ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয় নাই। এতে ডিসপুট এরাইজ করলে, করলে কেন করবেই তখন সে কোর্টে যেতে পারবে না, এই রকম কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে আর একটা ডিসপুটের জন্য আমি যদি কোর্টে যেতে না পারি, তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধানিক ক্ষমতা কি ক্ষুণ্ণ হবে না ? সেটা কি জনসাধারণের পক্ষে যাবে, নাকি বিপক্ষে যাবে ? আর একটি জায়গায় বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত অডিট হবে না। এই অডিট না হবার মানে কি এই নয় যে, পঞ্চায়েতের যে করাপশন আছে তাকেই প্রটেকশান দেওয়া ? কাজেই, সেই করাপশনকে প্রটেকশান দেওয়ার জন্য অতি সুকৌশলে এই বিলের মারফতে ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করছি এবং এই জন্যই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এই কারণেই যে, এই বিল জনসাধারণের স্বার্থে যাবে না। কাজেই দলবাজী করার জন্যই এই বিল এনে চক্রান্ত করা হচ্ছে এবং একদলিয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এই বিল যথেষ্ট পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করার দরকার আছে। এই হাউসের কাছে আমার আবেদন যে, এই বিল পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং সংযোজন করবে এবং সেই ভাবে বিচার বিবেচনা করে এই বিল আনা হউক এবং এই বিলের যে সমস্ত সংশোধনী আছে, অর্থাৎ উপজাতি যুব সমিতির দল নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহাশয় এবং নির্দল সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয় এখানে যে সব সংশোধনী এনেছেন সেগুলি সমর্থন করছি। এ ছাড়াও বিচার বিবেচনার জন্য এই বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া ঠিকই হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই বিলটি আরো তদন্ত সাপেক্ষে চিন্তা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই বিলটি যদি পশ্চিম বাংলার ফটো স্টেট্ কপি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য আমরা আর বলার কিছুই থাকবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শ্রীভানুলাল সাহাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী ত্রিপুরার পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩ হাউসে এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি। এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এই বিলটাকে পর্যালোচনা করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে মোশন মুভ করেছেন তাতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই বিলটির উপর যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব পঞ্চায়েত বিল হাউসে এনেছে। এর আগে উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত বিলের উপর নির্ভর করেই ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রকৃতিআমাদের আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। যে শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বাস করি, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রকাশ্যে হাত তোলে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে কৃষক বা ক্ষেতমজুরের কোন প্রতিনিধি পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হতে না পারে। সেখানে লাঠির জোর এবং প্রশাসনের আমলাদের সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচিত হত। ত্রিপুরা রাজ্যে এই চিত্রই আমর দেখে আসছি। এমন কি গাঁওসভাগুলির মধ্যে ভোট দেওয়া নিয়ে সম্প্রদায়গত ভিত্তিক বিভেদ

হয়ে যেতো এবং অধিকাংশ ভোট যেখানে পড়েছে তিনি কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেন নি ঐ বি. ডি. ওদের কেরামতিতে তাই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে ব্যাপক ভাবে বিল না আনতে পারলেও উত্তর প্রদেশের বিলটাকে সংশোধন করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তখন দেখা গেল যে পুরানো দিনের রথী মহারথীরা আর পঞ্চায়তে নির্বাচিত হতে পারলেন না, নিক্ষিপ্ত হলেন আস্তাকুড়ে। তারপরেই আমরা দেখেছি, পঞ্চায়েতে কাজকর্মে একটা নূতন জোয়ার এসেছে। এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ৫।৬ বৎসরের মধ্যে গ্রামের চেহারার একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছে যে পরিবর্ত্তন সবার কাছেই পরিষ্কার। গ্রামের রাস্তা ঘাট করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সামগ্রিক দিক থেকে একটা ব্যাপক পরিবর্ত্তন হয়েছে শুধু মাত্র গোপন ভোটে নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথেই। এই রাজ্যে আগে যে পঞ্চায়েত নির্বাচিত হত তার মধ্যে যে ত্রুটিগুলি দেখতে পেয়েছি সেটা হল গাঁও প্রধান নির্বাচিত হতেন সরাসরি ভোটে। উনার দায়দায়িত্ব নিয়ে কারোর কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন না এবং আইনগত দিক থেকে তাকে বাধ্যও করা যেতো না। সেই গাঁও সভা বিলোপ করা হয়েছে এই বিলের মধ্যে। গাঁও পঞ্চায়েতে যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন তারাই প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন করবেন এবং গাঁও প্রধান বা উপ প্রধান যদি কোন অগণতান্ত্রিক কাজ করেন তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন হবে না ঐ পঞ্চায়েত সদস্যরাই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন। এই ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রেরই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা দেখছি আগে পঞ্চায়েত প্রধানরা পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের যে হিসাব দিতেন তা ফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, জনগণ জানতে পারত না। কিন্তু আজকে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজকে পঞ্চায়েত প্রধানগণ পঞ্চায়েতের কার্য্যাবলীর হিসাব দিতে ভয় পান না। আমার রাজনগর ব্লকের গাঁও সভার ৪ বৎসরের হিসাব দিয়ে একটা বই-বের করেছে যা জনগণ ইচ্ছা করলে দেখতে পারবে। ঐ বইতে গ্রামে কয়টা টিউব ওয়েল করা হয়েছে, কয়টা রাস্তা হয়েছে, কত ম্যানডেইজ কাজ হয়েছে, মৎস্য চাষের কি কাজ হয়েছে, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার কি কাজ হয়েছে, ব্যাংক থেকে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গেছে, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিভাগে কি কাজ হয়েছে, কতজন বার্ধ্যক্য ভাতা পেয়েছেন, কতজন কুটির শিল্পের জন্য ঋণ পেয়েছে, কর্মসংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বর্গা সত্ত্ব কতজনকে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি জনগণ ইচ্ছা করলে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবেন। এই যে ব্যবস্থাগুলি এখন হয়েছে, সেগুলিতো আমরা আগে দেখি নি। হাত তোলা ভোটে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর কোন প্রধান এই ধরনের বই ছেপেছে বলে আমরা বিগত ৩০ বৎসরে দেখিনি। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে ব্যালট পেপারে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত প্রধানগণ এই ধরনের হিসাব দিয়ে অনেক বই ছেপেছে। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রেরই একটা নিদর্শন। এই বিলটিতে সূক্ষ্ম কিছু ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তাই বিলটিকে যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় তাহলে এই সমস্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত হবে এবং আরো সুন্দর প্রস্তাব যদি থাকে তাহলে সেটাও এই বিলে অন্তর্ভুক্তি করে নেওয়া যাবে। সেটা নিশ্চই একটা ভাল উদ্যোগ। আমরা দেখেছি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা

গণতন্ত্রের পূজারী সেজে জনদরদী সেজে এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলছেন যে বিলের মধ্যে কোর্টের কোন এক্তিয়ার নাই। তাই বিলটি গণতন্ত্র সম্মত হয়নি বলে উনারা সমালোচনা করেছেন। এখানে বিলটিতে বলা হয়েছে "নো কোর্ট শ্যাল গ্র্যান্ট ইনজাংশান"। আমরা দেখেছি গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলি ইনজাংশানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মনোমত সিদ্ধান্ত না হলে কোর্টে গিয়ে মাননীয় বিচারপতির কাছে গিয়ে ইনজাংশান প্রার্থনা করেন। কাজেই বিগত পাঁচ বৎসরের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী আজকে এই বিলটি যে হাউসে এনেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই। স্যার, ভারতবর্ষের সংবিধানে নবম তপশীলে কতগুলি বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। আমরা ইনজাংশানের নমুনা দেখেছি। কোন এক সংগঠনের এক জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সেখানেও ইনজাংশান। কাজেই ইনজাংশান কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা পাঁচ বৎসরে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। মূলত গণতন্ত্রের পূজারী সাজলেও আসলে উনারা গ্রামের কোন উন্নতি চান না। তারপর উনারা বলেছেন যে এ, জি, কে দিয়ে অডিট করানোর কোন ব্যবস্থা এই বিলে নেই। এ, জি, কে, দিয়ে অডিট করানোর কি অসুবিধা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনারা নিশ্চয়ই জানা আছে। ৬৮৯ টি গাঁও সভার সমস্ত হিসাব যদি এ, জিকে দিয়ে করানো হয় তাহলে আগামী ৩০ বৎসরেও সেই হিসাব বেড়িয়ে আসবে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে হিসাব করে সেই ভাবে পঞ্চায়েতের হিসাব করানোর কোন অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। এ, জি, কে দিয়ে হিসাব করালে ৮০-৮১ ইং সালের হিসাব আগামী ২০১০-১১ সালেও বেড়িয়ে আসবে কিনা সন্দেহ। স্যার, এখানে সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিষ সেটা হচ্ছে, ১৮ বছর বয়সের ভোটাধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছাত্র যুবকদের দাবী যে ১৮ বৎসর বয়সে ভোটাধিকার দিতে হবে। বিধান সভা ও পার্লামেন্টের ভোটাধিকারের বয়স সীমা নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবী মানছেন না। কিন্তু রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর বয়সে ভোটাধিকার দিয়ে তাদের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গণতন্ত্রের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কাজেই সামগ্রিক দিক থেকেই এই বিলটি জনকল্যাণমুখী হয়েছে এবং একে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ARTER RFCESS AT 2 P.M

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আমাদের যাঁরা বিরোধী আসনে আছেন তাদের কলিং এটেনশান কেন কল করা হল না তার কারণ কি? কেন এই বিধান সভায় অগণতান্ত্রিক কাজ হচ্ছে? আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য বলছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য; আপনি বসুন, এখন পঞ্চায়েত বিলের উপর আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৭.১০.৮৩ইং তারিখ বিধান সভায় যে পঞ্চায়েত বিল পেশ করা হয়েছে সেই বিলকে সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এই পঞ্চায়েত বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। এই পঞ্চায়েত বিল ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পঞ্চায়েত বিল ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম হলো, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস শাসনে পঞ্চায়েত বিল একটা প্রহসন মাত্র ছিল, কারণ তখন পঞ্চায়েত ছিল গ্রামের বাটপারদের হাতে। সে দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে রেখেছিলেন যে, আমরা যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা পঞ্চায়েতের উন্নতি সাধন করবো। সেই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়ে এসেছি, তাই পঞ্চায়েতে আজকে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ হবে। আমি মনে করি এই পাঁচ বছরে সরকার উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করেছেন। এখন আমরা লক্ষ্য করছি কিছু সংখ্যক রাজ্যে দুস্কৃতকারী যারা রয়েছে এবং বিরোধীরা তাঁরা তাঁদের বিরোধীতা করেছেন, তাই এই আখ্যা ছাড়া তাদের সমন্ধে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের চাহিদার জন্য, তাদের বাঁচার কথা বলার জন্য সে সুযোগ দিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকার সেই সুযোগ দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনে কেউ দেখতে পান নি। এই বিলকে আমরা অভিনন্দিত করছি এই কারণে যে, এই বিল দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। এই বিলের জন্য শুধু বিধান সভায় নয়, বিধান সভার বাইরেও অভিনন্দন পাওয়া যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি, এখানে আলোচনা করতে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা চীৎকার করে উঠছেন এবং বলছেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন কাজই নাকি হচ্ছে না। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের একটা কথাই বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি এই ৫ বছরে কি কাজ করেছে তার হিসাব বই আকারে সেখানে ছাপানো হয়েছে জনগণের কাছে তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। সেখানে গোপন কিছু থাকে না, কি কাজ হবে সেটা জনসাধারণ জানতে পারবেন, প্রতিটি গাঁও সভার মানুষ জানতে পারবেন।

বড়জলা প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে যে, তাঁর ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, এবং দলের লোকের নামে ৪।৫টি, এমন কি ১০টি করে পর্য্যন্ত কোপন কাটা হচ্ছে, পূজার সময় খাদ্যের বিনিময়ে যে কাজ হয় সেখানে সেই কাপড় গরীব জনসাধারণ পাচ্ছেন না সেগুলি তাদের নিজেদের বাড়ীতে চলে যাচ্ছে। তাই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলছি, আপনারা একবার চিন্তা করে দেখুন আপনারা কি করেছেন। অন্যের বিচার করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এমনি ভাবেই দিনের পর দিন আপনারা দরিদ্র জনগণকে শোষণ করে এসেছেন, কারণ সেটাই আপনারা শিক্ষা পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি বলতে চাই, ৩০ বছর পূর্বে কংগ্রেস শাসনে পঞ্চায়েতের কাজের নামে যে দুর্নীতি হতো এখন আর সেই দুর্নীতি হয় না। কারণ বর্ত্তমানে পঞ্চায়েতের রাস্তাঘাটে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে, আগে এমন অনেক রাস্তা ছিল যেখানে চলাফেরা করা ছিল ভয়ঙ্কর অবস্থা, গাড়ী চলার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। সে সব অনেক রাস্তা এখন সংস্কার সাধন করে গাড়ী চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়েছে এই ৫ বছর বামফ্রন্টের

শাসনকালের রাজত্বে। দীর্ঘ ৩০ বছর আগে পঞ্চায়েতগুলি চেহারা কি ছিল? আর এখন কি হয়েছে? অনেক রাস্তারই এখন উন্নতি সাধন হয়েছে। আমার এলাকা নরসিংগড়ের কথা বলছি। এখানে পূর্বে পীচের রাস্তা ছিল না, বিদ্যুতের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, সেই নরসিংগড়ের রাস্তা এখন দেখুন, সেখানে পীচের রাস্তা হয়েছে, বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে, জলের ব্যবস্থা হয়েছে, তাই বলছি, বামফ্রন্ট সরকার গরীব জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করেন। কংগ্রেসের মতো একজন আর একজনর মাথায় লাঠি মারবে, তাঁদের নিজেদের দলের লোকের মধ্যে মারামারি করবে এটা তো বামফ্রন্টের নীতি নয়, বামফ্রন্টের নীতি হচ্ছে দরিদ্র জনসাধারণের কি ভাবে উন্নতি সাধন করা যায়। তারই জন্য এই বিল আনা হয়েছে। আমাদের এই যে বিরাট কর্মযজ্ঞ অর্থাৎ এই পঞ্চায়েত বিলকে দেখে বিরোধীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কারণ এখন তো আর বাটপারি করা সম্ভব হবে না। কারণ বিধান সভার ভিতরে এবং বাইরে সাবাই এই বিলকে অভিনন্দন করছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, "বাটপারি" কথাটা আনপার্লা-মেণ্টারী এটা প্রসিডিংস্ থেকে বাদ দেওয়া হোক।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য:—বাটপার আমি বলছি এই কারণে যে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের পথে এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মে কেউ যদি পথের কাটা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তাকে বাটপারি বলতে দ্বিধা নেই। কেন আজকে আপনাদের এত ভয়, এত আতংক? কেন এই পঞ্চায়েত বিল দেখে আপনাদের এত আতংক, এত বিভীষিকা, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এই পঞ্চায়েত বিল ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ জনগণের স্বার্থে করেছেন এবং এই বিলকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য আমারা সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করবো এবং দরকার হলে সমস্ত জনগণের সাহায্য নিয়ে এই বিলকে সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো। সর্বশেষে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার স্যার:—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩ আনা হয়েছে তা খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এইটা বিরোধী দলের কথা নয়। শাসক দলের সদস্য মাননীয় সদস্য নকুল দাস এইটা যে ত্রুটিপূর্ণ তা স্বীকার করেছেন এবং ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য তিনি এইটাকে অ্যাক্সেপ্ট না করে হাউস থেকে রেফার করার জন্য সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বস্তুত পক্ষে এই বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। আমরা গত ৫ বৎসর যাবৎ কি দেখছি? পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মন্ত্রীদের জনসভা করেছেন। সেটা ফুড ফর ওয়ার্কের টাকা দিয়ে। তারা জনসভায় জমায়েতের ব্যবস্থা করার জন্য তারা "ফুড ফর ওয়ার্কের" মধ্য দিয়ে ভোটের সময়েতে "ফুড ফর ওয়ার্কের টাকা পয়সা চাল দিয়ে তারা দলবাজি করছে, রাজনৈতিক দল করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি এই বামফ্রন্টের রাজত্বে গত ৫ বৎসরের মধ্যে বিশেষ করে বামফ্রন্টের প্রধানেরা বিরাট একটা বিত্তের মালিক হয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই ধরনের যে ব্যাপক দুর্নীতি ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। এইখানে বলা হয়েছে যে নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে

করা হয়েছে। হ্যাঁ, তাদের কথা এবং কাজে গরমিল দেখা দিয়েছে। আজকে পঞ্চায়েতের মন্ত্রী বলতে পারছেননা, পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে কি হবেনা। কোথায় পঞ্চায়েত নির্বাচন? আমাদের সরকার কি বলতে পারবেন এই বৎসরের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে? এইরকম তা বলতে পারেন না। নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা ৫ বৎসরে, দলীয় ক্ষমতাসীন দলের প্রধানরা লুটের রাজত্ব চালিয়ে এসেছে, দলবাজি করে এসেছে, অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে। তারা এইভাবে বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। সেইসব দুর্নীতি আজও টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। এই দুর্নিতীকে কায়েম করার লক্ষ্য নিয়ে তারা নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বহু রাস্তাঘাট হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বহু বাঁধ সৃষ্টি হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের প্রশ্ন করতে চাই, চেলাগাং গাঁয়সভায় একটা ফিশারীর বাঁধের জন্য ১ হাজার কুপন দেওয়া হয়েছে। ১ টা কুদালও পড়েনি। সেই চালগুলি গেল কোথায়? সেই সি, পি এমের গাঁও প্রধান সোনারাম এর বাড়ীতে। সবকিছু আত্মসাৎ হয়ে গেছে। বাঁধ কোথায়? ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কোথায় কাজ করা হয়েছে? রাজনগর গাঁওসভায় ৫০০ ম্যানডেইজ সেংশান করা হয়েছে রাস্তার জন্য। কিন্তু কোথায় রাস্তা? মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে ৫বছর ধরে লুটের রাজত্ব চলছে। বিশেষ করে শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় শাসক দলের মাধ্য ব্যাপকভাবে এই দলবাজি চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত আনন্দের কথা, এই নির্বিচারে দুর্নীতি, লুটের রাজত্ব চললেও তা ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা বিরোধী দলের মধ্যে স্পর্শও করতে পারেনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে কাজগুলি হয়েছে বলে তারা গর্ব করছেন তা বিরোধী দলের দৌলতেই হয়েছে। সেই অমরপুরে, তৈদুতে অনন্ত রিয়াং রঞ্জলাল শর্মা, অনিল দেব কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই? চাল আত্মসাৎ করা হয়েছে, রাস্তাঘাট করতে গিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, এমন কি চাল পাচার পর্যন্ত হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, অপরদিকে এই বিরোধী দলের সদস্যরা যেহেতু এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়না, "ফুড ফর ওয়ার্কের" কাজে তারা কিছু আত্মসাৎ করেনা সেই কারণে তাদের কম সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের নামে সেংশান হয় কেন? তাদেরকে কম ক্ষমতা দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের পঞ্চায়েতে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখেছি যে বিরোধী দলের সদস্যদের কিভাবে হেনস্থা করা হয়। জয়প্রদ কলুইকে বলা হয়েছে তুমি যদি টি, ইউ, জে, এস, ছেড়ে চলে এস তোমাকে অনেক টাকা দেওয়া হবে, তুমি টাকা পেয়ে বড়লোক হতে পারবে। সে তাদের কথা শুনেনি, তাই তাকে পুলিশ দিয়ে বেদম প্রহার করা হল। গব্বর সিং-য়ের কায়দায় তার উপর অত্যাচার করা হল। তিনি সেন্সলেস হয়ে পড়েন। আমার কাছে খবর এসেছে, তৈদুতে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বন্ধ ডেকেছে এবং সেই বন্ধ পালিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ক্ষোভের মুখে মাননীয় ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা আজ বুঝতে পেরেছেন যে, আগামী নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হবে। সেই কারণে তারা নির্বাচনে ভয় পাচ্ছে। পঞ্চায়েতের নির্বাচনকে বন্ধ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা দাবী করি, ১৯৮৩ এর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের নাম করে, ব্যালটের নাম করে যারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে লুটের রাজত্ব কায়েম করার জন্য যে ষড়যন্ত্র তার

বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য সমগ্র রাজ্য ব্যাপী আমরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, এইখানে যে বিল আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের সদস্যরা যে অ্যামেণ্ডমেন্ট মোশান এনেছেন সেগুলিকে আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। তার কারণ এইখানে বলা হয়েছে, অডিট গভর্ণমেন্ট ঠিক করবেন। কিন্তু আমরা জানি, গভর্ণমেন্ট নিজের লোক দেবেন। প্রধানদের অন্যায়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে যাবে না। আমরা জানি পুলিশের পোষাক পড়ে রঙ্গলাল শর্মা চাল নিয়ে পাচার করছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইখানে একটা আইন করার চেষ্টা হচ্ছে তা ভাল কথা। কিন্তু সেটা ইউ, পি, আইনই হোক আর ত্রিপুরার নিজস্ব আইনই হোক দলীয় লোকেরা, ক্ষমতা-সীন দল যদি দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, যদি পঞ্চায়েতের মাধমে দলীয় প্রধানদের দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি হয়, ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আইন কি করে রক্ষিত হবে?

পঞ্চায়েতের নামে সাধারণ মানুষের নামে বিরাট ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। আরও বেশী করে মানুষ নির্যাতিত হয়েছে। যারা পঞ্চায়েত প্রধান তারা সাধারণ মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেনা। অম্পিব যিনি প্রধান তিনি তাঁর দলবল নিয়ে সেখানকার ১৬৯ জন জমাতিয়ার সমস্ত জায়গা জমি দখল করে নিয়েছেন। ওদের জায়গা দিয়ে রাস্তা করে নিয়েছে। অমরপুরের প্রধান যিনি তাঁর এলাকাও এসব হচ্ছে। প্রধানরা তাদের গুণ্ডাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুষিয়ে রাখছেন। ওদের হুমকির মুখে পড়ে গুণধর রিয়াং ও পদ্মা দেববর্মা মারা গিয়াছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইভাবে পঞ্চায়েতকে তারা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা পঞ্চায়েতকে রক্ষা করুন। রাজনীতির জন্য এভাবে পঞ্চায়েতকে কাজে লাগাবেন না। পরিচ্ছন্ন পঞ্চায়েত সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—প্লিজ কনক্লুড।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আপনারা ত আপনাদের দোষত্রুটিগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। সে কারণে আমি মনে করি আইনের ত্রুটি বুঝতে গেলে এসব দূর হওয়া উচিত। সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান সঠিক হয়েছে বলে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিলের উপর আরও কি কোন বক্তব্য থাকবেনা ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আরও বক্তব্য থাকবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমার হাতে অন্য কাজ থাকায় আমি এখন আমার বক্তব্য রাখছি। পরে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ও এটার উপর বক্তব্য রাখবেন।

এই যে বিলটা আমরা এনেছি, তার কারণ এখানে পঞ্চায়েতের কাজ করতে গিয়ে আমরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যে সমস্ত আইন কানুন তৈরী হয়েছে সেগুলি পর্য্যালোচনা করে এই বিলটি আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে. সবচেয়ে পরে যে বিলটি আসে তাতে সব রাজ্যের অভিজ্ঞতাগুলি অতি সহজে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। সে দিক থেকে আমি মনে করি, আমরা যে বিলটি আমাদের রাজ্যে কার্য্যকরী করতে চাইছি সেটির সুন্দর রূপ দিতে পারব। আমরা দেখেছি, পঞ্চায়েতগুলি ভাল কাজ করতে পারে না। আমরা যারা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ চাইছি, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সে দিক থেকে এই পঞ্চায়েতগুলি একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। আজকে আমরা যেখানে পঞ্চায়েতের কথা বলেছি সেখানে বিরোধীদলগুলি কোন কথা বলতে পারছেনা। তাদের ধারণা আমরা দলের কথা বলছি কিন্তু আমরা চাই পঞ্চায়েতগুলি এমন একটা পরিবেশের মধ্যে কাজ করবে যেটা শ্রেণীর উর্ধে থাকবে। যে সমস্ত শ্রেণীর দোষ-ত্রুটি আছে সেগুলির উর্ধে থাকবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা থাকলেও হচ্ছেনা। আমরা দেখেছি, গ্রামে গঞ্জের মহাজনরা যাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে তারা বা যাদের কাছে বেশী জমি আছে তারা টাকা দিয়ে মহাজনি করে। তারা গরীব মানুষদেরকে শোষণ করার জন্য টাকা ধার দেয়। তারা গ্রামের মধ্যে ডোমিনেইট করে বা প্রাধান্য বিস্তার করে। তাই আমরা চাইছি যে, জমিগুলি সমবায় বা অন্য কোন পদ্ধতিতে যৌথ কর্তৃত্বের মধ্যে চলা উচিত। যেখানে কোন শোষণ থাকবেনা এবং একটা শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে। তাতে ২১ টা প্রধান যে অন্ততঃ দুর্নীতি করবে সেটা আমরা বুঝি। আমরা বুঝি আজকে কেন এত দুর্নীতি হচ্ছে। তার কারণ আজকে সমাজ ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এর পরিবর্তন করা না যাবে ততদিন পর্য্যন্ত এসব দূর করা সম্ভব না। তারজন্য আমরা গ্রামের মানুষদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। পঞ্চায়েতের মধ্যে বা বাহিরে যে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক আছে তারা যাতে সংগঠিত হতে পারে এবং সংগঠিতভাবে যাতে যারা এই দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার পথ। যে এলাকায় বেশী করে লোক সংগঠিত সে এলাকায় পঞ্চায়েতের মধ্যে দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ত্রুটি বিচ্যুতি যেখানে হবে না সেখানে সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা জনগণ পাবে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আগের পঞ্চায়েত আর এখনকার পঞ্চায়েত এর মধ্যে কোন তুলনা করা চলে না। কারণ আগের পঞ্চায়েৎ এখনকার মতো গোপন ভোটে নির্বাচিত হতেন না। এখনকার পঞ্চায়েত গোপন ভোটে নির্বাচিত হন এবং তাদের বামফ্রন্ট সরকার একটা মর্যাদাও দিয়েছেন।

আগে জমি বন্টন ইত্যাদি ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কোন হাত ছিল না। তহশিলদাররাই এটা করতেন। কিন্তু এখন একটা পঞ্চায়েৎ সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিই ঠিক করবেন কারা জমি পাবার অধিকারী।

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্কুলগুলি নিয়মমত চলছে কি না তা এখন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষ্য রাখবেন। স্কুলে ঠিকমত পড়াশুনা হয় কি না, মাষ্টাররা ঠিকমত স্কুলে আসেন কিনা এ সম্পর্কে পঞ্চায়েত খোঁজ খবর করবেন।

আমরা গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন টিম পাঠাই। সে টিমগুলি ঠিকমত ঔষধ দিচ্ছে কি না সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন গ্রাম পঞ্চায়েত এই টিমগুলির কি কাজ করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্টে গ্রাম পঞ্চায়েতের সই না থাকলে তারা বেতন পাবেন না

মাইনর ইরিগেসান এর জন্য আমরা বিভিন্ন যায়গায় বাঁধ দিয়েছি। এবং বিভিন্ন স্থানে পাম্প সেট দিয়েছি। সেগুলি যাতে গ্রামের গরীব কৃষকরা জমিতে জলসেচের কাজে লাগাতে পারে সেটা লক্ষ্য রাখবেন গ্রাম পঞ্চায়েৎ। আবার আমরা গ্রামে কৃষিকাজের জন্য পাওয়ার টিলার দিচ্ছি। অনেক গরীব কৃষক আছেন যারা হালের বলদ কিনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। তাদের জমি চাষের জন্য এই পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হবে। । এবং সেটাও লক্ষ্য রাখবেন এই গ্রাম পঞ্চায়েৎ। এছাড়া কৃষির ফসল বাড়ানোর জন্য উন্নত মানের বীজ আমরা কৃষকদের দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে উন্নত মানের সারও দেওয়া হচ্ছে। এই কাজকর্মগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য আমরা দায়িত্ব দিচ্ছি গ্রাম পঞ্চায়েতকে। এই সব কাজ আগে আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে করা হতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেগুলিকে যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেদের তত্বাবধানে করতে পারেন তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে আমরা আরো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করছি। এর ফলে গ্রামের সাধারণ কৃষককে আর মহাজনদের হাতে জোতদারদের হাতে শোষিত হতে হবে না। জোতদার দাদন দারদের হাত থেকে গরীব চাষীকে রক্ষা করার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল এবং সে সমবায় সমিতিগুলিকে আরো বেশী করে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আগে গ্রামে রেশন দোকানগুলিতে যাতে সঠিকভাবে চাল চিনি ইত্যাদি দেওয়া হয় তা লক্ষ্য রাখার মত কোন ক্ষমতা পঞ্চায়েতের ছিল না। কিন্তু আমরা পঞ্চায়েতকে সেই ক্ষমতা দিচ্ছি।

ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা রিজার্ভ ফরেষ্টের ব্যবস্থা করেছি। সেগুলিও যাতে ঠিকভাবে রক্ষা করা হয় সে দায়িত্ব আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিচ্ছে।

গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেকটার করছি। সেখানে কাজ করবার জন্যে আমরা গ্রামের ছেলেদের বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। গ্রামের কোন্ কোন্ ছেলেরা ট্রেনিং নিতে পারবে সেটা সিলেকসান করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এনিমেল হাজবেন্ড্রীতে আমরা কিছু কিছু কাজ করছি। যদি আমরা পিগস্ দিতে চাই, তাহলে আমাদের টাকা কোথায়? পশ্চিম বংগে তিন স্তর পঞ্চায়েত আছে। আমরা তার একটা ছোট ডিস্ট্রিকটের সমান। আমরা একটা স্তর পঞ্চায়েত চালু করছি। আমরা বি, ডি, সি, করেছি। আগেও বি, ডি, সি, ছিল। আমিও

খোয়াই এর বি. ড. সি: মেম্বার ছিলাম। কি ক্ষমতা ছল তার? কিন্তু আজকে বি, ডি, সি, মানে হচ্ছে সমস্ত অফিসারকে যেতে হবে সেখানে। কৃষি দপ্তরের যিনি সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট আছেন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার এখানে যে জলের জন্য সিজন্যাল বাঁধ দেওয়ার কথা ছিল সেটা কেন হচ্ছে না? আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা বি, ডি, সি, এর মিটিঙে অ্যাটেণ্ড করেন কিনা। আমি তো দেখেছি। কোন অফিসার এসে বলেন কেন টিউবওয়েল মেরামত হচ্ছে না? বি, ডি, ও, কে জবাব দিতে হয়। কেউ দেখেছে কোন দিন? গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি করতে হয় তাহলে সেটা ব্লক লেভেলে করতে হয়। পরিকল্পনা তৈরী হবে এখানে। পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা এখানেই হবে এবং যেহেতু প্রধানরা এর মধ্যে জড়িত, এ ডি, সি' এর মধ্যে জড়িত রয়েছে। কাজেই এটা সবচাইতে বড় গণ সংগঠন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের হওয়ার পর আমরা দ্বিতীয় স্তরে যাব। এ, ডি, সি, এর আইন যারা দেখেছে, সেখানে ভিলেজ কাউনসিল গঠনের একটা বিধান আছে। সেটা আমরা গঠন করিনি। এই এলাকায় পঞ্চায়েত রয়েছে। যদি প্রয়োজন মনে করি তা হলে এই আইনের সংগে সংগতি রেখে আমরা করব ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন ব্যবস্থা এখানে করা হয় নি। ন্যায় পঞ্চায়েত সম্পর্কে বি, ডি, সি, এর মিটিং এ অনেক বলেছে। সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আলাদা বিল আনব।

আমি বলছি ইলেকশনের কথা। কন্‌ট্রাভার্সিয়াল হতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বলে থাকবেন পত্র পত্রিকায় আমি দেখেছি যে ইনডাইরেক্ট ইলেকশন কেন হচ্ছে না? তাহলে মুখ্য মন্ত্রীর কেন ডাইরেক্ট ইলেকশান হচ্ছে না? তাহলে প্রধানমন্ত্রীর কেন হচ্ছে না? এখানে একটা পর্টি সিস্টেম চলেছে। ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র পার্টি সিস্টেমে চলছে। যারা পঞ্চায়েত রাজ তুলে দিয়েছেন বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাঁরাই আসলে পার্টি করছেন। অ্যাভভ দি পার্টি কোন কিছু নেই। পারিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে, সারা ভারতে এবং রাজ্যে পার্টি স্বীকৃত এবং পার্টি কর্মসূচী নিয়ে দাঁড়ায় এবং করেছে। কাজেই যে তার কাজের জন্য পার্টিই দায়ী মানুষকে বলতে হবে পার্টি কি কর্মসূচী নিয়ে আমরা পঞ্চায়েত ইলেকশান এবং বিধানসভা ইলেকশান নেমেছি সেই কর্মসূচী কার্য্যকরী করার জন্য দায়িত্ব আমাদের। তার জন্য আমরা প্রধানের নির্বাচনের চেষ্টা করছি। আমরা যদি তা না পারি তাহলে বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারেন। তাঁরা বলছেন সব টাকা সি, পি, এম এর কাছে চলে যায়। এটা যে কত বড় অসত্য। বি,ডি,সি, মিটিংএ এইটমস্ত আলাপ আলোচনা হয়। কো জায়গায় দেখাতে পারছেন যে বি, ডি সি, এর টাকা কোথায়ও চলে গেচে? কিছু সংবাদপত্রের খোরাক যোগাবার জন্য এইগুলি বলা হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে সিস্টেমটা, তাতে সুবিধা হচ্ছে এইযে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রধান দের হাতে থাকে। পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা উচিৎ। এগারজন মেম্বারের মধ্যে হয়ত ৪ জন মেম্বার উপস্থিত আছেন। এটাই পঞ্চায়েতের প্রস্তাব বলে বি, ডি, সি, ও, এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এটা পদ্ধতি নয়। এরকম প্রধানেরা ব্যক্তিগত প্রধান্য লাভের চেষ্টা করছেন। এরকম যাতে না হয়, যাতে তাকে নামিয়ে দিতে পারা যায় এই উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হচ্ছে। কমোকে পাচ বৎসরের মধ্যে কে সরাবে, এটা যেমন মন্ত্রী

দের নয়, তাঁদেরও থাকবে না। মন্ত্রীদের যেমন পালটানো যায়. শ্রীমতি গান্ধী পালটাচ্ছেন; মুখ্যমন্ত্রী যদি পালটাতে পারেন তাহলে প্রধান পালটানো যাবেনা কেন ?

. এখানে আঠারো বছর বয়স রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমার জানা নেই যে, অন্য কোন পঞ্চায়েতে ১৮ বছর বয়স স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে কিনা এবং তার ভিত্তিতে ইলেকশান হয় কিনা আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে এটা গ্রহণ করেছি। এবং পঞ্চায়েতেও এটা আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

এটা মনে রাখতে হবে যে এই ছেলেগুলি কিন্তু সব দলেরই ভলিন্টিয়ার্স'। এই আঠারো বছর বয়স্ক ছেলে যারা আছে তারা কোন না কোন দলের হয়ে পোস্টার লাগাচ্ছে, হয়তো শ্লোগান দিচ্ছে, না হয় কোন দলের হয়ে কাজ কর্ম করছে। তবু তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে না তাদের সংগে আমরা ছাড়া অন্য দলগুলির সম্পর্ক হল দাদা-ভাইর সম্পর্ক, কিন্তু আমরা বামফ্রন্টের লোকেরা, তাদেরকে আমাদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, রিজার্ভেশন এই রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে অন্ততঃ একজন করে এস. টি. সদস্য থাকে তার ব্যবস্থাও আমরা এই বিলের মধ্যে রাখতে চেয়েছি। তারপর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল পঞ্চায়েতকে অর্থ সংগ্রহ করার বিষয়ে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ পঞ্চায়েত তাদের নিজেদের এলাকায় উন্নয়ন কাজ কর্ম করার জন্য নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এ. ডি. সি. এলাকায় যে পঞ্চায়েতগুলি আছে, সেখানে এ. ডি. সি. যে অর্থ সংগ্রহ করবে, তার কিছুটা অংশও পঞ্চায়েতগুলিকে দিতে হবে। তারপর ব্যাংক থেকেও তারা অর্থ সংগ্রহ করার সুবিধা পাচ্ছেন। সব শেষে রাজ্য সরকার তো পঞ্চায়েতগুলির বিভিন্ন কাজ কর্ম চালানোর জন্য অর্থ নিশ্চয় দেবেন। কাজেই এই চারটি সোর্স থেকেই পঞ্চায়েত যাতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও বিলে রাখা হয়েছে। কিছু বক্তব্য অবশ্য বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্য রেখেছেন আমি অবশ্য সেই সবগুলির জবাব দিচ্ছি না, তবে সেই সংগে এই কথাও বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট চেষ্টা করছেন পঞ্চায়েতগুলিতে যারা আছেন, তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের কল্যানমূলক কাজ কর্ম গুলি করতে পারেন, সেই সুযোগ এই বিলের মাধ্যমে করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে বামফ্রন্ট সমাজের নিম্ন স্তরে পর্যন্ত গণতান্ত্রিক যে ধ্যানধারনা, তাকে সম্প্রসারিত করতে চায়। কোন সমালোচনায় আমরা আতঙ্কিত নই, সমালোচনা সব মানুষেরই হবে, সমালোচনা না থাকলে কোন সংগঠনের মর্যাদা বাড়ে না, সে মন্ত্রীই হউক আর যে কেউ হউক। সমালোচনা থেকে আমরা আমাদের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা সেই গঠনমূলক সমালোচনা না করে যখন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন উস্কানি মূলক বক্তব্য এই বিধান সভায় বা তার বাইরে রাখেন, তখন সাধারণ মানুষ সেগুলি বুঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমালোচনায় আমাদের কোন দুর্বলতা নেই। বামফ্রন্ট বা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কোন দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেন না, দুর্বলতা ঢাকাকে আমরা অপরাধ বলে মনে করি। কাজেই এই সব সমালোচনা থেকে আমাদের পক্ষে যেটুকু গ্রহণ করার সেটুকু গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পঞ্চায়েতের ও নিজস্ব একটা ভিজিলেন্স থাকার দরকার আছে, সেই

ভিজিলেন্স কারা রাখবে? পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা আছেন, তারাই পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের উপর নজর রাখবেন, তাই আমরা আশা করব যে পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরাতে চালু হতে যাচ্ছে তার থেকে আমরা এসব সুফল পাব। আবার এটাও মনে রাখার দরকার যে, এমন কিছু আমলা আছে, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারা সাধারণ লোককেও করাপ্ট করার চেষ্টা করেন না, এমন নয়। তাদের হাতে ক্ষমতা আছে, কাজেই তারা করাপ্ট করার চেষ্টা করবেনই, গনতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে দুর্বল করার জন্য তারা নানা ভাবে সচেষ্ট। তাই আমি পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন রাখব, তাদের যে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন সেই মর্যাদা রক্ষা করেন। এখানে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে এই বিলটাকে যাতে আরও ভাল ভাবে বিচার বিশ্লেশন করা যায়, তার প্রস্তাব এসেছে। আমি আশা করছি যে, সিলেক্ট কমিটি তার রিপোর্ট দুই মাসের মধ্যে দিতে সমর্থ হবেন। সিলেক্ট কমিটি তার ইনভেস্টিগেশানের মাধ্যমে বাইরের যে মতামত রয়েছে, তার মধ্যে গ্রাম প্রধানের মতামত আছে এবং অন্যান্য আরও যে সব মেসিনারী আছে, সেগুলিরও মতামত, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে দুই মাস সময় নিতে পারে। এছাড়া একটা এ্যাক্ট পাশ হলেই তো সব হয়ে যায় না, তার জন্য প্রয়োজনীয় রুলস করতে হয়, তার জন্যও কিছু সময়ের দরকার আছে। তারপর ইলেকশান করতে হলে ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে হবে, এখন আমাদের যে ভোটার লিষ্ট আছে, তাতে ২১ বছর বয়স্ক লোকদের নাম বিধান সভার ভোটার লিষ্টে আছে, ইলেকশন কমিশন ছাড়া আমরা সেই বয়স সীমা কমাতে পারি না, ১৮ বছর করতে হলে আবার নতুন করে একটা ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে হবে। কাজেই সেই লিষ্ট তৈরী করতে হলে সিলেক্ট কমিটি তার রিপোর্ট দেওয়ার পরই সেটা করতে হবে। মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে ইলেকশান করুন। এই ধরণের কথা তারা এ, ডি সির, ইলেকশানের সময়ে বলেছিলেন, তারা প্রচার করেছিলেন যে এ, ড সির বিলে রাষ্ট্রপতি সই দেবেন না, কাজেই দেশে কিছু এ, ডি, সির ইলেকশন হবে না। কিন্তু যখন সত্যি ইলেকশন করা হল, তখন দেখা গেল তাদের মাত্র দুই জন সেই এ, ডি, সির মেম্বার নির্বাচিত হয়ে আসতে পেরেছেন এবং তাদের সমস্ত প্রচারকে উপেক্ষা করে এ, ডি, সি, তার কাজ কর্ম শুরু করে দিয়েছে। মাননীয় সদস্যদের অবশ্যই এই বিধান সভায় বক্তব্য রাখার অধিকার আছে, এবং তাদের বক্তব্য অবশ্যই গুরুত্ব পূর্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু তারা সেটা না করে সব জিনিসকেই খুবই হালকা করে দেখছেন, তার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আমি আশা করব, এই বিলটি সিলেক্ট কমিটিকে পাঠানোর যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীসমীর দেব সরকার

শ্রীসমীর দেব সরকার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে গত ৭ তারিখ ত্রিপুরা পঞ্চায়েত মন্ত্রী ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের জন্য যে বিল এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয়, সেই বিলটি বিশদ ভাবে পর্যালোচনার জন্য, সেটাকে আরও

বেশী গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের স্বার্থকে সুন্দর করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এর আগে এখানে অনেক মাননীয় সদস্য এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইউ. পি. র পঞ্চায়েত আইনকে কিছু কিছু পরিবর্তন করে ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষের বাস্তব সমস্যা এবং তার পারিপার্শিক সমস্ত দিক খাতিয়ে দেখে এবং ত্রিপুরার গত ৫ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনকে নুতন ভাবে এখানে আনা হয়েছে। এই আইনের সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা আমি মনে করছি. সেটি হল এই যে ১৮ বছরের যুবকদের এই আইনের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং এটা লক্ষনীয় এই কারনে যে মাত্র কিছুদিন আগে মিউনিসিপালিটির নির্বাচনে ১৮ বছরের যুবকদের ভোট দেওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই যুব শক্তি গ্রামের উন্নয়নের জন্য অংশ যাতে নিতে পারে সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই বিলেও এর সংস্থান রাখা হয়েছে। এবং আমি আশা করছি যে, এর ফলে গ্রামের যুবকেরা আরও বেশী গনতন্ত্রের দিকে এগিয়ে আসবে এবং গ্রামের উন্নয়নের আরও বেশী মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। এবং এই ভাবে তারা দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার মানসিকতা গড়ে উঠবে। স্যার, এই বিলের আর একটি লক্ষ্য করার মত বিষয় হল যে, পঞ্চায়েতের প্রধানরা যদি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী হয়ে উঠত বা তারা যদি নিষ্ক্রয় হয়ে পরত তাহলে এই আইনের বলে তাদের সরিয়ে দেওয়ার কোন সংস্থান এই আইনে ছিল না এবং সেই ক্ষমতা এই আইনে কোথাও ছিল কিন্তু এখন এই বিলে বলা হয়েছে যদি কোন প্রধান যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে বা যদি সে নিষ্ক্রয় হয়ে উঠে তাদের সেই স্বৈরাচারী পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের আলোচনা করার সুযোগ থাকবে এবং যদি কোন কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকে এবং যদি তারা মনে করেন তাহলে সেই প্রধানকে সরিয়ে দিতে পারবেন। সেই ব্যবস্থা এই পঞ্চায়েত আইনে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমি মনে করি যে বামফ্রন্ট সরকারের এই সঠিক পদক্ষেপের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামগুলির উন্নয়নের সহায়ক হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৫ বছর যাবত ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলির তাদের নিজস্ব তহবিল না থাকাতে গ্রামের উন্নতির জন্য কোন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করার পথ ছিল না। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের হাতে সেই ক্ষমতা দিয়েছে যার ফলে পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাছাড়া আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে গ্রামের রাস্তা ঘাট এইগুলির উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়ার সময় গ্রামের কিছু স্বার্থানেষী লোক পঞ্চায়েতগুলির সেই উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছে তাদের সেই সব বিরোধীতার পথ বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে আগে কংগ্রেসী আমলে গ্রামের মানুষের ধারণা ছিল -- যখন তারা টেষ্ট রিলিফের মজুরীর হার ছিল দুই টাকা তখন তাদের ধারণা ছিল পঞ্চায়েতের ঐ সব কংগ্রেসী টাউটদের কিছু টাকা পাইয়ে না দিলে তাদের কাজ নেওয়া হত না। গ্রামের সাধারন মানুষের এই ধারনা ছিল যে তাদের কিছু দিতে হয় এবং এই সব টাউটদেরও ধারনা ছিল যে তারা এই ব্যাপারে কিছু পেয়ে থাকে এই ধরনের ধারনা তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি গ্রামের একজন গরীব কৃষক-তাকে একটি গরু বিক্রী করতে হবে তার জন্য

প্রধানের কাছ থেকে একটি রসিদ নিতে হবে তার জন্যও তাকে টাকা দিতে হত নইলে সে রসিদ পাবে না এই ছিল অবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গাঁও সভার মার্কসবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির গাঁও প্রধানগণ তাদের কাজের হিসাব দিচ্ছেন জনসাধারণের সামনে। সি, পি, আই (এম) প্রধানরা বছরে ৩৫ চারটা মিটিং করে হিসাব দিচ্ছেন যে কি কি সাহায্য গ্রামের সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। এটা আমরা লক্ষ্য করছি। সমস্ত তথ্য এখানে পাঠ করা সম্ভব নয়। তবে একটা গাঁও সভার হিসাব দিচ্ছি সেটা হল মধ্যসিলাক গাঁও সভা। চার বৎসরের হিসাব। বিগত চার বৎসরে রাস্তা হয়েছে ৪১টি, দূরত্ব ৭৫ কিঃ মিঃ রাস্তা সংস্কার ৯৫ কিঃ মিঃ এতে ব্যয় হয়েছে ৪০,৫০০ টাকা। নালা সংস্কার ৮টি, দূরত্ব ১.৫ কিঃ মিঃ। এতে ব্যয় হয়েছে মোট ১১০০ শ্রম দিবস কাজের বদলে কাপড় দেওয়া হয়েছে — ধুতি ৫২২টি, ৫২২ খানা শাড়ী এবং ২০১ খান সাদা কাপড়। মাঠ সংস্কার বাবদ ১০৬৬৫ শ্রম দিবস। এর মধ্যে ১১টি পুকুর খনন, একটি বাজার সংস্কার, একটি বৌদ্ধ মেলার মাঠ সংস্কার এবং বালি সরানো ও কোনী সংস্কার র কাজ হয়েছে। পানীয় জলের জন্য ব্যাপক কাজ হয়েছে। ৮২টি নলকূপ, রিংওয়েল ২০টি, অকেজো নলকূপ খনন করা হয়েছে ৬টি ম্যাসেনিয়ারী ওয়েল ৩টি, এই ধরনের পুস্তিকা গাঁও প্রধানরা বের করে জনসাধারণকে তথ্য দিচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস ও টি ইউ, জে, এদের কোন প্রধান এই ধরনের তথ্য পুস্তিকাকারে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন নি। শুধু তাই নয় একটা গাঁও সভার মিটিংএ মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন, তিনি দেখেছেন, ঐ মিটিংএ দশটা ওয়ার্ডের লোক মিছিল করে তারা সভায় এসে যোগ দিয়েছেন। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে গ্রামের মানুষ পঞ্চায়েতকে কি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তোরা মাইক বাজিয়ে, ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে এসে সভায় মিলিত হয়েছেন মনে হয় যেন একটা উৎসবে যোগ দিচ্ছে। এমন কোন জিনিষ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে কি না আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে খুন রাহাজানি হচ্ছে, তিনি এখানে গব্বর সিংহের কথা তুলছেন, সি.নমর দেও গব্বর সিং। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘ করছি না। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চায়েত বিল এবং মাননীয় সদস্য নকুল দাস কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

কক্ বরক

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি যে পঞ্চায়েত Bill এবং বনি উপর' যে সব Amendent তুবমানি-আবনি উপরে আনি বক্তব্য নারীকপানো। তিনি পঞ্চায়েৎ Eliction '77নি সিমি তাবে এক বছর বারিরাই বাথা. বনি পরে ব আদে আংনে আংয়া আব চোং সাইমানয়া। সুতরাং অর দাতিন সরকারী Election মা থাইনাই। আর সরকারী সমর্থক যে সব প্রধানরক তংমানি, বিভিন্ন কামিস এই প্রধানরগনি Multi purpose দুর্নীতি বেবাগন মানজাকনাই।

Deputy Speker—মাননীয় সদস্য, Point of order

Sri Samar Choudhury :—এই বিলের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা চলছে আমি তো বুঝতে পারছিনা। বিলের উপর আলোচনা করতে—

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা:- কাজেই আং অর সানা নাইঅ। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নি তুরি ভুরি দুর্নীতি। সেই ভোট কমিটিনি সভাপতি যে প্রধান বনি নানা রকম দুর্নীতি। কাজেই Election মান খালাই নাই। আং বার বার সামানি পরে। Market Shed আংয়া, আর চন্দ্রনগর গাঁওসভাঅ, কলেরা আংগ. জলের সুবিধা কারাই প্রধান সুকুমার দেববর্মা বহুমুখী Multi purpose দুর্নীতি। কাজেই এই Election বরকনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৪ সাল খানা আংগানাক। কাজেই ১৯৮৩ সালনি বিসিংন Election আংবাদি হানাই আং পাইরাখা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা:- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে পঞ্চায়েৎ বিল উত্থাপিত হয়েছে এবং যেসব সংশোধনী এসেছে আমি সেগুলোর উপর আলোচনা করবো। আজকে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন ৭৭ সাল থেকে আরো এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও নির্বাচন হবে কি হবে না এটা আমরা বলতে পারি না। সুতরাং এটাকে খুব তাড়াতাড়ি সরকারী ভাবে ঘোষণা করতে হবে। এখানে সরকার সমর্থক যে সব প্রধানগণ রয়েছেন তাদের বহুমুখী দুর্নীতি প্রমাণিত হবে।

উপাধ্যক্ষ :--- মাননীয় সদস্য, পয়েন্ট অফ্ অর্ডার।

শ্রীসমর চৌধুরী :--- এই বিলের মধ্যে যে সব কথাবার্তা চলছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বিলের উপর আলোচনা করতে

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :--- কাজেই আমি এখানে বলতে চাই মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির তুরি ভুরি দুর্নীতি। সেই ভোট কমিটির সভাপতি যিনি প্রধান, তার নানা রকম দুর্নীতি কাজেই নির্বাচন দিতে হবে। আমি বারে বারে বলার পরেও চন্দ্রনগর গাঁও সভায় মার্কেট সেড্ তৈরী হয়নি। সেখানকার প্রধান সুকুমার দেববর্মার বহুমুখী দুর্নীতি রয়েছে। কাজেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৪ সালেও নির্বাচন নাও হতে পারে। কাজেই ১৯৮৩ সালের মধ্যেই নির্বাচন দেবার কথা বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য, শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল এই হাউসে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এনেছেন তা আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। যে আইটেম-গুলি এই বিলে রাখা হয়েছে তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে উন্নয়নের নামে ভাওতা দেওয়া হবে। আমি এখানে প্রথমেই বলতে চাই, ১৯৭৮ইং সনে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে প্রধান যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন বেশীর ভাগ প্রধানই ছিলেন এই সি, পি. এম. সমর্থক। তাই আজকে সরাসরি নির্বাচন হলে হেরে যাবার ভয় আছে বলেই যেখার যারা প্রধান নির্বাচিত হবেন। এতে বিরোধী দলের কোন অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা ছিল বামফ্রন্টের দুর্নীতিবাজ প্রধানদের। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, আজকের এই সব প্রধানরা হয়ত ছিল টি, ইউ, জে, এস, কিংবা নির্দল কিংবা কংগ্রেস(আই) সমর্থক। কিন্তু এখানে দুর্নীতিতে প্রশ্রয় পায় নি বলেই তারা সি, পি, এম-এ

চলে যায়। আমি কয়েকদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানকার যিনি প্রধান তিনি প্রথমে নির্দ্দল ছিলেন। সেখানকার রেশন শপের তিনি ডিলার। দুর্নীতির জন্য বিখ্যাত। কোর্টে যাবার ভয়ে তিনি আজ সি. পি. এম. হয়ে গেছেন এবং তাদের হয়ে কাজ করছেন। আমার তলিয়ামুড়া ব্লকের আর একজন প্রধান আছেন যার প্রথমে ১০/২০ গণ্ডা জায়গা ছিল। আজকে এই প্রধানের ২০।২৫ কাণি জায়গা হয়েছে। সেটা কি করে হল। আমি এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আমিও আগে বি. ডি. সি.র মেম্বার ছিলাম। তখন দেখেছি, বৎসরে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আসত। আর আজকে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে। এই টাকা কোথা থেকে আসছে? বামফ্রন্ট সরকারের কি টাকশাল আছে? আমরা তো প্রতিদিনই শুনছি, ইন্দিরা গান্ধী টাকা দিচ্ছেন না। তাহলে এই লক্ষ লক্ষ টাকা কোথা থেকে আসছে? এই গ্রাম উন্নয়নের টাকা, রাস্তা-ঘাট করার টাকা কোথা থেকে আসল? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে আস্তে আস্তে ভারত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগে ৫১ কোটি টাকা বাজেটে ছিল আর আজকে ২০০ কোটি টাকা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, ৪।৫ হাজার টাকায় রাস্তাঘাট হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কাগজে পত্রেই ৪।৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে বলে জানা যায়। আসলে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা খরচ হচ্ছে এবং বাকী আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা প্রধানদের পকেটে চলে যাচ্ছে। যার ফলে বর্ষার জলে রাস্তাঘাট ধুয়ে মুছে গেছে। আমরা জানি পশ্চিম তেলিয়ামুড়ার প্রধান ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে পুকুর খনন করিয়াছেন এবং ফিসারী থেকে পোনা ফেলেছেন। কিন্তু বি. ডি. ও. আজ পর্য্যন্ত কোন হিসাব তার কাছ থেকে আনতে পারছেন না। আজকে আড়াই বছর হয়ে গেছে সে কোন হিসাব নিকাশ দাখিল করতে পারছে না। যখন তাকে কোর্টের ভয় দেখান হল, তখন সে বি. ডি. ও. কে গিয়ে বলেছে যে, কে হিসাব দিচ্ছে। এখানে আমার মেইন বক্তব্য হচ্ছে, এই সব প্রধানরা কি করছে তাই বলা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, তাঁরা প্রধানদের হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু একজন বয়স্ক টিচার গত বিধান সভায় নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছিল বলে আজ পর্যন্ত সে ৫০ টাকা পেনসন পাচ্ছে না।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তুইসিন্দ্রাই এর প্রধান কংগ্রেসের।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—আমি জানি, তিনি যে কংগ্রেসের লোক। কিন্তু আমি এখানে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানদের চরিত্র তুলে ধরছি। ত্রিপুরা রাজ্যের ৭৯৯টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে কয়জন আর কংগ্রেসের লোক। সি. পি. এম. ই তো সব।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ত্রিপুরা গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা হচ্ছে, ৬৮৯টি। মাননীয় সদস্যা এখানে বলেছেন ৭৯৯টি তা সঠিক নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে দুর্নীতি করার জন্যই মেম্বার নির্বাচন করা হচ্ছে। যদি সরাসরি প্রধান নির্বাচন করা হতো তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, আপনারা একটি ভোটও পাবেন না। কাজেই আজকে উনাদের মেম্বার নির্বাচনের মধ্যে কারচুপি আছে।

১০ জন মেম্বারের মধ্যে ৫ জন যদি কংগ্রেস (আই) এর হয় এবং বাকী ৫ জন যদি সি. পি. আই. (এম) এর হয় তাহলে উনারা ভোট পারচেজ করে উনাদের দলে নিয়ে যাবেন এবং দলের প্রধান নির্বাচন করবেন। কাজেই এই পারচেজ যাতে না হতে পারে সেটা আপনারা বিলে ইনক্লুড করুন। তারপর ১৮ বছর বয়স হলেই পঞ্চায়েতে ভোট দিতে পারবে। ১৮ বছর বয়সের লোকদের ভোটাধিকার দিলে আমাদের ভাল হয়। কারণ আপনাদের যেমন ১৮ বছর বয়সের লোকদের সমর্থন আছে. তেমনি আমাদেরও অছে। গত নির্বাচন আমি দেখেছি দুর্গাচৌমুনী থেকে ভি. এম. হাসপাতাল পর্যান্ত রাস্তার দুধারে ১২ থেকে ১৮ বয়সের ছেলেরা ইট দিয়ে চুল্লী করে মাংস রান্না করছে এবং বলছে দাদারা মাংস এবং মদ খেয়ে যান। আমি প্রমান দিতে পারি। এই বামফ্রন্ট সরকার আমাদের ছেলেদের মদ এবং মাংস খাইয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। ১৮ বছর বয়সের ছেলেরা ভোটাধিকার পাবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই সমস্ত ছেলেদের নিয়ে চাকুরী দেবার নাম করে রাজনৈতিক ফয়দা লুঠছেন। গত নির্বাচনেও উনারা বলেছেন যে আড়াই হাজার বেকার যুবককে চাকুরী দিবেন। এই ভাবে প্রলোভন দিয়ে তাদের নিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদেরকে চাকুরী দেননি। যার ফলশ্রুতিতে সমন্বয়ের মধ্যে আজকে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কাকে চাকুরী দেবেন, কাকে দেবেন না এট নিয়ে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে স্যার, উনারা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে স্বৈরাচারী বলেছেন। সেদিনও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইব না কেন, টাকা চাইতে আমাদের লজ্জা নাই। ত্রিপুরার নিজস্ব রিসোর্স থেকে তো মাত্র ৬।৭ কোটি টাকা আয় হয়। আর বাকী টকোতো কেন্দ্র থেকেই আসে। বিহার, রাজস্থান, যত টাকা পাচ্ছে তার থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে বেশী টাকা দিচ্ছে গ্রামঞ্চলগুলিকে উন্নত করার জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের প্রধানগন সে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মুনাফা লুটছে, নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে। দুনীতিকে আড়াল করার জন্যই উনারা এই মেম্বার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। তারপর এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে গিয়ে নির্বাচনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন কিনা সে কথা এখানে লেখা নাই। পরিশেষে সারাসরি প্রধান নির্বাচন না করে মেম্বার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উনারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীরসিক লাল রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৭ই অক্টোবর তারিখে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল উত্থাপন করেছেন এবং এটাকে সংশোধন করে হাউসে পেশ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন এবং এটাকে সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ প্রধানদের বাঁচাবার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনকে আরও এক বছর পিছিয়ে রাখার জন্য সূক্ষ্ম মাথায় চিন্তা করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী একটা উপায় বের করেছেন। এবং সেটা আরও ৬ মাস পিছিয়ে রাখার জন্য বিলটি সঠিক হয়নি এই অজুহাতে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল চন্দ্র দাস একটি প্রস্তাব আনলেন যে বিলটিকে সিলেকট কমিটিতে পাঠাতে হবে। ধন্য বাদ। এই বিলটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের কিছু সদস্য এখানে বলেছেন যে কংগ্রেস আমলের পঞ্চায়েত প্রধানরা দুর্নীতিবাজ ছিল। কারণ তারা লেভীর ধান

কালেকশান করত। উনারা আর কোন খুত পাননি কংগ্রেসী প্রধানদের। তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধানরা লেভীর ধান কালেকশান করে-সরকারী গুদামে নিয়ে রাখত জনসাধারণকেই খাওয়াবার জন্য। আপনারা যদি তা করতেন, তাহলে পঞ্চায়েত একটি ভোটও পাবেন কিনা সন্দেহ। কারণ মানুষকে বাঁচাবার জন্য আপনারা সরকারে আসেন নি, এসেছেন শুধু লুঠবার জন্য। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই বিধান সভায় বলেছেন যে, আমাদের গণতন্ত্র মুখী কার্য্যকলাপে যেন কেউ বিরোধীতা না করেন। ভাল কথা। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কংগ্রেসী আমলে ১৯৬২ ইং সনে এই কমিউনিষ্ট পার্টি তিনটি ভাগ হয়েছিল কেন? তার জন্য কি কংগ্রেসীরা দায়ী ছিল? আপনারাই তখন বলেছিলেন যে "এই বিধানসভা একটা শুওরের খোয়ার" ঐ শূওরগুলি চলে গেছে, এখন আপনারাই হয়েছেন শূওর। আপনারা পঞ্চায়েতকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোক সভা ইলেকশানকে এক বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তো আপনারা এক বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের প্রতি কি আপনাদের বিশ্বাস আছে? আপনাদের কার্য্যকলাপ কি গণতন্ত্রমুখী? আমি বলতে চাই, গণতন্ত্রকে যদি কেউ বিশ্বাস করে থাকে এবং আদর্শে অনুসারী হয় তাহলে একমাত্র কংগ্রেস। একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া ত্রিপুরাতে আর কোন বিকল্প দল নেই। কেন্দ্রে যখন জনতা সরকার ছিল তখন আপনারা মোরারজীকে জ্যাঠা ডেকে বিধানসভা গঠনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। স্যার, এই সভায় বাটপার শব্দটা উল্লেখিত হয়েছে। বাটপার তারাই যারা পঞ্চায়েতর মাধ্যমে লুঠপাট করছে। আমরা বাটপার নই। আপনারাই বাটপার। আপনারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই বিলটা হাউসে পেশ করেছেন, শুধু সময়টাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য, জনসাধারণকে ভাওতা দেওয়ার জন্য। এই বিলে একটা ওয়ার্ডের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিই প্রধান হবে। একটা ওয়ার্ডের ভোটে নির্বাচিত প্রধানকেই গ্রামের লোক কি বিশ্বাস করবেন? আপনাদের ক্ষমতা আছে আপনারা যা খুশী তা করতে পারেন। আপনারা কোন পঞ্চায়েতের এই ধরনের নিয়ম নীতি চালু করতে চাইছেন তা জনসাধারণকে ভাবতে হবে। আমরা চাই শ্যামাচরণ বাবু এবং মনোরঞ্জনবাবু যে সংশোধনী এনেছেন বিলের উপরে এবং বিলের যে খুটিনাটি এটি বিচ্যুতিগুলি আছে সেগুলি সিলেকট কমিটিতে এ্যাকস্ক্লুড ও ইনক্লুড করে বিলটিকে গণমুখী করুন। তবেই আমরা এই বিলটিকে সমর্থন করব। এই মন্ত্রীসভাকে আমি অনুরোধ রাখছি, অতি সত্বর এটাকে স্ক্রুটিনি করে জনসাধারনের স্বার্থে আপনাদের প্রধানদের লুটের রাজত্ব বন্ধ করার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ক্ষণ সাব্যস্ত করুন। এই অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল পেশ করেছেন আমি সেই বিলকে সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে মাননীয় বিধায়ক শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন বিলটির খুটি-নাটি বিচার করার জন্য এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে

পাঠানোর জন্য সেই প্রস্তাবকেও আমি সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে পঞ্চায়েত বিল এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এটা নূতন ধরনের কারণ এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে যে পঞ্চায়েত আইন ছিল সেটা অতি প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। এই বিধান সভার নূতন ধরনের আইন ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল আনা হয়েছে এবং আজকে আমরা দেখছি, যারা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যারা রয়েছেন তাঁরা এই পঞ্চায়েত বিল নিয়ে নানা রকম চিৎকার-চেচামেচি আরম্ভ করেছেন, নানা রকম কটুক্তি করেছেন এবং তাঁরা বলছেন পঞ্চায়েতের যে ভূমিকা সেটা মেনে নিতে পারছেন না। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আমরা বলতে পারি, ১৯৭৮ সালের আগে যে পঞ্চায়েত ছিল সেই পঞ্চায়েতে জনগণের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে আমরা দেখছি যে, সেই সময় এই বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ১৫।৩০ বছর আগে সেখানে কোন নির্বাচন হয় নি, তখন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল কারন হাত তুলে ভোট দেওয়া হতো, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সর্ব প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করলেন। এই সমস্ত কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এখন বিরোধীদের এটা সহ্য হচ্ছে না কারণ বামফ্রন্ট সরকার পুরানো আমলের সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দিতে চাইছেন বলেই আজকে গোপন প্রথায় নির্বাচন হচ্ছে যেটা কংগ্রেস আমলে হয় নি। আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ দিন ধরে জনমতকে অস্বীকার করে এসেছেন, কাজেই এই যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা যখন কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত এসেছে দিনের পর দিন গ্রামের মানুষকে উপেক্ষা করে নিজের দলের জন্য যথা সর্বস্ব করতেন, বাস্তবিকই তাঁরা বড় লোকের স্বার্থে কাজ করেন, গরীবের স্বার্থে করেন না, কিন্তু আজকে তাঁদের স্বার্থে আঘাত এসেছে তাই পঞ্চায়েত সম্পর্কে কটুক্তি করছেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা নানা প্রশ্ন তুলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা ঠিক যে এই যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেটা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা যেটা মাননীয় বিরোধী সদস্যারা স্বীকার করেছেন যে, কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েত এর জন্য এত টাকা দেওয়া হতো না' কিন্তু এখন অনেক বেশী টাকার সংস্থান রাখা হয় পঞ্চায়েতর জন্য। এটা আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্যারা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে নয় ছয় করা হতো কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের টাকা পঞ্চায়েতের কাজের জন্যই খরচ করেন, অন্য কোন খাতে খরচ করেন না। গ্রামের মানুষের উন্নতির স্বার্থেই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করছেন, কাজেই কংগ্রেস আমলের যে পঞ্চায়েত সেই পঞ্চায়েতের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েতের পার্থক্য হবেই কারণ বামফ্রন্ট সরকার চাইছেন সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিতে, কংগ্রেস সরকার কিন্তু মানুষকে মর্য্যাদা দেয় নি, কাজেই বুঝতে হবে বামফ্রন্ট সরকার চাইছেন পঞ্চায়েতের অধিকারকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৮ বছর-এ ভোটের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধী সদস্যারা নানা রকম কটুক্তি করছে, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে শ্রেণী বিভক্তি এটা করছেন কারা ? যারা দিনের পর দিন শোষণ করে এসেছন, যারা অন্যায় করে এসেছেন তাঁরা কারা ? এখন যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছে সেখানে আজকে আপনরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, মানুষকে আপনারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষ এখন আপনাদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, তাই গোপন ভোটের মাধ্যমে সেটা প্রমাণও করে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট

সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আজকে যারা মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ডাইভার্ট করতে চান, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান এটা কংগ্রেস সরকারের পক্ষেই সম্ভব, কারণ এই শিক্ষাই তো উনারা পেয়েছেন, একে অপরকে দোষারূপ করাটাই তাঁদের কাজ। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্য থেকেই আমাদের কাজ করতে হবে, এটা সত্য কথা। যেখানে শোষণ রয়েছে সেখানে নানারকম বিধি ব্যবস্থা রয়েছে তার ফলে সেখানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সেখানে কিছু বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ করে শোষণের যে পথ আছে সেই পথকে প্রত্যাহার করা উচিত। তাই বামফ্রণ্ট সরকার চাইছেন পুরানো আমলের বিধি ব্যবস্থাকে বাতিল করে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতের যে অধিকার সেই অধিকার জনসাধারনকে দেওয়া। আজকে পঞ্চায়েত ইলেকশান এর জন্য দল গঠণ করা হয়েছে। মেম্বারদের দল। সেই মেম্বার থেকে প্রধান নির্বাচিত হবে। তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে। আজকে পঞ্চায়েত যে বিল আনা হয়েছে তাকে সমর্থন না করে পারিনা তার কারণ, আজকে অভিজ্ঞতার নিরীখে আজকে মেম্বারদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মেম্বারদের থেকে প্রধান তৈরী হবে এবং তাদের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। সেই ক্ষমতা দেওয়া হল কিসের জন্য? গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য, সম্প্রসারিত করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে তার মধ্যে যে ধারা আছে তা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যে প্রস্তাব রয়েছে সেটাকে সমর্থন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা বলতে চাই যে, আজকে বামফ্রণ্টের আমলে এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইটাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য যে অধিকার বিলের মধ্যে দেওয়া আছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এইখানে যে বিল পঞ্চায়েতের উপর এনেছেন এবং সেটাকে আরও ত্রুটিহীন করার জন্য মাননীয় শাসক দলের সদস্য শ্রীনকুল দাস সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমথন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে, তিনি বিভিন্ন দেশে যান, বিভিন্ন জায়গায় যান। আমরাও যাই। আমরা কোন ধান্দায় যাই, আর উনি কোন ধান্ধায় যান। আমরা একটা কথাই বলতে পারি উনি একটি ধান্দায় যান। কি করে হাত কচলিয়ে অনুনয় বিনয় করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আরও কিছু টাকা আনতে পারেন দলীয় লোকদের স্বার্থের জন্য। সেই টাকা ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দলের লোকদের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যয় করার জন্য তারা এইভাবে দিল্লী থেকে টাকা এনে খরচ করছেন। যদি আমরা গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? সারা ভারতবর্ষ একটা নেতৃত্ব কিভাবে চলছে? কি ছিল ভারতবর্ষের চেহারা? কোথায় ছিল ভারতবর্ষ? আপনারা জানেন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। ফুড গ্রেইন এরিয়াটা পড়েছিল পাকিস্তানের মধ্যে। এই ভারতবর্ষে তখন দেখা দিয়াছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। আজকে ভারতবর্ষের চেহারাটা দেখুন। আজকে ভারতবর্ষ কিভাবে অগ্রসর হয়েছে শুধু মাত্র একটি দলের নেতৃত্বে। আপনারা যদি সেই জিনিসটা লক্ষ্য করতেন তাহলে আমরা মনে হয় সেটা আপনাদের পক্ষে ভাল হত। আপনারা নিজেরা

আরও অগ্রসর হতে পারতেন এবং জনসাধারণের কাছে আরও ভাল হতে পারতেন। আজকে সারা ভারতবর্ষ যেদিকে চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যদিকে চলছে, পশ্চিমবাংলা অন্যদিকে চলছে। সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে তাকালে এই দুটো রাজ্যেকে শ্মশানভূমি মনে হয়। মনে হয়না ভারতবর্ষের কোন স্থান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই ভারতবর্ষে খাদ্যের সমস্যা ছিল। আমেরিকা থেকে চাল এলে পরে খাদ্যের সমস্যা কমত। এখন ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে, এমনকি এখন বিদেশেও চাল যাচ্ছে। এটা কি করে হল। সারা ভারতবর্ষের একটা দলের নেতৃত্বেই এটা সমক্ষ হল। আগে ত্রিপুরার জন্য বাজেট ছিল ৮ কোটি টাকা। তারপর আস্তে আস্তে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১ কোটি কংগ্রেসের আমলে। সেই টাকা দেওয়াও তখন ভীষণ কষ্টকর ছিল। কারণ তখন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিলনা। কিন্তু তখন আমরা কি দেখেছি, আমরা দেখেছি বিদ্যুৎ প্রকল্প হয়েছে, জি, এম, হাসপতাল হয়েছে, বহু রাস্তাঘাট হয়েছে আসাম আগরতলার মত বড় রাস্তা হয়েছে। কিন্তু আজকে এই ৫ বৎসরে আপনারা নিজেরা স্বীকার করেছেন, আপনারা নাকি অনেক টাকা পেয়েছেন। আপনারা কি করেছেন সেই টাকা দিয়ে? কিন্তু আপনার কিছুই করেননি। ইচ্ছা থাকলেই করতে পারতেন। কারণ আপনাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল। কিন্তু সেটা আপনারা করেননি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন, আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য, বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা চালু করেছি। আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভারতর্ষের সংবিধানের কথা,. যে সংবিধানের মধ্যে ছিল ডাইরেক্ট প্রিন্সিপল টু দি স্টেইট পলিসি। এই পঞ্চায়েতের স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এটা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সংবিধানের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবার্ষ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে' এটা কোন বামফ্রণ্টের নিজের সৃষ্টি নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বলছিনা সেদিন পঞ্চায়েত ক্রটিপূর্ণ ছিলনা, বা দুর্নীতি ছিলনা। কিন্তু সেইদিন থেকে এই পঞ্চায়েত শুরু হয়েছিল। সেদিন আপনারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু আজকে আপনারা এর পেছনে লেগেছেন। এইটাই ত মজা। আপনারা আজকে এর মাধ্যমে লুটের একটা রাজত্ব, দল করার একটা রাজত্ব কায়েম করার সহজ পথ পেয়েছেন। গতকাল আপনাদের একটা মিছিল হয়েছিল। বামফ্রণ্টের এই মিছিল। এতে কারা এসেছিলেন? কিভাবে এসেছিলেন? এসেছিলেন, এর আগের দিন তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের আগামীকাল কাজ করতে হবে না। অগ্রিম কুপন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় পঞ্চয়েতের মন্ত্রীর কাছে আমার সুস্পষ্ট অভিযোগ যে তিনি যাতে এগুলি তদন্ত করে দেখেন। গতকাল এইরকম হয়েছিল কিনা? সেই গতকাল এস, আর, ই, পির, অ্যাকাউণ্টে কাজ হয়েছে। বিগত ৬ বৎসর ধরে এ-ইই চলছে। এইভাবেই তারা মিছিল করছে, মিটিং করছে। এইভাবেই তাদের দল করা হয়েছে। তাতে তাদের সুবিধা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন হয়েছিল সারা গাঁওসভার লোকের ভোটে। আজকে যখন তাদের ৫-৬ বৎসয়ের কার্যকলাপ জনসাধারণের সম্মুখীন করতে হবে, আজকে প্রতিটি মানুষ তাদের কাজের বিচার করবে, তাদের প্রতিটা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে তখন তারা মেম্বার থেকে পঞ্চয়েত ইলেকশান করার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এই হচ্ছে বামফ্রণ্টের

তাবৃত্তি। তারা এক একজন খুদে মুখ্যমন্ত্রী। আমরা এতদিন কি দেখেছি এলাকার মানুষের ঘরবাড়ী দখল করা হয়েছে রাস্তাঘাট করার নামে, বাড়ীঘর ধ্বংস করেছেন। এইভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দুর্নীতি চালিয়ে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য কংগ্রেস-ই গ্রামেগঞ্জে আন্দোলন গড়ে তুললে, মানুষকে সংঘটিত করলে বিগত দিনের তাদের এসব অত্যাচার, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতার যেন একটা মহাভারত লেখা হয়ে যাবে। তাতেও তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কথা, খুন-সন্ত্রাসের কথা শেষ হবেনা। আমরা জানি একটা কথা গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে গ্রাম-স্বরাজের একটা আদর্শ। এই আদর্শ মহাত্মাগান্ধীও স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং গ্রামের মানুষের অধিকার মেনে নিয়ে কংগ্রেস সরকারও এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেটি আজকে এভাবে তারা বিকৃত করছে। প্রত্যেক গ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি যে, বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্য কি। সেটিকে মোকাবিলা করার একটা কৌশল হচ্ছে এই পঞ্চায়েত বিল। তারা ত মুখে মুখে বলেন গণতন্ত্র যদি তারা গণতন্ত্র মানতেন তাহলে কেন পঞ্চায়েতের টার্মস্ হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্বাচন করেছেন না। আবার যে আইন করছেন সেটা ত অন্য আরেকটা সময়ে করা উচিত। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নতি হউক সেটা ত তাদের উদ্দেশ্য নয়। সেটা ত তাদের কৌশল। তাদের ধান্দার কথা আমরা আগে বলেছি, তাদের ভাওতার কথাও আমরা আগে বলেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৮ বছরের ছেলেরা ভোটের অধিকার পাণ সেটা ভাল কথা, কিন্তু সেটার কি উদ্দেশ্য সেটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আসল যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়নি। আজকে এই ইমমেচিউর বয়সের সচেতনতা কতটুকু থাকে সেটা আমরা জানি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ, আর সময় নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :...মাননীয় ডেঃ স্পীকার স্যার আমাকে আর ১মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : ..মাননীয় সদস্য আপনার ১০ মিনিট সময়ের জায়গায় ১১ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: ..মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা বুঝতে পারছি এই ১৮ বছরের জায়গায় ১০।১২ বা ১৬ বছরের ছেলেদের নাম তুলে দেওয়া হবে। এই বয়সের ছেলেরা লেখাপড়া করবে অথচ তাদের হাত তুলে দেওয়া হচ্ছে মদের গ্লাস। এটাই হচ্ছে তাদের এক মাত্র লক্ষ্য। তাই এই বিলের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়কে ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে' তিনি এই ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন। এই বিলকে বাংলা ভাষায় ও ককবরক ভাষায় অনুবাদ করে সাধারন মানুষের বুঝার সুযোগ দেওয়া হলনা, তারজন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল বাবু সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করার যে কথা বলেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধান সভায় পঞ্চায়েত বিল যেটা আনা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। তার সাথে সাথে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেটাকেও সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বক্তব্য রাখ

এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার যে চেষ্টা সেটা হল এই বিল এবং এই বিলের মধ্যে দিয়েই তার প্রকাশ ঘটেছে। কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতের মধ্যে হাত তোলা ভোট। আমাদের এই বিধান সভার বর্তমান সদস্য শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা যখন পঞ্চায়েত প্রধানের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি ২৫ ভোট পেয়েছিলেন আর প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছিলেন মাত্র ১৫ ভোট, অথচ তাঁর ২৫ ভোটের জায়গায় বলা হয়েছে ১৫ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর বেলায় বলা হয়েছে ২৫। কাজেই এই হাত তোলা ভোট যে কত অগণতান্ত্রিক ছিল এটাই তার প্রমাণ। আমরা দেখেছি কাঞ্চনবাড়ীতে যে গাঁওসভার আগে ছিল সেটাকে আজকে ভেঙ্গে ৩টা গাঁওসভা করা হয়েছে। আগে সে গাঁওসভার কাজ কি ছিল? তার কাজ ছিল গ্রামে গিয়ে খাজনা আদায় করা আর পরিবার প্রতি ৫ টাকা করে টাকা আদায় করা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে ক্ষমতা দিয়েছে সে ক্ষমতায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের রাস্তাঘাট ও গ্রামের উন্নতি কিভাবে হবে তা দেখছে। আমরা শুনেছি একবার যখন একজন কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনের প্রচার করতে গ্রামে গিয়েছিলেন তখন উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে পরে গিয়েছিলেন। ওনার সারা গায় কাঁদা লেগেছিল, আর বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে যখন উনি আবার সে রাস্তা দিয়ে নির্বাচনের প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন গ্রামের লোকেরা বলেছিল, এবার আর হোঁচট খেলেন না দেখছি

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :...এর আগে তারা যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন সেখানে কোন রাস্তাঘাট ছিলনা বললেই চলে। আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেসব স্থানে এখন পাকা রাস্তা হয়েছে। এইবার তারা যখন ভোট চাইবার জন্য গেছেন তখন আর তাদের হোঁচট খেতে হয়নি বা হেটে যেতে হয়নি। এখন তারা টেক্সিতে করে আরাম করে যেতে পেরেছেন। সুতরাং গ্রামের মানুষের জিজ্ঞাসা এখন আপনারা বলুন আমরা কাদের ভোট দেব যারা কোনদিন সেসব স্থানে রাস্তাঘাট করেননি বা সেখানকার লোকেদের উন্নতির জন্য কোন চিন্তাও করেনি তাদের না যারা ক্ষমতায় আসার পরেই সেখানে পাকা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষের তাদের উন্নতির জন্য চিন্তা করেছেন তাদের ?

আমাদের মনে আছে আমরা বামফ্রন্টের নেতৃত্বে মাত্র দেড়টাকা কাজের সংস্থান করবার জন্য আবেদন করতে গিয়ে আইন অমান্য করতে হয়েছিল এবং পুলিশের লাঠি পেটা খেতে হয়েছি। এই ছামনুতে আগে কোন রাস্তাঘাট ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যখন সেখানে আমরা রাস্তাঘাট করতে গেলাম তখন এই টি, ইউ, জে, এস, এর বন্ধুরা আমাদের বললেন যে তারা সেখানে কোন রাস্তাঘাট করতে দেবেন না।

আগে কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসী সরকার ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কিছুই করেননি বা ত্রিপুরার উন্নতির জন্য প্রকল্প তৈরী করে এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য কি পরিমাণ টাকা লাগবে সে টাকা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার দেন তার কিছুই করেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন কর্ম্মসূচী হাতে নিয়েছেন। তারা গ্রাম উন্নয়নে হাত দিয়েছেন। এই উন্নয়নে যে অর্থের প্রয়োজন তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের নিকট অর্থ দাবী করছেন। এই হাউসেই অনেক বিরোধী সদস্য বলেছেন যে নৃপেনবাবু শুধু কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইছেন, চাল চাইছেন।

তাদের কথাই ঠিক। কারণ ত্রিপুরার উন্নতির জন্য টাকা এবং খাদ্যের জন্য চাল কেন্দ্রকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। কেন্দ্র সেই টাকা এবং চাল ঠিকমত সরবরাহ না করলে তা আমাদের দাবী করতে হবে। আজকে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এবং এরফলে বামফ্রন্ট সরকার জোর করে কেন্দ্রের নিকট থেকে কিছু আদায় করে ত্রিপুরার কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কিছুই করেন নি। এই বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, তারা বামফ্রন্ট সরকারের কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বা তার রূপায়ণ তারা দেখেন না। কিন্তু তারা তো চোখে গগলস্ পরে আছেন তাই তারা কিছুই দেখাতে পান না। তারা খালি চোখে দেখুন তবেই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কি করেছেন তা তারা দেখতে পারবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে পঞ্চায়েত প্রধানদের কোন ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত ক্ষমতা ছিল বি, ডি, ও, দের হাতে। সেই আমলা চক্রের হাতে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের তত্ত্বাবধান করবার ক্ষমতা দিচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপরে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে গ্রামের উন্নতির জন্য জল সরবরাহের জন্য যে পাইপ আনা হয়েছে সে পাইপগুলি বিরোধী দলগুলির সমর্থক কিছু দুষ্কৃতকারী এই পাইপগুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বন্দুকের নল তৈরী করবার জন্যে এবং এই পাইপ দিয়ে তৈরী বন্দুক দিয়ে যাতে তারা গ্রামের মানুষের উপর জোর মূলক শোষণ চালাতে পারে। খুন ডাকাতি রাহাজানি করতে পারে তারজন্য।

আগে ২১ বৎসর না হলে ভোটাধিকার কাহাকেও দেওয়া হতো না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই এটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছেন এবং এর যথার্থতা উপলব্ধি করেই এই ভোটাধিকার ২১ বৎসর থেকে কমিয়ে ১৮ বৎসর করা হয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন। সুতরাং এই বিলটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী তাঁর জবাবী ভাষণ রাখবেন। যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে তার উপরও তিনি বক্তব্য রাখবেন।

শ্রী দীনেশ দেববর্ম্মা—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৩) ৭ তারিখে হাউসের সামনে লে করে ছিলাম এবং গতকাল এটাকে কনসিডারেশনের জন্য হাউসের সামনে উপস্থিত করেছিলাম। তাতে এই পঞ্চায়েত বিল তৈরী করতে গিয়ে যে কোন জায়গায় কিছু টাইপ্রাফিক্যাল মিস্টেক, কিছু স্পেলিং মিস্টেক থাকতে পারে। এটাকে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মাননীয় সদস্য নকুল দাস আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমিও এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কাজেই এই বিলের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কালকেও আমি আমার বক্তব্যে বলেছি এবং সরকারী পক্ষের সদস্যরাও বিভিন্নভাবে এই বিলকে সমর্থন করেছেন। বিশেষ করে আমাদের হাউস লীডার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এই বিলের বিভিন্ন দিক বলেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমি পুনরোক্তি করতে চাই না।

এই বিল উপস্থাপিত হওয়ার পরে কতগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্ট তাঁরা করার চেষ্টা করেছেন। এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বিলে পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে। কাজেই এই সমস্ত অ্যামেণ্ডমেণ্ট আবার আনার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি মুভড হয় নি। কারণ সিলেক্ট কমিটিতে যাবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা — কাজেই, এই বিলের উপর বিভিন্ন পক্ষের বিরোধী সদস্যরা বক্তৃতা করেছেন। বিলের উদ্দেশ্যটাকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে প্রধানদের দুর্নীতি, সদস্যদের দুর্নীতি, এইগুলি হাউসকে মিসগাইড করার জন্য বক্তব্য রেখেছেন। এটা নূতন কোন কথা নয়। কারণ মূলতঃ তাঁরা কোন চরিত্রের লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন আর আমরা যারা এই হাউসের মেম্বার, আমরা কোন চরিত্রের লোকের প্রতিনিধিত্ব কার এটা আমাদের বক্তৃতার মধ্যে পরিষ্কার। কারণ গণতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থের কোন সুযোগ নেই। আজকে সারা পৃথীবীর মধ্যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুর্বার হচ্ছে। শোষিত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ধনিক শ্রেণীরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করলেও তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। কারণ ইতিহাস বলে একটা জিনিষ আছে। সেই ইতিহাস হচ্ছে ধনতন্ত্রের অবক্ষয়, গণতন্ত্রের বিজয়। যার ফলে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে রাতারাতি সরকার পালটাতে হয়, মুখ্যমন্ত্রী পালটাতে হয় কারণ দ্বন্ধ বাড়ছে। এম, এল, এ, বিক্রি হয়, এম, পি, বিক্রি হয়। মন্ত্রীও বিক্রী হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরণের ঘটনা আছে কি? তাঁরা একটাও প্রমান করতে পারবেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা বিক্রি হচ্ছে তাঁরাই জানে আগে কি তাদের বক্তব্য ছিল, এখন তাদের বক্তব্য কোথায় গেছে। এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে বলেই তাদের মধ্যে পরস্পর কাঁদা ছোঁরাছোঁড়ি হচ্ছে। এটা সকলেই জানে। ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী জনসাধারণ এটা ভাল করেই বোঝেন। যদি বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের দেশের নির্বাচক মণ্ডলীকে বোকা মনে করে, তা হলে দেখুন না মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের মধ্যে কি হয়েছে। ১৩ টার মধ্যে ১টা সীটও পেলেন না। কাজেই এই পঞ্চায়েতের মধ্যে তাদের হৃদকম্প চলছে। সেজন্য আমি আজকে বলেছি — কোন কোন সদস্য বলেছেন এই বিল আরও আগে কেন প্রকাশ করা হলো না? এটার পার্লামেণ্টারী সিক্রেসী আছে। এটা মাননীয় সদস্যদের বোঝা উচিত যে এই বিলটা বিধানসভায় এবং পার্লামেণ্টে উপস্থিত না হওয়ার আগে পাবলি প্রকাশ করা যায় না। আর উনারা সেটা দাবী করলেন কেন আগে পাবলিশ করা হলো না। আগে পাবলিশ না করে কি করে এটা বিধানসভায় এল? সেজন্য এটা সিলেক্ট কমিটিতে গেছে। মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার বলেছেন, এটাকে উনাদের কাছে জানানোর আগেই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। একজন সদস্য টি, ইউ, জি, এস, -এর রবীন্দ্র দেববর্মা, কালকে বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন প্রধানেরা জুয়া খেলে, দূর্নীতি করে। এটা মাননীয় মন্ত্রীর দেখার ব্যাপার নয়। তার জন্য নির্বাচক মণ্ডলী আছেন। এই নির্বাচক মণ্ডলী বিচার করবেন। জনগণকে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা পিস্তল দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করি না। মানুষের বিভিন্ন অভ্যাস আছে। সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাননীয় সদস্যরা সিনেমা দেখেন। কাজেই

জনগনের দৃষ্টিতে যদি কোন প্রধানের বিরোধে স্পেসিফিক এবং প্রাইমা ফেসি কেস হয়, তাহলে আমরা দেখব। আমাদের সরকারকে, আমাদের অফিসারদের, আমাদের জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে দিয়েছি।

আপনারা গত বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলেন এবং আমি তার জবাব দিলাম যে মোট ৫১ জন প্রধানের বিরোদ্ধে অভিযোগ এসেছে; আমরা সেই অভিযোগগুলির তদন্ত করছি এবং তদন্তে যাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে, তাদেরকে আমরা সাসপেণ্ড করেছি। আর অন্য যেগুলি আমাদের কাছে আছে, সেগুলিরও আমরা ইন্‌ভেসটিগেশান করছি। কাজেই যে কেইসগুলি ইন্‌ভেসটিগেশানে আছে, সেগুলি সম্পর্কে পত্রিকাতে কিছু বলা যায় না, অথচও তাও বলা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে পঞ্চায়েত বিলটা এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছি, তার উদ্দেশ্যকে ডিসটার্ভ করে তারা তাদের বক্তব্য রাখছেন এবং তাদের এই সব বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না' জনগণকে বিশ্বাস করে না, পঞ্চায়েত মানে না এবং ভোটও মানে না। তাই আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যে তারা যেন জনগণকে বিশ্বাস করেন। কারণ অবিশ্বাস নিয়ে আপনারা কোন দিনই চলতে পারবেন না। আজকে ভোটারের বয়স আঠারো সম্পর্কে বিকৃত বক্তব্য রেখেছেন। (বিরোধী বেঞ্চ— ১২ বছর করুন) ১২ বছর, হ্যাঁ, জনগণ চাইলে তাও হতে পারে। কিন্তু আপনাদের তো গনতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা। এটা আমার বক্তব্য নয়, আপনাদের বক্তব্যের থেকেই এটা প্রকাশ পাচ্ছে। স্যার, ওরা ১৮ বছরের ছেলেদের নিয়ে সংগঠন করবে, অথচ ওদের কোন মূল্যই দেবে না, সংগঠনে তাদের কোন স্থান দেওয়া হয় না, এ এক অদ্ভুদ চিন্তাধারা। তাই আমি বলছি যে গতকালই আমি আমার বিল সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পরিস্কার করে দিয়েছি, কেন পঞ্চায়েত ইলেকশানটা এক বছর পিছিয়ে দিয়েছি, তাও বলেছি বলেছি বিগত বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে স্বশাশিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে, তাতে মোট ৬৮৯ টি গাঁওসভার মধ্যে অনেকগুলি গাঁও সভাই এ, ডি, সির ভিতরে পড়েছে, আবার অনেকগুলি গাঁওসভা এ, ডি' সির বাইরে রাখা হয়েছে। সেগুলি আবার রি-কনস্টিটিউড করে আবার ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে হলে বেশ কিছু সময়ে দরকার। কারণ আমরা আর আপনাদের মতো যান্ত্রিক ভাবে চিন্তা করতে পারি না, আমাদের সরকার অত্যন্ত বাস্তববাদী। কাজেই আমি বলতে চাই যে, আপনাদের বাস্তবোধ বলতে কোন কিছু আছে কিনা, আমার সন্দেহ আছে আর যদি সত্যি আপনাদের বাস্তব চিন্তাধারা থাকতো, তাহলে আপনারা নিশ্চয় সেটা এই বিধান সভায় স্বীকার করতে যে কেন এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে সিলেক্ট কমিটি তার রিপোর্ট দেওয়ার পর আরও অনেক কাজ আছে। যেমন, এাক্ট হলেই তো সব হয়ে যায় না, তার পরিপ্রেক্ষিতে রুলস্‌ ফ্রেম করতে হবে, ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে হবে, কাজেই শুধু সমালোচনা আর বিরোধীতা করলেই সব শেষ হয়ে যায় না। অবশ্য সমালোচনা যে টুকু গ্রহন করা দরকার, আমরা সেটুকু গ্রহন করব। গাঁও সভার কনষ্টিটিউট করতে হলে রেভিনিউ ডিপার্টমেনটের মতামতও নিতে হবে। কাজেই, আমার একার মতামতের উপর সব কিছু নির্ভর করে না। কাজেই সব দিক বিচার বিবেচনা করে আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে

পঞ্চায়েত বিল যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে, সেটা গৃহীত হলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতি ঘটবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে কিছু মানুষের যে অসুবিধা হবে, সেটাও বুঝতে পারছি। তারা আর কেউ নয়, তারা হচ্ছেন সেই মহাজন, মুনাফাখোরদের প্রতিপত্তি কিছুটা সংকোচিত করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একদিক থেকে আনন্দিত যে সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্র আজ এই সভায় বিকৃত বক্তব্য রাখার চেষ্টার করছেন। অবশ্য বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতা এই বিলের কিছু কিছু অংশকে সমর্থন করেছেন। আমি এ কথা বলতে চাই না যে তাদের সমালোচনা করার অধিকার নাই। নিশ্চয় তাদের সেই অধিকার আছে এবং সিলেক্ট কমিটি তাদের সেই সমালোচনা কতটা গ্রহণযোগ্য বিচার বিবেচনা করে অবশ্যই দেখবেন, এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল, that" a Select Committee on the Tripura Panchayats Bill. 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) be conitituted with the following members and the said Bill bc referred to the Select Committe so constituted:

1. Shri Dinesh Deb Barma, Minister in-charge of the Bill, Chairman
2. Shri Abhiram Deb Barma, Minister.
3. Snri Subodh Ch. Das Member.
4. Shri Sunil Chowdhury, Member.
5. Shri Nakul Das, Member.
6. Shri Samir Deb Sarker, Member
7. Shri Gopal Ch. Das, Member.
8. Shri Samar Chowdhury, Member.
9. Shri Monoranjan Majumder, Member.
10. Shri Shyama Charan Tripura, Member.
11. Shri Sudhir Ra. Majumder, Member.

(At this stage all the members of entre Opposition Bench staged walk out from the house in protest of not allowing them to discuss on the Matters of Urgent Public Importance ect. etc.).

(The amendment was put to voice vote and passed and the Bill stands referred to the Select Committee.)

Mr. Speaker - The HOUSE stands adjourned Sine-die.

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. :- 26.

Name of Member:— Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। এই শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কি পাওয়া উচিত সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কি ?

৩। যদি থেকে থাকে তাহলে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারীরা পাচ্ছেন কি ?

উত্তর

১। কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ জন।

২। পালেকর কমিশনের গৃহীত সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ক্রম চালু করার জন্য সংবাদ পত্রের মালিকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রম দপ্তরে মালিকদের সঙ্গে তিনটি বৈঠক হইয়াছে। তাহাদিগকে বেতন ক্রম সম্বন্ধে তথ্য ও সরবরাহ করা হইয়াছে। নীতিগত ভাবে মালিক গণ পালেকর কমিশনের সিদ্ধান্ত চালু করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইলে শ্রমিকগণ সমস্ত সুযোগ পাইবে।

Admitted Starred Question No. 32.

Name of M. L. A. :- Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি এবং কোন নোটিফায়েড এরিয়ায় কতটি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে ;

২। উক্ত চালু সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতটি কেন্দ্রের এখনও কোন ঘর নাই ;

৩। এবং, যেসব কেন্দ্রে কোন ঘর নাই সেইসব কেন্দ্রে গৃহ নির্মানের কোন উদ্যোগ সরকার নিচ্ছেন কি ?

ANSWER

Minister-in charge :- Shri Dasarath Deb.

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি এবং কোন নোটিফায়েড এরিয়ায় কতটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে তাহার হিসাব অত্র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গেল।

২। চালু কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৩২৫ টি কেন্দ্রের ঘর নাই।

৩। হ্যাঁ, বর্ত্তমানে দক্ষিন জেলায় ২৭ টি বারোয়ারী কেন্দ্রের গৃহ নির্মান কার্য্য চলিতেছে।

ব্লক ভিত্তিক এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

ব্লক ভিত্তিক বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যা	
টাকার জলা—	২০
(সাব ব্লক)	
মেলাঘর—	৫৮
বিশালগড—	৯৭
জিরানীয়া—	৬৫
তেলিয়ামুড়া—	২২
মোহনপুর—	৮৯
খোয়াই—	৫৭
মাতারবাড়ী—	৯১
বগাফা—	৫২
অমরপুর—	৪২
সাতচান—	৬৩
রাজনগর—	৫৫
সালেমা—	৯৩
ছামনু—	২৩
পানিসাগর—	৬২
কাঞ্চনপুর—	৭৫
কুমারঘাট—	৭৪
	১০১৮

নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কেন্দ্রের সংখ্যা			
আগরতলা মিউনিসিপাল এরিয়া অথরিটি—			৪৬
সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—			২
খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া			১
উদয়পুর	,,	—	৫
বিলোনিয়া	,,	—	৭
অমরপুর	,,	=	৭
সাব্রুম	,,	—	২
কৈলাশহর	,,	—	১৫
কমলপুর	,,	—	৭
ধর্মনগর	,,	—	১৪
			১০৬

Admitted Starred Question No. 37.

Name of M. L. A :— Shri Len paasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে কতটি বালোয়ারী কেন্দ্র ও কতটি অঙ্গনাদী কেন্দ্র আছে ?

২। তারমধ্যে কতটি বালোয়ারী ও কতটি অঙ্গনাদী কেন্দ্রের ঘর আছে এবং কতটিতে ঘর নাই ?

৩। এবং যে সব কেন্দ্রে ঘর নাই সেই সবকেন্দ্রে ঘর তৈরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা

ANSWER

Minister-in-charge :- Dy. Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

নিয়েছেন ?

১। (i) কাঞ্চনপুর ব্লকে বালোয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা- ৫৫টি।

(ii) অঙ্গনওয়াডী কেন্দ্রের সংখ্যা -৪৪টি। ৫০টি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। তার মধ্যে কয়টি চালু হইয়াছে, বাকী ৬টি কেন্দ্র চালু হইবে।

২। (i) ঘর আছে এমন বালোয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা -২৬টি, এবং ঘর নাই, এমন বালোয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা -২৯টি।

(ii) ঘর আছে এমন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ২৩টি এবং ঘর নাই এমন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা -২১৩টি।

৩। (i) যে সব বালোয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর নাই সেইসব বালোয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য NREP SREP এর মাধ্যমে ঘর নির্মান করার চেষ্টা চলিতেছে।

(ii) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর তৈরীর জন্য কেন্দ্র পিছু ১,৫০০ টাকা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে। NREP-র মাধ্যমে সরকার গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 40

By—Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তপশিল জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড বাবদ ১৯৮০-৮১ইং, ১৯৮১-৮২ ইং ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেছিলেন ;

২। এবং চলিত আর্থিক বছরে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ? ?

উত্তর

১। তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড বাবদ ১৯৮০-৮১ ইং, ১৯৮১-৮২, এবং ১৯৮২-৮৩ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন ভাবে যথা ক্রমে সর্বমোট ৩০,১১,৬৪৫·০০, ৪২,৩৮,২৯৩·০০ এবং ৬০,৬৬,৮৬৫·০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেছিল।

২। চলিত আর্থিক বছরে মোট ৩৩,৬৫১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন ভাবে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 42

By—Shri Len Prasad Malsai.
Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কতটি হাই স্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উপজাতি ছাত্রাবাস আছে ;

২। ঐ ছাত্রাবাস গুলির কতটিতে বৈদ্যুতিক পাখা আছে এবং কতটিতে নাই ;

৩। এবং ঐ সব ছাত্রাবাস গুলির মোট উপজাতি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৬টি হাই স্কুল ও ৬টি দ্বাদশমান স্কুলে ছাত্রাবাস আছে।

২। কোন ছাত্রাবাসেই নাই ;

৩। ৭৮১ জন।

Admitted Starred Question No. 44

By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলথৈ দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি ; এবং

২। ঐ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু করার জন্য উক্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীও অভিভাবক বৃন্দ সরকারের নিকট কোন আবেদন করেছেন কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

২। হঁ্যা, করেছেন ।

Admitted starred Question No. 56. By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। থাকিলে, ধর্মনগরের দামছড়া, উত্তর পদ্মবিল, পুরান বাজার এবং জলেবাসাতে গ্রামীন ব্যাংকের শাখা খোলার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

১। গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের নূতন শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে।

২। আপাততঃ ধর্মনগরে দামছড়ায় গ্রামীণ ব্যাংক একটি শাখা খোলার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরায় দামছড়া সহ আরো ১৬টি নূতন শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে। উক্ত ১৬টির মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৫টি, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৭টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৪টি।।

Admitted Starred Question No. 64. By—Shri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ;

২। সরকারী চকুরীতে নিয়োগের বয়সসীমা অতিক্রান্ত শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকারের নিম্ন পরিকল্পনাগুলি আছে :—

শিল্পদপ্তরের অধীন নিম্নবর্নীস স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প সমুহ :—

কাপড় কাচা সাবান তৈরী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী মেরামতী শিল্প, টিন ও শিটরমেটেলের কাজ, রেডিও তৈরী ও মেরামত, নাইলন দড়ি তৈয়ারী, পোষাক তৈয়ারী, সাইকেল ও রিক্সা মেরামতি, মোমবাতি তৈয়ারী, বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরী, চুলকাটাই, ট্রাঙ্ক তৈয়ারী, ইলেকট্রিকের কাজ, ওয়েলডিং এর কাজ, তাঁতশিল্প, ব্যাটারী তৈরী ও মেরামতি, কামারশালা স্থাপন, ব্যবহারিক ও বিজ্ঞাপন শিল্প, ফটোগ্রাফি, গাড়ী মেরামতি, বাঁশ ও বেতশিল্প, কাঠের কাজ, বই ও খাতা বাঁধাই, স্প্রে পেইন্টিং, গেঞ্জি শিল্প। উপজাতিদের জন্য পাছড়া তৈরী পরিকল্পনা, রেশমের গুটি পোকার চাষ ও শিক্ষণ ব্যবস্থা।

পশুপালন দপ্তরের অধীন

হাস মুরগী পালনের প্রকল্প, তপশিলী উপজাতি ও তপঃ জাতিদের মধ্যে শুকর পালন প্রকল্প, দুগ্ধ উৎপাদন, সমবায় সমিতি গঠন প্রকল্প ইত্যাদি।

সমবায় দপ্তরের অধীনে :

সমবায় ভিত্তিতে ইটভাটা স্থাপন প্রকল্প, রিক্সা শ্রমিকদের জন্য সমবায় সমিতি গঠন, পরিবহন সমবায় সমিতি গঠন, শ্রমজীবি সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনের অধীনে :

ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে মূলধন ও যন্ত্রাংশ খাতে বিভিন্ন প্রকার ভূর্তুকী দেওয়া হয়। এছাড়া এই কর্পোরেশনের অধীনে ইটভাটা কর্ম সংরক্ষণের দুইটি সংস্থান কাজের বন্দোবস্ত হয়।

ইহা ছাড়া Agartala Municipality এলাকায় ও অন্যান্য Notified এলাকায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকানঘর সরকারী খরচে নির্মাণ করিয়া সেগুলি বেকারদের ব্যবসা করার জন্য স্বল্প ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হয়। উদ্যোগী ও ইচ্ছুক ব্যাক্তিগণকে রাবার বাগিচা স্থাপনের সাহায্য করা হয়। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে NREP/SREP ইত্যাদি প্রকল্পে গ্রামীণ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে।

২। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বয়স সীমা অতিক্রান্ত শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের জন্য ;

SREP ও NREP প্রকল্প সমূহে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় ও সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।।

Admitted Starred Question No. 90. By—Shri Shyama charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজার যে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়টি (হাই স্কুল) সরকার অধিগ্রহন করবেন কি ;

২। যদি হ্যাঁ হয় তবে কবে পর্য্যন্ত অধিগ্রহন করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। যদি না হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরূপ পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সব বে-সরকারী বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক অধিগ্রহনের কোন পরিকল্পনা এখন অবধি গ্রহন করা হয় নাই।

Admitted Starred Question Number:- 92. By—Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় আমবাসা হাইস্কুল এবং কৈলাশহর মহকুমার কাঁঠালছড়া টি, এস, সি, হাইস্কুলগুলিতে উপজাতি ছাত্রাবাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে কবে নাগাদ উপরি উক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকারী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। এবং পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। কৈলাশহর কাঁঠালছড়া টি, এস, সি, হাইস্কুলে ও আমবাসার চন্দ্রাইপাড়া হাইস্কুলে উপজাতি ছাত্রীবাস চালু করার প্রস্তাব আছে।

২। এখনই বলা সম্ভব নয়।

৩। প্রশ্ন বর্তে না।

Admitted Starred Question No 93. By—Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমায় আমবাসা হাইস্কুল এবং কৈলাশহর মহকুমার মনু এস, বি, স্কুলের খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে উপরিউক্ত পরিকল্পনাটি .কবে নাগাদ কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায়?

৩। এবং না থাকিলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থাভাব হেতু।

Admitted Starred Question No. 94. By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য,

১৯৮০ সালে রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরের পাবলিকেশান ইউনিটের কয়েকজন কর্মচারীর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি পুস্তক বিক্রেতা সংস্থার সরকারী কাগজ বাইরে বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার তদন্ত করেছিলেন,

খ। সত্য হলে এই তদন্তে কতজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন?

গ। দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি?

ঘ। না হয়ে থাকলে তার কারন কি?

উত্তর

ক। হ্যাঁ,

খ। তদন্তে কেউ দোষী সাব্যস্ত হন নি।

গ। প্রশ্ন উঠে না।

ঘ। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 95
By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ভোতাবাড়ী স্কুলঘর তৈরীর বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় সরকার এখনো মঞ্জুর করেন নি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

Admitted starred question No. 101

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কয়টি মহার্ঘ ভাতার কিস্তি বর্তমানে বকেয়া রয়েছে ?

২। মহার্ঘ ভাতার বকেয়া কিস্তিগুলি সত্বর কর্মচারীদের দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকলে কবে নাগাদ তা কর্মচারীরা পাবেন ?

৪। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার জমা টাকা কবে নাগাদ কর্মচারীরা তুলতে পারবেন ?

৫। ঐ জমা টাকা তুলতে এখন পর্য্যন্ত কত জন কর্মচারী আবেদন করেছেন ?

৬। তাদের আবেদনগুলো বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৭। দ্বিতীয় পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা ; বাড়ী ভাড়া ভাতা ও ধোলাই খরচ ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদিগকে ৩১-১২-৮১ইং পর্যন্ত যত কিস্তি ডি, এ, দেওয়া হয়েছে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেলায়ও তা দেওয়া হয়েছে।

১-১-৮২ইং হইতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেলায় সেরূপ কোন পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারীদের প্রদেয় ডি, এ, র কোন তুলনা করা যায়না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ,,

৪। ২৩-১২-৮২ইং তারিখের আদেশ অনুসারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রদেয় এ, ডি, এ তাহাদের স্ব স্ব জি পি ফাণ্ড একাউন্টে ৩১ ৩-৮৪ইং পর্য্যন্ত জমা থাকবে।

১৯৮৩-৮৪ইং সনের বাজেট বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত স্তরের রাজ্য কর্মচারীদের কাছে আবেদন করেছেন তারা যেন ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যে পরিমাণ টাকা সঞ্চিত থাকবে ঐ তারিখের পরও যেন তারা ঐ টাকাটা তাদের একাউন্টে জমা রাখেন।

৫। মোট ৭৭৬টি আবেদন অর্থ দপ্তরে এসেছে।

৬। আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

৭। রাজ্য কর্মচারীগণ যে পরিমাণ টাকা ৩১-১২-৮১ইং তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা ও ধোলাই খরচ ভাতা হিসাবে পেয়েছেন তাহা ১-১-৮২ইং থেকে সংশোধিত বেতনের সঙ্গেও পাচ্ছেন।

Admitted Starred Question no.122 By Shri Shyama charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বগাফা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বানিজ্য ও বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা আছে কি ;

২। যদি না থাকে, তাহার কারিণ কি ;

৩। ভবিষ্যতে উক্ত বিষয়গুলি ঐ বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। না ;

২। বিষয়টি পূর্বে বিবেচনাধীন ছিল ;

৩। ১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষ হইতে বানিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয় চালু করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 150 By Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার জগবন্ধু হাইস্কুলকে দ্বাদশ স্কুলে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ হবে ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ২। ৩। বিবেচনাধীন আছে। এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

Admitted Starred Question No.156 By Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শান্তিনগর এম. বি স্কুলকে কবে হাইস্কুলে উন্নীত করা হইয়াছিল ;

২। উক্ত স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীর ক্লাশগুলি চালু আছে কি ;

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১২-১-৭৯ ইং তারিখে।

২। না।

৩। পরবর্তী সময়ে ১৬-১১-৭৯ ইং তারিখের এক আদেশ বলে উক্ত হাইস্কুলের আদেশ বাতিল করা হয়।

Admitted Unstarred Question No. 3 By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় অনাথ আশ্রমের সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এই আশ্রমগুলিতে কত অনাথা ছেলেমেয়ে বা বয়স্কা অনাথা রয়েছেন (উপজাতি বা অ-উপজাতির সংখ্যা আলাদা হিসাব);

৩। বর্ত্তমানে প্রতিটি আশ্রমবাসীর মাথাপিছু বরাদ্দ কত, এবং এই বরাদ্ধ অর্থে তাদের ভরণ পোষণ সুষ্ঠুভাবে চলে কিনা ?

৪। না চলে থাকলে তাদের মাথাপিছু বরাদ্ধ বাড়ানো কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৫। উপজাতি অধ্যুষিত এ. ডি. সি. এরিয়ায় এইরূপ অনাথ আশ্রম খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৬। থাকিলে কোথায় কোথায় খোলা হবে ?

৭। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের এরিয়ায় কমপক্ষে একটি করে এইরূপ অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে অনাথ আশ্রমের সংখ্যা মোট ২০ টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

(ক)	সোনামুড়া	১টি	(চ)	খোয়াই	১টি
(খ)	উদয়পুর	২টি	(ছ)	কমলপুর	১টি
(গ)	অমরপুর	১টি	(জ)	কৈলাশহর	১টি
(ঘ)	বিলোনিয়া	২টি	(ঝ)	ধর্মনগব	১টি
(ঙ)	সাব্রুম	১টি	(ঞ)	সদর	৯টি

২। এই আশ্রমগুলিতে মোট ৮৩২ জন অনাথ ছেলেমেয়ে আছে। তন্মধ্যে ৫৮ জন উপজাতি ও ৭৭৪ জন অ-উপজাতি আছে।

৩। বর্ত্তমানে প্রতিটি আশ্রমবাসীর মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্ধ দৈনিক ৬ (ছয়) টাকা। এই অর্থে তাদের ভরণ পোষণ সুষ্ঠুভাবে চলে না সরকারের কাছে এমন কোন অভিযোগ নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। আছে।

৬। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত এ. ডি. সি. এলাকাভূক্ত আমপুরা গ্রামে ২৫ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত ছেলের বাসের জন্য একটি আশ্রম খোলার পরিকল্পনা আছে।

৭। না

Admitted Unstarred Question No 4 By—Shri Suhodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার এ, ডি, সি, এরিয়া এবং নোটিফায়েড এরিয়ার বাহিরে কোন ব্লকে কতটি এস, বি, স্কুল ও জে, বি, স্কুল আছে ? (ব্লক ভিত্তিক বিত্তালয়গুলির নামের তালিকা)

২। উক্ত বিত্তালয়গুলির মধ্যে কোন কোন বিত্তালয়ে কত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক আছেন ?

৩। এবং এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিত্তালয় কোন ব্লকে কতটি আছে ?

প্রশ্ন

১। ২। ৩। আগরতলা শহরাঞ্চল, নোটিফায়েড এরিয়া এবং এ, ডি, সি, এরিয়া বহির্ভূত এস, বি, ও জে, বি, স্কুলগুলির নাম তৎসহ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা এবং এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিত্তালয়ের সংখ্যা সম্বীয় তালিকাতে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	বিত্তালয়ের নাম	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল
১	২	৩	৪	৫	৬
মাতাবাড়ী ব্লক		১। মাতারিয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	২৫০	৯	
		২। পোরামুড়া ,, ,,	১৮৩	১০	
		৩। রাজনগর ,, ,,	৩৮০	১১	
		৪। গর্জ্জি সিমসিমা ,, ,,	৩৭৯	১০	
		৫। দুর্ব পুষ্করিনী ,, ,,	৩৬১	১৩	
		৬। পূর্ব ফুটামাটি ,, ,,	৩০১	১১	
		৭। কালী কিশোর ,, ,,	২৯৭	১২	
		৮। বগাবাসা ,, ,,	৪৪৬	১৩	
		৯। বারভাইয়া ,, ,,	৪৪৬	১৪	
		১০। আমতলী ,, ,,	৪৩৩	১৩	
		১১। পালাটানা ,, ,,	৫৫৪	১৩	
		১২। গর্জ্জন মুড়া ,, ,,	৫৩৭	১৭	
		১৩। খিলপাড়া ,, ,,	৫৮৯	২১	
		১৪। গকুলপুর কলোনী ,, ,,	৭৪৪	২২	
		১৫। চন্দ্রপুর বালিকা ,, ,,	৮৭০	২৭	
		১৬। রাজধরনগর নিম্ন বুঃ বিত্তালয়	৩৫৬	৯	
		১৭। রাজার বাক ,, ,,	১৭০	৫	
		১৮। জোলাই বাড়ী ,, ,,	১৬৩	৪	
		১৯। সোনাই ছড়ি ,, ,,	৪৬	৩	
		২০। মাতাবাড়ী ,, ,,	৫০৩	১০	

১	২	৩	৪	৫	৬
		২১। কুশামারা ,, ,,	৩০৪	৭	
		২২। কিশোর গঞ্জ ,, ,,	২৬১	৬	
		২৩। নং ১ করইয়ামুড়া ,,	১২০	২	
		২৪। পিত্রা উচ্চ বিদ্যালয় (প্রাঃ বিঃ)	২৯৯	৭	
		২৫। বুধুরাই পাথর নিম্ন বুঃ বিদ্যালয়	৫১	২	
		২৬। আথালিয়া মুড়া ,, ,,	৫০	২	
		২৭। ভুতামুড়া ,, ,,	২৪৩	৬	
		২৮। হস্রা ,, ,,	১৮৭	৯	
		২৯। গোয়াল গাঁও ,, ,,	৫৪১	১১	
		৩০। হীরাপুর ,, ,,	২৩৬	৫	
		৩১। নং ১ ছয় ঘরিয়া নিম্ন বুঃ বিদ্যালয়	১২৮	৩	
		৩২। মহারানী কলোনী ,,	৯৮	৬	
		৩৩। জুমিয়ার ডেফা ,, ,,	৭১	১	
		৩৪। তুই ধুম ,, ,,	৮৪	১	
		৩৫। তুলামুড়া হাই (প্রাঃ বিভাগ)	৫১৪	৬	
		৩৬। হাতি পাছা বটতলী ,,	৯৬	১	
		৩৭। নং ২ করইয়ামুড়া ,, ,,	১৮৫	৪	
		৩৮। পশ্চিম বারভাইয়া ,,	৯৮	৩	
		৩৯। কুটামাটি প্রাঃ ,,	২৪৯	৩	
		৪০। তারপাধুম ,, ,,	১৪০	২	
		৪১। শালগড়া হাই (প্রাঃ বিভাগ)	৫৯০	১০	
		৪২। জামজুড়ী হাই (প্রাঃ বিভাগ)	৫৬০	১২	
		৪৩। হোলা খেত নিম্ন বুঃ বিদ্যালয়	২০৩	৪	
		৪৪। শালগড়াবাড়ী ,, ,,	৯৩	৪	
		৪৫। হরিজলা কলোনী ,,	১০৭	৩	
		৪৬। গকুলপুর ,, ,,	২৪০	৫	
		৪৭। ভেপানীয়া কলোনী ,,	২৫১	৬	
		৪৮। কলুয়া ভেফা ,, ,,	২২৮	৬	
		৪৯। ঘটালং ,, ,,	৫১	২	
		৫০। কালাটিলা প্রাঃ ,,	১১০	২	
		৫১। লুলুংগা নিম্ন বুঃ ,,	২১০	৫	
		৫২। মুড়া পাড়া ,, ,,	৩০১	৯	
		৫৩। ইচাছড়া ,, ,,	১৩৮	২	
		৫৪। চিন্দামুড়া ,, ,,	৯২	৩	

১	২	৩			৪	৫	৬
	৫৫।	উপেন্দ্রনগর	,,	,,	১৩৫	৩	
	৫৬।	নং ২ বিপিননগর কলোনী			৯৯	৩	
	৫৭।	হাজীগরবন	,,	,,	৪৬	২	
	৫৮।	রানী	প্রাঃ	,,	১৭৬	৪	
	৫৯।	লক্ষীপতি নিম্ন বুঃ		,,	১২৩	৪	
	৬০।	কোয়া মুড়া	,,	,,	১০৩	১	
	৬১।	নাজিলাবাড়ী	,,	,,	৭০	১	
	৬২।	ধুচীথলা	,,	,,	২৩০	৬	
মাতা বাড়ী	৬৩।	গঙ্গাছড়া হাই (প্রাঃ বিভাগ)			৫৫৭	১৩	
ব্লক	৬৪।	মির্জ্জা দ্বাদশ শ্রেনী (প্রাঃ বিঃ)			৫০৫	৮	
	৬৫।	গর্জ্জি হাই (প্রাঃ বিভাগ)			৩২৪	৭	
	৬৬।	শিলঘাটি হাই (ঐ)			২৫৯	৬	
	৬৭।	পোক্তা নিঃ বুঃ বিদ্যালয়			১১৭	২	
	৬৮।	বসন্তখলা "		"	১১৮	৪	
	৬৯।	গর্জি দশ হামরু ইয়ারেং বাড়ী প্রাঃ বিদ্যালয়			১০৪	২	
	৭০।	মগপুস্করিনী প্রাঃ বিদ্যালয়			৩৮	২	
	৭১।	কাকড়াবন দ্বাদশ শ্রেণী (প্রঃ বিভাগ)			৫৩১	১২	
রাজ নগর	১।	জয়পুর	উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়		২৪৮	৯	
ব্লক	২।	বাগমা বাড়ী	,,	,,	২০৩	৬	২৪
	৩।	রাধানগর	,,	,,	৩১৩	৫	
	৪।	উত্তর বিলোনিয়া	,,	,,	৪১২	১৫	
	৫।	শত্রুঘ্ন পাড়া	,,	,,	১৬৫	৭	
	৬।	বৃন্দাবন রোয়াজাপাড়া	,,	,,	১৯২	৭	
	৭।	হরিপুর	,,	,,	৩১২	১০	
	৮।	উত্তর ভারতচন্দ্রনগর	,,	,,	১৮১	১০	
	৯।	কৃষ্ণনগর	,,	,,	৪৫১	১০	
	১০।	দেবীপুর	,,	,,	১৬৩	৬	
	১১।	গজারিয়া	,,	,,	২১৬	৬	
	১২।	পূর্ব রাজনগর	,,	,,	২৫১	৩	
	১৩।	ঈশান চন্দ্রনগর	,,	,,	১৫৩	১১	
	১৪।	দক্ষিণ সোনাইছড়ি	,,	,,	১৯১	৬	
	১৫।	রাজামুড়া	,,	,,	২৮০	৮	
	১৬।	অনন্তপুর ভিমাতলী নিম্ন বুঃ		,,	৯৮	১	
	১৭।	গাবতলি	,,	,,	১৫৮	১	
	১৮।	আজগর রহমান পুর	,,	,,	১১৫	১	

১	২	৩		৪	৫	৬
	১৯। উঃ শ্রীরাম পুর	,,	,,	৯৬	১	
	২০। উদয়হরি রিয়াংপাড়া	,,	,,	৮৩	১	
	২১। বাইদ্যারথিল	,,	,,	৮১	১	
	২২। চন্দ্রপুর ডিমাতলী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়			৬৯	১	
	২৩। ভৈরবনগর	,,	,,	৭৬	১	
	২৪। মনাই রিয়াং পাড়া	,,	,,	৮১	১	
	২৫। মাচুয়ার থিল	,,	,,	৮০	১	
	২৬। জয়কন্ত পুর	,,	,,	৮১	১	
	২৭। ধনমনি রিয়াং পাড়া	,,	,,	৮৭	১	
	২৮। গলাটিপা	,,	,,	২৭	১	
	২৯। জয়কুমার রিয়াং পাড়া	,,	,,	৫৯	১	
	৩০। রতনমনি	,,	,,	৬৭	১	
	৩১। বিন্দমাটীলা	,,	,,	৩৯	১	
	৩২। গাবুর ছড়া	,,	,,	৮৯	১	
	৩৩। কৃষ্ণপুর	,,	,,	৭০	১	
	৩৪। শিলছড়ি	,,	,,	৭৫	১	
	৩৫। মুড়াসিং পাড়া	,,	,,	৭২	১	
	৩৬। লুধা বাড়ী	,,	,,	৪০	১	
	৩৭। রজনী সর্দ্দার পাড়া	,,	,,	৫৮	১	
	৩৮। ডাংছড়া প্রাথমিক	,,	,,	১২৩	১	
	৩৯। মলমবাড়ী	,,	,,	৩৩	১	
	৪০। সোনাইছড়ি	,,	,,	৬১	২	
	৪১। রামচন্দ্র রিয়াং পাড়া	,,	,,	৬৯	২	
	৪২। যশ মুড়া	,,	,,	৯৫	২	
	৪৩। আনন্দপুর	,,	,,	১২০	২	
	৪৪। খেদাবাড়ী	,,	,,	১১৬	২	
	৪৫। দঃ শ্রীরামপুর	,,	,,	১৬৭	২	
	৪৬। উঃ হরিপুর	,,	,,	১২৩	৩	
	৪৭। পঃ মতাইশীল কলোনী	,,	,,	৯৩	২	
	৪৮। রাজনগর দশমনি	,,	,,	৯১	২	
	৪৯। পূঃ হরিপুর	,,	,,	৭৭	২	
	৫০। কালিকাপুর	,,	,,	১০[illegible]	৩	
	৫১। ধর্ম্মনগর	,,	,,	১৪৩	৩	
	৫২। শ্রীপুর	,,	,,	১৪১	৩	
	৫৩। ঋষ্যমুখ	,,	,,	১৯৫	৬	

১	২	৩	৪	৫	৬
রাজনগর ব্লক		৫৪। ঈশান চন্দ্র পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৬৬৬	৬	
		৫৫। মোহন সর্দ্দার পাড়া ,, ,,	৭৩	২	
		৫৬। কাজীরখিল ,, ,,	৯৬	২	
		৫৭। কিল্লামুড়া ,, ,,	৪৭	২	
		৫৮। মধ্য সোনাইছড়ি ,, ,,	১১৭	৩	
		৫৯। পূঃ বাঁশ পদুয়া ,, ,,	৭২	২	
		৬০। গোবিন্দ ত্রিপুরা পাড়া ,, ,,	৭৬	২	
		৬১। শরৎ চন্দ্র রিযাং পাড়া ,, ,,	১২৩	৩	
		৬২। মানিকছড়ি ,, ,,	৮০	২	
		৬৩। মতাই ,, ,,	২৬৫	৬	
		৬৪। বরপাথরি ,, ,,	৩৬৩	৬	
		৬৫। পূঃ সারাসীমা ,, ,,	১৬১	৩	
		৬৬। কলমডেফা ,, ,,	৭৬	২	
		৬৭। চিতামাড়া ,, ,,	৫৬	২	
		৬৮। উঃ কল্মাবাড়িয়া ,, ,,	২০২	৩	
		৬৯। সাতমুড়া ,, ,,	১৭৭	৬	
		৭০। মনিকাঞ্চন পাড়া ,, ,,	৭৩	২	
		৭১। পঃ কলাবাড়িয়া ,, ,,	১৩৮	২	
		৭২। পূঃ কলাবাড়িয়া ,, ,,	২৬৩	৫	
		৭৩। আমজাদনগর ,, ,	১৩৭	২	
		৭৪। রামনগর কলাবাড়ীয়া ,, ,,	৪৯	২	
		৭৫। মমুর মুখ ,, ,,	১৭২	৫	
		৭৬। ঈশানচন্দ্রনগর ,, ,,	২১৭	৩	
		৭৭। মনুর মুখ উত্তর পাড় ,, ,,	১০১	২	
		৭৮। নূতননগর ,, ,,	১৪১	৩	
		৭৯। সারামীমা ,, ,,	২২২	৮	
		৮০। সতীশচন্দ্র রিয়াং পাড়া ,, ,,	৫৭	২	
		৮১। দঃ মির্জ্জাপুর ,, ,,	১৬২	৬	
		৮২। দঃ ভারত চন্দ্রগর ,, ,,	২৩৩	৫	
		৮৩। পূঃ মির্জ্জাপুর ,, ,,	১৩৪	৭	
		৮৪। বলদাখাল ,, ,,	১২২	২	
		৮৫। একিন পুর ,, ,,	২[illegible]	৪	
		৮৬। ভিবারিয়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৯৬	২	

১	২	৩			৪	৫	৬
রাজনগর ব্লক	৮৭।	মধ্য কৃষ্ণপুর	,,	,,	৫৮	২	
	৮৮।	নাসীরনগর	,,	,,	৯২	২	
	৮৯।	উঃ কৃষ্ণপুর	,,	,,	২৯	২	
	৯০।	দঃ কৃষ্ণপুর	,,	,,	১১৯	২	
	৯১।	পঃ রাজনগর	,,	,,	৫৫	২	
	৯২।	থামপাইহা চৌঃ পাড়া	,,	,,	৯৭	২	
	৯৩।	সোনাপুর	,,	,,	২৭৮	৬	
	৯৪।	চিল্লাপাথর	,,	,,	১৭৩	৩	
	৯৫।	জয় চান্দপুর	,,	,,	৮৩	২	
	৯৬।	বড়কাশরি	,,	,,	১৮৪	৬	
	৯৭।	রাজনগর কলোনী	,,	,,	৪০৪	৬	
	৯৮।	মনাইপাথর	,,	,,	২১৭	৫	
	৯৯।	বল্লামুখ	,,	,,	২০৭	৭	
	১০০।	পঃ পাংখলা	,,	,,	২৩৮	২	
	১০১।	পূঃ তুইছামা	,,	,,	৬০	৩	

১	২	৩			৪	৫	৬
বগাফা ব্লক	১।	কাঠালিয়াছড়া উচ্চ	বুঃ	বিদ্যালয়	১১৮	৫	
	২।	বেতাগা	,,	,,	২৪৬	১২	
	৩।	জোলাই বাড়ী এম্, এম্,	,,	,,	৫৮১	১৮	
	৪।	মধ্যপিলাক	,,	,,	২৮৯	৭	
	৫।	পঃ পিলাক	,,	,,	৩৯১	১৩	
	৬।	আভাংছড়া	,,	,,	১৮৭	৯	
	৭।	পঃ জোলাই বাড়ী	,,	,,	২১৫	১০	
	৮।	সোনার টিলা	,,	,,	২৫২	৭	
	৯।	গাধং জেঃ বি স্কুল			৬০৩	২	
	১০।	শান্তকলোনী	জেঃ	বিঃ	১১১	২	
	১১।	পঃ বগাফা	জিঃ	বিঃ	৩২৫	৫	
	১২।	মধ্য বগাফা	,,	,,	৬৯০	৩	
	১৩।	উত্তর কাঞ্চান নগর	,,	,,	২৬৫	৫	
	১৪।	শান্তির বাজার	,,	,,	৫৩৭	১২	
	১৫।	পূঃ রাধাকিশোর গঞ্জ	জেঃবিঃ		১০৩	৯	

১	২	৩	৪	৫	৬
খগাফা ব্লক	১৬। সুভাষ কলোনী	জেঃ বিঃ	২১১	৩	
	১৭। ছয় ঘরিয়া	জেঃ বিঃ	৭২	২	
	১৮। পঃ লাউগাং	,,	১৭২	৬	
	১৯। আশ্রম কলোনী	,,	৬৯	২	
	২০। পূঃ লাউগাং	,,	২২৩	৪	
	২১। পঃ রাধাকিশোর গঞ্জ	,,	৭৯	২	
	২২। কালাছড়া	জেঃ বিঃ	২৩৫	৩	
	২৩। সরইফাং	,,	২০৯	৩	
	২৪। গঞ্জের টিলা	,,	১৮৮	৪	
	২৫। পদ্মমোহন রিয়াং পাড়া		৬৮	২	
	২৬। অক্ষয় সেন পাড়া		৬৩	২	
	২৭। প: মুহুরীপুর		৪৯	২	
	২৮। কলমা	জেঃবিঃ	১১২	৩	
	২৯। উছাই বাড়ী	জেঃবিঃ	২৮৬	৫	
	৩০। পূঃ চরক বাড়ী	,,	৮১	৩	
	৩১। নতুন চৌঃ পাড়া		১১১	৩	
	৩২। পূঃ চরকবাড়ী কলোনী		২১৮	৪	
	৩৩। মাছাপাথর	জেঃবিঃ	৯৪	২	
	৩৪। পূঃ চরকবাড়ী ফরমেল		৮৬	৩	
	৩৫। মুহুরীপুর	জেঃবিঃ	৩৫৯	৮	
	৩৬। পিতারাই রিয়াং পাড়া		৫০	২	
	৩৭। দ: মুহুরীপুর	জেঃবিঃ	১৪৯	৩	
	৩৮। বাম ছড়া বনপল্লী	,,	৮৮	২	
	৩৯। মঞ্জরপুর	জেঃবিঃ	১২৪	২	
	৪০। অক্রুমগ পাড়া	জেঃবিঃ	৬৬	২	
	৪১। ডুলছড়া	জেবিঃ	৩৬	২	
	৪২। মান্দই মজা পাড়া		৩৭	২	
	৪৩। বাথান বাড়ী		২০৫	৬	
	৪৪। পূঃ জুলাই বাড়ী		২০১	৫	
	৪৫। কাকুলিয়া	জেঃবিঃ	২৩১	৬	
	৪৬। টাকুর ছড়া গ্রাম		৬৯	২	
	৪৭। দঃ জুলাই বাড়ী	জেঃবিঃ	১৪৮	৩	
	৪৮। পূঃমধ্য পিলাক	,,	১৫৫	৪	
	৪৯। রাজ কুমার রিয়াং পাড়া		৮১	২	

১	২	৩	৪	৫	৬
বগাফা ব্লক	৫০।	নবরাম রিয়াং পাড়া		৪০	২
	৫১।	সূর্য্য কুমার রিয়াং পাড়া		৮৬	২
	৫২।	পঃজুলাই বাড়ী জেঃবিঃ		১২৮	২
	৫৩।	বালির বাড়ী ,,		৭২	২
	৫৪।	বালির পাথার ,,		৫৪	২
	৫৫।	চরক বাড়ী ,,		৩৭৮	৫
	৫৬।	রাধাকিশোর গঞ্জ ,,		৫৯	১
	৫৭।	মঙ্গলজয় রিনিং ,,		৬৩	১
	৫৮।	পতিচড়ি সোজাওপ্রায়		৩৩	১
	৫৯।	অমুরাম পাড়া জেঃবিঃ		৩০	১
	৬০।	পঃকাঠালিয়া ছড়া		৫৬	১
	৬৫।	বি, এম, এফ প্রাই		৮৩	২
সাতচাঁদ ব্লক সাব্রম,	১।	জলেফা উচ্চ বুঃ ,,		১৭৯	৮
	২।	২নংজলেফা ,,		২০৬	৮
	৩।	দৌলবাড়ী উঃ বুঃ ,,		২৩৫	১০
	৪।	রমেন্দ্র নগর ,,		১১৮	৭
	৫।	মাধব নগর ,,		২৭৪	৭
	৬।	শমরেন্দ্র গঞ্জ ,,		৩১৭	৭
	৭।	আমলী ঘাট ,,		১২০	৪
	৮।	রাজনগর জেঃ বিঃ ,,		১৫২	১
	৯।	২নং সাত চাঁদ ,,		৩২৯	৫
	১০।	দুর্গানগর ,,		৭৫	২
	১১।	জলেফা এস, এ, টি ,,		১৪৫	৩
	১২।	লালচন্দ্র পাড়া ,,		৭২	২
	১৩।	মদন মোহন পল্লী ,,		৩৬	২
	১৪।	৩নং জলেফা ,,		৭৯	২
	১৫।	অর্জুন প্রসাদ রিয়াং পাড়া জেঃ বিঃ		৫৭	২
	১৬।	গর্জনতলী ,,		৪৪	৪
	১৭।	দঃ জলেফা ,,		১০৫	২
	১৮।	থাইবং পাড়া ,,		৯০	২
	১৯।	১নং হরিনা ,,		১২৬	১
	২০।	ব্রজেন্দ্র নগর ,,		২৩২	৬

১	২	৩	৪	৫	৬
		২১। বড়খলা পাড়া ,,	৭৪	১	
		২২। ছোট খিল ,,	২৬০	৪	
		২৩। পূঃ মনুঘাট ,,	২২১	৪	
		২৪। কল্যাণ নগর ,,	৩৪	৩	
		২৫। পূঃ কৃষ্ণনগর ,,	১৬৭	২	
		২৬। মনাই গ্রাম ,,	১৭	১	
		২৭। কৃষ্ণনগর ,,	৯৭	২	
		২৮। পোয়াং বাড়ী জেঃ বিঃ	৫০	২	
		২৯। শ্রীনগর জেঃ বিঃ ,,	৩৩৯	৭	
		৩০। মরু পাড়া ,,	৫৭	২	
		৩১। ২নং জলেফা ,,	১৮০	৫	
		৩২। উঃ দোল বাড়ী ,	১৫৯	৫	
		৩৩। ২নং নিউ মনু কলোনী	৫১	১	
		৩৪। মনু জেঃ বিঃ	৪১৯	৫	
		৩৫। মনু বাজার জেঃ ,,	১৪৮	৩	
		৩৬। কলাঢেপা প্রাই ,,	৪৮	২	
		৩৭। নিউ মনু কলোনী,,	১১৯	২	
		৩৮। গডিফা জেঃ বিঃ	৯৫	২	
		৩৯। উঃ মাগুরছড়া ,,	৫৮	২	
		৪০। হরিনা জেঃ বি ,,	২৩৯	৩	
		৪১। ২নং হরিনা ,,	৪০	২	
		৪২। ১নং গোয়াচাঁদ ,,	১১৯	২	
		৪৩। ২নং গোয়াচাঁদ ,,	৮৭	১	
		৪৪। অনন্ত চৌঃ পাড়া,,	৩৭	২	
		৪৫। করিমা টিলা ,,	১১৮	৪	
		৪৬। শরৎচন্দ্র রিয়াং পাড়া	৯৬	১	
খোয়াই					
		১। গনকি উচ্চ বুনিয়াদী ,,	৪৪৮	২৩	
		২। জাম্বুরা ,,	৩৭৯	২৪	
		৩। সোনাতলা ,,	৪৮৩	২৬	
		৪। বড়বিল ,,	১৯৬	৯	
		৫। গুটিয়াথল ,,	১৪৫	৪	
		৬। লালটিলা ,,	৩০৩	১৯	

১	২	৩	৪	৫	৬
	৭।	উত্তররামচন্দ্রঘাট ,,	৬৪	৭	
	৮।	সাতাই বাড়ী ,,	১৬২	৬	
	৯।	চেবরী ,,	৫২৭	৭	
	১০।	সিমনা কলোনী জে: বি ,,	১৭১	৬	
	১১।	ধলাবিল ,,	২৮১	৫	
	২২।	গৈড়নগর ,,	১৬৯	৪	
	১৩।	খোয়াই টিগাডেন ,,	১০৫	৫	
	১৪।	লাঠাবাড়ী জে: বি ,,	৯১	৩	
	১৫।	ফারমুড়া ,.	২৫৯	৪	
	১৬।	রামমানিক সরদার পাড়া ,,	৩৬৩	৭	
	১৭।	সিংঙ্গী ছড়া ,,	১৮৯	৯	
	১৮।	শ্রী কৃষ্ণ জে: বি ,,	৩৬৪	৯	
	১৯।	শৈব সুনিতী জে: বি ,,	৪৮৮	১১	
	২০।	পূর্বসিংঙ্গী ছড়া ,,	৫১	২	
	২১।	সিংঙ্গীছড়া জে: বি ,,	৪৯০	১১	
	২২।	তবলাবাড়ী ,,	২০৭	৭	
	২৩।	উত্তর চেবরী ,,	৩১০	৯	
	২৪।	শশিন্দ্র নগর কলোনী ,,	১১৬	৩	
	২৫।	বৈদ্য মোহন ঠাকুর পাডা ,,	৩২২	৫	
	২৬।	পূর্বরামচন্দ্র ঘাট জে: বি .,	১৫৪	৪	
	২৭।	লালটিলা কলোনী ,,	১৮৫	২	
	২৮।	গনকি কলোনী ,,	২৪০	৪	
	২৯।	বাতাপুড়া জে: বি ,,	১১০	৫	
	৩০।	গনকি ভূমিহীন কলোনী ,,	৩২	২	
	৩১।	উত্তর রামচন্দ্র ঘাট .,	৩০৯	৪	
তেলিয়ামুড়া ব্লক	১।	মহারানীপুর এস. বি.	৭৫৭	১৪	
	২।	ইছার বিল ,,	৬৮৫	১২	
	৩।	পশ্চিম শান্তিনগর ,,	৩৩৬	৮	
	৪।	দারিকাপুর ,,	৫৪০	১৪	
	৫।	তেলিয়ামুড়া ,,	৬১২	১৩	
	৬।	বালুয়াছড়া ,,	৪০৯	১৪	
	৭।	উটাবাড়ী ,,	২৩৮	৪	

১	২	৩	৪	৫	৬	
বিশালগড় ব্লক	৫।	পূর্ব গকুল নগর উঃ বুঃ		৩৪৪	৯	
	৬।	বাধার ঘাট	,,	৬১৫	২০	
	৭।	এ. ডি. নগর	,,	৯৩৫	২৬	
	৮।	রাধা কিশোর গঞ্জ	,,	১৯৮	৯	
	৯।	সূর্য্যমনি নগর	,,	৩০৩	১৩	
	১০।	সাধু টিলা	,,	৫১১	১৫	
	১১।	সুভাষনগর	,,	৪৮০	১৩	
	১২।	নাগরাই ছড়া	,,	২৬৯	৮	
	১৩।	অরবিন্দ বিদ্যামন্দির	,,	২০৫	৭	
	১৪।	বিশালগড় উঃ বুঃ	,	৩৩৬	১৩	
	১৫।	বিশালগড় টাউন	,,	৫৭২	২২	
	১৬।	বাইদ্যার দিঘী	,,	৪০৫	১১	
	১৭।	চন্দ্রনগর	,,	৩৬৫	১৭	
	১৮।	ঢাকার বাড়ী	,,	২১৬	১১	
	১৯।	লক্ষীছড়া	,,	৩৯৮	১৫	
	২০।	পুভাথল রাজনগর	,,	২৫৪	৯	
	২১।	স্বর্ণময়ী বালিকা	,,	৬১	৬	
	২২।	মুড়াবাড়ী	,,	২৭৬	১৭	
	২৩।	মধুমালা উচ্চ বুনিয়াদী	,,	১৩২	৯	
	২৪।	দূর্গানগর ভদ্রাবতী	,,	২৬৮	৮	
	২৫।	ঘনিয়ামাড়া উঃ বুঃ		২৫৩	৫	
	২৬।	ছেচরীমাই	,,	৩১১	৫	
	২৭।	মধুবন	,,	৪৪৭	২১	
	২৮।	আরালিয়া ঋষিদাশ পাড়া জেঃ বি		৭৫	১	১
	২৯।	আনন্দনগর	,,	৪৩৭	৭	
	৩০।	দক্ষিন আনন্দ নগর	,,	২৭৯	৭	
	৩১।	বেনিমাধব জেঃ বিঃ	,,	৩১৯	৬	
	৩২।	ধুপছড়া জেঃ বিঃ		১১৫	২	
	৩৩।	ধারিয়া ছড়া	,,	১৩৭	৩	
	৩৪।	যোগেন্দ্র নগর	,,	১০৫৮	২১	
	৩৫।	জারুল বাচাই	,,	২০৫	৫	
	৩৬।	কুমারী পাড়া	,,	৯৮	৩	
	৩৭।	মুচরাই পাড়া	,,	১৬০	৪	

১	২	৩	৪	৫	৬
বিশালগড় ব্লক	৩৮।	মধুবন ঋষিপাড়া ,,	১০৯	২	
	৩৯।	প্রতাপ গড ,,	৩৫০	১৪	
	৪০।	রামমুন্সী ,,	২০২	৩	
	৪১।	শ্যাম প্রসাদ ,,	২৫৫	৬	
	৪২।	সম্মিলিত পাঠশালা ,,	১৮২	৪	
	৪৩।	বিবেকান্দ (এম) ,,	১২৯	৪	
	৪৪।	পশ্চিম চামপামুড়া ,,	১৫৫	৭	
	৪৫।	বিদ্যাসাগর পল্লী জে, বি,	৯৩	২	
	৪৬।	আনন্দ বিদ্যানিকেতন	৪৪৪	১১	
	৪৭।	এ, ডি, নগর জে, বি	৫৮৩	১৯	
	৪৮।	আমতলী পি. এল হোম	১১৮	৫	
	৪৯।	অস্তুত আচার্য্য	২০৩	৪	
	৫০।	বল্লভপুর	১৬৫	৭	
	৫১।	ছনখলা	১৩৬	৬	
	৫২।	চারিপাডা	৬৯৫	১২	
	৫৩।	দুর্গাপুর	১৮০	৯	
	৫৪।	হাতীর লেটা	১৩৬	৮	
	৫৫।	ঈশাণ চন্দ্রনগর	১৪৫	৬	
	৫৬।	খাস মধুপুর কলোনী	১৮১	১	১
	৫৭।	কাঞ্চন মালা	২৩৬	৫	
	৫৮।	মধুবন প্রীতিলতা	৫৯	৪	
	৫৯।	মাধবপুর	৩৫	৮	
	৬০।	পূর্বহাতী টিলা জয়কালী কলোনী	১২৫	২	
	৬১।	পশ্চিম চারপাডা	১০৫	৫	
	৬২।	পূর্নগ্রাম	১০৫	৬	
	৬৩।	দক্ষিণ বাধার ঘাট	৩২৫	৮	
	৬৪।	শচীন্দ্র লাল বিদ্যা নিকেতন	১৫২	৩	
	৬৫।	আমতলী	১০১	১	১
	৬৬।	বামাসুন্দরী	১৩৮	৫	
	৬৭।	চেলিখলা জে. বি,	১৫৪	৩	
	৬৮।	দক্ষিণ কইয়া ডেফা	২১৬	২	
	৬৯।	গজারিয়া	২১৫	৩	
	৭০।	গোলাঘাটি	৩৭৩	৬	

১	২	৩	৪	৫	৬
বিশালগড় ব্লক					
	৭১।	ক্ষুদিরাম	১৭৩	৩	
	৭২।	কলকলিয়া	২৩৩	৪	
	৭৩।	নারীমঙ্গল	৯৭০	৭	
	৭৪।	কলকলিয়া কলোনী	১৮২	২	
	৭৫।	উত্তর ব্রজপুর	৩১৭	৯	
	৭৬।	৯০ বেটিলিয়ান বি, এস, এফ	৪২	৪	
	৭৭।	রাঙ্গাপানিয়া	২৩১	৪	
	৭৮।	রামছড়া	২১০	৩	
	৭৯।	দক্ষিণ গোলাঘাটি	১১৩	৩	
	৮০।	সিপাহী জলা	৩৬৯	৪	
	৮১।	বাস্তা ডেফা	৭১	৩	
	৮২।	বংশী বাড়ী	৫১	২	
	৮৩।	পূর্ব চাম্পা মুড়া	১২১	২	
	৮৪।	হরিশনগর	৭৬	৪	
	৮৫।	যাণ্ডব কিল্লা	১৭৫	২	
	৮৬।	নোয়া পাড়া	১০৭	৫	
	৮৭।	নং ২ চন্দ্রনগর	১০৭	২	
	৮৮।	পশ্চিম লক্ষীবিল	১৫৯	৮	
	৮৯।	রতননগর জেঃ বিঃ	৯৩৯	৩	
	৯০।	শিব নগর ,,	৯৯২	৩	
	৯১।	সিপাই জলা ,, বনপল্লী	৭৫	২	
	৯২।	উত্তর মধ্য লক্ষীবিল	৭২	২	
	৯৩।	পূর্ণ বাড়ী ,,	৯৪৫	৩	
	৯৪।	উত্তর রাঙ্গা পানিয়া	৯৭৭	২	
	৯৫।	দক্ষিন চাম্পামুড়া	৪৯	২	
	৯৬।	আরালিয়া	৯৭৯	৩	
	৯৭।	বড়জলা	২৪২	৫	
	৯৮।	করুইমুড়া	১৮৪	৩	
	৯৯।	নন্দন কানন	৫৯	২	
	১০০।	দক্ষিণ চড়িলাম	৪০৩	৬	
	১০১।	উত্তর চড়িলাম কলোনী	৭০	৯	

১	২	৩	৪	৫	৬
বিশালগড় ব্লক	১০২।	খামারহাটি	৯১	৪	
	১০৩।	মধুপুর	৩১৭	১০	
	১০৪।	পূর্ণ সেনাপতি পাড়া	১২	২	
	১০৫।	কইয়া ডেপা	১৪০	৩	
	১১৬।	পাথারিয়াদার	১১৬	২	
	১১৭।	দক্ষিণ কেনানিয়া	১১৪	৪	
	১১৮।	কেনানিয়া	১৩৯	৪	
	১১৯।	পূর্ব কোনাবন	৬০	৩	
	১১০।	কোনাবন কলোনী	১৫১	৪	
	১১১।	উত্তর কইয়া ডেপা জেঃ বিঃ	১৭৫	২	
	১১২।	নেহাল চন্দ্রনগর	১০৭	৪	
	১১৩।	পুকুরিয়া মুড়া	১০২	১	১
	১১৪।	গকুল নগর কলোনী	১২৭	১	১
	১১৫।	পাণ্ডবপুর	২৫৯	৬	
	১২৬।	মতিনগর	১৮৩	৪	
	১২৭।	রাজারমুড়া	১০৮	৩	
	১২৮।	গবতলী	১৪০	৩	
	১২৯।	সেকেরকোট দাঃ শ্রেঃ (প্রাথমিক বিভাগ)	৪৪৫	১৪	
	১২০।	আডালিয়া হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৮৬৬	১৬	
	১২১।	মধুবন কাঃ হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৪৫৪	৫	
	১২২।	বিশালগড দ্বাদশমান (প্রাথমিক বিভাগ)	৭১০	১৭	
	১২[illegible]।	করুইমুড়া দ্বাদশমান (প্রাথমিক বিভাগ)			
	১২৪।	বিদ্যাপীঠ সত্যনিকেতন (প্রা'থমিক বিভাগ)	১২৫	৪	
	১২৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা (প্রাথমিক বিভাগ)	৩০৫	৬	

২	২	৪	৫	৬
জিরানীয়া ব্লক	১। জিরানীয়া উচ্চ বুনিয়াদী	৬৩৪	১৯	
	২। রাণীরগঞ্জ	৪৫৭	১২	
	৩। দুর্গা চৌধুরী পাড়া ,,	৩৪৩	১[illegible]	
	৪। নোয়া গাও ,,	৫৭৭	২৯	
	৫। ভুলা কোনা ,,	২৯২	১৮	
	৬। মরিয়াম নগর ,,	৫০৭	১২	
	৭। যতীন্দ্র কুমার ,,	৪০৭	১০	
	৮। বলদাখাল জেঃ বিঃ ,,	১৮৩	১০	
	৯। দুখিয়া কবরা পাড়া জে, বি,	১৩০	১	১
	১০। পূর্ব চাম্পাসুড়া ,,	১৭৫	১	
	১১। লেম্বুছড়া ,,	১০৭	৬	
	১২। মেকলী পাড়া দীনদয়াল ,,	১৪৪	৭	
	১৩। রাজার বাধ	২৭৭	৬	
	১৪। স্বামীজি বিদ্যামন্দির	১২০	৬	
	১৫। ভুলা কোনা পঞ্চায়েত টিলা	১৮০	৪	
	১৬। পশ্চিম নোয়াবাদী	১৫৪	৫	
	১৭। বিশ্রামবাড়ী	৩৪৬	২	
	১৮। কৃষ্ণনগর তরুন জেঃ বিঃ	২০৪	৮	
	১৯। নজলিশ পুব	১৭০	৮	
	২০। শিবদুর্গা	১৮৭	১০	
	২১। মান্দাই টিলা	১৬৯	৬	
	২২। নরেন্দ্র সরদার পাড়া	২৫৬	৩	
	২৩। নাগরাইবাড়ী জেঃ বিঃ	৩২১	৯	
	২৪। জয়নগর ,,	৮১	৩	
	২৫। পুরাতন আগরতলা	৪৩৩	১২	
	২৬। রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির	১০৪০	২৪	
	২৭। রেশম বাগান হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৩৬০	১৭	
	২৮। পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৭৮৯	২০	
	২৯। বীরেন্দ্র নগর দ্বাদশ শ্রেণী (প্রাথমিক বিভাগ)	৭২২	২১	
	৩০। রানীগাও হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৫৪৩	১৩	
	৩১। রানী বাজার বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক বিভাগ)	১০৪০	২৪	
	৩২। মরিয়ম নগর প্রাইমারী	৩৮২	৬	
	৩৩। যতীন্দ্র কুমার ,,	৩২৫	৭	
	৩৪। মরিয়ম নগর উঃ বুঃ	১০৩	৬	
	৩৫। যতীন্দ্রকুমার জুনিয়ার হাই	৪০	২	

১	২	৩	৪	৫	৬
মোহনপুর ব্লক	১।	মনতলা উচ্চ বুনিয়াদী	২১৮	১৩	
	২।	বামুটিয়া ,,	৩১৭	১৭	
	৩।	বাজাল ঘাট ,,	১৩৬	৬	
	৪।	চন্দ্রপুর	৩০৯	১৬	
	৫।	পূর্ব দুর্জয় নগর	৩০৫	১৭	
	৬।	গান্ধীগ্রাম	২৫৫	১৩	
	৭।	গোপাল নগর	৩৭৯	১২	
	৮।	হরিনাখলা	১৮৯	১২	
	৯।	লঙ্গামুড়া	৩৩৯	১৬	
	১০।	নোয়াগ্রাম (কঃ)	৫৮২	১৮	
	১১।	নূতন নগর	৪৭৮	১৪	
	১২।	নরসিংগড়	৭৩৭	১৭	
	১৩।	রাজ নগর (জি)	৩১৯	১২	
	১৪।	তারাপুর	৪৬২	১৩	
	১৫।	তারানগর	২১৭	১১	
	১৬।	আগালিয়া ছড়া	২১২	৩	
	১৭।	'তবারিয়া	৩২১	১৮	
	১৮।	শঙ্কর সেনাপতি	২৭৪	১২	
	১৯।	কলকলিয়া	২৪০	৫	
	২০।	বিজয় নগর জেঃ বিঃ	২২৬	৫	
	২১।	ব্রাহ্মন পুষ্করণী	৭১	৪	
	২২।	সেচুরা	১৪২	৫	
	২৩।	ফটিক ছড়া	১৯৫	৫	
	২৪।	ফটিক ছড়া টি ই	৭০	৭	
	২৫।	গোপাল নগর	২৫১	৫	
	২৬।	জগতপুর	২২৪	৬	
	২৭।	কালীকামুড়	৯৯	৩	
	২৮।	কামাল ঘাট	৬৬২	১০	
	২৯।	মুক্তদার	১৪৩	৩	
	৩০।	নোয়াগাও	৭৬	৩	
	৩১।	নোয়াগাও ভাইরাজ বাড়ী	৮২	৩	
	৩২।	রাঙ্গাছড়া	১০৭	২	
	৩৩।	উত্তর তারানগর	৮৬	২	

১	২	৩	৪	৫	৬
	মোহনপুর ব্লক	৩৪। ঊষাবাড়ী ক্যাম্প	৮২	২	
		৩৫। দূর্গাবাড়ী	১০৫	৬	
		৩৬। হরেন্দ্র নগর টি.ই	৭১	১	
		৩৭। লেবার কলোনী	১৮৯	২	
		৩৮। দক্ষিন নারায়ন পুর	১০৯	২	
		৩৯। ভাগলপুর	৯০৭	৪	
		৪০। ব্রজেশ জেঃ বিঃ	৩২	২	
		৪১। বেরীমুড়া	২৫০	৮	
		৪২। বাজাল ঘাট (এইচ)	৯০৩	৫	
		৪৩। ভাটি অভয়নগর (পি. পি.)	২৪২	১৩	
		৪৪। চাঁদ মারী	৯৪৭	৩	
		৪৫। দুগাংজী	৭৫	৩	
		৪৬। চন্দ্রপুর	৯৭	৯১	
		৪৭। দমদমিয়া জেঃ বিঃ	১৪৪	৫	
		৪৮। দুর্জয় নগর	৯৭৬	৯	
		৪৯। মালাবতী পাড়া নেপালী বস্তি	৭৩	৪	
		৫০। পটু নগর	৩৬৪	৯	
		৫১। পশ্চিম ভূবন বন	১১৯	৬	
		৫২। রাঙ্গাটিয়া রঞ্জিৎ পাঠশালা	১৮৭	৫	
		৫৩। পশ্চিম নোয়াবাদি	১৯০	৩	
		৫৪। শানমোড়িয়া	১৬৩	৩	
		৫৫। সিপাই পাড়া	৯০	৩	
		৫৬। শম্ভু চন্দ্র পাড়া	৪০	২	
		৫৭। দক্ষিন বড়ভল্লা	৬৫	৩	
		৫৮। দক্ষিণ লংকামুড়া	১৯	২	
		৫৯। তালতলা	২২৬	৪	
		৬০। কালাপানিয়া	৭৮	৩	
		৬১। নন্দন নগর হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৬৯০	১৩	
		৬২। মোহনপুর দ্বাদশমান (প্রাথমিক বিভাগ)	৭২৩	২০	
		৬৩। ইশানপুর হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৪৪৬	৬	

১	২	৩	৪	৫	৬
সোনামুড়া ব্লক	৬৪।	নবগ্রাম হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৪৩৪	৮	—
	৬৫।	ভোলানন্দ বিদ্যাভবন প্রাইমারি	২৫৯	৬	—
	৬৬।	বি, এস, এফ ,,	২৫০	৫	—
	১।	আদমপুর জেঃ বিঃ	১০৯	৩	—
	২।	আশাবাড়ী	৯৭	২	—
	৩।	আভাঙ্গিয়া	১৮৮	৫	—
	৪।	বড়খলা	১৩৭	৪	—
	৫।	বড়মুড়া	১৫৬	২	—
	৬।	বড় পাথর	১৩৪	২	—
	৭।	বেজিমারা	২৭৩	২	—
	৮।	ভবানীপুর	৮৬	৩	—
	৯।	বাঘবের	১৪১	২	—
	১০।	বটতলি	১২১	৩	—
	১১।	বামনীমুড়া	১১৩	২	—
	১২।	ভৃগুরাম চৌঃ পাড়া	১৫০	২	—
	১৩।	বক্সনগর	৫৪৭	৫	—
	১৪।	বাঘমাড়া	১৫৪	২	—
	১৫।	ভাটি নলছড	১৮২	২	—
	১৬।	বানিয়াছড়া	৮০	৩	—
	১৭।	বাইস্থার মুড়া	৯৩	২	—
	১৮।	বড়মুড়া উত্তর	১৭৬	২	—
	১৯।	বাঁশ পুকুর	১৭৬	২	—
	২০।	বাগীরছড়া	৭৪	২	—
	২১।	চকবস্তি জগতরাম পাড়া	৫৩	১	১
	২২।	চৈতন টিলা	১৪৪	৩	—
	২৩।	চণ্ডিগড় জেঃ বিঃ	১১২	২	—
	২৪।	চৈহমনী ,,	১০৫	২	—
	২৫।	গৌরাঙ্গ বাড়ী	৫৩	২	—
	২৬।	গুরুবক্ষ	২৪১	৪	—
	২৭।	গিলামুড়া	১৫৩	৩	—
	২৮।	হিমৎপুর	১২৪	২	—
	২৯।	ইশান চন্দ্র চৌঃ পাড়া	৬৮	১	১

১	২	৩		৪	৫	৬
		৩০।	যাত্রাপুর	১০২	২	—
		৩১।	জলধর চৌঃ পাড়া	৫২	২	—
		৩২।	জমের ডেপা	৭৭	৪	—
		৩৩।	জুলাই বাড়ী	৮২	৩	—
		৩৪।	জলজলা	১৭৫	২	—
		৩৫।	জরজনীয়া	৭৪	১	১
		৩৬।	জগবন্দাস বৈরাগী পাড়া	৬৫	১	১
		৩৭।	কানিখালা	৮০	১	১
		৩৮।	কমল নগর	২৫৫	৪	—
		৩৯।	কালিরাম	১৩৪	২	—
		৪০	কাঠালিয়ামুড়া	১৩১	৩	—
		৪১।	কেমতলী	১২২	২	—
		৪২।	কলমছড়া (দক্ষিণ)	১৪৯	৩	—
		৪৩।	কুকিরাইয়া	১৩৭	৪	—
		৪৪।	কাঠালিয়ামুড়া	৬৯	২	—
	সোনামুড়া ব্লক	৪৫।	লক্ষণ ডেপা নর্থ	১৮০	৩	—
		৪৬	লক্ষন ডেপা সাউথ	৯৩	২	—
		৪৭।	মনেরটিলা	১০২	২	—
		৪৮।	মতিনগর	১৫১	২	—
		৪৯।	মানিক্য নগর	২৩২	৩	—
		৫০।	ময়নামা	১৪০	২	—
		৫১।	মনিরাম চৌঃ পাড়া	১০৬	২	—
		৫২।	মেলাঘর ঠাকুর পাড়া	২৮১	৯	—
		৫৩।	মোহন ভোগ প্রাঃ	৮৮	২	—
		৫৪।	ময়নামুড়া জেঃ বিঃ	৪৭	১	১
		৫৫।	নিদয়া ,, ,,	২৯৯	৫	—
		৫৬।	নির্ভয়পুর ,,	১৪৬	৩	—
		৫৭।	নগর জেঃ বিঃ	১৪৯	৩	—
		৫৮।	নাথ্‌রাম চৌঃ পাড়া	১১৯	২	—
		৫৯।	এন, সি, নগর	১২২	৩	—
		৬০।	নলগলা	৮৯	১	১
		৬১।	পাঁচ নলিয়া	৫৩	১	১
		৬২।	পদ্ম লোচন	৫৩	৩	—

১	২	৩	৪	৫	৬
সোমামুড়া ব্লক	৬৩।	পদ্মের ডেপা	১১০	৩	—
	৬৪।	পুয়াং বাড়ী ইষ্ট	১০৮	২	—
	৬৫।	পাচনালিয়া ট্রাইবেল	১১৮	১	১
	৬৬।	রাঙ্গামুড়া ট্রাইবেল	৮৩	১	১
	৬৭।	রাঙ্গামাটিয়া (উত্তর)	১৮৪	৫	—
	৬৮।	রাঙ্গা মাটিয়া (দঃ)	২৬৭	৪	—
	৬৯।	রাধামাধবপুর	১১৩	৩	—
	৭০।	রবি গোপাল পাড়া	১৫০	৩	—
	৭১।	রাধা নাথ চৌঃ	১৮০	৩	—
	৭২।	রাজেন্দ্র নগর প্রাঃ	২৯	২	—
	৭৩।	রাঙ্গামুড়া আপার	১৭৩	৪	—
	৭৪।	রহিম পুর জেঃ বিঃ	১৬২	৩	—
	৭৫।	এস, এ রহমানপুর	১২৩	২	—
	৭৬।	শ্রীমন্ত পুর	১১১	৪	—
	৭৭।	সোনামুড়া ভিলেজ	২৭৭	৬	—
	৭৮।	সোনাপুর	১৬৬	২	—
	৭৯।	তরনী সুন্দরী	১৫৯	৪	—
	৮০।	টেলকাজলা জেঃ বিঃ	১৭৫	২	—
	৮১।	উমাই জেঃ বিঃ	১৬৭	৩	—
	৮২।	উত্তর মহেশপুর	১৫০	৩	—
	৮৩।	উত্তর মনারচক	১০২	২	—
	৮৪।	উত্তর নলছড়	২২১	৫	—
	৮৫।	ইউ, এস, সি, নগর	১১১	১	১
	৮৬।	ভেলুয়ারচর জেঃ বিঃ	১৬৬	২	—
	৮৭।	পশ্চিম তকছা পাড়া	২০৫	৪	—
	৮৮।	নলছড় জে, বি,	৪৮৩	৮	—
	৮৯।	বড নারায়ন হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	১৩৮	৮	—
	৯০।	বাতাধলা উঃ বুঃ	১৫০	৫	—
	৯১।	বগাপাসা ,, ,,	৩৬৬	৮	—
	৯২।	চন্দনমুড়া	২৫৮	৮	—
	৯৩।	দুর্লভ নারায়ন	৪৪০	১৩	—
	৯৪।	দুর্গাপুর	১২৮	১০	—
	৯৫	কমের ডেপা	৩৫০	১১	—

১	২	৩	৪	৫	৬
সামুনাড়া ব্লক	৯৬।	কলম চেরা	২৭	৪	—
	৯৭।	কলম ক্ষেত	৪১০	১১	—
	৯৮।	কালি কৃষ্ণ নগর	২২৪	৫	—
	৯৯।	কুরমানিয়াথলা	৩২৭	৮	—
	১০০।	কুলুবাড়ী	৩১.	১০	—
	১০১।	মেলাঘর	৫০১	১৬	—
	১০২।	নর্থ কামরাঙ্গাতলী	২৬৬	৭	—
	১০৩।	পুয়াংবাড়ী পুরাতন	২২৩	৯	—
	১০৪।	রবীন্দ্র নগর	৪৩৯	১০	—
	১০৫।	সাউথ কামরাঙ্গাতলী	২৬৬	৭	—
	১০৬।	শান্তিনগর	২৭৪	৯	—
	১০৭।	সাউথ পাহার পুর	২২৭	৮	—
	১০৮।	শুকছা পাড়া	২১২	৮	—
	১০৯।	ভেলুয়ারচড়	১৯২	৬	—
	১১০।	কাঠালিয়া হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	২১৪	৪	—
	১১১।	খাস চৌমুহনী হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	৪৬০	৬	—
	১১২।	মেলাঘর দ্বাদশমান (প্রাথমিক বিভাগ)	৫৮৫	১২	—

১	২	৩	৪	৫	৬
পানিসাগর ব্লক	১।	লালছড়া কলোনী উঃ বুঃ	২৩৬	৭	৩৫
	২।	চুড়াইবাড়ী উঃ বুঃ	৫২১	১০	
	৩।	রাগনা উঃ বুঃ	২৮৪	১২	
	৪।	লক্ষীনগর উঃ বুঃ	২১১	৯	
	৫।	কুকিনালা উঃ বুঃ	১৪১	৬	
	৬।	বরুয়া কান্দি কলোনী উঃ বুঃ	২৬৩	১২	
	৭।	ব ... উঃ বুঃ	২৭৯	৯	
	৮।	তারকপুর উঃ বুঃ	২০৪	৭	
	৯।	ফুলবাড়ী উঃ বুঃ	২৯৩	৫	
	১০।	কুম্ভ কলোনী উঃ বুঃ	১৭৯	৬	
	১১।	হুড়ুয়া উঃ বুঃ	৩০৪	১২	
	১২।	জলেবাসা উঃ বুঃ	৯৮৩	৭	
	১৩।	দেউছড়া উঃ বুঃ	৫৯৮	১৩	

১	২	৩	৪	৫	৬
পানি সাগর ব্লক		১৪। লক্ষীপুর রাজনগর উঃ বুঃ	২৮৮	৫	
		১৫। হাফলং ভিলেজ উঃ বুঃ	১৮৪	১০	
		১৬। বকর্বাক উঃ বুঃ	২৪০	৮	
		১৭। প্রত্যেকরায় উঃ বুঃ	৪০৪	১৪	
		১৮। তিলথৈ আর. সি. উঃ বুঃ	৪২১	১০	
		১৯। যুবরাজনগর উঃ বুঃ	১৭৬	৩	
		২০। রোত্তয়া উঃ বুঃ	৩৩৫	৭	
		২১। উপ্তা লি উঃ বুঃ	২৩৪	৫	
		২২। গঙ্গানগর উঃ বুঃ	৪৬৩	১৪	
		২৩। শ্রী ভূমি বিদ্যাভবন	১৭১	৯	
		২৪। পশ্চিম পানিসাগর উঃ বুঃ	১৬৩	২	
		২৫। চন্দ্রপুর হাই (প্রাঃ বিভাগ)	৪৬৫	১২	
		২৬। পানিসাগর হাই (ঐ)	৪৪৪	৪	
		২৭। সাতসঙ্গম হাই (ঐ)	১৬০	৫	
		২৮। জয়নগর হাই (ঐ)	২৯৫	৫	
		২৯ বাগন হাই (ঐ)	২৪০	৩	
		৩০। পদ্মবিল হাই ঐ)	২৫০	২	
		৩১। ব্রজেন্দ্র নগর হাই (ঐ)	১৮০	৩	
		৩২। কৃষ্ণপুর হাই (ঐ)	২০৩	৫	
		৩৩। বুঞ্জনগর নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১২৩	২	
		৩৪। ধমটিলা নিঃ বুঃ	৮১	২	
		৩৫। নয়াগ্রোন নিঃ বুঃ (কলোনী)	১৫৩	২	
		৩৬। বত্রিশ দ্রোন নিঃ বুঃ	৯০	১	
		৩৭। বিলথৈই নিঃ বুঃ	৩৬৩	৬	
		৩৮। ঝারুল মুড়া নিঃ বুঃ	৪৭	১	
		৩৯। থারেং ঝুড়ি নিঃ বুঃ	১৩৩	২	
		৪০। দক্ষিণ-পূর্ব চুরুয়া নিঃ বুঃ	২৬৮	৪	
		৪১। রাজনগর নিঃ বুঃ	২৩৬	২	
		৪২। কালিকাপুর নিঃ বুঃ	১৩৩	২	
		৪৩। বনবিমা নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১৪৮	৩	
		৪৪। দীঘলবাক ,, ,, ,,	১৬৫	৭	
		৪৫। নয়াপাশা ,, ,, ,,	৯৪	২	
		৪৬। কৃষ্ণপুর ,, ,, ,,	২০৪	৩	

১	২	৩	৪	৫	৬
		৪৭। কামেশ্বরগাঁও , , , ভূমিহীন কলোনী	৩৯	১	
		৪৮। বালিছড়া , , ,	৩৮	২	
		৪৯ লালছড়া , , ,	১৮৯	২	
		৫০। মধ্য থাংনাং , , ,	৪০	২	
		৫১। সোমাপুর , , ,	১৫৫	২	
		৫২। আমটিলা ভি, এম, , , ,	৩৬৬	৬	
		৫৩। বাঘনা বালিকা , , ,	১১২	৪	
		৫৪। পালগাঁও , , ,	১২৮	২	
		৫৫। পদ্মবিল , , ,	৭৮	১	
		৫৬ রামবাড়ী , , ,	১৩২	১	
		৫৭। লাটুগাঁও , , ,	১১৫	৩	
পানি সাগর ব্লক		৫৮। বাধাপুর নিঃ বুঃ	১৫৩	৪	
		৫৯। শাকাই বাড়ী নিঃ বুঃ	২৫২	৭	
		৬০ কালা গাঙ্গের পাড় নিঃ বুঃ	১৭৫	৩	
		৬১। ইছাই জয় পুড় নিঃ বুঃ	১৩৭	৩	
		২ ধর্মনগর টি ই. নিঃ বুঃ	৬৯	২	
		৬৩। দঃ রামনগর ভূমিহীন নিঃ বুঃ	১০৮	২	
		৬৪ তিলথৈ দা গঙ্গা নিঃ বুঃ	১৯৭	২	
		৬৫। পঃ রাধাপুর নিঃ বুঃ	১৯১	৩	
		৬৬। ক্ষুদ্র কান্দি নিঃ বুঃ	৩১১	৪	
		৬৭। বালিধুম নিঃ বুঃ	৬০	২	
		৬৮। পঃ চন্দ্রপুর নিঃ বুঃ	৬৭	২	
		৬৯ নওয়া গাঁও নিঃ বুঃ	৭০	১	
		৭০। টেকনি নিঃ বুঃ	৯০	১	
		৭১। উপ্তা খালি কলোনী নিঃ বুঃ	১৭০	৩	
		৭২। দঃ ফুলবাড়ি নিঃ বুঃ	১১৩	২	
		৭৩। সোনাকুর বাসা নিঃ বুঃ	৯৫	৩০	
		৭৪। কানী ছড়া নিঃ বুঃ	১৫২	১	
		৭৫। ইছাইতুল গাঁও নিঃ বুঃ	১৫৬	৩	
		৭৬। নওয়া গাঁও ইছাছড়া নিঃ বুঃ	৪৯	১	

২	৩		৪	৫	৬
পানিসাগর ব্লক	৭৭।	পুঃ হুরুয়া নিঃ বুঃ	৩৬	১	
	৭৮।	তিল থৈই হালাম বস্তি নিঃ বুঃ	৪৬	১	
	৭৯।	পেকুছড়া নিঃ বুঃ	৫২	১	
	৮০।	দঃ পানি সাগর নিঃ বুঃ	১১১	৩	
	৮১।	বালক মুনি নিঃ বুঃ	১২৮	২	
	৮২।	পঃ পদ্ম বিল নিঃ বুঃ	৩৩৭	৪	
	৮৩।	কুকি নালা আর পিঃ "	১১	১	
	৮৪।	মধ্য দেওছড়া নিঃ বুঃ	৭৮	২	
	৮৫।	রাজনগর কলোনী নিঃ বুঃ	৩১	১	
	৮৬।	বাগবাসা সুবল কান্দি নিঃ বুঃ	৭৯	৩	
	৮৭।	দেও ছড়া ভিতর গোল " "	৫৮	১	
পানি সাগর ব্লক	৮৮।	মঙ্গল খালি নিঃ বুঃ	২৬৫	৪	
	৮৯।	ধুপির বাঁধ নিঃ বুঃ	১৪৪	৩	
	৯০।	উঃ রাজনগর বিনাপানী নিঃ বুঃ	১৫৮	৩	
	৯১।	ভিতর গোল নিঃ বুঃ	৪৫	১	
	৯২।	সরস পুর নিঃ বুঃ	১৪৯	৩	
	৯৩।	উঃ কালাগাঙ্গের পাড় নিঃ বুঃ	৭৫	১	
	৯৪।	ডুলাই বাসা নিঃ বুঃ	৯৮	১	
	৯৫।	উঃ ফুলবাড়ী নিঃ বুঃ	১১০	১	
	৯৬।	দঃ পঃ সরসপুর নিঃ বুঃ	৪৬	১	
	৯৭।	পঃ কালা গাঙ্গের পার নিঃ বুঃ	১২৯	১	
	৯৮।	উঃ পদ্মবিল ভূমিহীন নিঃ বুঃ	১১২	১	
	৯৯।	দঃ পুঃ নদীয়াপুর নিঃ বুঃ	১০৭	১	
	১০০।	বরুয়া কান্দি নিঃ বুঃ	৮৮	১	
	১০১।	কামেশ্বর গাঁও নিঃ বুঃ	১৮১	৫	
	১০২।	গবিন্দ পুর নিঃ বুঃ	১০৪	২	
	১০৩।	পঃ বিল থৈই নিঃ বুঃ	১০৩	২	
	১০৪।	কলুয়াছড়া নিঃ "	৫০	১	
	১০৫	কদমতলা নিঃ "	৪১৫	৬	
	১০৬	ডুলাই বাড়ী নিঃ "	৭১	১	
	১০৭	বটরশি নিঃ "	৩৮২	১০	
	১০৮	দঃ পুঃ চুড়াই বাড়ী নিঃ বুঃ	৭০	১	
	১০৯	দঃ গঙ্গানগর নিঃ বুঃ	৯৬	২	

১	২	৩	৪	৫	৬
		১১০। ভাগ্যপুর ইন্দ্রমনি নিঃ বুঃ	৩৪২	৬	
		১১১। আলগা পুর নিঃ বুঃ	১৬৭	৩	
		১১২। শনিছড়া নিঃ বুঃ	১১৩	২	
		১১৩। টংছড়া নিঃ বুঃ	৩৪	২	
		১১৪। বরঝড়ি নিঃ বুঃ	৯৬	১	
		১১৫। দঃ বরুয়া কান্দি নিঃ বুঃ	১৩৯	৫	
		১১৬। চন্দ্রপুর মুজিবাম হালাম পাড়া নিঃ বুঃ	৩২	১	
		১১৭। সোনাই ছড়া নিঃ বুঃ	৭২	১	
		১১৮। কালিদহর নিঃ বুঃ	১১৬	১	
	পানিসাগর ব্লক	১১৭। জয়থাং নিঃ বুঃ	৮৫	৩	
		১১৮। পুরান গারদ নিঃ বুঃ	৯৫	১	
		১১৯। চাঁদপুর নিঃ বুঃ	১৫৫	২	
		১২০। গোরীপুর নিঃ বুঃ	৬৮	২	
		১২১। বাগবাসা নিঃ বুঃ	১১১	৩	
		১২২। সোনলাল পাড়া নিঃ বুঃ	৮৫	২	
		১২৩। পিয়ারা ছড়া টি. ই. নিঃ বুঃ	১১৯	২	
		১২৪। দঃ বাগন হরীণ ছড়া ,, ,,	৫০	১	
		১২৫। বাংথং বাড়ী নিঃ বুঃ	৩৩	২	
		১২৬। ভাগ্য পাড়া নিঃ বুঃ	৮৫	২	
		১২৭। ট পি বাড়ী নিঃ বুঃ	১৪০	৫	
		১২৮। মুজাফরদল নিঃ বুঃ	১০১	২	
		১২৯। নদীয়া পুর নিঃ বুঃ	১২২	৩	
		১৩০। দঃ পঃ হুরুয়া নিঃ বুঃ	১৫৭	২	
		১৩১। থাংনাং বাড়ী নিঃ বুঃ	৭১	২	
		১৩২। দেওয়ান পাশা কলোনী নিঃ বুঃ	১০১	৩	
		১৩৩। বিরাজ নগর নিঃ বুঃ	৭২	১	
		১৩৪। দেওয়ান পাশা নিঃ বুঃ	২৬২	৬	
		১৩৫। হাফলং ছড়া নিঃ বুঃ	১৮১	৫	
		১৩৬। পদ্মবিল দো-গঙ্গা নিঃ বুঃ	৬১	২	
		১৩৭। পেচার থল দ্বাদশ বিদ্যালয় (প্রাঃ বিভাগ)	৪৭৮	৮	

১	২	৩	৪	৫	৬
কাঞ্চনপুর ব্লক					
সালেমা ব্লক	১।	শ্রীদামপুর উঃ বুঃ	২৫৭	৯	১৪
	২।	লাম্বছড়া উঃ বুঃ	৪২৫	১১	
	৩।	ফুলছড়ি উঃ বুঃ	৩৬৬	১৩	
	৪।	বালিগাঁও উঃ বুঃ	২৮০	১০	
	৫।	হালছলি উঃ বুঃ	১৩৯	৯	
	৬।	ছোট সুরমা উঃ বুঃ	২৫০	৯	
	৭।	বামনছড়া উঃ বুঃ	১৬৪	৭	
	৮।	পূঃ দলুছড়া উঃ বুঃ	২৭৭	৫	
	৯।	দেবীছড়া উঃ বুঃ	২০৭	৮	
	১০।	উজান ছনকাপ উঃ বুঃ	৩০৪	৪	
	১১।	মেচুরিয়া উঃ বুঃ	২০৬	২	
	১২।	ডুরাইছড়া শ্যামবাই পাড়া উঃ বুঃ	১৯৭	৩	
	১৩।	হারেরথলা উঃ বুঃ	৩৪৭	১১	
	১৪।	ডুরাইছড়া শিব বাড়ী উঃ বুঃ	৫১২	১৪	
	১৫।	পানচাশি উঃ বুঃ	২৪৭	১১	
	১৬।	উঃ নালীছড়া উঃ বুঃ	২৬৩	৯	
	১৭।	সালেমা দ্বাদশ বিদ্যালয় (প্রাঃ বিভাগ)	৪৭৮	৮	
	১৮।	চন্দ্রাই পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (প্রাঃ বিভাগ)	৬৪৫	১৩	
	১৯।	বড়লোৎমা উচ্চ বিদ্যালয় (প্রাঃ বিভাগ)	৪৭৫	৪	
	২০।	মহারানী উচ্চ বিদ্যায় (প্রাঃ বিভাগ)	১৮৯	৪	
	২১।	কাগাইছড়ি নিঃ বুঃ	৪৫	২	
	২২।	ভুবনছড়া নিঃ বুঃ	১৪২	৩	
	২৩।	কান্দি গ্রাম নিঃ বুঃ	৮৩	৩	
	২৪।	বিলাশছড়া নিঃ বুঃ	১৩৭	৩	
	২৫।	কুচাই নালা নিঃ বুঃ	১৮০	৪	
	২৬	বড় সুরমা নিঃ বুঃ	১২৮	৩	
	২৭।	সোনারাই নিঃ বুঃ	১৩০	৪	
	২৮।	নারায়ন চৌঃ পাড়া নিঃ বুঃ	১৮৯	৩	
	২৯।	মরাছড়া নিঃ বুঃ	৩৯১	৮	

১	২	৩	৪	৫	৬
		৩০। মলয়া প্রাঃ বিদ্যালয়	৮১	২	
		৩১। মেথির মিঞা নিঃ বুঃ	১২৫	৩	
		৩২। নবকৃষ্ণ চৌঃ পাড়া নিঃ বুঃ	৯৬	২	
সালেমা		৩৩। কার্ত্তিক গ্রাম নিঃ বুঃ	৬১	১	
ব্লক		৩৪। মানিক ভাণ্ডার ভিলেজ নিঃ বুঃ	১১৯	২	
		৩৫। মোহনপুর নিঃ বুঃ	২১৮	৫	
		৩৬। পুরাতন বিলাশছড়া নিঃ বুঃ	৫৭	২	
		৩৭। ছোট সুরমা ৩নং নিঃ বুঃ	১০৪	২	
		৩৮। পূঃ চুলুবাড়ী নিঃ বুঃ	১৬০	৩	
		৩৯। পূঃ শ্রীদামপুর (উঃ কলোনী) নিঃ বুঃ	৭৩	২	
		৪০। উঃ লালছড়ি নিঃ বুঃ	১২২	৩	
		৪১। রামদুর্লভপুর টি.ই. নিঃ বুঃ	১৫০	৪	
		৪২। নওয়া গাঁও নিঃ বুঃ	২১২	৭	
		৪৩। দঃ সোনারাং নিঃ বুঃ	৩৫	২	
		৪৪। কলাছড়ি ২নং নিঃ বুঃ	২০১	৩	
		৪৫। মায়াছড়ি নিঃ বুঃ	৪৯	৩	
		৪৬। গঙ্গানগর নিঃ বুঃ	১৪৬	৩	
		৪৭। বিদ্যামোহন চৌঃ পাড়া নিঃ বুঃ	৫৪	১	
		৪৮। সনয়া রিয়াং পাড়া নিঃ বুঃ	৩৮	১	
		৪৯। কলাছড়ি ৩নং নিঃ বুঃ	১২৬	২	
		৫০। শিব বাড়ী নিঃ বুঃ	৩৫	১	
		৫১। চুলুবাড়ী নিঃ বুঃ		৫	
		৫২। বামনছড়া নিঃ বুঃ	১৩৭	৩	
		৫৩। আগাঙ্গা নিঃ বুঃ	১৭৪	৪	
		৫৪। চুলুবাড়ী কলোনী নিঃ বুঃ	১২০	১	
		৫৫। পদ্মকুমার পাড়া নিঃ বুঃ	৫২	১	
		৫৬। ধনচন্দ্র চৌঃ পাড়া নিঃ বুঃ	৮৬	২	
		৫৭। সিংহগড় কলোনী নিঃ বুঃ	১৪৩	৩	
		৫৮। রামকেশব চৌঃ পাড়া ,,	২০৭	২	
		৫৯। জনকরাম চৌঃ পাড়া ,,	৯৪	৩	
		৬০। লুৎমা কলোনী ,,	৮০	৩	
		৬১। উঃ দেবীছড়া ,,	৯৭	১	

১	২	৩		৪	৫	৬
সালেমা ব্লক	৬২।	কুছিয়াছড়া	নিঃ বুঃ	১১৫	২	
	৬৩।	কাইমেই ছড়া	,,	৯৮	২	
	৬৪।	নাকাশি চৌঃ পাড়া	,,	৬৯	২	
	৬৫।	মহাবীর টি. ই.	,,	৬৭	২	
	৬৬।	পঃ হালাহালি	,,	১০৮	২	
	৬৭।	বামনছড়া বস্তি	,,	৯৭	২	
	৬৮।	পঃ আভাঙ্গা	,,	২৪১	৪	
	৬৯।	নাকফুল কলোনী	,,	২৫৩	৫	
	৭০।	হালাহালি	,,	৩৬১	৭	
	৭১।	আভাঙ্গা ভূমিহীন কলোনী নিঃ বুঃ		৭৪	২	
	৭২।	কানাইলাল হালাম পাড়া নিঃ বুঃ		৫২	১	
	৭৩।	ছনখাপ	,,	৮৫	২	
	৭৪।	উঃ মেচুরিয়া	,,	২৫৭	২	
	৭৫।	পঃ দলুছড়া	,,	২১৩	৩	
	৭৬।	নালীছড়া ভূমিহীন কলোনী নিঃ বুঃ		৫২	১	
	৭৭।	নালীছড়া	,,	৫৯	২	
	৭৮।	দঃ নালীছড়া	,,	১২০	১	
	৭৯।	কুলাই নিঃ বুঃ		৫৪০	৮	
	৮০।	কেকামাছড়া নিঃ বুঃ		৫৫	১	
	৮১।	সাধুরাম পাড়া নিঃ বুঃ		৪১	২	
	৮২।	ঘণ্টাছড়া নিঃ বুঃ		১০২	২	
	৮৩।	শুকনাছড়া নিঃ বুঃ		৪৫	২	
	৮৪।	নালীছড়া ভূমিহীন কলোনী নিঃ বুঃ		৩০	১	
	৮৫।	মধুছড়া	,,	৭১	২	
	৮৬।	বিচিত্রা	,,	১০০	১	
	৮৭।	দলুছড়া	,,	১৮৩	৩	
	৮৮।	পরশুরাম পাড়া নিঃ বুঃ		৬৬	২	
	৮৯।	মেচুরিয়া ২নং কলোনী নিঃ বুঃ		১৬৯	৪	
	৯০।	গোপাল সদার পাড়া নিঃ বুঃ		২১০	৪	
	৯১।	ধুবিছড়া কলোনী নিঃ বুঃ		১০৮	২	
	৯২।	মেচুরিয়া ১নং কলোনী নিঃ বুঃ		৭০	১	
	৯৩।	আমবাসা বাড়ী নিঃ বুঃ		৯৯	২	
	৯৪।	ধনসাই রিয়াং পাড়া নিঃ বুঃ		৩০	১	
	৯৫।	কুহড় নগর কলোনী নিঃ বুঃ		৭৮	২	

১	২	৩		৪	৫	৬
	কুমারঘাট ব্লক	১। পেচারদহর	উ/বু	১৬২	৮	—
		২। রাম কমল	,,	২৫৫	১৪	—
		৩। বীরচন্দ্রনগর	,,	২৯০	৯	—
		৪। সাইদার পার	,,	৩০০	৬	—
		৫। জারইলতলী	,,	২০৯	৮	—
		৬। ভদ্রপল্লী	,,	২৮১	১০	—
		৭। ছনতইল	,,	২২০	১০	—
		৮। রাজনগর	,,	৩৫৭	১২	—
		৯। কাউলিকুডা	,,	৩৭০	১০	—
		১০। রাঙ্গাউটি	,,	১৯৯	১০	—
		১১। ইরাণী	,,	১৮৮	১০	—
		১২। গুনধরপুর বি এস,		১১৪	১৫	...
		১৩। দুধপুর	উ/বু	২৬৩	৫	...
		১৪। সোনাইমুড়ি	,,	৩৫৪	৭	
		১৫। এত্রাপাশা	,,	৩০৬	৮	...
		১৬। ফটিকরায় বালিকা	উ/বু	৩৮৮	১২	...
		১৭। কৃষ্ণনগর ভি, এম	উ/বু	০০৭	১০	...
		১৮। মশাউলি	,,	৩৯৩	৭	...
		১৯। গকুল নগর	,,	২১৯	৪	...
		২০। কুমারঘাট	,,	৩৭৮	৬	..
		২১। ধনবিলাশ	,,	২৫৭	৭	..
	কুমারঘাট ব্লক	২২। শিঙ্গিব বিল	নিম্ন/বু:	১০৫	১	১
		২৩। সমরুর পাড	,,	৮৭	২	—
		২৪। শ্রীনাথপুর	,,	২৫৮	৪	—
		২৫। দেবীপুর	,,	৬৪	১	১
		২৬। মুর্ত্তিছড়া	,,	৮০	২	—
		২৭। খাওরা বিল	,,	৭৫	২	—
		২৮। হালাই বস্তি	,,	৩১	১	১
		২৯। মাগুরউলি	,,	২১১	২	—
		৩০। সমকছড়া	,,	৫৬	১	১
		৩১। পূর্বকাউলিকুড়া	,,	৪৫	১	১
		৩২। ইয়াজা খাওরা	,,	২১৫	৩	—
		৩৩। জগন্নাথপুর	,,	১২৫	২	—

১	২	৩			৪	৫	৬
		৩৪। মোহনপুর	নিঃ বুঃ	১০৯	৩	—	
		৩৫। অরবিন্দনগর	,,	৬৩	১	১	
		৩৬। ফুলবাড়ী কান্দি	,,	২২৭	৩	—	
		৩৭। অনিলা	,,	৯৭	১	১	
		৩৮। বালেহার	,,	৪০	১	১	
		৩৯। গৌড়নগর	,,	১১৩	৩	—	
		৪০। ছাগল ডেমা	,,	৪৭	১	১	
		৪১। ধলিয়ার কান্দি	,,	১৩৫	২	—	
		৪২। মনুভেলি টি, ই,	,,	৫৬	১	১	
কুমারঘাট ব্লক		৪৩। হালাই ছড়া টি. ই.	নিম্ন বুঃ	৪১	৩	—	
		৪৪। চণ্ডিপুর	,,	১৬৩	৪	—	
		৪৫। পশ্চিম সিঙ্গিরবিল	,,	৪৮	১	১	
		৪৬। জালাই জে: বি:		১৯	৪	—	
		৪৭। পঞ্চমনগর	,,	৯৭	২	—	
		৪৮। ভাগ্যপুর	,,	১০৫	২	—	
		৪৯। ফুলতলি	,,	২০৫	২	—	
		৫০। পশ্চিম ধন বিলাস	,,	৪০	১	১	
		৫১। রাংরুং টি. ই.	,,	১২২	২	—	
		৫২। কাউ'লকুরা বালিকা	,,	৭২	.	১	
		৫৩। দেবী (উত্তর)	,,	১৩৭	২	—	
		৫৪। ভিতর পাখির বাদ	,,	১৯	১	১	
		৫৫। ইন্দ্রনগর	,,	১৯৩	৩	—	
		৫৬। পাখির বাদ	,,	১৩৫	৪	—	
		৫৭। তিলকপুর বালিকা	,,	৬৯	৪	—	
		৫৮। কিনাইর চড	,,	৫৪	১	১	
		৫৯। পশ্চিম পঞ্চমনগর	,,	৩০	১	১	
		৬০। মূর্ত্তির পাড	,,	৭২	১	১	
		৬১। কির্ত্তনতলি	,,	৭৯	৩	—	
		৬২। ভগবান নগর	,,	১৮৪	৫	—	
		৬৩। কুবজার	,,	২৯৪	৮	—	
		৬৪। প্রভাকর জে. বি.	,,	৬৭	৩	—	
		৬৫। ভোলগাং	,,	৫২২	৫	—	
		৬৬। বেতাছড়া ডি. পি.	,,	৯১	২	—	

১	২	৩	৪	৫	৬
		৬৭। তারাপুর জে. বি.	১৩২	২	—
		৬৮। লালদহর ,,	৬৬	১	১
		৬৯। জগন্নাথ লেগুলেস, জে. বি.	৪৩	১	১
		৭০। কাঞ্চন বাড়ী ,,	২৯৮	৬	—
		৭১। রাধা গবিন্দপুর ,,	৮৪	১	১
		৭২। কাঞ্চন বাড়ী আর. সি. ডাব্লিউ	২৭৪	৩	—
		৭৩। উত্তর রাতাছড়া জে. বি,	১৫৮	২	—
		৭৪। আসাম বস্তি ,,	৫৮	২	—
		৭৫। তেলিয়া ,,	১০৭	১	১
		৭৬। পাপিয়াছড়া কলোনী জেঃ বিং	১৩২	২	—
		৭৭। দারচই ,,	১৭১	৩	—
		৭৮। নয়ন্রোন ,,	১৪০	২	—
		৬৯। রাতা ছড়া টি, এস, পি,	৮৬	১	১
		৮০। কুমারঘাট এইচ. বি. জে বিঃ	১৩৮	২	—
		৮১। উজান সুনাইমুড়ি ,,	৫৭	১	১
		৮২। লক্ষীপুর ,,	৭৯	৪	—
		৮৩। এন. ই. কাঞ্চনবাড়ী ,,	১৩২	১	১
		৮৪। পূর্ব কাঞ্চন বাড়ী ,,	২১৩	২	—
		৮৫। উত্তর পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী	১০৩	১	১
		৮৬। ৮২মাইল ,,	১২৮	৩	—
কুমারঘাট ব্লক		৮৭। গঙ্গারাম সি, পি, জে, বি,	৮৯	৩	—
		৮৮। কাঞ্চন বাড়ী কলোনী ,,	৫৬	১	১
		৮৯। বালি ছড়া ,,	১০৭	১	১
		৯০। ছইদা বাড়ী ,,	১১৬	২	—
		৯১। নোয়া বুনিয়াদী ,,	১৫১	২	—
		৯২। কুলেশ নগর ,,	৫৫	১	১
		৯৩। ভাটি পুত্তুধপুর	২৭৮	২	—
		৯৪। বড়থলা ,,	১৪৫	১	—
		৯৫। সাধুচন্দ্র আর, পি, ,,	৫৯	১	১
		৯৬। মহিম চৌধুরী পাড়া ,,	৭০	২	—
		৯৭। পতিচন্দ্র আর, পি, ,,	৫৭	১	১
		৯৮। নোয়াগাঁও ,,	১০০	২	২
		৯৯। নোয়ারাজ নগর ,,	১৩৮	৩	—

১	২	৩		৪	৫	৬
	১০০।	রাধা নগর	,,	৭৯	২	—
	১০১।	রাইসিং চৌধুরী পাড়া	,,	৬৮	২	—
	১০২।	দশরথ পাড়া জে, বি,	,,	৪৯	২	—
কুমারঘাট: ব্লক	১০৩।	শ্রীরামপুর হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	১৩১	৪	—
	১০৪।	জয়নগর হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	২৫২	৫	—
	১০৫।	টিলাবাজার হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	২৩৫	৬	—
	১০৬।	রাভাছড়া হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	৩৯১	৪	—
	১০৭।	বেতছড়া হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	৩৮৭	৩	—
	১০৮।	পাবিয়া ছড়া হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)	,,	৬০০	১১	—

Admitted Starred Question No. 6 By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ইং সনের আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন কোন হাইস্কুল, দ্বাদশমান স্কুল ও ছাত্রাবাসের জন্য পাকা গৃহ নির্মান করা হবে ;

২। ১৯৭৮ইং সন থেকে ১৯৮২ইং সন পর্য্যন্ত কোন কোন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের জন্য পাকাগৃহ নির্মান করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। সংগীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল।

২। সংগীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া হইল।

তালিকা—ক:

১৯৮৩-৮৪ইং সনে নিম্নলিখিত উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও ছাত্রাবাসের পাকা অর্ধপাকা গৃহ নির্মানের কাজ হইবে/চলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

১। অমরপুর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রীবা স

২। বেহালাবাড়ী হাই স্কুল গৃহ।

৩। শালগড়া হাই স্কুল গৃহ।

৪। উমাকান্ত স্কুলের গৃহ সম্প্রসারন।

৫। শ্রীনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গৃহ।

৬। শীলাছড়ি হাইস্কুল।

৭। আগরতলা শিশুবিহারের স্কুল গৃহ সম্প্রসারন।

৮। পাবিয়াছড়া হাইস্কুল গৃহ।

৯। পাবিয়াছড়া হাইস্কুলের ছাত্রীবাস।

১০। ছামনু হাইস্কুল গৃহ।

১১। ধুমাছড়া হাইস্কুল গৃহ।

১২। জগবন্ধু পাড়া হাইস্কুলের ছাত্রাবাস।

১৩। দক্ষিণ বাগমা সমতলপাড়া হাইস্কুল গৃহ।

১৪। জম্পুইজলা হাইস্কুল গৃহ।

১৫। রামনগর হাইস্কুল গৃহ।

১৬। ময়নামা হাইস্কুল গৃহ।

১৭। আমপুরা হাইস্কুল গৃহ।

১৮। কাঞ্চনবাড়ী স্কুলের ছাত্রবাস।

১৯। কাঞ্চনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাস।

২০। অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাস।

২১। কবরুক হাইস্কুলের ছাত্রাবাস।

২২। ছৈলেংটা হাইস্কুল গৃহ।

২৩। ছৈলেংটা হাইস্কুলের ছাত্রীবাস।

২৪। গামছাকোবড়া স্কুল গৃহ।

২৫। বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রাবাস।

২৬। চাম্পাহাওয়র হাইস্কুল গৃহ।

২৭। বাইজলবাড়ী হাইস্কুল।

২৮। শ্রীনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রাবাস।

২৯। ত্রিপুরাসুন্দরী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রাবাস।

৩০। শালগড়া হাইস্কুলের ছাত্রাবাস।

৩১। সাব্রুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রাবাস।

৩২। মহারানী হাইস্কুল গৃহ, কমলপুর।

৩৩। রতনপুর হাইস্কুল গৃহ।

৩৪। কৈলাশহর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রীবাস।

৩৫। কদমতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বোর্ডিং হাউস।

৩৬। অম্পী হাইস্কুল গৃহ।

১। আগরতলা শিশুবিহার গৃহ সম্প্রসারণ।
২। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস সম্প্রসারণ।
৩। কুঞ্জবন জুনিয়র বেসিক স্কুলগৃহ (বর্তমানে হাইস্কুলে উন্নীত)।
৪। কামালঘাট হাই স্কুল গৃহ।
৫। কলাগাছিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
৬। মান্দাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
৭। পল্লীমংগল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
৮। রেশমবাগান উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
৯। নন্দননগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১০। অরুন্ধুতীনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস
১১। মোহনছড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১২। তুঁইচিন্দ্রাই বাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১৩। খোয়াই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ।
১৪। কল্যানপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ।
১৫। তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যকিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস
১৬। বিশ্রামগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১৭। ঈশানপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১৮। নিদয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
১৯। ত্রিপুরাসুন্দরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
২০। চন্দ্রপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
২১। অমরপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ
২২। চন্দ্রপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রাবাস।
২৩। অমরপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের রান্না ও খাবার গৃহ।
২৪। করবুক পাঞ্জিহাম উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগৃহ ও ছাত্রাবাস।
২৫। আনয়ছড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
২৬। পশ্চিম বগাফা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।
২৭। নীহার নগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।
২৮। বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস।
২৯। ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ।
৩০। ধর্মনগর ২নং সিনিয়র বেসিক স্কুল গৃহ।
৩১। আর. কে. ইনষ্টিটিউশন. কৈলাসহর বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ।
৩২। কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রীবাস।

৩৩। কেন্দ্রাই দেওয়ান উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।

৩৪। সালেমা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ।

৩৫। বেলাবাড়ী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস।

৩৬। মানিকভাণ্ডার সিনিয়র বেসিক স্কুল গৃহ।

৩৭। সোনাইছড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল গৃহ।

৩৮। খোয়াই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ।

৩৯। হালহালী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ।

৪০। কুলাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ।

· **Admitted Unstarred Question No. 7. By— Shri Subodh Chandra Das,**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সারা রাজ্যে কোন ব্লকে কতটি অঙ্গনাদী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক তালিকা);

২। উপরিউক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতটি কেন্দ্রে এখনও গৃহ নির্মাণ করা হয়নি,

৩। যেসব কেন্দ্রে গৃহ নির্মাণ করা হয়নি সেইসব কেন্দ্রে গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ব্লকে কতটি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল :—

(ক)	ছামনু ব্লক—	১০৪টি
(খ)	ডম্বুর নগর ব্লক—	৫০ ,,
(গ)	তেলিয়ামুড়া ব্লক—	১২০ ,,
(ঘ)	পানিসাগর ব্লক—	৯৯ ,,
(ঙ)	কাঞ্চনপুর ব্লক—	৪৪ ,,
(চ)	সাতচাঁদ ব্লক—	১০৮ ,,
(ছ)	রাজনগর ব্লক—	৬৫ ,,
	মোট :-	৫৯০ টি

ব্লক ভিত্তিক তালিকা এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

২। ৫৯০টি অঙ্গনওয়াবী কেন্দ্রের মধ্যে এখনও ৩২৯টি কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ করা হয়নি।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রপিছু ১৫০০ টাকা হিসাবে মোট ১৫৮টি কেন্দ্রের জন্য অর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়না। তাই সরকার NREP এর মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এতৎ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট ডি, এম, এবং বি, ডি, ও দের নিকট প্রেরিত হয়েছে।

NAME OF BLOCK :- DUMBURNAGAR.

Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre.	Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre.
1.	Gandacharra.	26.	Chulaiha Chow. Para.
2.	Durgapur.	27.	Sambajoy Para.
3.	East Haripur.	28.	Padma Ranjan Para.
4.	West Haripur.	29.	Chitrajhari Chakma Colony.
5.	Gandacharra 60 Cards.	30.	Krishnapur.
6.	Nabadapara.	31.	Laxmipur 30 Cards.
7.	North Sharma.	32.	Maskumbir Para.
8.	South Sharma.	33.	Biswaram Para.
9.	Bulongbasha.	34.	Dharmadhan Para.
10.	Pancharatan.	35.	Dhanbabu Para.
11.	Gadarrampara.	36.	Atharabahadur Para.
12.	Uttaraipara.	37.	Tribhagya Para.
13.	Kamala Ashram.	38.	Thanarai Para.
14.	Daishyarampara.	39.	Manyakumar Para.
15.	Nutan Dalapati.	40.	Joykumar Para.
16.	Puran Dalapati.	41.	Chandra Kumar Para.
17.	Wanasapara.	42.	Dinaram Para.
18.	Karnakishore Para.	43.	Bowal Khali.
19.	Bhagirath Para.	44.	Prasanna Roaja Para.
20.	Girachandra Para.	45.	Noaram Para.
21.	Ultacharra J. B. Para.	46.	Purbasing Para.
22.	Ram Kumar Para.	47.	Ratannagar.
23.	Iswaraipara.	48.	Majimani Para.
24.	Nayab Babu Para.	49.	Maniram Para.
25.	Muktaram Para.	50.	Thamani Para.

LIST OF ANGANWADI CENTRFS

Sl No	Name of Chowmanu T.D.Block	Name of Anganwadi Censes
(1)	(2)	(3)
		(1) Chichng Chhara
		(2) Munda Para.
		(3) Musli
		(4) Malakar Para (Musli)
		(5) 57 Card.
		(5) Shib Bari Bazar.
		(7) Sarat Karbari Para
		(8) Haranmani Roaja Para.
		(9) Gakulnagar Colone.
		(10) Jangumani Para.
		(11) Mainama.
		(12) Agore Sarker Para.
		(13) Khailya Chakma Para.
		(14) Madhab Master Para.
		(15) Nepali & Garo Basti.
		(16) Marachhara.
		(17) Jamir Chhara.

1	2	3

(18) Hakrai Para.
(19) Mainama N.J. Coloney.
(20) Ram Kutta Chhara.
(21) Masli Garo Basti.
(22) Jarul Chhara.
(23) Sindhu Kumar Para.
(24) B.Block Coloney.
(25) Karamchhara.
(26) Manik Chow. Para.
(27) Ultachhara N.J.Colony.
(28) Ultachhara Colony.
(29) West Karamchhara.
(30) Jatindra Das Para.
(31) Prafulla Deb Para.
(32) Debipur Coloney.
(33) Nalkata Darlong Basti.
(34) Brajenbra Deb Barma Para.
(35) South Nalkata.
(36) North Nalkata.
(37) Kanchan Chhara.
(38) Rajdhar Chow. Para.
(39) Dharam Kishore Chow. Para.
(40) Madhya Kanchan Chhara.
(41) Napal Tila.
(42) Kathal Chhara.
(43) Kuki Chhara.
(44) Puran Darlong Basti.
(45) Durbasa Khola.
(46) Denga Chhara.
(47) Dem Chhara Forest Colony.
(48) Durgaram Reang Para.
(49) Dilendra Chow. Para.
(50) Demchhara Jumia Colony.
(51) Karati Chhara.
(52) Damodar Reang Para.
(53) Jatindra Kumar Roaja Para.
(54) Bat Talli.
(55) Bagabil.
(56) Tai Baglai.
(57) Kanchan Bikash Pumanga Para.
(58) Bakya Dhan Roaja Para.
(59) Dhuma Chhara.
(60) Bindu Kumar Deb Barma Para.
(61) Asta Ram Roaja Para,
(62) Kulai Para (Jamir Chhara)
(63) Basana Roaja Para.
(64) Chailengta Proper.
(65) Fishery Para.
(66) Tilak Para.

1	2	3
		(67) Gynama Kali Kumar Chakma Para.
		(68) Nishi Charan Para.
		(69) Deba Prasad Rupini Para.
		(70) Ghagra Chhara.
		(71) Bhanga Mura S.K.Para.
		(72) Lal Dinga Bari.
		(73) Birendra Deb Barma Para.
		(74) Krishna Kanta Deb Barma Para.
		(75) Anil Tripura Para.
		(76) Chailengta Colony.
		(77) Lal Chhara N.J.Colony.
		(78) Lal Chhara M.T. Colony.
		(79) Kachari-Chow. Para.
		(80) Madhya Chailengta.
		(81) Dalu Chhara.
		(82) Lal Chhara.
		(83) Ujan Taraban Chhara.
		(84) Petua Karbari Bara.
		(85) Dhanya Ram Reang Chow.Para.
		(86) Chowmanu Proper.
		(87) Karati Chhara.
		(88) Benoy Roaja Para.
		(89) Krishna Roaja Para.
		(90) Haria Mani R/Para.
		(91) Thal Chhara.
		(92) Kamala Karbari Para.
		(93) Andha Mani Karbari Para.
		(94) Chalkbeha.
		(95) Manik-Pur
		(96) Arjunnani Karbari Para.
		(97) Durga Chhara.
		(98) Bak-Chhara.
		(99) Bhangamura Gopendra Chow-Para.
		(100) Brigumani Karbari Para.
		(101) Sukna Chhara.
		(102) Baighyamani Para.
		(103) Jaychandra Para.
		(104) Chalita Chhara.

TELIAMURA BLOCK

Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre	Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre
1.	D. N. Colony.	7.	Balu Chhara.
2.	Golabari.	8.	Maiyantuku Para.
3.	Maiganga.	9.	Old Krishna Pur.
4.	Baishghariya.	10.	Sachindra Nagar Colony,
5.	Fariyad Sanga	11.	Baishnob Colony.
6.	yanpur,	12.	Padma Mohan Para,
		13.	Bhaskarai Para.

SL. No.	Name of the Anganwadi Centre.
14.	Tuimadhu.
15.	Jarilong Bari.
16.	Debendra Deb barma Para.
17.	Bairagi D.pa.
18.	Kiranmalakar Para.
19.	Asharam Kabara Para.
20.	Rati Ranjan Para.
21.	Surandra Deb barma Para.
22.	Kusum Deb barma.
23.	Bangshi Brajendra Para.
24.	Kalicharan Deb barma.
25.	Krishna Para.
26.	Sichb Chandra Para.
27.	Chandramani Para.
28.	Bahadur Sardar Para.
29.	Mangia Bari.
30.	Su thurai Para.
31.	Upendra Deb barma Para.
32.	Laxmicharan Debbarma. Para
33.	Sanbari.
34.	Villagers.
35.	Sona Chhara.
36.	Mathi Chhara.
37.	Icha Charra.
38.	Budhurai Kalai Para.
39.	Khamar Bari.
40.	Dakshin Alepsa.
41.	Nanda Kumar Para.
42.	Sumanta Bari.
43.	Bashia Bari.
44.	Baraman Colony.
45.	Kshirod Sardar Para.
46.	Ananda Bari.
47.	Hathi Mara.
48.	Akhara Bara.
49.	No'ong Bara.
50.	San'a Das Bari.
51.	Dangar Bari.
52.	Sharad Chowdury Para.
53.	Pagla Bari.
54.	Chan Khala.
55.	Worrento Jumia Colony.
56.	Debendra Sardhar Para.
57.	Nepal Sarkar.
58.	Ghonimara.
59.	Bhakta Das Para.

Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre.
63.	Bhathaka.
64.	Morjangang Para.
65.	Totabari.
66.	Paul Para.
67.	Raj Ch. Para.
68.	Mogri Sardar Paar.
69.	Eyakri Chara.
70.	Debata Bara.
71.	Ruprai Bari.
72.	Thingaria.
73.	Dasu Ch. Para.
74.	Brandaban Master Para.
75.	Rabia Para
76.	Mangal Ch. Para.
77.	Santinagar.
78.	Joy nagar.
79	Gourangatilla.
80.	Gemai Bari.
81.	Bisarat D/Barma Para.
82.	Karilong.
83.	Sonatan Kaloi Para.
84.	Krishna D/B Para.
85.	Kumud Debbarma.
86.	Samar Sarkar Para.
87.	Guri Charan Para.
88.	Tekhi Roy Para.
89.	Hari Ram Para.
90.	Debendra Chow. Para.
91.	Chandra Bhadur Para.
92.	Indra Kaloi Para.
93.	Baidya Ch. Rupini Para.
94.	Budharai Kaloi Para.
95.	Lungabari.
96.	South Puldnpur.
97.	Mankaray Rupini Para.
98.	Lambu Charra.
99.	Mani Ram Debbarma Para.
100.	Cooch Coloni.
101.	Hajari Bari.
102.	Jagyanarayan Para.
103.	Dulalila.
104.	Barai Gota.
105.	Hari Kr. Debnath Para.
106.	Bidhya Mohan Ch. Para.
107.	Mupra Bari.
108.	Madhya Kalyanpur.
109.	Ratiya Kalony.
110.	Kunjaban.
111.	Kalyanpur.

Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre.
112.	Krishna Ch. Paia.
113.	Dearika Pur.
114.	Ramdayal Bari. (Colony).
115.	Durga Pur.
116.	Khash Kalyanpur.
117.	Panchayat Tila.
118.	Bashi Kapra Para.
119.	Kalibari.
120	Susen Debbarma.

NAME OF BLOCK PANISAGAR.

Sl. No.	Name of the Anganwadi Centre.
1.	East Kadamtala, Mahadev Bari.
2.	West Kadamtala Saraspur School.
3.	Madhya Baghan.
4.	West Baghan.
5.	West Amtali.
6.	Tekni.
7.	West Churaibari.
8.	Uttar Fulbari.
9.	Madhya Fulbari.
10.	Singi Jalaipar.
11.	Laxminagar.
12.	Uttar Laxminagar.
13.	Duganga.
14.	Joynagar.
15.	Uttar Sanlcherra.
16.	Uttar Ganganagar.
17.	South Ganganagar Tribal Para.
18.	Mission Tilla.
19.	West Kameswar.
20.	Tongi bari.
21.	West Batarasi.
22.	Madhya Rajnagar.
23.	Bhitorgoot.
24.	Mohan Teki.
25.	Sonaichari.
26.	Madhya Birajnagar.
27.	Brajendranagar.
28.	Bamnia.
29.	Uttar Brajendranagar Tribal Para.
30.	West Brajendranagar.
31.	Purangasad.
32.	Bisnupur.
33.	Chital dahas.
34.	Uttar Ichai lal cherra.
35.	West Ichai lal Cherra.
36.	Pratyek Roy.
37.	Ichaipar.
38.	Purba Nadiyapur.
39.	Gohindapur.
40.	Kalacherra Bazar.
41.	Hurua.
42.	Purba Hurua.
43.	Dighalbak.
44.	South Hurua Manipuribasti.
45.	West Radhapur.
46.	East Radhapur.
47.	Uttar Radhapur.
48.	East Jubarajnagar.
49.	South Jubarajnagar.
50.	West Jubarajnagar.
51.	East Huplong.
52.	Kalikapur.
53.	East Dewanpasha.
54.	West Dewanpasha.
55.	Latugao[illegible]
56.	Dhupirbaudh.
57.	Lal Cherra.
58.	Charubasa.
59.	Khudrakandi.
60.	South Ramnagar.
61.	North Ramnagar, Manipuri basti.
62.	South Deo—Cherra.
63.	North Deo—Cherra.
64.	South Tilthai.

Sl.No. Name of the Anganwadi Centre.

65. Duganga Halambasti.
66. East Rajnagar.
67. North Rajnagar.
68. Lal Sadhu Para.
69. Saileubari.
70. Bardowal.
71. Madhya Panisagar.
72. Nayadrone.
73. Batrish drone.
74. Kukinala Mangaljoy Reang Chowdhury Para.
75. Dharmatilla.
76. Kunjanagar.
77. Nayadrone Nutan Bazar.
78. Indurail Tribal Colony.
79. Uttar Padmabill.
80. Uttar Padmabill, Nutan Colony.
81. ..adhya Padmabill.

Sl. No. Name of the Anganwadi Centre

82. Madhya Bilthai.
83. Bagbasa proper.
84. Jarulmura.
85. South Padmabill Nayadrone.
86. Puspa Mani Deb Barma Para.
87. Tong Cherra Reang Para.
88. Nowagana.
89. Jaithang Para.
90. Chamdrapur—No. 1.
91. Chamdrapur.—No. 2.
92. Chamdrapur—No. 3.
93. Bhagyapur—No 1.
94. Bhagyapur—No. 2.
95. Baruakundi—No. 1.
96. Baruakundi—No. 2.
97. Baruakundi—No. 3.
98. Raghna—No. 1.
99. Ranghna—No. 2.

NAME OF BLOCK :- KANCHANPUR

Sl. No. Name of the Anganwadi Centre.

1. Kachari cherra.
2. Thunchharai Para.
3. Valluckchhera.
4. Purba Rahumchera.
5. Manasa Para.
6. Lungthirek.
7. Simluang.
8. Kangrai.
9. Jamarai Para.
10. Mulyaram Para.
11. Uttamjoy Para.
12. Bahadur Para.
13. Kalagang.
14. Tharma.
15. Kawanpaui.
16. Bikramjoy Para.
17. Hari Kumar Para.
18. Guna Dhar Para.
19. Patichhera.
20. Dassamani Para.
21. Dasda Laxmipur.
22. Helenpur.

Sl. No. Name of the Anganwadi Centre

23. Ban Chharra.
24. Kawanpui.
25. Gachiram Para.
26. Lamba Chherra.
27. Heza Chherra.
28. Bhandarima.
29. Bijai Dr. Para.
30. Sakanserhmun.
31. Sunitipur.
32. Kanchan Charra
33. Jayantipur.
34. Jaymani Para.
35. Ramdulalpur.
36. Hmunthatilla.
37. Uttar Dhanichhera.
38. Karaichhera.
39. Gatachhera.
40. Shilbari.
41. Andhorchhera.
42. Baghaichhera.
43. Balanalchhera.
44. Bijamaai Para.

NAME OF BLOCK :—RA7NAGAR

Sl No	Name of the Anganıwad	Sı. No.	Name of the Anganwadı Centre.
1.	South Abhoynagar No - 1	34.	Santı Colony.
2.	South Abhoynagar No - 2	35.	Nath para.
3.	Joypur.	36.	East Ta chama
4.	Moham iya-Bari.	37.	Sukanta Colony.
5.	North krishnanagar.	38.	Joynagar
6.	Near the house of Raımohan Nama.	39	S. B C. Nagar.
7.	West Harıpur	40,	Mızırkhıll.
8.	East Harıpur.	41	Kalandepha.
9.	Mogbarı	42	Bishnapur.
10.	Near the house of prıyatesh Datta.	43	Sabarpara.
11.	Ramnagar.	44.	Nandı para
12.	Dharmanagar.	45	Ha'atıa.
13.	Debipur.	46	Samarendranagar
14	Shıl-colony.	47	Sabar para.
15.	Bhumıhın-colony.	48	Kushıtam para.
16.	North Har pur.	49.	Sanka Kumar Choudhary para.
17.	East Basdapuda.	50	Manıpathar.
18.	Krıshnapur	51	North Wangchara
19.	Saraddhu Kumar Trıpura para.	52·	Bhumıhın Colony.
20.	Rajarambarı.	53.	Natuann igar
21.	Kashıbarı.	54.	Nachırnagar.
22.	Ram Chandra Reang para.	55	Gouttamnagar.
23	North Colony.	56	Krishnapur
24	Amzadnagar.	57	Damatıli
25	Das para	58	Anandapur
26.	Manurmukh (Sarsshıma).	59.	Suparıkh ıla.
27.	Unattested Camps	60.	Baidyakhıll
28.	Kılla nura	61	Gosh Khamar.
29	Manurmukh (Kalabarıa).	62	Ramdas para.
30.	Apta para	63	South Muslım para
31.	Maıchara-Bazar.	64	Khadabarı.
32.	Sılacharı Mog para.		
33.	Brındaban raja para.	65	Sınabıl (Kaılabarı)

NAME OF BLOCK —SATCHAND

SL No	Name of the Centre	SL. No.	Name of the Centre
1.	Sodaı Shing Roaja Para		Moogrı Mag para
2.	Jagadısh Chandra Para	10	Mongsıa R aja Para
3.	Acharjee Para	11,	Marabetaga Ramchandra Roaja
4.	Natun Chandra Trıpura Para	12	Chandra Kr. Roaja Para Manubaza r
5	Das Colony	13.	Govın Sarder Para
6.	Jurkumba	14.	Pangkhırai Roaja Para
7.	Kilia Tilla	15.	Hıralal Sadhu Para
8.	Kalyan nagar Dakshın Para	16	Janachandra Para

Sl. No.	Name of the Centre
17.	Matho Mog Para
18	Prasanna choudhury Para
19.	Graha Mog Para
20.	Ananda Bandhu Para
21.	Kasam Chandra Para
22.	Dhupchhari Betaga
23.	South Bishnupur Ruhidas Para
24	Birendra Tripura Khamar
25.	Duluchhari Mohendra Tripura Para
26.	Madhu Mog para, Silachhari G.S.
27.	Madju Mog Para, Betaga G.S.
28.	Narendra Roaja Para
29.	Panchanan Baishnab Para
30.	Ramjiban Roaja Para
31.	Ashim Chandra Tripura Para
32.	Amtali Baga-chatal G.S.
33.	Mongri Mog Para
34.	Rijab Chakma Para
35.	Tribal M P.Colony, N la1 Mog Para
36	Gunamani Sardar Para
37.	Sombha Mog Para
38.	Arkhajai Mog Para
39.	Ailamara (Near Barabil Bazar)
40.	Fara igdhan Para
41.	Chelakapa
42.	Abhai Mog Para
43.	Dam lama Jaladas Para
44.	Kas im Sardar Para
45.	Mahim Sardar Para
46,	Patharai Roaja Para
47	Pathai Mog Para
48.	Nishikanta Chakma Para
49.	Durga Chwmohani, Chatakchhari G.S.
50,	Abhiram Tripura Para
51,	Rajeswar Tripura Para
52.	Near Sukanta Club
53	Masi Mog Para
54,	Potach ari Shyamrai Tripura Para
55.	iang Fira,
56.	Ramdhan Para
57.	Sudam Tripura Para
58.	Bhanu Debnath Para
59.	Mahamuni Tilla
60.	Rajkumar Roaja Para
61	Sen Chandra Para.
62.	New Sukanta Para
63.	Tea Garden Uttar Para
64.	Amal Khira Tilla
65.	Sira' Ch. Tripura Para.
66.	Meru Para
67.	Dewanjoy Para
68.	Mongkrai Para.
69.	Meru Para
70.	Harbatali Bhangamura.
71.	Joy Kumar Para.
72.	Izaram Para,
73.	Madhubari.
74.	Gourshing Para.
75.	Hari Nandi Para
76.	Mani Kr. Para.
77.	Meru Para (Nathuram)
78.	East Sabro m (Near Panchayet Office)
79.	Suran a Sadhu Para.
80.	Madan Moni Para.
81.	Hemanta Chowdhury Para.
82.	Chhankhola Bari.
83.	Joysing Para.
84.	Ludhua Bazar.
85.	Lalchand Para.
86.	V.L.W. Centre, Antala, East Jalefa
87.	Kinalia, Krishnanagar.
88.	Karalia.
89.	Nalchhari
90.	Ludhua Tea Garden (Sramik Col)
91.	Sonai Bazar.
92.	Monaigroom.
93.	Ludhua Tea Garden No. 10. East Ludhua.
94.	Anil Majumder Para.
95.	Das Colony.
96	63-Card, Harina.
97.	Purna Chandra Roaja Para
98.	Kulambari.
99.	Budhimahgal Para.
100.	Nabaidyapara.
101.	Aswini Chow Para.
102.	Rambarna Madhyapara.
103	Anandapara.
104	Nimchandpara.
105.	Nandirampara.
106	Sachindr para.
107.	North Goanchand Barada Debnath Para.
108.	Madhu Roogapara.

Admitted Unstarred Qestion No. 19. By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় মোট কতটি হাই স্কুল করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন ;

২। এর মধ্যে ধর্মনগর বিভাগের নয়াপাড়া এস বি, রাজবাড়ী (গার্লস) এস বি, তিলথৈ এস বি, রাজনগর এস বি, দেওয়ান পাশা এস বি, গঙ্গানগর এস বি এবং হাফলং এস বি স্কুলগুলির মধ্যে কোন কোন স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নতি করার জন্যে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। এই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

২। এখনও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 20. By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সরকারী কলেজে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কোন শাখা কোন সন থেকে চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। এবং বর্তমানে ঐ কলেজে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ধর্মনগর সরকারী কলেজে বাণিজ্য বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। এই মুহূর্তে সঠিক বলা যাইতেছে না।

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৩০ জন।

Admitted Unstarred Question No. 23

By—Shri Subodh Chandra Das

Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-incharge of the Education Depatment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি এস. বি স্কুল, হাই স্কুল ও দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল আছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক নাই; (বিদ্যালয়গুলির নাম)

৩। এবং কত দিনের মধ্যে ঐ শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এস, বি, স্কুল ৩০৯টি, হাই স্কুল ১৫৪টি এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ৮৩টি (ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় "ক" তালিকায় প্রদত্ত হইল)

২। প্রধান শিক্ষক ও জীবন বিজ্ঞান শিক্ষক নাই বিদ্যালয়গুলির নাম যথাক্রমে সঙ্গীয় "খ" এবং "গ" তালিকায় প্রদত্ত হইল।

৩। সিনিয়রিটি লিষ্ট সম্পূর্ণ হইলে যথা সম্ভব শীঘ্র প্রধান শিক্ষকের পদগুলি পূরণ করা হইবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া গেলে বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে জীবন বিজ্ঞানে শিক্ষকের শূন্য পদগুলি পূরণ করা হইবে।

"ক" তালিকা

ব্লক ভিত্তিক এস. বি. স্কুল, হাইস্কুল ও দ্বাদশমান স্কুলের সংখ্যা

ব্লকের নাম	এস বি. স্কুল	হাই স্কুল	দ্বাদশমান স্কুল
সদর—	৬	১০	১৬
বিশালগড়	৩২	১৬	১০
জিরানিয়া	১৬	১০	৬
মোহনপুর	২৭	১০	৪
তেলিয়ামুড়া	১৪	১১	৩
খোয়াই	১৭	৯	৪
সোনামুড়া	২৩	৮	২
কমলপুর	২০	৫	৮
কৈলাসহর	২৬	৯	৫
ছৈলেংটা	৮	৫	১
কাঞ্চনপুর	১৩	৭	২
ধর্মনগর	২৬	৯	৬
উদয়পুর	২৪	১৩	৬
অমরপুর	১১	৬	৩
ডম্বুরনগর	২	১	—
শান্তির বাজার	১৫	৮	৩
বিলোনিয়া	১৮	৮	৫
সাব্রুম	১১	৯	৪
মোট	৩০৯	১৫৪	৮৩

তালিকা

প্রধান শিক্ষক বিহীন উচ্চ বুনিয়াদী/জুনিয়র হাই স্কুলের নাম

বিশালগড

১। মধুমালা উ/বু বিদ্যালয়
২। উজান ঘনিয়ামার উ/বু ,,
৩। জম্পুইজলা কলা উ/বু ,,
৪। দঃ বাধারঘাট উ/বু ,,

মোহনপুর

৫। রাধানগর উ/বু ,,
৬। মধু চৌধুরী পাড়া উ/বু ,,
৭। আথালিয়া ছড়া উ/বু ,,
৮। কলকলিয়া উ/বু ,,

জিরানিয়া

৯। চম্পাইবাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
১০। জিরানীয়া খলা ,, ,,
১১। চামেলিয়া ,, ,,
১২। শিবনগর বুরাখা ,, ,,

তেলিয়ামুড়া

১৩। ঈশ্বর সর্দার পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
১৪। হচাব বিল উ/বু ,,
১৫। শান্ত চৌধুরী পাড়া উ/বু ,,
১৬। মহারাণীপুর উ/বু ,,
১৭। ঘীলাতলী ,, ,,
১৮। মঙ্গীয়াবাড়ী ,, ,,
১৯। নেতাজী নগর ,, ,,
২০। গয়ামফাং ,, ,,
২১। উতাবাড়ী ,, ,,

খোয়াই

২২। পূর্নিমা উ/বু বিদ্যালয়
২৩। সুতাংছড়া ,, ,,
২৪। জনকল্যান ,, ,,
২৫। প: রাজনগর ,, ,,
২৬। গোপাল নগর কলোনী উ/বু বিদ্যালয়
২৭। চেবরী উ/বু ,,
২৮। অনাথ চৌধুরী পাড়া উ/বু ,,
২৯। আথাই বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৩০। বড়বীল ,, ,,

সোনামুড়া (মেলাঘর সহ)

৩১। কলমচৌরা উ/বু ,,
৩২। রবীন্দ্র নগর ,, ,,
৩৩। রহিমপুর ,, ,,
৩৪। মনাই পাথর ,, ,,
৩৫। কমল নগর ,, ,,

মাতাবাড়ী (উদয়পুর সহ)

৩৬। খেলাকুম উ/বু ,,
৩৭। সাধুরাম রিয়াং বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৩৮। পারেন্দ্র চৌধুরী পাড়া উ/বু ,,
৩৯। তইকৃপা বাড়ী ,, ,,
৪০। সাতাবিয়া ,, ,,

অমরপুর ও ডুম্বুর নগর

৪১। কাউয়ামারাঘাট উ/বু বিদ্যালয়
৪২। বৈশ্যমণি পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
৪৩। নবীন রায় বাড়ী ,, ,,
৪৪। বাংকারায় পাড়া ,, ,,
৪৫। নগ্রাই বাড়ী ,, ,,
৪৬। রহস্যা বাড়ী ,, ,,
৪৭। কি ও উচাই ,, ,,
৪৮। প্রহ্লাদ সর্দার পাড়া ,, ,,
৪৯। রামানন্দ দাস বৈষ্ণব পাড়া উ/বু বিদ্যালয়

শান্তির বাজার

৫০। কালী প্রসাদ বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৫১। উঃ ভাকমা ,, ,,
৫২। চন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়া ,, ,,
৫৩। নিশী কুমার মুরাসিং পাড়া উ/বু বিদ্যালয়

১	২
৫৪।	শ্রীকান্ত বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৫৫।	মধ্য পীলাক ,, ,,
৫৬।	শচীন্দ্র গাবো ,, ,,
৫৭।	মণিরাম বাড়ী ,, ,,
৫৮।	পঃ জোলাই বাড়ী ,, ,,
	রাজনগর (বিলোনীয়া)
৫৯।	বিলোনীয়া মডেল গার্লস উ/বু বিদ্যালয়
৬০।	হরিপুর ,, ,,
৬১।	গজারিয়া ,, ,,
৬২।	জয়পুর ,, ,,
৬৩।	বাগান বাড়ী ,, ,,
৬৪।	দঃ সোনাই ছড়ি ,, ,,
৬৫।	উঃ ভারত চন্দ্র নগর ,, ,,
৬৬	রাধা নগর ,, ,,
৬৭।	পূঃ রাজনগর ,, ,,
	সাতচান্দ
৬৮।	ভুবাঞ্চলি ,, ,,
৬৯।	আমলি ঘাট ,, ,,
৭০।	দউল বাড়ী ,, ,,
৭১।	জলেফা (প্রধান শিক্ষক সাসপেনশানে)
৭২।	সমরেন্দ্র গঞ্জ উ/বু বিদ্যালয়
৭৩।	লুধুয়া ,, ,,
৭৪।	শ্যামসিং রোয়াজা পাড়া উ/বু
৭৫।	হরিনা আবাসিক বিদ্যালয়
	সালেমা
৭৬।	মেওয়ার আওয়ার উ/বু বিদ্যালয়
৭৭।	ডম্বুবাড়ী ঘাট ,, ,,
৭৮।	বলরাম ,, ,,
৭৯।	সালেমা কলোনী ,, ,,
৮০।	মেছুরিয়া উ/বু ,, ,,
৮১।	পূঃ ডম্বুছড়া ,, ,,
৮২।	ছুবাই ছড়া শ্যামরায় পাড়া উ/বু

৩	৪
৮৩।	বামন ছড়া উ/বু বিদ্যালয়
৮৪।	উজান চানকাপ উ/বু
৮৫।	সত্যরাম চৌধুরী পাড়া আবাসিক বিদ্যালয়
	কুমার ঘাট
৮৬।	লালজুরি উ বু বিদ্যালয়
৮৭।	বেলকুম বাড়ী ,, ,,
৮৮।	দুধপুর ,, ,,
৮৯।	কুমার ঘাট ,, ,,
৯০।	মশাউলী ,, ,,
৯১।	গকুল নগর ,, ,,
৯২।	এমরাপাশা ,, ,,
৯৩	সাইদারছড়া ,, ,,
৯৪।	ভগবান নগর উ/বু বিদ্যালয়
	ছামনু
৯৫।	উপেন্দ্র রোয়াজাপাড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
৯৬।	ঘাগড়াছা উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
৯৭।	লালছড়া টি, এম সি, উচ্চতর
৯৮।	কৃষ্ণ দেববর্মা উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
৯৯।	ভাই বোন ছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০০।	বাগছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
	কাঞ্চনপুর
১০১।	সাবুয়াল উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০২।	মঙ্গচুয়ান জুনিয়র হাইস্কুল
১০৩।	নাল কাটা উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০৪।	লালজুরি উচ্চতর বুনিয়াদী

১০৫। অক্ষয়মনি ধনীছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০৬। নবান ছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০৭। খেদাছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০৮। পীপালা ছড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১০৯। পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১১০। গচিরাম বাড়ী উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১১১। সাগান সেমুন উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পানিসাগর

১১২। ভাবকপুর উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১১৩। যুবরাজ নগর উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়
১১৪। ঃ পানিসাগর উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষক বিহীন মাধ্যমিক এবং দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের নাম

বিশালগড

১১৫। যোগেন্দ্র নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১৬। শ্রীনগর গাবর্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১৭। পাথালিয়া ঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১৮। ব্রজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১৯। টাকার জলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২০। পূর্বলক্ষী বিল মধ্যমিক বিদ্যালয়
১২১ বাপুজি বিদ্যা মন্দির মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২২। চম্পামুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২৩। চড়িলাম দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১২৪। অফিস টীলা দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১২৫। আনন্দনগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়

মোহনপুর

১২৬। বর কাঠালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২৭। বরজলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২৮। মধ্য ভুবন বন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১২৯। তাল তলা দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৩০। ঈশানপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়

জিরানিয়া

১৩১ চম্পকনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩২। বড়জলা বীনাপানি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

খোয়াই

১৩২। আশারাম বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৪। লালছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৫। রতনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৬। চাম্পাহাউর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৭। সিঙ্গিছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৮। বাচাই বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩৯। বাঙ্গাল বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪০। বেহালা বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪১ খোয়াই গার্লস দ্বাদশমান বিদ্যালয়

তেলিয়ামুড়া

১৪২। পাবাকলক মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৩। ভারতচন্দ্র নগর মধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৪। তুই কিস্রাই বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৫। ব্রহ্মছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৬। ফলগমা চৌ, পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৭। কৃষ্ণবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪৮। গৌরাঙ্গটিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৪৯। খীলাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫০। বলরাম কবরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫১ তেলিয়ামুড়া দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৫২। কল্যাণপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়

মেলাঘর

১৫৩। কলম চৌরা মধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫৪। নিদয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫৫। বর নারায়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পানিসাগর

১৫৬। পল্লবিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫৭। পানিসাগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫৮। ব্রজেন্দ্র নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫৯। জয় নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬০। সাত সঙ্গম মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬১। ধর্মনগর বালিকা দ্বাদশমান
১৬২। পেচার থল দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৬৩। কদমতলা দ্বাদশমান বিদ্যালয়

কাঞ্চনপুর

১৬৪। উত্তর দশরথি জয়শ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬৫। আনন্দ বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কুমার ঘাট

১৬৬। শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬৭। বেতছড়া ,, ,,
১৬৮। টীলা বাজার ,, ,,
১৬৯। জয়গস্তি ,, ,,
১৭০। রাতাছড়া ,, ,,
১৭১। কাঞ্চন বাড়ী দ্বাদশমাণ বিদ্যালয়

১৭২। ছামনু মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৭৩। মাছলিছড়া ,, ,,
১৭৪। কাঠালছড়া ,, ,,
১৭৫। ধুমাছড়া ,, ,,
১৭৬। ছৈলেংটা দ্বাদশমান বিদ্যালয়

সালেমা

১৭৭। মহারানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৭৮। বরলুৎমা ,, ,,
১৭৯। কমলপুর মাদ্রাসা ,, ,,
১৮০। কমলপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৮১। হালাহালি ,, ,,
১৮২। সালেমা ,, ,,

অমরপুর ও ডুম্বুরনগর

১৮৩। মালবাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৮৪। চেলাগাং ,, ,,
১৮৫। বৈদ্যবাড়ী ,, ,,
১৮৬। রাঙ্গামাটী ,, ,,
১৮৭। করবুক ,, ,,
১৮৮। গণ্ডাছড়া ,, ,,
১৮৯। অমরপুর বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৯০। নূতন বাজার ,, ,,

রাজনগর

১৯১। মুহুরীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৯২। নীশারনগর ,, ,,
১৯৩। রাজনগর ,, ,,
১৯৪। পাইথলা ,, ,,
১৯৫। অভয়নগর ,, ,,
১৯৬। পূঃ কলাবাড়িয়া ,, ,,
১৯৭। পুরাণ রাজবাড়ী ,, ,,
১৯৮। বি. কে, আই দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১৯৯। বর পাথরি ,, ,,
২০০। বাইখোরা ,, ,,

বগাফা

২০১। সারাসীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০২। আলয়ছড়া ,, ,,
২০৩। পঃ বগাফা ,, ,,

২০৪। দেবদারু মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০৫। কলসী ,, ,,
২০৬। কুকীছড়া ,, ,,
২০৭। লক্ষ্মীছড়া ,, ,,

সাতচাঁদ

২০৮। ব্রজেন্দ্রনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০৯। গাধাং ,, ,,
২১০। চাতকছড়ি ,, ,,
২১১। মনুবঙ্কুল ,, ,,
২১২। সাত চাঁদ ,, ,,
২১৩। মনুত তহশীল ,, ,,
২১৪। ঘোড়াকাপ্পা ,, ,,
২১৫। মনু দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২১৬। সাব্রুম বালিকা ,, ,,
২১৭। শ্রীনগর ,, ,,

মাতাবাড়ী

২১৮। চন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২১৯। শীলঘাটি ,, ,,
২২০। পিত্রা ,, ,,
২২১। গঙ্গাছড়া ,, ,,
২২২। নোয়াবাড়ী ,, ,,
২২৩। গামারিয়া ,, ,,

প্রধান শিক্ষক বিহীন সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নাম

১। বড় দোয়ালী দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। কাতলামা মাধ্যমিক ,,
৩। সখীচরণ বিদ্যানিকেতন মাধ্যমিক ,,
৪। ডারচুয়াং ,, ,,
৫। যতীন্দ্র কুমার জুনিয়র হাই বিদ্যালয়
৬। প্রগতি বিদ্যাভবন জুনিয়র হাই (বালিকা)

বিশালগড়

১। পাথালিয়াঘাট হাই স্কুল
২। দক্ষিণ টাকারজলা হাই স্কুল
৩। ব্রজপুর হাই স্কুল
৪। শ্রীনগর গাবর্দী হাই স্কুল
৫। রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া উঃ বুঃ বিদ্যালয়
৬। মধুমালা উঃ বুঃ বিদ্যালয়
৭। জম্পুইজলা কলোনী উঃ বুঃ বিদ্যালয়
৮। মধ্য ঘনিয়ামারা উঃ বুঃ বিদ্যালয়

মোহনপুর

৯। রাধানগর উঃ বুঃ বিদ্যালয়
১০। আখালিয়াছড়া উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়
১১। সিমনা উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়
১২। নরসিংগড় উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়
১৩। মধু চোধুরী পাড়া উঃ বু বিদ্যালয়
১৪। কসকলিয়া উঃ বুঃ বিদ্যালয়
১৫। লঙ্কামুড়া উঃ বুঃ বিদ্যালয়

জিরানিয়া

১৬। ব্রজেন্দ্রনগর উঃ বুঃ বিদ্যালয়
১৭। প্রণব বিদ্যাভবন উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়
১৮। চামেলিয়া উচ্চ বুঃ বিদ্যালয়
১৯। রাধামোহনপুর উঃ বুঃ বিদ্যালয়
২০। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঃ বুঃ
২১। দুর্গা চোধুরী পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
২২। চম্পাইবাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
২৩। জিরানিয়া উ/বু বিদ্যালয়
২৪। জিরানিয়া খোলা উ/বু বিদ্যালয়

তেলিয়ামুড়া "গ" তালিকা

২৫। ব্রহ্মছড়া উচ্চ বিদ্যালয়
২৬। গৌরাঙ্গ টীলা উচ্চ বিদ্যালয়
২৭। কৃষ্ণবন উচ্চ বিদ্যালয়
২৮। ঈশ্বর সর্দার পাড়া উ/বু বিদ্যালয়

২৯। লাবণ্য চৌধুরী পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
৩০। ঘীলাতলী উ/বু বিদ্যালয়
৩১। বারিকাপুর উ/বু বিদ্যালয়
৩২। যজ্ঞনারায়ণ দেববর্ম্মা পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
৩৩। বীনান হাজারী উ/বু বিদ্যালয়
৩৪। মাঙ্গাই বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৩৫। আম্পুরা উচ্চ বিদ্যালয়
৩৬। ঘীলাতলী বাজার উচ্চ বিদ্যালয়
৩৭। পারাকলাক উচ্চ বিদ্যালয়
৩৮। ইচারবিল উ/বু বিদ্যালয়
৩৯। মহারানীপুর উ/বু বিদ্যালয়
৪০। পশ্চিম শান্তিনগর উ/বু বিদ্যালয়
৪১। তোতাবাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৪২। সাহূর্ক করকরী উ/বু বিদ্যালয়

খোয়াই

৪৩। বাইজল বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
৪৪। ভারত চন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়
৪৫। সিঙ্গীছড়া উচ্চ বিদ্যালয়
৪৬। আথাই বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
৪৭। উঃ রামচন্দ্র ঘাট উ/বু বিদ্যালয়
৪৮। অনাথ চৌঃ পাড়া উ/বু বিদ্যালয়
৪৯। লালটীলা উ/বু বিদ্যালয়
৫০। সুভাংছড়া উ/বু বিদ্যালয়
৫১। আসারাম বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
৫২। বাছাই বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
৫৩। গোপালনগর উ/বু বিদ্যালয়
৫৪। জনকল্যান উ/বু বিদ্যালয়
৫৫। চেবরী উ/বু বিদ্যালয়
৫৬। ঘুভীয়াথল উ/বু বিদ্যালয়
৫৭। পঃ রাজনগর উ/বু বিদ্যালয়

মেলাঘর (সোনামুড়া সহ)

৫৮। ঠাকুরমুড়া উ/বু বিদ্যালয়
৫৯। দঃ কামরাঙ্গাতলী উ/বু বিদ্যালয়
৬০। বগারবাসা উ/বু বিদ্যালয়
৬১। মেলাঘর উ/বু বিদ্যালয়
৬২। বাতাঢালা উ/বু বিদ্যালয়
৬৩। কুলুবাড়ী উ/বু ,,
৬৪। তক্সা পাড়া উ/বু ,,
৬৫। পোয়াং বাড়ী উ/বু ,,
৬৬। কুমারিয়াকুচা উ/বু ,,
৬৭। ভেলুয়ারচর উ/বু ,,
৬৮। কালীকৃষ্ণনগর উ/বু ,,
৬৯। দুর্লভ নারায়ণ উ/বু ,,
৭০। চন্দনমুড়া জুনিয়র হাই স্কুল।

মাতাবাড়ী

৭১। খেলাকুম উ/বু বিদ্যালয়
৭২। পৌরামুড়া উ/বু ,,
৭৩। মীর্জাচানপুর উ/বু ,,
৭৪। পূর্বফোটামাটি উ/বু ,,

সাতচান্দ

"গ" তালিকা

৭৫। ঘোড়াকাপ্পা উচ্চ বিদ্যালয়
৭৬। আমলিঘাট উ/বু বিদ্যালয়
৭৭। রমেন্দ্রনগর উ/বু ,,
৭৮। ২নং জলেফা উ/বু ,,
৭৯। শ্যামসিং আর. পি. উ/বু বিদ্যালয়
৮০। দঃ কালাপানিয়া উ/বু ,,
৮১। মাধবনগর উ/বু ,,
৮২। সমরেন্দ্রগঞ্জ উ/বু ,,
৮৩। লুধুয়া ,,
৮৪। হরিনা আবাসিক বিদ্যালয়

রাজনগর

৮৫। পূর্ব রাজনগর উ/বু বিদ্যালয়
৮৬। উঃ বেলুনিয়া উ/বু ,,
৮৭। রাঙ্গামুড়া উ/বু ,,
৮৮। দঃ সোনাইছড়ি উ/বু ,,
৮৯। রাধানগর উ/বু ,,
৯০। শক্রুমপাড়া উ/বু ,,

৯১। জয়পুর উ/ব্ বিদ্যালয়
৯২। বাগান বাড়ী উ/বু ,,
৯৩। বৃন্দাবন আর. পি. উ/বু ,

বগাফা

৯৪। কলসী উচ্চ বিদ্যালয়
৯৫। সোনারটিলা উ/বু বিদ্যালয়
৯৬। নিশিকুমার মুড়াসিং পাড়া উ/ব্
৯৭। আভাংছড়া উ/ব্ বিদ্যালয়
৯৮। লক্ষীছড়া উ/ব্ ,,
৯৯। মণিরাম বাড়ী উ/ব্ ,,
১০০। কাঠালিয়াছড়া উ/ব্ বিদ্যালয়
১০১। কালীপ্রসাদ বাড়ী উ/বু বিদ্যালয়
১০২। চন্দ্রনাথ চৌ: পাড়া উ/বু ''
১০৩। শ্রীকান্ত বাড়ী উ/বু ,,
১০৪। মধ্য পিলাক উ/বু ,,
১০৫। শচীন্দ্র গারো উ/বু ,,
১০৬। প: পিলাক উ/বু ,,

অমরপুর ও ডুম্বুর নগর

১০৭। চেলাগাং উচ্চ বিদ্যালয়
১০৮। এক যতন কুমার উ/বু বিদ্যালয়
১০৯। বৈশ্যমনি পাড়া উ/বু ,,
১১০। সর্বং বাড়ী উ/বু ,,
১১১। মগ্রাই বাড়ী উ/ব্ ,,
১১২। কিও উচাই উ/ব্ ,,
১১৩। রামানন্দ দাস বৈষ্ণব পাড়া উ/ব্ বিদ্যালয় ,,
১১৪। মালাবাসা উচ্চ বিদ্যালয়
১১৫। কাউয়ামারা ঘাট উ/ব্ ,,
১১৬। নবীন রায় বাড়ী উ/ব্ ,,
১১৭। বাংকারায় পাড়া উ/ব্ ,,
১১৮। রইশ্যা বাড়ী উ/ব্ ,,
১১৯। প্রহ্লাদ সর্দার পাড়া উ/ব্ ,,

সালেমা

১২০। বরলুৎমা উচ্চ বিদ্যালয়
১২১। বলরাম উ/ব্ বিদ্যালয়
১২২। লম্বছড়া উ/বু ,,
১২৩। মেছুরিয়া উ/বু ,,
১২৪। উত্তর নালীছড়া উ/বু বিদ্যালয়
১২৫। বামনছড়া উ/ব্ ,,
১২৬। শ্রীদাম পুর উ/ব্ ,,
১২৭। ছোট সুরমা উ/ব্ ,,
১২৮। বালি গাঁও উ/ব্ ,,
১২৯। দেবীছড়া উ/ব্ ,,
১৩০। মেণ্ডীর আওয়ার উ/ব্ বিদ্যালয়
১৩১। সালেমা কলোনী উ/ব্ ,,
১৩২। দুরাই ছড়া উ/ব্ ,,
১৩৩। ইষ্ট ডলুছড়া ,,
১৩৪। দুরাইছড়া সামরাই পাড়াউ/ব্
১৩৫। ফুলছড়ি ,, ,,
১৩৬। হাডির খোলা ,, ,,
১৩৭। পঞ্চাশী ,, ,,
১৩৮। হালাহুলো ,, ,,
১৩৯। উজান ছন কাপ " "

কুমার ঘাট

১৪০। বেতছড়া হাই স্কুল
১৪১। গোলক পুর টি. ই, এস, বি
১৪২। বেলকুম বাড়ী উ/ব্ বিদ্যালয়
১৪৩। কুমারঘাট " "
১৪৪। ছৈদারপার " "
১৪৫। কটিকছড়া " "
১৪৬। ইমরা প্পাশা " "
১৪৭। ধনবিলাশ " "
১৪৮। ছনটিলা " "
১৪৯। কাউলি পুড়া " "
১৫০। ইরানী " "
১৫১। বিরচন্দ্র নগর " "
১৫২। রাত্যছড়া হাই স্কুল
১৫৩। লালজুড়ি উ/ব্ বিদ্যালয়
১৫৪। সোনাইমুড়ি " "
১৫৫। মাগুলি " "

১৫৬। রাজনগর উ/বু বিদ্যালয়
১৫৭। গকুলনগর " "
১৫৮। জারোলতলি " "
১৫৯। পেচার দহর " "
১৬০। রাংগুটি " "
১৬১। গুলাদারপুর " "
১৬২। ভদ্রপল্লি " "
১৬৩। কৈলাশহর মডেল " "
১৬৪। টিলা বাজার হাই স্কুল

ছামনু

১৪৫। উপেন্দ্র রোয়াজা পাড়া উ/ব্ বিদ্যালয়
১৬৬। লালছড়া টি.এম. সি উ/ব্ বিদ্যাল
১৬৭। করমছড়া এস. বি. স্কুল
১৬৮। গকুলনগর কলোনী উ/ব্ বিদ্যালয়
১৬৯। ঘাগড়াছড়া " "
১৭০। মনুঘাট " "
১৭১। কৃষ্ণ দেববর্মা " "
১৭২। ভাইবোন ছড়া " "

কাঞ্চনপুর

১৭৩ জম্পুই উচ্চ বিদ্যালয়
১৭৪ আনান্দবাজার উচ্চ
১৭৫ সবুয়াল উ/ব্ বিদ্যালয়
১৭৬। সাতনালা " "
১৭৭ নালকাটা " "
১৭৮ নবীনছড়া " "
১৭৯ পিচালাছড়া উ/ব্ "
১৮০ গচিরামবাড়ী উ/ব্ "
১৮১ লালজুরি

জয়শ্রী উচ্চ বিদ্যালয়

১৮২। ভাটী মাছমারা উচ্চ বিদ্যালয়
১৮৩। হমানপুই জুনিয়ার হাই স্কুল
১৮৪। হমজ চুয়ান জুনিয়ার হাই স্কুল
১৮৫। অক্ষয়মনিধন চান্দ উ/ব্ বিদ্যালয়
১৮৬। ক্ষেদাছড়া উ/ব্ বিদ্যালয়
১৮৭। পূর্ণজয় সি.পি. উ/ব্ বিদ্যালয়
১৮৮। সাখাং সেরমুন উ/ব্ "

পানি সাগর

১৮৯। সাত সঙ্গন উচ্চ বিদ্যালয়
১৯০। ভাগন উচ্চ বিদ্যালয়
১৯১। ব্রজেন্দ্রনগর উচ্চ "
১৯২। চুরাই বাড়ী উ/ব্ বিদ্যালয়
১৯৩। লক্ষীনগর উ/ব্ "
১৯৪। তারকপুর "
১৯৫। হরুয়া " "

পানিসাগর

১৯৬। হাফলং ভিলেজ উ/বু বিদ্যালয়
১৯৭। প্রত্যেক রায় উ/বু ,,
১৯৮। যুবরাজ নগর উ/বু ,,
১৯৯। শ্রীভূমিবিদ্যাভবন উ/বু বিদ্যালয়
২০০। জয়নগর উচ্চ বিদ্যালয়
২০১। পদ্মবিল উচ্চ বিদ্যালয়
২০২। লালছড়া কলোনী উ/বু বিদ্যালয়
২০৩। রাঘনা উ/বু ,,
২০৪। কুকীনালা উ/বু ,,
২০৫। বারগোল উ/বু ,,
২০৬। কুর্তী কলো উ/বু ,,
২০৭। লক্ষীপুর রাজনগর উ/বু বিদ্যালয়
২০৮। বগবকী উ/বু ,,
২০৯। তিলথৈ আর, সি উ/বু
২১০। উপতাখালি উ/বু
২১১। পঃ পানিসাগর উ/বু

নিম্নলিখিত সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলিতেও জীবন বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব আছে।

জোলাই বাড়ী দ্বাদশ বিদ্যালয়
সখীচরণ বিদ্যানিকেতন
শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন
কাতলামারা উচ্চ বিদ্যালয়
ধারচুই খৃষ্টান উচ্চ বিদ্যালয়
মরিয়ম নগর উ/বু বিদ্যালয়

Admitted Started Question No 24. By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরায় বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা কত ? (ছাত্র-ছাত্রীর আলাদা করে হিসাব)

(খ) কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় কক্-বরক্ বিদ্যালয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

(গ) ১৯৮৩ইং শিক্ষাবর্ষে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কত ? (ছাত্র ও ছাত্রীর আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

(ক) ১ নং সারণীতে দেওয়া হইল ।

(খ) ২ নং সারণীতে দেওয়া হইল ।

(গ) ৩ নং সারণীতে দেওয়া হইল ।

১ নং সারণী

ছাত্র-ছাত্রীর (সাময়িক

(১।৫।৮৩ ইং তারিখের অবস্থানুযায়ী)

স্তর ভিত্তিক	মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা		
	বালক	বালিকা	মোট
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী	৪৬,৪০১	৩২,৬০৩	৭৯,০০৪
নবম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী	১৮,৬৯৫	১২,৮০৩	৩১,৪৯৮
একাদশ শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী	৭,৪০৪	৩,৭৬২	১,১,১৬৬
মোট	৭২,৫০০	৪৯,১৬৮	১,২১,৬৬৮
(৩০।৯।৮২ ইং অবস্থানুযায়ী)			
স্নাতক শ্রেণী	৪,৫৬১	২,৪১৮	৬,৯৭৮
স্নাতকোত্তর শ্রেণী	৬৬	৪২	১০৮

২ নং সারণী

ব্লক ভিত্তিক কক্-বরক্ বিদ্যালয়ের সংখ্যা:

(৩০।৯।৮২ ইং তারিখের অবস্থানুযায়ী) (সাময়িক)

ব্লকের নাম	কক্-বরক্ বিদ্যালয়ের সংখ্যা
বিশাল গড়	২৩
মোহন পুর	১২

১	২
জিরানীয়া	৩১
তেলিয়া মুড়া	২৪
খোয়াই	৪২
সোনামুড়া	৫
সালেমা	১৭
কুমার ঘাট	৭
ছামনু	১৯
পানিসাগর	১০
কাঞ্চনপুর	৩১
মাতাবাড়ী	৩৯
বগাফা	১৫
সাতচান্দ	৪০
রাজনগর	৩
ডুম্বুর নগর	৩০
অমরপুর	৫৭
সর্ব্ব মোট	৪৭৫

৩নং সারণী

স্তর ভিত্তিক	ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (১-৫-৮৩ ইং) (সাময়িক)					
	তপশিলী জাতি			তপশিলী উপজাতি		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী	৬,২০১	৩,৬৯৯	৯,৯০০	৮৮০১	৪০৪৯,	১২৮৫৪,
নবম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী	২,২২০	১,২০২	৩,৪২২	২,৭৯৫	১,১৭৩	৩,৯৬৮
একাদশ শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী	৮৬০	২৪৫	১,১০৫	৫৪৬	১৩১	৬৭৭
মোট	৯;২৮১	৫,১৪৬	১৪,৪২৭	১২,১৪২	৫,৩৫৩	১৭,৪৯৫
(৩০.৯,৮২ ইং অবস্থানুযায়ী)						
স্নাতকশ্রেণী	৪৪৯	১৩৪	৫৮৩	১২৬	৭৪	২০০
স্নাতকোত্তর শ্রেণী	৪	—	৪	২	১	৩

Admitted unstarred Quesnion No.25 By Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত বিদ্যালয় গুলোতে কতজন কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন এবং

৩। বিদ্যালয়ের অনুপাতে শিক্ষকের অভাব আছে কিনা ;

৪। যদি অভাব থাকে তা পূরণ করার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ; এবং

৫। উক্ত বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে কয়টি জেলা পরিষদ এলাকাতে রয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ২,০২১ টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে।
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় 'ক" তালিকায় দেওয়া হইল)

২। ৯, ৪৬৮ জন।

৩। কোন কোন বিদ্যালয়ে আছে।

৪। নূতন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন তথা হইতে বদলির মাধ্যমে তা পূরণ করার প্রচেষ্টা চলছে।

৫। ১,০৬৭ টি। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকাতে দেওয়া হইল)

মহকুমার নাম	জেলা পরিষদ অন্তর্ভুক্ত জুনিয়ার বেসিক/প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা	জুনিয়ার বেসিক/ প্রাইমারী সংখ্যা স্কুলের সংখ্যা
১। সদর (আগরতলা)	১৮৮	৪১০
২। খোয়াই	১৪৪	২২৩
৩। সোনামুড়া	২৪	১১৬
৪। কমলপুর	৬০	১৪১
৫। কৈলাশহর	১৭২	২৬১
৬। ধর্মনগর	১৩৯	২৫৩
৭। উদয়পুর	৪৫	১০৯
৮। অমরপুর	১৫৩	১৬৬
৯। বিলোনীয়া	৫৩	২০৪
১০। সাব্রুম	৮৯	১৩৮
	১,০৬৭	২,০২১

ANNEXURE "C"

Assembly Starred Question No. 29 (Admitted No. 76) (Postponed)

By—Shri Gopal Chandra Das. M. L. A.
Shri Kashiram Reang. M. L. A. And
Shri Manik Sarkar. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মার্চ পর্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক রাজ্যে কত জন খুন আহত অপহৃত হয়েছেন তার পৃথক পৃথক সংখ্যা :

(২) ঐ সমস্ত পরিবারকে কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

(৩) এখনও কোন সাহায্য পায় নাই এমন কতগুলি পরিবার রয়েছে ?

উত্তর

(১)	বৎসর	খুন	আহত	অপহৃত
	১৯৭২	৪	২	—
	১৯৭৩	—	—	—
	১৯৭৪	—	—	৪
	১৯৭৫	—	—	—
	১৯৭৬	—	—	—
	১৯৭৭	—	—	—
	১৯৭৮	১	—	—
	১৯৭৯	৪	—	—
	১৯৮০	৩	—	—
	১৯৮১	১৪	—	৭
	১৯৮২	২৮	৫০	৮
	১৯৮৩	১১	৮	৭
	(মার্চ পর্য্যন্ত)	৬৫	৬০	২৬

(২) ২৬ টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ২৬ জন লোককে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে এবং অনুসন্ধানের পর ৫৫ টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। মৃত দুইজন পুলিশ কর্মীর পরিবারের দুইজনকে সরকারী কাজে নিযুক্তির প্রস্তাবে বিবেচনাধীন আছে।

(৩) যাহারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককেই সরকারী সাহায্যের আওতায় আনা হইয়াছে।

Assembly admitted question No. 101. (Postponed)

By—Shri Parimal Chandra Saha, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত পাঁচ বৎসরে (১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কত সংখ্যক খুন ডাকাতি, চুরি ও নারী ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে ;

২। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত ঐ ধরণের ঘটনার মোট সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। (ক) খুন	৫২৯টি (১৭৪৮ জন)।	
(খ) ডাকাতি	৬৬০টি।	
(গ) চুরি	৭০৪৩টি।	
(ঘ) নারী ধর্ষন	৭৯টি।	
২। (ক) খুন	২২৯টি।	(২৩৩ জন)
(খ) ডাকাতি	২৯০টি।	
(গ) চুরি	৫১৫২টি।	
(ঘ) নারী ধর্ষন	৩৬টি।	

Admitted Starred Question No. By—Shri Diba Chandra Hrankhawl,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বরুয়া জাতিরা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ?

২। বিগত ১৯৭৭ সাল হইতে বরুয়া সম্প্রদায়ের এস, টি, সার্টিফিকেট অথবা সিটিজেনশিপ (বাইবার্থ) সার্টিফিকেট রাজ্য সরকার দিয়েছেন কি ?

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

৪। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বরুয়ারা প্রধানত: সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু মগ সম্প্রদায়ের কিছু লোক বরুয়া পদবী দারী হওয়াতে তপশিলী উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

২। হ্যাঁ মহাশয়।

৩। ২৭ জনকে এস, টি, সার্টিফিকেট এবং ১৫৫ জনকে জন্মসূত্রে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 373 (Postponed) By—Smt. Gita Chaudhuri.

Will the Hon'bble Minister-in-charge of the Labour and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে ৩০ শে জুন পর্যান্ত কোন দপ্তরে কতজন বেকারকে কর্মনিয়োগপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব ;

২। আলোচ্য বৎসরে কতজন বেকারকে কর্মনিয়োগপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১। বর্তমান বৎসরে ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১৮১৫ জন বেকারের কর্মনিয়োগপত্র দেওয়া হইয়াছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

No.	Department		
1.	Printing and Stationery Department	=	9
2.	Public Works Department.	=	100
3.	State Lottery & Small Saving.	=	1
4.	Director of Land Records & Settlement.	=	6
5.	Rajya Sainik Board.	=	—
6.	Director of Panchayat.	=	24
7.	District & Sessions Judge.	=	14
8.	Director of Higher Education.	=	4
9.	Irrigation & Flood Centre.	=	28
10.	Director of Health Services.	=	174
11.	Addl. District Magistrate & Collector.	=	68
12.	Director of Information Cultural Affairs and Tourism.	=	17
13.	Gauhati High Court· Agartala Branch.	=	—
14.	Secretariat Administration.	=	43
15.	Town & Country Planner.	=	—
16.	Chief Convervator of forest.	=	16
17.	Director Welfare for Sch. Castes and Sch. Tribes.	=	60
18.	Director of Fisheries.	=	4
19.	Director of School Education.	=	576
20.	General Manager, T. R. T. C.	=	2
21.	Director of Social Welfare & Social Education.	=	232

22.	Director of Animal Husbandary.	=	8
23.	Director of Fire Services.	=	1
24.	Director of Statistics & Evualution.	=	8
25.	Tripura Small Industries Corn. Ltd.	=	7
26.	State Planning Machinery.	=	2
27.	Director of Rehabilitation Deptt.	=	—
28.	Tripura Forest Development Corpn. Ltd.	=	2
29.	Chief Engineer (Electrical).	=	14
30.	Superintendent of Police (Vigilance).	=	—
31.	Tripura Public Service Commission.	=	—
32.	Chief Electrical Officer.	=	—
33.	Director of Industries	=	7
34.	Director of Civil Defence.	=	—
35.	Tripura Jute Mill Ltd.	=	16
36.	Director of Food & Civil Supplies.	=	7
37.	Addl. Commissioner Taxes.	=	9
38.	Weights & Measures.	=	—
39.	Director of Research.	=	—
40.	Inspector General of Prisons.	=	—
41.	Tripura Handloom & Handicrafts Development Corpn. Ltd.	=	5
42.	Labour Commissioner.	=	1
43.	I. G. P. . Tripura.	=	350
44.	Director of Employment Services & Manpower Planning.		—
45.	Co-operative Societies.	=	—
	Total		1815

২। বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন দপ্তরে আরও মোট ৩৪৭২ জন বেকারের কর্মনিয়োগপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

Admitted Question No. 30 (Postponed).

By—Shri Jawhar Saha, M. L. A. &

Shri Nagendra Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা নগদে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত টাকা নগদে পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন কি না ;

খ) আবেদন করে থাকলে কোন কোন দপ্তরের কতজন উক্ত টাকা নগদে পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং এই পর্যান্ত কতজন আবেদন কারীকে নগদে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়েছে ;

গ) না দেওয়া হলে তার কারন, এবং কবে নাগাদ তাহাদের ঐ টাকা নগদে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ, মহাশয়।

খ) এ পর্যান্ত ৭৭৬ খানা আবেদন পত্র অর্থ বিভাগে পাওয়া গিয়াছে যথা :—

দপ্তর			সংখ্যা
স্বরাষ্ট্র দপ্তর	...	...	২৭
স্বাস্থ্য দপ্তর	...	...	১২
পরিসংখ্যান দপ্তর	...	...	১
জন সংযোগ ও তথ্য দপ্তর		...	১
পল্লী উন্নয়ন দপ্তর	...	...	৭১
রাজস্ব দপ্তর	...	..	১৮৭
খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর		...	১১
পূর্ত্ত দপ্তর	...	...	৩৪
পশুপালন দপ্তর	...	...	১
শিক্ষা দপ্তর	...	...	২৯৭
শিল্প দপ্তর	...	...	২
আইন দপ্তর	...	...	১
শ্রম দপ্তর	...	...	২
বন দপ্তর	...	...	৯
সমবায় দপ্তর	...	...	৩
সচিবালয় দপ্তর	...	...	৯৫
বিধানসভা সচিবালয়	...	...	২০
নির্বাচন দপ্তর	...	...	৫
মুদ্রন দপ্তর	...	...	১
			৭৭৬

এ পর্যান্ত কোন আবেদন কারীকে মহার্ঘভাতা নগদে দেওয়া হয়নি।

গ) আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষাধিন আছে।

—:o:—

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.